বইঘর.কম

বইঘর নিবেদন

পিশাচ কাহিনি

বেউলফ

রূপান্তরঃ ডিউক জন

বইঘর

বইঘর

Boighar.com

বইঘর নিবেদন

পিশাচ কাহিনি

অজ্ঞাতনামা লেখকের পাণ্ডুলিপি থেকে

বেউলফ

রূপান্তর: ডিউক জন

দানব গ্রেনডেলের মাকে হত্যা করতে এসে উল্টো সেই মায়াবিনীরই জালে আটকা পড়ল বীর যোদ্ধা বেউলফ। মদির গলায় শর্ত জানাল মায়াবিনী: তাকে আরেকটি সন্তান উপহার দিলে তবেই মিলবে মুক্তি। সুন্দরী পিশাচীর আহ্বানে সাড়া দিল রূপমুগ্ধ বীর যোদ্ধা। তারপর...

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

বইঘর

পিশাচ কাহিনি

অজ্ঞাতনামা লেখকের পাণ্ডুলিপি থেকে

বেউলফ

রূপান্তর ■ ডিউক জন

www.boighar.com

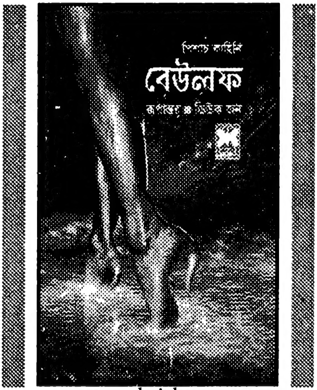

www.boighar.com

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ISBN 984-16-0281-4

একশ' পনেরো টাকা

প্রকাশক: কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৭

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ডিউক জন

মুদ্রাকর: কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন ৮৩১৪১৮৪ ০১৭৮৪৮-৪০২২৮
mail: alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/shebaofficial

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭১৮-১৯০২০৩

A Horror Novel
BEOWULF
By: Anonymous
Trans. by: Duke John

www.boighar.com
www.boighar.com
www.boighar.com
www.boighar.com

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

উৎসর্গ

ইসমাইল আরমান

এই একটা মানুষ— যাঁকে যখন-তখন,
যে-কোনও সময়ে বিরক্ত করতে পারি।

www.boighar.com

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনও ভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

www.boighar.com

বি. দ্র.: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

প্রকাশিত কয়েকটি পিশাচ কাহিনি

ব্রাম স্টোকার	
রূপান্তরঃ রকিব হাসান	
ড্রাকুলা (দুইখণ্ড একত্রে)	৭২/-
রূপান্তরঃ ইসমাইল আরমান	
দ্য জুয়েল অভ সেভেন স্টারস	৮৭/-
লেয়ার অভ দ্য হোয়াইট ওঅর্ম	৭৬/-
ফ্রেডা ওয়ারিংটন	
রূপান্তরঃ ইসমাইল আরমান	
রিটার্ন অভ ড্রাকুলা	
কাজি মাহবুব হোসেন	
অশুভ সংকেত (তিনখণ্ড একত্রে)	১১০/-
অনীশ দাস অপু	
দুঃস্বপ্নের রাত+প্রেতপুরী	
ওয়্যারউলফ+কিংবদন্তীর প্রেত	৯৪/-
অনীশ দাস অপু সম্পাদিত	
ভুতুড়ে দুর্গ+ছায়াবৃত্ত	৯৮/-
পিশাচ-চক্র	
ভৌতিক হাত+হাকিনী	১১৪/-
শাঁখিনী	১০২/-
অনীশ দাস অপু/আফজাল হোসেন	
অশুভ ছায়া+অপার্থিব প্রেয়সী	৭১/-
আফজাল হোসেন	
অতৃপ্ত আত্মা	
ইশতিয়াক হাসান	
সব ভুতুড়ে	
ভুতুড়ে ছায়া	৮১/-
অনীশ দাস অপু/তারক রায়	
সেই ভয়ঙ্কর রাত+জ্যান্ত মমি	৯৮/-
তৌফির হাসান উর রাকিব	
ট্যাবু	৮৯/-
ডিউক জন	
বেউলফ	১১৫/-

www.boighar.com
www.boighar.com

বেউলফ

মূলঃ অজ্ঞাত

রূপান্তরঃ ডিউক জন

SCAN & EDITEDBY:

BOIGHAR

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর

WE ALWAYS ENCOURAGE BUYING THE ORIGINAL BOOK.

ভূমিকা

www.boighar.com

অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যবর্তী কোনও এক সময়ে রচিত হয় কাহিনিটি। রচয়িতা— ইংল্যাণ্ডের অজ্ঞাতনামা এক অ্যাংলো-স্যাক্সন লেখক।

সম্পূর্ণ রচনাটি ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে রক্ষিত নোওয়েল কোডেক্স নামে এক পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়। মূল পাণ্ডুলিপিতে লেখাটির কোনও শিরোনাম ছিল না। তবে কাহিনির প্রধান চরিত্রের নামে এটি নামাঙ্কিত হয়। www.boighar.com

এ উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাগুলোর সাল-তারিখের প্রমাণ পাওয়া গেছে বিভিন্ন সমাধিস্তূপে খননকার্য চালিয়ে। ইতিহাসবিদ স্নোরি স্টারলুসন-এর মত এবং সুইডিশ প্রথা অনুসারে নির্ধারিত হয়েছে এই সময়কাল।

ডেনমার্কের লেজরে-তে এক পুরাতাত্ত্বিক খননকার্য থেকে জানা গেছে, মধ্য-ষষ্ঠ শতাব্দীতে একটি হল নির্মিত হয়েছিল সেখানে, যেটি বেউলফ কাহিনির সমসাময়িক।

১৮৭৪ সালে সুইডেনের আপসালায় আরেকটি খননকার্য থেকেও বেউলফের কিংবদন্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। খননের ফলে জানা গেছে, ৫৭৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কোনও এক শক্তিশালী পুরুষকে একটি ভালুকের চামড়া, দু'টি কুকুর আর মূল্যবান সমাধিদ্রব্যের সঙ্গে সমাহিত করা হয়েছিল এখানে। এই

জিনিসগুলোর মধ্যে রয়েছে সোনায় মোড়া একটি ফ্র্যাঙ্কিশ তরবারি, গারনেট এবং হাতির দাঁতে নির্মিত ঘুঁটি সহ দাবার বোর্ড। সোনার সুতোয় কাজ করা দামি ফ্র্যাঙ্কিশ কাপড় আর কোমরবন্ধ ছিল লোকটির পরনে।

ইংল্যাণ্ডে রচিত হলেও কাহিনিটির প্রেক্ষাপট স্ক্যানডিনেভিয়া। অধিকাংশ গবেষকের মতে, বেউলফ, রাজা হ্রথগার— এরা ষষ্ঠ শতাব্দীর স্ক্যানডিনেভিয়ার সত্যিকারের ঐতিহাসিক চরিত্র।

www.boighar.com

এক

নর্দার্ন ডেনমার্ক। পাঁচ শ' আঠারো খ্রিস্টাব্দ। সময়টাকে বলা হয়— বীরদের যুগ।

www.boighar.com

গুহার ভিতরটা ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে। আলো-আঁধারির আবাস সেখানে। জ্যান্ত এক প্রাণী আধো অন্ধকারে জাহির করছে নিজের অস্তিত্ব। দু' হাত দিয়ে সজোরে মাথার দু' পাশ আঁকড়ে ধরে আছে প্রাণীটা। অসহ্য যন্ত্রণায় জান্তব আর্তনাদ ছাড়ছে। ওটার শারীরিক কাঠামো মানুষের মতো হলেও পুরোপুরি মানুষ নয় জীবটা।

চুলবিহীন খুলি খামচে ধরে থাকা অবস্থায় আচমকা কাঁপতে আরম্ভ করল না-মানুষ-না-জানোয়ারটা। অনিয়ন্ত্রিত ভাবে থেকে-থেকে ঝাঁকি খাচ্ছে হাত দুটো। আচমকা দুই হাত চাপা দিল কানে। যেন অনাকাঙ্ক্ষিত কোনও আওয়াজ থেকে মুক্তি পেতে চাইছে।

কিন্তু... কোথাও কোনও শব্দ নেই! কেবল আধা ওই মানুষটার নিজের গোঙানি ছাড়া। তা হলে কীসের থেকে রেহাই দিতে চাইছে ওটা কান দুটোকে?

আসলে, আওয়াজটা হচ্ছে বহু দূরে। মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় অত দূরের আওয়াজ শুনতে পাওয়া।

হেয়্যারট। শব্দটার আক্ষরিক অর্থ— হল অভ হার্ট। হার্ট হচ্ছে—

লাল রঙের এক জাতের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ হরিণ।

তো, হেয়্যারট নামের এই মিড-হলটি আদতে এক-কামরা বিশিষ্ট বিরাট এক হল-ঘর, যেখানে পানাহারের সুবন্দোবস্ত রয়েছে।

এই হেয়্যারটই গুহাবাসীটির যন্ত্রণার উৎস। কারণ, সে-মুহূর্তে উৎসবে সেজেছে রাজকীয় হলরুমের ভিতরটা। শীতার্ত রাত বাইরে, অথচ ভিতরে তার বিন্দু মাত্র আঁচ পাবার জো নেই।

প্রকাণ্ড এক চুল্লি থেকে চোখ ধাঁধানো দীপ্তি ছড়াচ্ছে সোনালি-কমলা রঙের আগুনের শিখা, দাউ-দাউ উদ্বাহু নৃত্য করছে। লম্বা শিকে গেঁথে আস্ত শুয়োর ঝলসানো হচ্ছে চুল্লির আগুনে। লোভনীয় গন্ধ ছুটছে মাংস থেকে। www.boighar.com

দুনিয়ার বুকে অদ্বিতীয় এই মিড-হলের সব কিছুই সোনালি আর পলিশ করা। প্রতিটি মানুষ এ মুহূর্তে সুখী আর ভাবনাহীন। চিৎকার করে গলা ফাটাচ্ছে তারা।

আনন্দের ফোয়ারা ছুটছে চারদিকে। মধু আর জলের গাজন থেকে তৈরি বিশেষ এক স্বাদের সোনালি সুরা ভর্তি বড়সড় গামলা থেকে নিয়ে ভরা হচ্ছে জগগুলো, যার-যার গবলেট[১] ভরে নিচ্ছে লোকে জগ থেকে ঢেলে।

মাথা থেকে শিরস্ত্রাণ খুলে আনল এক যোদ্ধা, উলটো করে ধরল। কে একজন মদিরা ঢেলে দিল ওটার মধ্যে।

শিরস্ত্রাণের কিনারা ঠোঁটে ছোঁয়াল যোদ্ধা, ঢকঢক করে পান করে ফেলল মদটুকু।

সোনালি করে ঝলসানো হতেই শিকসুদ্ধ শুয়োর ঠাঁই পাচ্ছে কাঠের তৈরি বারকোশে[২]।

www.boighar.com

---

[১] গবলেট: হাতল-ছাড়া পানপাত্র বিশেষ।

[২] বারকোশ: পরিবেশন করবার জন্য বড়, অগভীর পাত্র বিশেষ।

boighar.com

বহনযোগ্য, বড় একখানা সিংহাসন ঘিরে পাগলের মতো নাচাকোঁদা করছে এক ঝাঁক উচ্ছৃঙ্খল থেন[৩], যেটা আবার ঘাড়ে করে বইছে ওদের চারজন। কোলাহলপূর্ণ ভিড়ের মধ্য দিয়ে এমন ভাবে পথ করে নিচ্ছে রাজকীয় আসনটা, যেন একটা নৌকা ওটা, দুলছে এ-পাশ ও-পাশ; উঁচু ঢেউয়ের মাথায় চড়ছে কখনও, কখনও-বা নেমে আসছে নিচে। আর রাজা হ্রথগার স্বয়ং রয়েছেন সিংহাসনে। মানুষ তো নন, যেন একটা পিপে! এতটাই মোটা!

কোনও রকমে একটা বিছানার চাদর জড়িয়ে নিয়েছেন হ্রথগার ওঁর থলথলে শরীরটায়। ব্যস, আর কিচ্ছু নেই পরনে! অবস্থা দৃষ্টে মনে হতে পারে, এই মাত্র বিছানার খেলা শেষে নেমে এসেছেন তিনি। ঝাঁকির চোটে খুব কম মদই থাকতে পারছে সম্রাটের হাতে ধরা প্রমাণ সাইজের গবলেটে, মুহূর্তে-মুহূর্তে ছলকে পড়ছে এ-দিক ও-দিক।

উত্তরোত্তর বাড়ছেই গোলমালের শব্দ। কানে একেবারে তালা লেগে যাবার জোগাড়। www.boighar.com

ঠক করে একটা মঞ্চের উপরে নামিয়ে রাখা হলো চেয়ারটা। আরেকটু হলেই ওখানে আগে থেকে উপবিষ্ট সম্রাজ্ঞীর উপরে নামিয়ে আনছিল ওটা মাতাল লোকগুলো।

বিষণ্ন চেহারার সুন্দরী মহিলা সম্রাজ্ঞী উইলথিয়ো। রংধনুর মতো রঙিন যেন ওঁর ত্বক। মুখখানা চাঁদের মতো। অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা থেকে বাঁচলেও বিরাট আর ভারী সিংহাসনটা রাখতে গিয়ে সম্রাটের স্ত্রীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলল নেশাগ্রস্ত বাহকরা। উইলথিয়োর মেঝেতে ছড়ানো লম্বা গাউনের ঝুলের উপরেই দাঁড় করিয়ে দিল চেয়ারটা।

টেনে ছাড়াবার চেষ্টা করল মহিলা। চেয়ারের এক দিকের

---

[৩] থেন: রাজার কাছ থেকে পাওয়া জমির মালিক।

পায়া জোড়ার নিচে আটকা পড়েছে গাউন। টানাটানি করতে গিয়ে ফরফর শব্দে ছিঁড়ে এল কাপড়ের প্রান্ত।

ব্যাপার লক্ষ করে হো-হো করে হেসে উঠলেন হ্রথগার। খপ করে পাকড়াও করলেন স্ত্রীকে। তারপর এক টানে নিয়ে ফেললেন নিজের বুকের উপর।

নিজেকে সামলাতে না পেরে হুড়মুড় করে রাজার গায়ের উপর গিয়ে পড়ল উইলথিয়ো। আর তাতে হর্ষধ্বনি করে উঠল মাতাল লোকগুলো।

ছাড়া পাবার জন্য জোরাজুরি করছে সম্রাজ্ঞী, পাত্তাই দিলেন না হ্রথগার। ঘর ভর্তি মানুষের ড্যাবডেবে দৃষ্টির সামনেই চপ করে ভিজে একটা চুম্বন বসিয়ে দিলেন বউয়ের ঠোঁটে। সঙ্গে-সঙ্গে আবার উল্লাসধ্বনি।

উইলথিয়োর কমলা-কোয়া ঠোঁটে হ্রথগারের মোটা ওষ্ঠাধর সেঁটে আছে যেন আঠার মতো, ছাড়বার নামগন্ধ নেই। এ-দিকে দম বন্ধ হবার জোগাড় মহিলার। বাধ্য হয়ে ছোট হাতের মুঠি দিয়ে দুমাদুম কিল মারতে আরম্ভ করল মাতাল স্বামীর পশমে ভরা বিরাট বুকটাতে। যতটা সম্ভব, পিছনে হেলিয়ে রেখেছে মাথাটা; তা-ও নিস্তার নেই। অস্পষ্ট গোঙানির মতো আওয়াজ বেরিয়ে এল গলার ভিতর থেকে। মুহূর্তে পরিণত হলো সেটা ফোঁপানিতে। 'ছ্-ছাড়ো আমাকে! ছ্-ছেড়ে দাও...'

ছাত উড়ে যাবার উপক্রম হলো থেন যোদ্ধাদের চিৎকারে।

অবশেষে দয়া হলো হ্রথগারের।

শক্তিশালী নাগপাশ থেকে মুক্ত হতেই কামারশালার হাপরের মতো শব্দ করে হাঁপাতে লাগল মহিলা। সম্রাটকে আবার ওর দিকে হাত বাড়াতে দেখে পিছিয়ে এল স্খলিত চরণে। চোখ দুটো বড়-বড় হয়ে উঠেছে আতঙ্কে।

সারা শরীর দুলিয়ে হাসতে লাগলেন হ্রথগার। আবার চুমু

boighar.com

খাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল না ওঁর। ওটা ছিল বউকে ভয় দেখাবার জন্য।

জনতাও বুঝল ব্যাপারটা। গলা ফাটিয়ে বাহবা দিল ওরা সম্রাটকে।

ওদের দিকে ঘুরে চাইলেন হ্রথগার। মাত্রাতিরিক্ত মদ্য পানের ফলে লাল হয়ে রয়েছে ওঁর টকটকে ফরসা মুখটা। চোখ জোড়া ঢুলু-ঢুলু।

'আজ থেকে এক বছর আগে,' গমগম করে উঠল সম্রাটের জড়ানো কণ্ঠ। 'এই আমি, হ্রথগার, তোমাদের রাজা, কথা দিয়েছিলাম, আগামীতে নতুন এক হল-এ আমরা আমাদের বিজয় উদ্‌যাপন করব। আর সেই হল-ঘরটা হবে প্রকাণ্ড... দেখার মতো সুন্দর।' বিরতি নিলেন হ্রথগার। 'আমি কি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি?'

'হো!' মত্ত উল্লাসে থর-থর করে কেঁপে উঠল নতুন হল-ঘর।

তৃপ্তির হাসি হ্রথগারের মুখের চেহারায়। 'এই সেই হল, যার কথা বলেছিলাম আমি তোমাদের।' গর্ব উপচে পড়ছে লোকটার উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ থেকে। 'এখানে আমরা খানাপিনা করব... ভাগাভাগি করব বিজয়ের আনন্দ। চারণ-কবিরা আমাদের বীরত্বগাথা গাইবে এখানে। এখানেই বিলি-বণ্টন করা হবে অভিযান থেকে পাওয়া গণিমতের মাল— সোনাদানা, হীরে-জহরত— সব। অফুরন্ত আনন্দের উৎস হবে এই হেয়্যারট... আনন্দের সমস্ত উপকরণ থাকবে এখানে— এমন কী নারীও। কেয়ামত পর্যন্ত একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে আমাদের এই হল-ঘরটা...'

'হো! হো!! হো!!!' ভয়াবহ পুরুষালি গর্জনে ধসে পড়বে যেন ওদের এত সাধের হল অভ হার্ট।

উইলথিয়োর দিকে ফিরলেন হ্রথগার। 'এসো, কিছু সোনাদানা

বিলানো যাক। কী বলো, সুন্দরী?' মৌজে আছেন সম্রাট।

কোনও রকম প্রতিক্রিয়া দেখানো থেকে নিজেকে নিরস্ত করল সম্রাজ্ঞী।

বড় একটা সিন্দুকের ডালা তুললেন সম্রাট। হাত ভরে দিলেন ভিতরে। পরক্ষণে এক মুঠো মোহর সহ উঠে এল হাতটা।

আবারও আনন্দধ্বনি করল সমবেত থেনেরা।

মুঠোখানা মাথার উপরে তুলে ধরলেন হ্রথগার। 'এগুলো উনফেয়ার্থের জন্যে... আমার সবচেয়ে বিচক্ষণ পরামর্শদাতা। কুমারী মেয়েদের যম, সাহসী যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম... কোন্ চুলোয় গিয়ে ঢুকেছ তুমি, উনফেয়ার্থ, হুঁউ?' রেগে উঠছেন সম্রাট। ভিড়ের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত লোকটাকে খুঁজছে ওঁর চোখ। 'অ্যাই, উনফেয়ার্থের বাচ্চা উনফেয়ার্থ!' গর্জে উঠে বললেন। 'কই তুই? সামনে আয়, বেজিমুখো বেজন্মা!'

কেউ এল না।

রাগের চোটে অপেক্ষমাণ জনতার উদ্দেশে স্বর্ণমুদ্রাগুলো ছুঁড়ে মারলেন হ্রথগার।

ব্যস, বহু দিন না খেয়ে থাকা বুভুক্ষের মতো হুটোপুটি, কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গেল। কে কার আগে ছিনিয়ে নিতে পারে। নরক পুরোপুরি গুলজার।

ওখানেই অবশ্য থাকবার কথা উনফেয়ার্থের। নেই যখন, তা হলে গেল কোথায় লোকটা?

আছে। বহাল তবিয়তেই আছে। মদ খেয়ে ঢোল হয়ে আছে যদিও, তার পরও বলা যায়, সহিসালামতেই রয়েছে। মনের সুখে ছড়ছড় করে পেচ্ছাপ করছে উনফেয়ার্থ আর অ্যাশার।

জলবিয়োগের জায়গাটা হলরুমের বাইরের আঙিনার বিশাল এক গর্ত। খুব বেশি দূরে নয় বাড়িটা থেকে।

boighar.com

দু' ফোঁটা কালো আগুন যেন উনফেয়ার্থের চোখের মণি দুটো। ঢেউ খেলানো লম্বা, কালো চুল মাথায়। দু' পাশে ডানার মতো চেহারার শিরস্ত্রাণের নিচ দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে।

অন্য দিকে অ্যাশারের বয়স বেশি। স্বভাবে-চরিত্রে উনফেয়ার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। অবশ্য দু'জনেই ওরা হ্রথগারের মন্ত্রণাদাতা। প্রথম জন একটু প্রতিক্রিয়াশীল ধরনের, আর দ্বিতীয় জন একটু বেশিই রক্ষণশীল।

তো, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে-দিতে আলাপ করছে দু'জনে।

'একটা কথা বলো তো, অ্যাশার,' বলল উনফেয়ার্থ। 'ধরো, যিশু খ্রিস্ট আর ওডিনের[৪] মাঝে লড়াই বেধে গেল। কে জিতবে বলে তোমার ধারণা?'

'তলোয়ার-যুদ্ধ?' প্রশ্ন অ্যাশারের।

'যে-কোনও ধরনের যুদ্ধ...'

জবাবটা আর দেয়া হলো না অ্যাশারের। সম্রাট হ্রথগারের দূরাগত কণ্ঠস্বর কানে এল উনফেয়ার্থের। ওর নাম ধরেই ডাকছেন।

পেশাবের বেগ বাড়াতে বাধ্য হলো উনফেয়ার্থ। সম্রাটের রাগ সম্বন্ধে বিলক্ষণ জানা আছে ওর। চাহিবা মাত্র না পেলে মাথায় আগুন ধরে যায় বুড়ো মানুষটির। তায় মদ খেয়ে টাল।

কোনও রকমে অত্যাবশ্যকীয় কাজটা সেরে ঘুরে দাঁড়াল যোদ্ধা। অসন্তোষ ভরে বিড়বিড় করছে: 'কী হলো আবার!'

সিংহাসনের এক দিকে কাত হলেন হ্রথগার। পেটের ভিতরকার দূষিত বায়ু বেরোবার পথ করে দিলেন। গুড়ু-গুড়ু মেঘ-গর্জনের

---

[৪] ওডিন: নর্স পুরাণে বর্ণিত প্রধান দেবতা।

মতো টানা শব্দ করে বেরিয়ে গেল বাতাস। ত্যাগেই প্রকৃত সুখ—কথাটার সার্থকতা প্রমাণ করতেই যেন প্রশান্তির ছায়া খেলে গেল সম্রাটের লালচে মুখটায়।

বায়ুত্যাগ শেষে বিব্রত ভঙ্গিতে হাসলেন তিনি। আরেক মুঠো সোনার মোহর তুলে ধরলেন মাথার উপরে।

সাগরের গর্জন ধেয়ে এল জনতার দিক থেকে।

'কোথায়?' চিরাচরিত নরম স্বরে জিজ্ঞেস করলেন হ্রথগার। 'কোথায় লুকালে, অকৃতজ্ঞ অভদ্র?'

এই সময় দেখা গেল উনফেয়ার্থকে। পথ হারানো পথিকের মতো এলোমেলো পা ফেলে এগিয়ে আসছে থেনদের ভিড়ের মধ্য দিয়ে। হাত জোড়া ব্যস্ত তখনও পাজামার ফিতে সামলাতে। ঠোঁট নড়ছে লোকটার, অস্ফুট স্বরে বলে চলেছে কী যেন।

সম্রাটের কাছাকাছি হতে অভিব্যক্তি বদলে গেল তার। ত্যক্ত ভাবটা মুছে গিয়ে সেটার জায়গা নিল চর্চা করে আয়ত্তে আনা হাসি।

বাতাসে একটা হাত উঁচাল উনফেয়ার্থ। নিজের উপস্থিতি জাহির করছে সম্রাটের কাছে।

'এই যে আমি, মহামান্য সম্রাট,' মুখেও বলল। স্বরটা যদিও প্রীত শোনাচ্ছে না।

দেখতে পেয়েছেন হ্রথগার। মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর মুখখানা। এ-বারে টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়ালেন সিংহাসন ছেড়ে। কাজটা করতে গিয়ে যথেষ্ট কসরত করতে হলো তাঁকে।

জমায়েত থেকে আলাদা হয়ে মঞ্চের দিকে পা বাড়াল উনফেয়ার্থ।

'এসো! এসো!' হাত বাড়িয়ে আহ্বান করলেন হ্রথগার। স্বরটা আন্তরিক। খানিক আগের রাগ বেমালুম উধাও।

মোটা একখানা স্বর্ণের লকেট তুলে নিলেন তিনি সিন্দুক

boighar.com

থেকে। পরিয়ে দিলেন ওটা উনফেয়ার্থের গলায়। এরপর জনতার মুখোমুখি হলেন দু'জনে।

গর্জন।

গর্জন।

গর্জন।

ওখান থেকে অল্প দূরেই সৈকত। চাঁদ আছে আকাশে। এ ছাড়া আলোর আরেকটি উৎস সাগরের ঢেউয়ের গায়ে ফসফরাসের ঝিলিমিলি।

সৈকত আর মিড-হলের মাঝে অবশ্য ছোট্ট এক গ্রামও রয়েছে। মাত্র ক' ঘর লোক বাস করে সেখানে। গোঁজ দিয়ে তৈরি সীমানা-প্রাচীর দিয়ে গ্রামটা ঘেরা।

হেয়্যারটের কোলাহল কানে আসছে গ্রামবাসীদেরও। খাওয়া-দাওয়া, কাজকর্ম সেরে সকাল-সকাল শুয়ে পড়ে তারা। কিন্তু আজ বোধ হয় ঘুম কপালে নেই সরল-সিধে লোকগুলোর। রীতিমতো অতিষ্ঠ বোধ করছে হইচইয়ের আওয়াজে।

আরও একজন সইতে পারছে না বিরক্তিকর শব্দের এই অত্যাচার। বহু দূরের গুহার সেই বাসিন্দা। যদিও কোনও ভাবেই অত দূরে যাবার কথা নয় মিড-হলের হই-হল্লা। কিন্তু মানুষের মতো দেখতে প্রাণীটার কান খুব তীক্ষ্ণ।

টলতে-টলতে গুহার বাইরে বেরিয়ে এল দানবটা। হ্যাঁ, 'দানব' শব্দটাই সঠিক যায় ওটার সঙ্গে। কুঁজো হয়ে রয়েছে, তা-ও লম্বায় তাল গাছ। বাঁকাচোরা শারীরিক কাঠামো।

গুহামুখের সামনে দাঁড়িয়ে দূরের মিটিমিটি জ্বলা আলোকবিন্দুর দিকে চেয়ে রয়েছে প্রাণীটি। চাঁদের আলোয় স্নান করছে। ওটা যেন এই জগতের কোনও প্রাণী নয়। অন্য ভুবনের, অন্য কোনওখানের।

আচমকা থালার মতো দু' হাতের পাঞ্জা দিয়ে মাথার দু' পাশ খামচে ধরল কদাকার জীবটা। বৃথাই চেষ্টা করছে মিড-হলের হুল্লোড় থেকে নিজের কান দুটো বাঁচানোর। ওই আওয়াজ যেন ওটার প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে ঢুকে রক্তের সঙ্গে মিশে পৌঁছে যাচ্ছে মগজে।

মরণ-চিৎকার বেরিয়ে এল জানোয়ারটার বুক চিরে। ওটাকে ওই অবস্থায় দেখলে বেশির ভাগ মানুষের দু' রকম অনুভূতি হবে। এক, করুণা। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে— ভয়।

...না, না! আতঙ্ক!

ফিরে আসি আবার মিড-হলে।

উত্তেজনার চরমে পৌঁছেছে হেয়্যারটের হল্লা। ষষ্ঠ শতাব্দীর ডেনিশ নাচ-গানে জমজমাট হয়ে উঠেছে ভোজসভা।

ও-দিকে অমানুষিক জানোয়ারটা সৈকত ধরে ছুটে আসছে মিড-হলের দিকে। অবিশ্বাস্য দ্রুত ওটার গতি। আর প্রতি মুহূর্তে গতি কেবল বাড়ছেই। বিদ্যুৎগতির নড়াচড়ায় প্রবল শক্তির বহিঃপ্রকাশ।

যোদ্ধাদের একটা দল মিড-হলের এক কোনায় বসে। মহানন্দে গান গাইছে তারা। যুদ্ধ-সঙ্গীত। গানের কথা চূড়ান্ত রকমের অশ্লীল। চরণে-চরণে যৌন-মিলনের প্রসঙ্গ। তা-ই গাইছে ওরা রসিয়ে-রসিয়ে। কম-বেশি সবাই-ই গলা মেলাচ্ছে একসঙ্গে।

আরেক দিকে, উলফগার নামে লম্বা-চওড়া, কালো চুলের এক থেন গিটা নামের এক মেয়ের পিছে লেগেছে। মধ্য-তিরিশের ঘরে লোকটার বয়স। আর মেয়েটা সদ্য তরুণী।

সারা হল তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে ওকে উলফগার। কিন্তু কিছুতেই

boighar.com

ধরা দিচ্ছে না মেয়েটা। অন্ধ কামোত্তেজনায় কুকুরের মতো হাঁপাচ্ছে থেন। ও-দিকে লোকটার পর্যুদস্ত অবস্থা দেখে মজা পেয়ে হাসছে গিটা খিলখিল করে।

দাঁতে দাঁত চাপল উলফগার। ধরতে পারলে... দেখিয়ে দেবে, কাকে বলে 'আসল পুরুষ'!

www.boighar.com

বিগতযৌবনা কতিপয় নারীকে, দেখা যাচ্ছে, খাওয়ায় ব্যস্ত। আশপাশে কী ঘটছে, সে-ব্যাপারে খুব একটা সচেতন নয়। রাজহাঁসের মাংসের সদ্ব্যবহার করছে ওরা তারিয়ে-তারিয়ে।

ঘউক করে তৃপ্তির ঢেকুর তুলল এক মহিলা। ভঙ্গিটা ভারি বিচ্ছিরি!

এক বদমাশ ছোকরা রাজহাঁসের ঠ্যাং নিয়ে কাড়াকাড়ি লাগিয়েছে এক কুকুরের সঙ্গে। বিস্তর চেষ্টা-চরিত্রের পর বেচারা সারমেয়র মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে সক্ষম হলো ছোঁড়াটা। নিজেই মুখে পুরে দিয়ে চিবোতে লাগল হাড়টা।

যার-যার মতো উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা সবাই। হল অভ হার্ট আজকের এই রাতে তাদের জন্য স্বর্গ। এমন এক স্বর্গ, পাপ আর পুণ্য যেখানে হাত ধরাধরি করে চলেছে। আজকের এই রাতে কোথাও যেন কোনও দুঃখ, কষ্ট, বেদনা— কিছুই নেই। ওদের জীবন জুড়ে কেবলই সুখ আর সুখ। যত ইচ্ছা— খাও; আর নাচো, গাও, মস্তি মচাও। উদ্‌যাপনের ধরনটা একটু কর্কশ বটে; তবে পুরুষ যেখানে প্রভুত্ব করছে, সেখানে এমনটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

স্বর্ণের উজ্জ্বল দ্যুতিতে চকচক করছে যেন মিড-হলের সমস্ত কিছু।

অবশেষে পরাস্ত হলো গিটা।

পেশিবহুল দু' বাহুর শক্ত বাঁধনে আটকে বুকের সঙ্গে পিষছে ওকে উলফগার।

ছাড়া পাবার জন্য হাঁসফাঁস করছে মেয়েটা, ময়দার বস্তার মতো তরুণীকে ঘাড়ের উপর ফেলল শক্তিশালী থেন। এক ছুটে গিয়ে ঢুকল খালি একটা কামরায়।

এরপর কী হবে, সহজেই অনুমেয়।

হলোও তা-ই।

দরজা লাগাবার গরজ বোধ করেনি উলফগার। খোলা কামরা থেকে ভেসে আসছে নারী-পুরুষের তৃপ্ত শীৎকার।

ইতোমধ্যে গান গাওয়া থেকে অবসর নিয়েছে যোদ্ধাদের দলটা। সবাই না অবশ্য। তবে এ-বারে আর তাল নেই কারও। যে যার মতো করে চালিয়ে যাচ্ছে। মদের নেশায় আর এ জগতে নেই তাদের দু'-একজন, অচেতন। কেউ এরই মধ্যে বিষণ্ন হয়ে পড়েছে। একজনকে তো দেখা গেল হাপুস নয়নে কাঁদতে। কেন, সে-ই জানে!

এ-রকম উত্থান-পতন সত্ত্বেও গোলমাল কিন্তু অব্যাহত রয়েছে ঠিকই।

ছুটে আসছে ওটা।

মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় ও-রকম অবিশ্বাস্য গতি অর্জন করা।

হেয়্যারটের দিকে যতই কাছিয়ে আসছে, ক্রমবর্ধমান দুঃসহ শব্দের যন্ত্রণায় উন্মাদ হবার দশা হলো জানোয়ারটার।

জবাই করা পশুর মতো গোঙাতে-গোঙাতে ছুটে আসছে ওটা মিড-হল লক্ষ্য করে। ভাঁটার মতো চোখ দুটোতে ওর বন্য আক্রোশ।

নেচে-কুঁদে সম্রাটকে আনন্দ দেবার চেষ্টায় রত এক ভাঁড়। গাঁট্টাগোট্টা চেহারার লোকটা মাথায় খুবই খাটো— বামন। পুরোপুরি উলঙ্গ সে। তবে খুদে মানুষটার নগ্নতা দৃশ্যমান হচ্ছে না

boighar.com

সারা গায়ে শামানদের[৫] মতো সাদা রং মেখে থাকবার কারণে।

তেমন লাভ হচ্ছে না দেখে এ-বারে অন্য চেষ্টা নিল বেঁটে ভাঁড়। একটা গল্প বলবে সে এ-বার, পথকবিদের অনুকরণে। তবে ওদের সঙ্গে বামনটার পার্থক্য হলো— ওরা তো স্রেফ বলেই খালাস, আর সাদা বামনকে গল্পটা অভিনয় করে দেখাতে হবে।

কথা আর অভিনয়ের ফাঁকে-ফাঁকে হার্প বাজিয়ে শোনাল ভাঁড়।

গল্পটা হ্রথগারকে নিয়েই। কেমন করে তিনি একবার ড্রাগন মেরেছিলেন।

বড়সড় একটা বালিশের গায়ে বার-বার বর্শা হানল বেঁটে। আসলটার চেয়ে অস্ত্রটা অনেক ছোট, খেলনাই বলা যেতে পারে। বারংবার ওটা বালিশে গেঁথে ফরফর করে টেনে ছিঁড়ল বালিশের কাপড়।

নাহ! হ্রথগারের মনোযোগ নেই এ-দিকে। তাঁর এক পাশে অ্যাশার, আরেক পাশে উনফেয়ার্থ।

উইলথিয়ো ওর সখীদের নিয়ে দূরে রয়েছে সম্রাটের কাছ থেকে।

মদের নেশা একটু-একটু করে কেটে যাচ্ছে হ্রথগারের। যা আছে, তা হচ্ছে— অপরিসীম ক্লান্তি। মুখে মৃদু হাসি নিয়ে উনফেয়ার্থের দিকে ঘাড় ঘোরালেন সম্রাট। তারপর অ্যাশারের দিকে।

'অ্যাশার,' বললেন তিনি। 'দুনিয়ার বুকে আমরাই কি সর্বশক্তিমান নই?'

'জি, রাজা...'

---

[৫] শামান: ভালো ও মন্দ আত্মার উপরে নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, এমনটা যারা দাবি করে। 'ওঝা' বলা যেতে পারে।

‘আমরাই কি সবচেয়ে ধনী লোক নই দুনিয়ায়?’

‘জি...’

‘উৎসব-আনন্দে যেমন খুশি, তেমনটা কি করতে পারি না?’

‘হ্যাঁ, অবশ্যই। মনের সন্তুষ্টির জন্যে যা-যা করা দরকার, সব। সব কিছুই।’

‘উনফেয়ার্থ?’ অপর জনের দিকে তাকিয়ে সমর্থন চাইলেন হ্রথগার।

উনফেয়ার্থ কোনও জবাব দিল না।

‘উনফেয়ার্থ!’ আবার বললেন হ্রথগার।

‘অবশ্যই... অবশ্যই,’ অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করতে বাধ্য হলো উনফেয়ার্থ।

সন্তুষ্ট হলেন হ্রথগার। ঘুমে জড়িয়ে আসছে তাঁর চোখ দুটো। দু’ পায়ের উপরে খাড়া থাকতে পারলেন না আর। ঢলে পড়লেন উনফেয়ার্থের গায়ে। তাড়াতাড়ি করে সম্রাটকে ধরে ফেলল ওঁর উপদেষ্টা।

ঠিক এই সময় মঞ্চের নিচে গর্জাতে আরম্ভ করল কুকুরটা। সমানে ডেকে চলেছে। সদর-দরজার দিকে মুখ। ওটার তারস্বরে ঘেউ-ঘেউ শুনে অনেকের চোখ চলে গেল দরজার দিকে। বুঝতে চাইছে, কী কারণে অমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে চারপেয়ে প্রাণীটা।

কিন্তু যেমন আচমকা ডাকাডাকি শুরু করেছিল, তেমনি আচমকাই জবান বন্ধ হয়ে গেল ওটার। ভয়ে, না কীসে— সিঁটিয়ে গেছে কুকুরটা। রোমগুলো লেপটে আছে গায়ের সঙ্গে। একটু আগে তুমুল হম্বিতম্বি করল, আর এখন পিছিয়ে আসতে চাইছে দরজার দিক থেকে।

ঘটনাটা আগাগোড়া লক্ষ করল উনফেয়ার্থ। সন্দেহের বশে চোখ জোড়া সরু হয়ে এল ওর। দৃষ্টি দিয়ে পুরোটা মিড-হলে

boighar.com

ঝাড়ু দিল লোকটা। শেষে নজর নিবদ্ধ হলো সদর-দরজায়।

'জাঁহাপনা!' ডাকল উনফেয়ার্থ।

নড়ে উঠলেন হ্রথগার। কিন্তু বন্ধ চোখের পাতা জোড়া খুলল না। না, পুরোপুরি অচেতন হননি তিনি। চোখ না খুলেই বললেন, 'এখন না, উনফেয়ার্থ... আমি এখন স্বপ্ন দেখছি... সোনালি স্বপ্ন!'

'কিন্তু, জাঁহাপনা!'

'শ্‌শ্‌শ্‌...'

বলে সারতে পারলেন না, কেয়ামত নাজিল হলো যেন বিশাল হল-ঘরে!

দুই

ধড়াম করে আওয়াজ হলো বন্ধ দরজায়। যেন ওটাকে উড়িয়ে দেবার নিয়তে প্রচণ্ড শক্তিধর কোনও কিছু সর্বশক্তিতে ধাক্কা দিয়েছে বাইরে থেকে।

আঘাতের প্রচণ্ডতায় থরথর করে কেঁপে উঠল ভারী পাল্লাটা। কাঠের কুচি ছিটকে গেল এ-দিক সে-দিক। এমন কী নিখাদ লোহা দিয়ে বানানো মোটা লোহার কবজা পর্যন্ত বাঁকা হয়ে গেল। ...তবে, দরজাটা অটুট রইল ঠিকই।

স্বপ্ন দেখবার মানসে যে-হ্রথগার ঘুম থেকে ডাকতে বারণ করছিলেন উনফেয়ার্থকে, বিকট আওয়াজে আপনা-আপনিই ঘুম-টুম সব উধাও তাঁর চোখ থেকে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে এ-দিক ও-

দিক তাকাচ্ছেন তিনি ভ্যাবলার মতো।

উপস্থিত লোকগুলোর অবস্থাও তথৈবচ। সাময়িক ভাবে যারা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল, তারাও জেগে উঠল ধড়মড় করে। ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাচ্ছে এ ওর দিকে। বুঝতে পারছে না, কী হচ্ছে। যোদ্ধাদের হাত চলে গেছে যার-যার তরবারি, খঞ্জর আর বর্শার উপরে।

পিন-পতন নিস্তব্ধতা মিড-হল জুড়ে। মহা কাল যেন থমকে আছে এখানে। কেবল ক্ষণিকের জন্য। কিন্তু মনে হচ্ছে— অনন্ত কাল...

আর তার পরই—

দ্বিতীয় বারের মতো বিস্ফোরিত হলো কাঠের দরজা। এ-বারে আক্ষরিক অর্থেই।

দানবীয় ওই আঘাতের চোটে এ-বার আর টিকতে পারেনি পাল্লা, ছিটকে খুলে এসেছে চৌকাঠ থেকে। সঙ্গে ছোট-বড় কাঠের টুকরো ছুটল চতুর্দিকে। কবজা-টবজা ভেঙে কোথায় হারিয়েছে, কে জানে!

ভাঙা দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে এক দানব!

পুরোপুরি পরিষ্কার নয় ওটার চেহারা। তার পরও ঠাহর করতে কষ্ট হচ্ছে না কারও, অনাহূত অতিথি রীতিমতো বীভৎস দেখতে।

সবার আত্মা কাঁপিয়ে দিয়ে ঝুঁকে ভিতরে প্রবেশ করল সৃষ্টিছাড়া জীবটা। সঙ্গে-সঙ্গে ঠাণ্ডা এক ঝলক বাতাসের ঝাপটায় ঝুপ করে নিভে গেল সমস্ত আগুন, একেবারে একই সঙ্গে। বাইরে থেকে আসেনি ওই বাতাস, এসেছে পিশাচটার প্রতিনিধি হয়ে। অন্ধকারে ডুবে গেল হেয়্যারট।

বাঁশ পাতার মতো কাঁপছেন হ্রথগার। আঁধারে হাতড়াচ্ছেন দিশাহারার মতো। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি এখন। মুখ

boighar.com

দিয়ে বেরিয়ে এল: ‘আমার তলোয়ার! আমার তলোয়ারটা কই?’

ততক্ষণে নিজেদের অস্ত্র বের করে ফেলেছে উনফেয়ার্থ আর অ্যাশার। অন্ধকারে কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু আর-সবার মতো ওদের দু'জনের মুখেও একই অভিব্যক্তি। আর তা হলো— জান্তব ভয়। বীর দুই যোদ্ধার চেহারায় ফুটে ওঠা অনুভূতির এই স্পষ্ট প্রকাশই বলে দিচ্ছে, অতর্কিতে হাজির হওয়া এই মূর্তিমান বিভীষিকার সঙ্গে পরিচয় নেই কারও। ওটার ভয়ঙ্করত্ব চাক্ষুষ করে তলানিতে ঠেকেছে বীর পুরুষদের আত্মবিশ্বাস। আতঙ্কে পাথর হয়ে গিয়ে ইষ্টনাম জপ করছে উনফেয়ার্থ আর অ্যাশার।

সবাইকে আরেক বার চমকে দিয়ে আচমকা ‘ভুউম’ করে জ্বলে উঠল নিভে যাওয়া অগ্নিকুণ্ড। আগুনের শিখা, মনে হলো, কড়িবরগা ছুঁয়ে ফেলবে। আস্ত এক শুয়োর রোস্ট করা হচ্ছিল আগুনে, মাংস-পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে গায়েব হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। পট-পট আওয়াজে পুড়ছে কাঠ-কয়লা, মুহুর্মুহুঃ কমলা স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। জোর হাওয়ায় পতাকা যেমন পতপত শব্দে ওড়ে, ঠিক তেমনি করেই আওয়াজ দিচ্ছে অগ্নিশিখা। ওটার তাণ্ডব-নৃত্য দেখে মনে হতে পারে— সব কিছু গ্রাস করে ফেলবার অভিপ্রায়। একটু আগেই যে আগুন উষ্ণ আবেশ ছড়াচ্ছিল, মুহূর্তের ব্যবধানে রূপ নিয়েছে সেটা বিপজ্জনক আর অশুভ কিছুতে, যাকে নিয়ন্ত্রণ করা শয়তানেরও অসাধ্য! ওই আগুন যেন নিজেই জীবন্ত একটা প্রাণী!

আগুনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিশাল দানবটার ততোধিক দীর্ঘ ছায়া নাচছে মিড-হলের পুরু পাথরের দেয়ালে। কেবল একটা নয় ছায়া, ছোট-বড় অনেকগুলো। একটার সঙ্গে আরেকটা মিশে হারিয়ে যাচ্ছে, আবার জন্ম নিচ্ছে নতুন করে। ভুতুড়ে কারবার যেন। দেয়াল জুড়ে চলছে ভৌতিক ছায়াবাজি।

সব ছায়ার মাথা ছাড়িয়ে যাওয়া ছায়াটা বেঁকে গেল সামনের দিকে। যখন সোজা হলো, দেখা গেল, ওটার মুঠোর মধ্যে তড়পাচ্ছে ছোট্ট আরেকটা ছায়া।

হতভাগ্য থেনকে দু' হাতে মাথার উপরে তুলে ধরল দানবটা। মাংস ছেঁড়ার গা গোলানো, বিশ্রী শব্দটা প্রত্যেকের শিরদাঁড়ায় বরফজল ঢেলে দিল। ভয়াল পিশাচটার এক হাতে যোদ্ধার পা জোড়া, অন্য হাতে রয়েছে শরীরের উপরের অংশ। বৃষ্টির মতো রক্ত ঝরছে মাটিতে।

গায়ক-দলটা যে-টেবিলে বসেছে, থপ করে সেটার উপরে পড়ল ধড় সহ মাথাটা। টিকটিকির বিচ্ছিন্ন লেজের মতো এখনও প্রাণের স্পন্দন রয়ে গেছে খণ্ডিত দেহটায়। ফিনকি দিয়ে গরম রক্ত বেরিয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে লম্বা ভোজের টেবিলটা।

ভয়াবহ আতঙ্কে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বেরোতে লাগল গায়কদের মুখ দিয়ে। ঠিকরে বেরিয়ে আসবার জোগাড় চোখের মণিগুলো। চিৎকারের মাঝেই আতঙ্কিত চোখগুলো মৃত সহযোদ্ধার উপর থেকে সরে গিয়ে সেঁটে রইল সামনে দাঁড়ানো কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ারটার উপরে।

দুটো চোখ দুই রকম ওটার। একটা যথাস্থানেই রয়েছে; আরেকটা, মনে হচ্ছে, কোটর থেকে বেরিয়ে ঝুলছে। সাদৃশ্য শুধু— দু' চোখেই ধক-ধক করছে খুন। মুলোর মতো দাঁত, ধারাল নখর যুক্ত থাবা, খসখসে সোনালি চামড়ায় বড়-বড় আঁশ।

সাঁই করে বাতাসে থাবা চালাল জানোয়ারটা। ওটার অসহায় শিকার হলো আরেক থেন। এক আঘাতে ধড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল লোকটার। চার পাশের মানুষগুলোর উপর রক্ত ঝরাতে-ঝরাতে উড়ে এক দিকে গিয়ে পড়ল মুণ্ডুটা।

এই অবস্থায় অসম সাহস কিংবা চরম বোকামির পরিচয় দিল এক থেন। প্রমাণ সাইজের এক উদ্যত তরবারি হাতে আগে

boighar.com

বাড়ল অ-মানুষটার দিকে।

কিচ্ছু করল না দানবটা। খালি একটা ঝাপটা দিল বিশাল হাতের। তাতেই ডানা গজাল যেন লোকটার। উড়ে গেল সে হলের আরেক প্রান্তে। ওখানে, একটা তাকে রাখা সারি-সারি বল্লম। সোজা ওগুলোর উপর পড়ল গিয়ে সাহসী থেন। শরীরে এক গাদা ছিদ্র নিয়ে ভবলীলা সাঙ্গ হলো তার। www.boighar.com

বাকি কাজটুকু তাড়াতাড়ি সারবার তাগিদ অনুভব করল জানোয়ার। বিজলির ক্ষিপ্রতায় ছুটে বেড়াতে লাগল ঘরময়। ক্রন্দনরত যোদ্ধাদের মনে হচ্ছে— শেষ বিচারের দিন উপস্থিত। আর বিচারে সকলেরই নরকবাস জুটছে। এবং তা সঙ্গে-সঙ্গে।

সত্যি-সত্যি মিড-হলটাকে বধ্যভূমিতে পরিণত করছে নরকের পিশাচ। রক্তের হোলিখেলা চলছে যেন এখানে, আক্ষরিক অর্থেই। এটা স্রেফ যদি মুণ্ডচ্ছেদ আর মৃত্যু-চিৎকার হতো, সেটা একটা ব্যাপার। কিন্তু নির্দয় জানোয়ারটা আপাত নিরীহ মানুষগুলোর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টেনে-টেনে ছিঁড়ছে। বলের মতো মেঝেতে গড়াচ্ছে মুণ্ডু, আগুনের মধ্যে গিয়ে পড়ছে হাত-পা, আর রক্তবৃষ্টি... সে তো বলাই বাহুল্য। রক্ত আর মদ মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। পাজি ছেলেরা ন্যাকড়ার পুতুলের যে দশা করে, তা-ই করছে নরক থেকে উঠে আসা জঘন্য জীবটা।

কেবল যোদ্ধাদের উপরে আক্রোশ মিটিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছে না ওটা। নারী... শিশু... রেহাই দিচ্ছে না কাউকেই। যাকেই সামনে পাচ্ছে, খতম করে দিচ্ছে।

এই কুরুক্ষেত্রের মধ্যে আশ্চর্যজনক ভাবে অক্ষত রয়েছেন হ্রথগার। এত গর্বের হেয়্যারটকে কসাইখানায় পরিণত হতে দেখে অবশ হয়ে গেছে তাঁর সারা শরীর। দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে ‘আশ্রয়’ নিয়েছেন সিংহাসনে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছেন, লাল হরিণের এলাকায় কীভাবে রক্তের বন্যা

বইয়ে দিচ্ছে নরকের কীটটা।

দুঃস্বপ্ন দেখছেন, মনে হলো তাঁর। না, ভুল হলো। ভয়াবহতম দুঃস্বপ্নেও এটা কল্পনা করা যায় না!

হঠাৎই যেন সংবিৎ ফিরে পেলেন হ্রথগার। সটান উঠে দাঁড়ালেন আসন ছেড়ে। আলগা কাপড়টা খসে পড়ল গা থেকে, কেয়ারই করলেন না। আসলে, কোনও কিছু খেয়াল করবার মতো অবস্থায় নেই সম্রাট, যেখানে জীবন আর মৃত্যু মাত্র এক সুতো দূরত্বে।

এক সৈন্যের মালিকানা-হারানো তরোয়াল তুলে নিলেন তিনি রক্তাক্ত মেঝে থেকে।

কী করতে যাচ্ছেন, বুঝতে পেরে নিবৃত্ত করল তাঁকে উনফেয়ার্থ। ভালো আছে সে-ও।

'ছাড়ো আমাকে! যেতে দাও!' বাধা মানতে নারাজ হ্রথগার। 'আমি না তোমাদের রাজা? প্রজার নিরাপত্তা রাজা দেখবে না তো, কে দেখবে!'

'আপনি রাজা,' দ্রুত বলল উনফেয়ার্থ। 'আর এ হচ্ছে নরকের অতল গহ্বর থেকে উঠে আসা ইবলিসের চেলা। মানুষের সাধ্য নেই, একে থামায়। এই অশুভ জন্তুটার কাছ থেকে পালানোর মধ্যে কোনও অগৌরব নেই, জাঁহাপনা! আপনি বাঁচলে বাপের নাম!' অ্যাশারের দিকে তাকাল সে। 'নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাও সম্রাটকে। তাড়াতাড়ি!'

বলেই আর দাঁড়িয়ে থাকল না উনফেয়ার্থ। পাগলের মতো চিৎকার করে আগে বাড়ল। মাথার উপরে উঁচিয়ে ধরা তলোয়ারটা ওর বাবার...

'আইইই!' জোশ পয়দা হওয়ায় আবার রণহুঙ্কার দিল উনফেয়ার্থ।

দৃষ্টি আকর্ষণ করায় ঝাঁকি দিয়ে সামনে এগোল দানবটা।

boighar.com

পিছিয়ে যেতে চেয়েছিল উনফেয়ার্থ, পারল না।

ওর একটা পা ধরে শূন্যে তুলে ফেলল ওটা। মাথা নিচের দিকে দিয়ে বেকায়দা ভঙ্গিতে ঝুলছে উনফেয়ার্থ, এ অবস্থায় হতভাগ্য লোকটাকে পাক খাওয়াতে শুরু করল দানবটা।

মট-মট করে ক'টা হাড় ভাঙল, বলতে পারবে না থেন।

আগুনের দিকে উনফেয়ার্থকে ছুঁড়ে দিল দানব।

জ্বলন্ত কয়লার উপরে গিয়ে পড়তেই আগুন ধরে গেল লোকটার জামায়। দ্রুত এক গড়ান দিয়ে নরককুণ্ড থেকে নিস্তার পেল উনফেয়ার্থ। গড়াগড়ি দিয়েই নিভিয়ে ফেলল আগুন। চামড়া পোড়ার তীব্র জ্বলুনি শরীরে। কিন্তু সইয়ে নেয়ার সময় দেয়ার উপায় নেই। কারণ, লম্বা-লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে আবার দানবটা। যতই এগোচ্ছে, ততই ভীতিকর রকম দীর্ঘ হচ্ছে ওটার ছায়া।

চকিতে এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে নিজের তলোয়ারখানা খুঁজতে লাগল উনফেয়ার্থের চোখ জোড়া। কোথাও দেখতে পেল না অস্ত্রটা। দানবটা যখন ছুঁড়ে দিয়েছিল ওকে আগুনের ভিতর, তখনই নিশ্চয়ই হাত থেকে ছুটে গেছে ওটা। এই অন্ধকারে কোথায় গিয়ে ঢুকেছে, কে জানে!

সাহস দেখাবার মতো বোকামি আর করল না উনফেয়ার্থ। চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করল। সরে যেতে চায় ফায়ারপ্লেসের কাছ থেকে। দানবটার হাতে পড়ে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে ভাঙা পায়ে, ব্যথায় জ্ঞান হারাবার দশা, দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে নিচ্ছে বাঁচবার তাগিদে।

আহত মানুষ যে এত দ্রুত হামাগুড়ি দিতে পারে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। জানের মায়া বড় মায়া। জানের ভয়ে সুড়ুৎ করে গিয়ে ঢুকল ও কোনার দিকের একটা টেবিলের তলায়। কাছেপিঠে এটাই সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। মায়ের গর্ভে শিশু

যে-রকম গুটিসুটি মেরে থাকে, সে-রকম নিজের ভিতরে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল উনফেয়ার্থ।

পাহারা দিয়ে সম্রাটকে ওখান থেকে সরিয়ে নিচ্ছিল অ্যাশার, অকস্মাৎ পৌরুষ জেগে উঠল হ্রথগারের মধ্যে। ঝাড়া দিয়ে পাহারাদারের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন তিনি। ছুটে গেলেন দানবটার দিকে!

শরীরে কোনও বর্ম নেই হ্রথগারের। এক মাত্র প্রতিরক্ষা কুড়িয়ে পাওয়া তলোয়ারটা। তা-ই নিয়ে নিজের চাইতে অন্তত তিন গুণ বড় প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করতে প্রস্তুত তিনি।

মূর্তিমান আতঙ্কের সামনে হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন হ্রথগার। গায়ের চাদরটা কোনও রকমে ধরে রেখে আব্রু রক্ষা করছেন।

স্বামী আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন, বুঝতে পেরে উইলথিয়ো পা বাড়াতে গেল তাঁকে ফেরাতে। আরেকটা বোকামি দেখতে চায় না বলে নিষ্ঠুর ভাবে বাধা দিল ওকে অ্যাশার। টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এল আড়ালে।

চোখের সামনে সহজ শিকার দেখেও প্রবল বিতৃষ্ণার সঙ্গে সম্রাটকে উপেক্ষা করল নরকের প্রেত। ওটার থাবার মধ্যে নিস্তেজ হয়ে এলিয়ে পড়ে আছে দুর্ভাগা আরেক সৈন্য। এক টানে যোদ্ধাটির একটা পা ছিঁড়ে ফেলল জানোয়ারটা। দেখে সভয়ে চোখ বুজলেন হ্রথগার।

এক সেকেণ্ডেই খুললেন আবার। রাগে থমথম করছে ওঁর মুখটা। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ছোট্ট এক লাফ দিলেন ভারী শরীর নিয়ে। তাতে কাজ হলো না দেখে হাস্যকর রকম তিড়িং-বিড়িং লাফাতে লাগলেন তলোয়ার উঁচিয়ে। মুখে আওয়াজ করছেন: ‘এই! হেই! এ-দিকে দেখো! এ-দিকে!’

boighar.com

বিরক্তি ভরে তাঁর দিকে চাইল একবার প্রেত। না, ওটার আগ্রহ জাগাতে পারেননি তিনি। দেখেই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

'এই যে! তোমাকে বলছি!' স্পষ্ট ছেলেমানুষী করছেন হ্রথগার। 'তাকাও এ-দিকে! লড়ো আমার সাথে!'

জবাবে পিলে চমকে দিয়ে গর্জে উঠল দানব। আহত, রাগত, অসহায় গর্জন।

ওই এক চিৎকারে, যে-রকম ভুস করে জ্বলে উঠেছিল, তেমনি দপ করে আবার নিভে গেল আগুন। ঝোড়ো বাতাসের ঝাপটা যেন চাবুকপেটা করে দমিয়ে দিল উদ্ধত কোনও উত্থানকে। শীতল অন্ধকারের নিচে তলিয়ে গেল গোটা মিড-হল। এক বিন্দু আলোর নিশানা নেই কোথাও।

ভয়ার্ত চিৎকার দিল কেউ একজন। ইনিয়ে-বিনিয়ে ফোঁপাতে লাগল কোনও এক মহিলা... বেঁচে যাওয়া মানুষগুলোর অস্বস্তি বাড়িয়ে দিচ্ছে গাঢ় অন্ধকার।

...তারপর... দুঃসহ আঁধারে এক মুঠো আশীর্বাদের মতো জ্বলে উঠল একটা মশাল।

তারপর আরেকটা...

তারপর আরেকটা...

কান্না থেমে গেছে। মিড-হল জুড়ে জমাট বেঁধে আছে কবরের মতো মৃত্যুশীতল স্তব্ধতা।

বিদায় নিয়েছে জীবন্ত দুঃস্বপ্নটা!

কিন্তু রেখে গেছে ওটার বীভৎসতার জলজ্যান্ত নিদর্শন। মিড-হলের বেশির ভাগ লোকই গায়েব। না, বাতাসে উবে যায়নি লোকগুলো, গোটা হল জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে।

রক্তগঙ্গা বয়ে যাচ্ছে হল অভ হার্টে।

শীতনিদ্রা শেষে যেমন গর্ত থেকে বেরোয় প্রাণী, বাতাস বুঝে, অনেকটা সময় নিয়ে; তেমনি ভাবেই টেবিলের তলা থেকে বেরিয়ে এল উনফেয়ার্থ।

অ্যাশারের কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পায়ে-পায়ে মঞ্চের দিকে এগোল উইলথিয়ো। রক্ত সরে গিয়ে মোমের মতো সাদা হয়ে আছে মহিলার মুখটা। শরীর জুড়ে এখনও বয়ে যাচ্ছে ভয়ের শিহরণ।

থেমে দাঁড়াল মঞ্চের কাছে এসে। মুখ খুলতে গিয়ে আবিষ্কার করল, স্বর ফুটছে না গলায়।

ঢোক গিলল। শেষে অনেক কষ্টে উচ্চারণ করতে পারল শব্দগুলো।

'ওটা... ওটা... কী ছিল?!'

মঞ্চের কিনারে বসে রয়েছেন হ্রথগার। নিচের দিকে দৃষ্টি। শরীরটা ঝুঁকে রয়েছে সামনে। স্ত্রীর কথায় কোনও রকম ভাবান্তর হলো না সম্রাটের চেহারায়। যেন এ জগতে নেই তিনি। যদিও কথাগুলো ওঁকেই উদ্দেশ্য করে বলা।

'হ্রথগার!'

'উম?' বলতে-বলতে চোখ তুলে তাকালেন সম্রাট। হতবিহ্বল দৃষ্টি। রক্ত মেখে আঁতকে উঠবার মতো হয়েছে চেহারাটা।

'কী ছিল ওটা?' আবার জিজ্ঞেস করল সম্রাজ্ঞী। 'জানো তুমি?'

'ওটা?' ক' মুহূর্তের জন্য ফের অজানার জগতে হারিয়ে গেলেন হ্রথগার। যেন উত্তর খুঁজছেন।

'হ্যাঁ... বলো!'

'গ্রেনডেল!'

'কী বললে?'

'গ্রেনডেল।'

তিন

বিশাল সেই গুহায় নিজের বাসস্থানে ফিরে এসেছে গ্রেনডেল।

গুহার ভিতরে এখন নীলচে অন্ধকার। কোন্ ফাঁক-ফোকর দিয়ে পূর্ণ চাঁদের আলো চুইয়ে ঢুকছে ভিতরে।

পা টেনে-টেনে গহ্বরটার গভীর থেকে গভীরে সেঁধিয়ে যাচ্ছে দানব।

এক সময় থেমে যেতে হলো ওটাকে। কারণ, সামনে স্বচ্ছ পানির শান্ত এক প্রাকৃতিক চৌবাচ্চা।

গুহার মেঝেতে ছেঁচড়ে আনা যোদ্ধার লাশ দুটো চৌবাচ্চার কিনারে ছেড়ে দিল গ্রেনডেল। ওখানে বসেই ভোজনপর্ব সারল। তারপর হাড্ডিগুলো ছুঁড়ে দিল একটা কোনার দিকে।

আগে থেকেই বিশাল এক হাড় আর অন্যান্য আবর্জনার স্তূপ জমে আছে কোনাটায়। মাংস-পচা দুর্গন্ধ ভুরভুর করছে গুহাভ্যন্তরে। স্নায়ুর উপরে যত নিয়ন্ত্রণই থাকুক না কেন, কোনও মানুষই পারতপক্ষে অদ্ভুত এই জায়গায় আসবার সাহস করবে না।

www.boighar.com

টুপ করে কী যেন একটা খসে পড়ল মেঝেতে।

চমকে ফিরে তাকাল গ্রেনডেল।

শরীরটা টান-টান হয়ে গিয়েছিল ওর, জিনিসটা চিনতে পেরে শিথিল হয়ে এল পেশি।

ওটা একটা মুখোশ।

দুটো বাচ্চা তিমির খুলি দিয়ে বানানো হয়েছে জিনিসটা। কয়েক গোছা মানুষের চুল আর হাড় দিয়ে 'অলঙ্করণ' করা হয়েছে। কাদা লেপা মুখোশটার যা আকার, তাতে অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না, গ্রেনডেলের জিনিস ওটা। হয়তো ওর খেলনা।

ঈশ্বর সুবিচার করেননি গ্রেনডেলকে বানাতে গিয়ে। আগুনে পোড়া জ্যান্ত একটা লাশ যেন ওটা। মাংস যেন গলে-গলে পড়ছে মোমের মতো। ত্বক বলতে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই সারা গায়ে। কাজেই, রোমও নেই। শরীরের এখানে-ওখানে কুঁকড়ে রয়েছে পেশি। সবটা মিলে বিকৃত চেহারার বেঢপ, বিকলাঙ্গ একটা সৃষ্টি যেন গ্রেনডেল।

আঙুলের নখগুলোর মাথা ভোঁতা আর ভাঙা ওর, কিন্তু দারুণ মজবুত আর ইস্পাতের মতো ধারাল। ভীতি জাগানিয়া দুই চোখে বোবা দৃষ্টি, চোখের সাদা অংশে বেরিয়ে আছে লাল শিরা। এর সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান ওটার দু' চোখের মণি। কালোর মধ্যে ছোট-ছোট উজ্জ্বল সোনালি ফুটকি।

ঝুলে পড়া ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা এবড়োখেবড়ো দাঁতগুলো দুঃস্বপ্নের মতো ভয়ঙ্কর, এক গাদা চোখা পাথর যেন-তেন ভাবে বসিয়ে দেয়া হয়েছে যেন মুখের মধ্যে।

রোমের মতোই, মাথায় চুল নেই গ্রেনডেলের।

আর... পুরোপুরি উলঙ্গ।

গ্রেনডেল ছাড়াও আরও একটি প্রাণী নিজের অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে গুহার মধ্যে।

একটা নারী-চরিত্র।

গ্রেনডেলের মা!

ছেলের থেকে অনতিদূরে বসে রয়েছে; প্রাকৃতিক চৌবাচ্চাটার কাছাকাছি, ছায়ার মধ্যে। পুত্রের মতো, সে-ও পুরোপুরি ন্যাংটো।

boighar.com

অন্ধকারেও চমকাচ্ছে 'মহিলা'-র কাঁচা সোনার মতো গায়ের রং।

মুখ খুলল নারীটি।

'গ্রেনডেল! গ্রেনডেল! কী করে এসেছিস তুই, বাছা?'

অপেরা-গায়িকার মতো সুরেলা কণ্ঠস্বর গ্রেনডেলের মায়ের। যৌবনের আবেগে ভরপুর। গুহার দেয়ালে-দেয়ালে গা-শিউরানো প্রতিধ্বনি তুলল কথা ক'টা।

হস্তমৈথুন করতে গিয়ে ধরা পড়ে যাওয়া বালকের মতোই চমকে উঠল গ্রেনডেল।

এ থেকে বোঝা যায়, মাকে খুব ভয় পায় প্রাণীটা। ঝট করে ঘাড় ঘোরাল ওটা এ-দিক সে-দিক। বিভ্রান্ত যেন। কোথা থেকে শব্দ আসছে, বুঝতে পারছে না!

'ম্-মা! ...মা!' কাতর আর্তনাদের মতো বেরিয়ে এল শব্দগুলো। 'কোথায় তুমি?'

ধীরে সুস্থে বসা থেকে উঠে দাঁড়াল গ্রেনডেলের মা। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলল ছেলের দিকে। ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতেই মাকে দেখতে পেল ছেলে।

বাতাস শুঁকছে মহিলা। দেখতেও পাচ্ছে গ্রেনডেলের হাতে-মুখে লেগে থাকা রক্ত। মসৃণ কপালটা কুঁচকে উঠল নারীর।

'মানুষ... মানুষের গন্ধ পাই!' আবার রিন-রিন করে উঠল কণ্ঠটা। 'কাজটা ঠিক করিসনি, বেটা!' অসমর্থন সূচক মাথা নাড়ছে মহিলা। 'আমাদের একটা সমঝোতা হয়েছে ওদের সাথে। মাছ... নেকড়ে... ভালুক... কখনও-কখনও একটা-দুটো ভেড়াও চলতে পারে। কিন্তু আর কোনও কিছু শিকার করা যাবে না। মানুষ তো নয়ই!'

'কিন্তু...' কৈফিয়ত দেবার দুর্বল চেষ্টা করল ছেলে। 'তুমি তো মানুষ পছন্দ করো!'

'তা করি,' স্বীকার গেল পিশাচী। 'তবে কি, এই মানুষ জাতিটা হচ্ছে ভঙ্গুর... খুবই ভঙ্গুর। তবে, এটাও ঠিক যে, কিছুটা আনন্দও দেয় ওরা আমাকে। এটা যদি মাথায় রাখতে পারিস... কী বলছি, বুঝতে পারছিস তো?'

'না, মা, বুঝিনি,' কর্কশ স্বরে ব্যর্থতা স্বীকার করল গ্রেনডেল।

চুকচুক করে আফসোস প্রকাশ করল জননী। 'আরে, বোকা! আনতে চাইলে জ্যান্ত ধরে নিয়ে আয়! তাতেই না উপকার হবে আমার! সে যাক গে...' চট করে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল পিশাচের মা। 'দেখতেই পাচ্ছিস... প্রজাতিটা ভঙ্গুর হলেও খতরনাক আছে। একেবারে ছেড়ে দেয়নি তোকে।' গ্রেনডেলের দেহের ক্ষতগুলোর দিকে ইঙ্গিত করছে মহিলা। 'কী আর বলব, বাছা! আমাদের কত জনেরই না জান গেছে ওদের হাতে! বিশাল-বিশাল সব ড্রাগন প্রজাতি...'

'খাবে, মা?' কথা শুনে মনে হতে পারে, মায়ের কথায় মন নেই ছেলের। না-খাওয়া একটা কাটা হাত বাড়িয়ে ধরেছে পিশাচীর দিকে।

'উফ!' বিতৃষ্ণা ফুটে উঠেছে মহিলার চোখে। 'তোকে নিয়ে আর পারি না!' ক্লান্ত শোনাল স্বরটা। 'রাখ ওটা! রাখ, বলছি!'

মায়ের বকা শুনে হাতটা ছুঁড়ে ফেলে দিল গ্রেনডেল।

চৌবাচ্চার পানিতে ভাসতে লাগল মানব শরীরের খণ্ডিত অংশটা।

'এত্ত শোরগোল করে না ওরা, মা!' মুহূর্ত পরে সাফাই গাইল দানব। 'এত্ত আওয়াজ করে! মাথাটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছিল আমার! মগজের মধ্যে খুঁচিয়ে যাচ্ছিল ওই আওয়াজ। ঠিক মতন চিন্তাও করতে পারছিলাম না...'

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল গ্রেনডেল। লোনা পানি নেমে এল দু' গাল বেয়ে।

boighar.com

‘হ্রথগার ছিল ওখানে?’ তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইল গ্রেনডেলের মা।

‘ওই লোকটাকে আমি ছুঁয়েও দেখিনি!’ ঘৃণা ভরে জবাব দিল পিশাচ।

কাছে এসে ছেলেকে আলিঙ্গন করল ওর মা। আকারে গ্রেনডেলের চাইতেও বড় ওই পিশাচী। অবোধ শিশুর মতো মায়ের বুকে মুখ গুঁজল ছেলে।

‘লক্ষ্মী সোনা আমার!’ ঘুমপাড়ানি মন্ত্র পড়ছে যেন মহিলা কোমল স্বরে। ‘লক্ষ্মী সোনা, চাঁদের কণা!’

লক্ষ্মী সোনা?! মায়েদের কাছে সব সন্তান হয়তো তা-ই।

চার

মাস খানেক পর।

গাঁয়ের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলেছে উনফেয়ার্থ।

বিবর্ণ ধূসর সকালটার রং। গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া।

এক সময় মিড-হলের কাছাকাছি এসে পৌঁছোল উনফেয়ার্থ। আঙিনায় পা রাখতেই অবাক হলো। হল-ঘরের প্রধান দরজা হাট করে খোলা।

সামান্য দ্বিধা করে ভিতরে ঢুকে পড়ল উনফেয়ার্থ।

পাঁচটা সেকেণ্ডও থাকতে পারল না ওখানে।

তাড়া খাওয়া কুকুরের মতো ছিটকে বেরোল দরজা দিয়ে।

ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পূর্ণ গতিতে ছুটতে পারছে না লোকটা। সে-রাতে গ্রেনডেল নামের দানবটার আক্রমণের শিকার হবার পর থেকে পায়ের জোর কমে গেছে ওর। ক্ষত শুকিয়ে এলেও খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয় এখনও। আর মাঝে-মাঝেই ঝিলিক দিয়ে ওঠে তীব্র ব্যথা।

কিন্তু এ মুহূর্তে ব্যথা সহ্য করেও দৌড়াচ্ছে লোকটা প্রাণপণে।

নিজের বাসভবনের শয়ন-কক্ষে সস্ত্রীক ঘুমিয়ে আছেন হ্রথগার। সকাল হয়ে গেলেও বিছানা ছাড়তে-ছাড়তে আরও অন্তত দেড়-দু' ঘণ্টা।

খড়ের গদির বিছানা। উপরে চাদর আর তার উপরে হরিণের চামড়া বিছানো। পশমী কম্বলের নিচে দু'জনেই নিরাবরণ।

পিটির-পিটির করে বৃষ্টিসঙ্গীত বাজছে দালানের ছাতে।

ঝড়ো বাতাসের মতো কামরায় প্রবেশ করল উনফেয়ার্থ। ঢুকেই হঠাৎ করে শান্ত হয়ে গেল 'ঝড়'-টা। মানে, যতটুকু ওর পক্ষে সংবরণ করা সম্ভব হলো নিজেকে আর কী।

সম্ভ্রমের সঙ্গে সম্রাটের কাঁধ স্পর্শ করল উনফেয়ার্থ। ঝাঁকিও দেয়নি, ডাকও না, চোখ মেলে তাকালেন হ্রথগার।

'লর্ড! মাই লর্ড!' ফিসফিস করে বলল উনফেয়ার্থ। জাগিয়ে দিতে চায় না সম্রাজ্ঞীকে। যদিও উত্তেজিত মনটা চাইছে চিৎকার করে উঠতে।

'অ-অহ! কী!' ব্যক্তিগত কামরায় উনফেয়ার্থকে দেখে কুঁচকে গেছে হ্রথগারের ভুরু।

'আবার!'

'কী?'

boighar.com

'আবার সেই... দুঃস্বপ্ন, মাই লর্ড!' এর চেয়ে ভালো কোনও উপমা খুঁজে পেল না উনফেয়ার্থ।

'গ্রেনডেল?' শুয়ে-শুয়েই জিজ্ঞেস করলেন হ্রথগার। ঘুমের রেশ মুছে গেছে চোখ থেকে।

জবাবে মাথা ঝাঁকাল উনফেয়ার্থ।

নীরবতা। শুধু ছাতের উপরে টিপ-টিপ পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা।

'কত জন?' ফিসফিস করছেন হ্রথগার। 'কত জন গেল এ-বার?'

জবাব দেবার আগেই জেগে গেল উইলথিয়ো। দু'জনের এত সতর্কতায় কাজ হলো না।

শোবার ঘরের মধ্যে পরপুরুষকে দেখে চোখ জোড়া বড়-বড় হয়ে গেল মেয়েটার। তড়াক করে উঠে বসল বিছানায়। খেয়ালই ছিল না, চাদরের তলায় আপাদমস্তক নগ্ন ও। টনক নড়ল বুকের উপর থেকে পশমী বস্ত্রটা খসে যেতেই।

তাকাবে না, তাকাবে না করেও নিজের সহজাত প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারল না উনফেয়ার্থ। চট করে চাদরটা টেনে নিয়েছে মহিলা, এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ের মধ্যে। কিন্তু ওইটুকু সময়ের মধ্যেই যা দেখবার, দেখে নিয়েছে লোকটা।

নিখুঁত গোল এক জোড়া চাঁদ দর্শনে নিজেকে ধন্য মনে করল উনফেয়ার্থ। বিপর্যস্ত এ পরিস্থিতিতেও মনে-মনে ধন্যবাদ দিল ভাগ্যকে।

এখনও চোখ বড়-বড় করে দু'জনকে দেখছে উইলথিয়ো।

খানিক আগের বিব্রতকর পরিস্থিতিটা চোখেই পড়েনি হ্রথগারের। দেখলেও, উনফেয়ার্থের বয়ে আনা খবরটার গুরুত্বের কাছে এটা কিছুই নয়।

ভারী শরীর নিয়ে হাঁচড়ে পাঁচড়ে বিছানা থেকে নামলেন হ্রথগার।

নিজেকে নিয়েও উদাসীন তিনি। একদম দিগম্বর একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন তিনি বাইরের একটা লোকের সামনে, বিন্দু মাত্র হেলদোল নেই।

'এতক্ষণে', খেয়াল হলো উনফেয়ার্থের, একটা প্রশ্ন করেছেন ওকে হ্রথগার।

'আ...' জবাব দেবার জন্য মুখ খুলল সে। 'ঠিক বলতে পারব না, মাই লর্ড। ভালো করে খেয়াল করে দেখিনি... দেখেই ছুটে এসেছি। পাঁচজন... দশজন... বেশিও হতে পারে!'

স্ত্রীর দিকে তাকালেন হ্রথগার। অমার্জিত স্বরে বললেন, 'বিছানাতেই থাকো তুমি... বিছানা গরম রেখো আমার জন্যে... ঠিক আছে?'

'বয়েই গেছে!' শুষ্ক গলায় প্রতিক্রিয়া দেখাল যুবতীটি।

চোখ-কান খোলা, এমন যে-কোনও মানুষেরই এটুকু কথোপকথন শুনে বুঝে যাওয়ার কথা: দাম্পত্য জীবন সুখের নয় রাজা-রানির।

কিছুই আসলে ঠিক নেই এ দু'জনের মধ্যে। শারীরিক, মানসিক— দু' দিক থেকেই অতৃপ্ত তারা। www.boighar.com

অপমান গায়ে মাখবার স্তর বহু আগেই পেরিয়ে এসেছেন হ্রথগার। মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে স্ত্রীকে অবজ্ঞা করলেন তিনি। পশমের একটা রোব টেনে নিয়ে নিজের নগ্নতা ঢাকলেন।

boighar.com

পাঁচ

বৃষ্টিটা একটু বেড়েছে।

উনফেয়ার্থের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছেন হ্রথগার। ঘটনার আকস্মিকতায় এতটাই বিহ্বল হয়ে পড়েছেন যে, খালি-পায়েই পথে নেমেছেন। ঠাণ্ডা লাগছে পায়ে। কিন্তু এত সব ভাববার সময় নেই এখন।

ওঁর বাড়িটা থেকে মিড-হলের দূরত্ব বেশি নয়। মাঝের জায়গাটা খোলা, ফাঁকা।

'এ নিয়ে কত বার হলো যেন?' চলতে-চলতে প্রশ্ন করলেন হ্রথগার।

'গত এক মাসে দ্বিতীয় বার ঘটল এমন ঘটনা। গত ছয় মাসে এই নিয়ে দশবার।' উদ্বিগ্ন চেহারায় তাকাল লোকটা সম্রাটের দিকে। 'ইদানীং ঘন-ঘন দেখা দিচ্ছে দানবটা!'

'হুম্‌ম্‌!' বলে ভীষণ গম্ভীর হয়ে পড়লেন হ্রথগার। বাড়িয়ে দিলেন হাঁটার গতি।

কমজোরি পা নিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারছে না উনফেয়ার্থ। পিছিয়ে পড়ল কিছুটা।

আগের বারের মতোই নৃশংসতার কিছু মাত্র কমতি রাখেনি গ্রেনডেল।

'টর্নেডো' বয়ে যাওয়া মিড-হলের জায়গায়-জায়গায় লাশ— কোনওটা আস্তই আছে, কোনওটা টুকরো-টুকরো করা। সব কিছুর উপরে— রক্তের নহর বইছে সর্বত্র, দেয়ালে রক্তচিত্র।

থিকথিকে রক্তের মধ্যে স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে হ্রথগার। সব শক্তি শুষে নেয়া হয়েছে যেন সম্রাটের পা জোড়া থেকে।

অ্যাশার— হ্রথগারের আরেক উপদেষ্টা— পৌঁছোল এসে মিড-হলে।

প্রলয়কাণ্ডের চরম নিষ্ঠুরতা দরজাতেই স্তব্ধ করে দিল ওকে। বুদ্ধি-প্রতিবন্ধীর মতো ফ্যাল-ফ্যাল করে দেখতে লাগল হলের পরিবেশ।

'ঈশ্বর! না...' অবশেষে অস্ফুট স্বর ফুটল অ্যাশারের কণ্ঠে।

বিষণ্ণ চেহারায় ওকে একবার দেখলেন হ্রথগার। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। অনেকটাই ধাতস্থ দেখাচ্ছে এখন ওঁকে।

'তরুণ বয়সে,' নিজের জীবনের কাহিনি শোনাচ্ছেন তিনি। 'একবার এক ড্রাগন মেরেছিলাম আমি। নর্দার্ন মুর-এ ঘটেছিল ঘটনাটা। এ-ধরনের কোনও কাজের জন্যে এখন আমার বয়স বড্ড বেশি। ...একজন বীর পুরুষ দরকার আমাদের... সিগফ্রিডের[৬] মতো কাউকে... যে এই জনপদ থেকে চির-তরে মুক্ত করবে অভিশাপটাকে...'

'আমার মনে হয়, আমরাই করতে পারব কাজটা,' বাতলাল উনফেয়ার্থ। 'ফাঁদ পেতে শিকার করতে পারি জানোয়ারটাকে। তারপর... চোখের বদলা চোখ! পাশবিকতার বিরুদ্ধে পাশবিকতা! আপনি কী বলেন, মহামান্য?'

'লাভ হবে বলে মনে হয় না,' নিরাশার কথা শোনালেন হ্রথগার। 'উঁহুঁ... অসম্ভব ধূর্ত এই জানোয়ার! একে ফাঁদে

---

[৬] সিগফ্রিড: জার্মান কিংবদন্তির নায়ক।

boighar.com

আটকানো... এক কথায় অসম্ভব!'

'কিন্তু আমাদের লোকেরা অস্থির হয়ে উঠেছে পরিত্রাণের জন্যে! এদের অনেকেই যিশু খ্রিস্টের কাছে প্রার্থনা করছে যন্ত্রণা লাঘবের আশায়। অনেকে আবার ওডিনের উদ্দেশে ভেড়া বলি দিচ্ছে। কেউ-বা হেইমডালের[৭] কাছে।'

বড় করে দম টানলেন হ্রথগার। 'আমারও বোধ হয় তা-ই করা উচিত। ...এই জনপদের বাতাস মৃত্যুর গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে!'

সবেগে ঘুরে দরজার দিকে পা বাড়ালেন সম্রাট। তড়িঘড়ি অনুসরণ করল ওঁকে উনফেয়ার্থ। দু'জনে ওরা মিড-হল থেকে বেরোতেই পিছু নিল অ্যাশারও।

অচিরেই কাঁচা মাটিতে পা রাখল তিনজনে। পিছনে রক্তলাল, আঠাল পদচিহ্ন রেখে ফিরে চললেন হ্রথগার।

ছয়

আরও বেড়েছে বৃষ্টির বেগ। হ্রথগার আর অন্যরা রীতিমতো কাকভেজা।

'শোনো!' লোকেদের নির্দেশ দিচ্ছেন সম্রাট। 'আরেকটা চিতা তৈরি করো। আস্তাবলের পিছনে শুকনো কাঠ আছে, দেখো। ওই

[৭] হেইমডাল: নর্স মিথলজির আরেক দেবতা।

কাজ শেষ করে হল-ঘরটা সাফ-সুতরো করে ফেলতে হবে। ...মড়া পোড়াও, রক্তের দাগ মোছো... নতুন খড় বিছাও হলের মেঝেতে।'

বৃষ্টির ভিতর দিয়ে হেঁটে চললেন তিনি। পুরোপুরি উপেক্ষা করছেন পানির ফোঁটার আঘাত আর ঠাণ্ডা। উনফেয়ার্থ আর অ্যাশার সঙ্গ দিল তাঁকে।

'চারণ-কবিরা গান বাঁধছে নতুন করে— কী নিয়ে?' নিজের সঙ্গে কথা বলছেন হ্রথগার। 'না, "হেয়্যারটের লজ্জা"-র কথা গানে-গানে ছড়িয়ে দিচ্ছে ওরা। দূর থেকে দূরান্তে... মধ্য-সাগরের সুদূর দক্ষিণ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে অভিশপ্ত এই জনপদের কাহিনি... তুষার-রাজ্যের উত্তরের বহু দূর অবধি। আমাদের গাভীগুলোর আর বাচ্চা হচ্ছে না... মাঠের পর মাঠ পতিত হয়ে আছে... আমাদের জালে আর ধরা দিচ্ছে না মাছেরা... যেন ওরাও জানে যে, অভিশপ্ত আমরা।' আপন ভাবনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এলেন তিনি। উনফেয়ার্থ আর অ্যাশারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সবাইকে এই কথাটা জানাতে চাই যে, যে এই গ্রেনডেল হারামিকে খতম করতে পারবে— যে-ই হোক না কেন সে— আমার সম্পত্তির অর্ধেক পরিমাণ সোনা উপহার দেব আমি তাকে। আমাদের একজন নায়ক দরকার...'

'আহা, আপনার যদি একটা পুত্রসন্তান থাকত!' আফসোস করল অ্যাশার। www.boighar.com

কাতর চোখে লোকটার দিকে তাকালেন হ্রথগার। কথাগুলোকে, মনে হচ্ছে তাঁর, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো।

'এই অঞ্চলের লোকজন আজব একটা ধারণায় বিশ্বাস করে। "খালি একটা গেলাস আশা দিয়ে পূর্ণ করতে থাকো... আরেকটা করো নিরাশায়... দেখো, কোন্ গেলাসটা আগে পূর্ণ হয়!"'

'আশা করতে তো দোষ নেই, উনফেয়ার্থ,' বললেন সম্রাট।

boighar.com

'মানুষের একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আশাবাদী হতে জানে সে। পশুদের এই ক্ষমতা নেই। আমরা যদি নিজেরা কিছুই না করে সব কিছু ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকি, তা হলে ঈশ্বরও আমাদের সাহায্য করবে না। সত্যিই, এই মুহূর্তে একজন নায়ক... একজন বীর পুরুষ প্রয়োজন আমাদের... ভীষণ ভাবে প্রয়োজন!'

সাত

ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সাগরে টিকে থাকবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে নিঃসঙ্গ এক জাহাজ।

সুবিশাল ধূসর চাদরে উত্তর-সাগরকে মুড়িয়ে রেখেছে যেন অবারিত বর্ষণ। সাগরের মুখোমুখি ঝুলে আছে থোকা-থোকা জল ভরা মেঘের সমুদ্র। মেঘের রং পিচ ফলের মতো কালো।

কে বলবে, দুপুর এখন! বৃষ্টির ভারী চাদরের আড়ালে বেমালুম পথ হারিয়েছে সূর্যটা। চরাচর জুড়ে নেমে আসা কালির মতো আঁধার দেখে মনে হচ্ছে, কখনওই আর আলোর মুখ দেখবে না রবি; দুঃস্বপ্নের দুঃসহ প্রহর কেটে গিয়ে হেসে উঠবে না ফের পৃথিবীটা।

আকাশে-বাতাসে মুহুর্মুহুঃ অশনি সঙ্কেত। বিজলির ঝলক এমন কী চমকে দিচ্ছে উত্তাল তরঙ্গকেও।

রাগী বুড়োর মতো ফুঁসছে সাগর। পাগলা ঘোড়ার পিঠে

সওয়ার হয়েছে যেন ঝড়। ওটার তাণ্ডবলীলা দেখে মনে হচ্ছে, সমস্ত কিছু ধ্বংস না করে ছাড়বে না। সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত চড়ায় পৌঁছোলে উত্তেজনার পারদ যেমন শিখরে ওঠে, তেমনই টান-টান অবস্থা। ঢেউ ভাঙার প্রচণ্ড আওয়াজকে, মনে হচ্ছে, কামানের গর্জন। আজই যেন পৃথিবীর শেষ।

উথাল-পাথাল ঢেউয়ের সঙ্গে কুস্তিরত জাহাজটা থেকে প্রকৃতির রুদ্র রূপ দেখছে একটি মানুষ। ক্ষণে-ক্ষণে রূপ বদল করে যতই ভয় দেখাবার চেষ্টা করুক ঝড়, ভীতির লেশ মাত্র নেই মানুষটার মধ্যে। লণ্ডভণ্ড দুনিয়ার বুকে কোনও মতে টিকে থাকা লোকটি, মনে হচ্ছে, মজাই পাচ্ছে বরং, এক চিলতে হাসি ঠোঁট আর চোখের কোণে। মন ভরে উপভোগ করছে প্রকৃতি-মাতার আদিম সঙ্গীত।

এই মানুষটা হচ্ছে— বেউলফ।

চামড়ার বর্ম লোকটার শরীরে, যার সামনের দিকটায় হাতে-পেটানো লোহার গজাল বসানো। একই রকম নিপুণ হাতে-গড়া ভারী তরবারি ঝুলছে কোমরে। উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে সে এই তলোয়ার, এক সময় যা তার পিতামহের ছিল। বর্মের নিচে বেউলফের ভারী কালো পোশাক পশুর চামড়া থেকে তৈরি, পতপত করছে বাতাসে।

যে-জাহাজটির ডেকে ও দাঁড়িয়ে, সেটি নরডিক ধাঁচের, বড়সড় বেশ। তবে এ-রকম জীবন-মৃত্যু-পায়ের-ভৃত্য ধরনের অভিযানের কথা চিন্তা করে বানানো হয়নি। ঢেউয়ের সঙ্গে প্রতিটা সংঘর্ষে বজ্রের গর্জনে কেঁপে উঠছে বেচারি জাহাজটা। সহস্র জলকণা সুতীক্ষ্ণ বর্শার মতো গিয়ে আছড়ে পড়ছে ওটার কাঠের খোলে, ভেঙে চুরমার করে দেবার তাল করছে।

ঝোড়ো বাতাসের উপর্যুপরি ধর্ষণে ন্যাতাকানিতে পরিণত হয়েছে লাল রঙের পাল। এমন ছেঁড়া ছিঁড়েছে যে, ওগুলোকে আর

boighar.com

দ্বিতীয় বার কাজে লাগাবার জো নেই। পালের গায়ে সেলাই করা সোনালি ড্রাগনের শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

চোদ্দ জন থেন দাঁড় বাইছে।

কাঠের চলটা ছিটকে এসে ইতোমধ্যেই রক্তাক্ত হয়ে পড়েছে হাতগুলো। তবু যন্ত্রের মতো অবিশ্রাম ঢেউয়ের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে কাঠের দাঁড়গুলো। দাঁড়িদের দক্ষ হাতের কারসাজিতেই মূলত এতক্ষণ ধরে টিকে আছে জলযানটা, দুর্দশায় পতিত হলেও মচকে যায়নি পুরোপুরি।

ইচ্ছামতো জাহাজটাকে নিয়ে খেলছে সাগর। যেন একটা কাগজের নৌকা ওটা। জলের ঘূর্ণির ফাঁদে পড়ে মুহূর্তের জন্য হারিয়ে যাচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে হার না মানা জাহাজ।

বাঁ হাতে মাস্তুল ধরে রেখেছে বেউলফ, ভারসাম্য রক্ষা করছে নিজের। বাতাস গর্জন করে ফিরছে ওকে ঘিরে, পানির দেয়াল ঘিরে রেখেছে চারদিক থেকে; তার পরও নির্বিকার সে। অটুট ধৈর্যের সঙ্গে দিগন্ত খুঁজে বেড়াচ্ছে বেউলফের তীক্ষ্ণ চোখ দুটো।

ঝড়ের কালো চাদরের ও-পাশে কোথায় জানি একটা আগুনের শিখা দেখতে পেয়েছে বলে মনে হলো।

সন্দিহান হলেও আশাবাদী ও। কারণ ও জানে, অন্ধকারের উলটো পিঠেই থাকে আলো। অশান্ত সাগর পেরিয়ে গেলে পড়বে প্রশান্ত মহা সাগর।

বেউলফের দিকে তাকিয়ে আছে ওর সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড। উইলাহফ নাম ওর। শেয়ালের মতো অগোছাল লাল দাড়ি আর চুলের শক্তিশালী থেন।

নিজের দাঁড়খানা তুলে রেখে কয়েক লাফে বেউলফের পাশে চলে এল উইলাহফ। বাতাস আর বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে গর্জন ছাড়ল ওর গলা: 'দেখা-টেখা গেল নাকি উপকূল? ডেন-এর আলোকবর্তিকা চোখে পড়ে?'

'বাতাস আর বৃষ্টি ছাড়া কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না শালার!' হাসতে-হাসতে জবাব দিল বেউলফ।

'আলোর নিশানা নেই!' হাহাকারের মতো শোনাল উইলাহফের কণ্ঠস্বর। 'আকাশে তারাও নেই যে, দিক ঠিক করে চলব। হারিয়ে গেছি আমরা, বেউলফ!' রায় দিয়ে দিল লাল দাড়ি। 'মাঝ-সাগরে নিরুদ্দেশ!'

লোকটার দিকে তাকিয়ে হা-হা করে হাসতে লাগল বেউলফ। ওই হাসির অনুবাদ করলে দাঁড়ায়ঃ হাল ছেড়ো না, বন্ধু! এত তাড়াতাড়ি নিরাশ হবার কিছু নেই। www.boighar.com

'সমুদ্র আমার মা, উইলাহফ!' চিৎকার করে বলল বেউলফ। 'মা কি সন্তানের অনিষ্ট চাইতে পারে?'

'তা হয়তো বলতে পারো তুমি!' গম্ভীর চেহারা করে বলল উইলাহফ। 'তোমার মা কেমন ছিল, তা তো আর জানি না আমি! কিন্তু আমার ছিল মাছের-মা। মাছের-মায়ের আবার পুত্রশোক! ...যা-ই হোক... সাগরে এ-ভাবে ডুবে মরার চাইতে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতো লড়তে-লড়তে প্রাণত্যাগ করতে পারলেই খুশি হতাম আমি!'

'সে সুযোগ পাবে তুমি; চিন্তা কোরো না!'

'কিন্তু, বেউলফ...' গম্ভীর হয়ে উঠল উইলাহফের চোখ-মুখ। 'সবাই ভাবছে, কোনও দিনই আর থামবে না এই ঝড়! ভয় পাচ্ছি আমি...'

ডান হাতটা সেকেণ্ড ইন কমাণ্ডের কাঁধে রাখল বেউলফ। দৃষ্টি মেলে দিল, যত দূর চোখ যায়। নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ঝরে চলেছে বৃষ্টি।

'এটা একটা কথা বলেছ তুমি!' স্বীকার করে নিল ও। 'এই ঝড়টা ঠিক স্বাভাবিক নয়। একদম অপার্থিব লাগছে আমার কাছে। ভয় পাওয়ার সঙ্গত কারণই আছে তোমার।' উইলাহফের

boighar.com

দিকে ফিরল বেউলফ। 'মনে হচ্ছে, সম্রাট হ্রথগারের পাপের শাস্তি হিসাবে বৃষ্টি দিয়ে তাঁর সীমানা ঢেকে দিয়েছে ঈশ্বর। তবে যা-ই বলো... এমন রুদ্র ঝড়েরও সাধ্য নেই, থামায় আমাদের!'

এতক্ষণে হাসি ফুটল উইলাহফের মুখে। বেউলফের ভরসায় সাহস ফিরে আসছে তার। সব ক'টা দাঁত বের করে বলল, 'যদি না আমরা নিজেরাই থেমে যাই!'

'ঠিক তা-ই।'

মুগ্ধ চোখে বেউলফকে দেখতে লাগল উইলাহফ।

দূরদিগন্তে ফের দৃষ্টি মেলে দিয়েছে ওদের নেতা। কী রয়েছে লোকটার মধ্যে, ভাবছে সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড। আশ্চর্য সম্মোহনী এর ব্যক্তিত্ব। নির্দ্বিধায় ভরসা করা যায় লোকটার নেতৃত্বে।

আচ্ছা, পাগল নয় তো বেউলফ? অতি-সাহসিকতা অনেক সময় পাগলের লক্ষণ। সে যা-ই হোক... পাগল যদি হয়ও, তবু এই পাগলের নির্দেশই অনুসরণ করবে ও সব সময়। দরকার হলে ঝাঁপ দেবে মৃত্যুর মুখে।

ঘুরে, অন্য থেনদের দিকে তাকাল উইলাহফ। ওদেরও উজ্জীবিত করা দরকার...

'অ্যাই! কে-কে বাঁচতে চাও তোমরা?' হাঁক ছাড়ল সে।

হ্যাঁ-বাচক একটা হুঙ্কার ছাড়ল সবাই সমস্বরে। সব্বাই!

'তা হলে জোরসে টান মারো বৈঠায়! কাজ দেখাও! জলদি! বেউলফের জন্যে বাঁচতে হবে আমাদের! রাশি-রাশি স্বর্ণের জন্যে! বাও! জিত আমাদের হবেই! বাও, জওয়ানেরা! বাও!'

নিজেও ফিরে গেল ও নিজের জায়গায়। বুড়ো হাড়ের ভেলকি দেখাতে হবে এখন।

প্রবল উৎসাহের সঙ্গে দাঁড় বাইতে লাগল উইলাহফ। হাতের প্রতিটা ওঠানামার সঙ্গে চিৎকার বেরিয়ে আসছে ওর গলা ফুঁড়ে।

কেবল ও-ই নয়, প্রত্যেকেই তা-ই। উদ্দীপনা বেড়ে গেছে

ওদের মধ্যে।

বার-বার বেউলফের দিকে চোখ চলে যাচ্ছে উইলাহফের। বিজলির আভায় কেমন যেন অতিপ্রাকৃত মনে হচ্ছে নেতাকে।

মুচকি হাসি ফুটে উঠল সেকেণ্ড ইন কমাণ্ডের দাড়ি-গোঁফে ভরা মুখটাতে।

কে জান দিয়ে দেবে না এ-রকম নেতার জন্য?

আট

ডেনিশ ক্লিফের চূড়ায় একসঙ্গে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে পাঁচটি বর্শা। আরও উপরের সিমেরিয়ান ঝড়ের কেন্দ্রের দিকে তাক করা ওগুলোর ফলা।

এই বর্শাগুলোর মালিক 'শিল্ডিংদের পাহারাদার'। শিল্ড লোকদের শিল্ডিং বলা হয়। বিশেষ করে, ডেন-এর কিংবদন্তির রাজপরিবারের সদস্যদের ইঙ্গিত করে এই শিল্ডিং।

সমুদ্রের কিনারের উঁচু এই খাড়া পাহাড়ের মাথায় পাহারা দিচ্ছে এক ডেনিশ সৈন্য। সে-ই হচ্ছে শিল্ডিংদের পাহারাদার। উপকূল দিয়ে হানাদাররা আসছে কি না, সে-দিকে লক্ষ রাখাই লোকটার দায়িত্ব।

ক্লিফের এক পাশের একটা ধসের ধারে তাঁবু খাটিয়েছে ডেন। ওখানেই থাকছে সে আপাতত।

কোন্ কালে করা হয়েছিল গর্তটা, কে জানে— প্রাচীন সেই

মৃত্তিকাগহ্বরে আগুন জ্বেলেছে পাহারাদার, শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য। সেই সঙ্গে আরও একটা উদ্দেশ্য রয়েছে লোকটার। রান্না।

সম্ভবত কোনও এক সময় বাতিঘর ছিল এখানে; ওই ধস হয়তো তারই আলামত, মাটির এই গর্তও। ঝড়ের মুখে পড়া জাহাজকে পথ দেখাতে সর্বক্ষণ আগুন জ্বলত বাতিঘরে। আর এ মুহূর্তে গর্তটা ব্যবহার হচ্ছে মেঠো ইঁদুরের কাবাব বানাবার কাজে।

বৃষ্টির ভারী পরদা ঢেকে রেখেছে চার পাশের দিগন্ত। কিন্তু এখানে, এই অস্থায়ী শিবিরে, মনে হচ্ছে, রহস্যজনক ভাবে থমকে গেছে যেন বারিধারা।

রহস্যের কিছুই নেই আসলে। আবহাওয়ার সূত্র মেনেই ঘটছে এ-সব। বাতাসের চাপ কাছে আসতে দিচ্ছে না ঝড় আর বৃষ্টিকে। যা ঘটছে, সব দূরে-দূরে।

আগুনের পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল শিল্ডিংদের পাহারাদার। পরনের চামড়ার তৈরি খসখসে বর্মটা ফেটে গেছে কয়েক জায়গায়, এখানে-ওখানে চটে গেছে রং। তার পরও পশুচর্মের রক্ষাকবচটা যথেষ্ট উষ্ণ রাখছে ওকে।

চোখ কুঁচকে দিগন্তের দিকে তাকাল লোকটা।

পুঞ্জীভূত ঝড়ের কালো আঁধার ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না ওখানটায়।

আকাশ আর সাগরকে পৃথক করেছে যে রেখাটা, দিনের বেলা সেটার দিকে তাকিয়ে থাকে ডেন লোকটা। ওটাই ওর এক মাত্র লক্ষ্য। লোকটা নিশ্চিত, কিছু একটা রয়েছে ওই দিগন্তে... তার মন বলছে...

নাহ... কোনওই সন্দেহ নেই! সত্যিই কিছু একটা রয়েছে ওখানে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নয়, এ তার বহু বছরের অভিজ্ঞতার ফল।

কিছু একটা দেখতে পেয়েছে ডেন-এর সাবধানী চোখ, তারপর হারিয়ে ফেলেছে...

এ-বারে দেখতে পেল সে ওটাকে।

ঢেউয়ের গ্রাসে পড়ে খাবি খাচ্ছে 'ছোট্ট' একটা বস্তু। এত দূর থেকেও ঝিলিক দিচ্ছে ওটার দু' পাশের শিল্ডগুলো...

চোয়াল ঝুলে পড়ল পাহারাদারের।

একটা জাহাজ আসছে, নিশ্চিত— ভাবছে সে। গেয়াটদের[৮] জাহাজ হবে নিশ্চয়ই। আর, তা হলেই— হানাদার!

ইঁদুরের মাংস গাঁথা শিক হাতে উঠে দাঁড়িয়েছিল পাহারাদার, হাত থেকে ফেলে দিল সে শিকটা। চটজলদি গিয়ে উঠল নিজের ঘোড়ায়।

ঘোড়ায় চড়া অবস্থাতেই অস্থায়ী ভাবে বানানো র‍্যাকটা থেকে নিজের চমৎকার লম্বা বর্শাটা তুলে নিল ডেন। শেষ একটা বার দেখে নিল আগুয়ান জাহাজটাকে।

নিচের দিকে ঘোড়া ছোটাল লোকটা। বহু দিন পর উত্তেজনার খোরাক পাওয়া গেছে...

নয়

ঢালু ট্রেইল ধরে নেমে চলল লোকটা।

[৮] গেয়াট: মধ্য যুগের উপজাতি বিশেষ, সুইডেনের দক্ষিণ অংশে বসবাস করত যারা।

boighar.com

ট্রেইলটার ধারে ঘন হয়ে জন্মেছে কাঁটাগাছের ঝোপ, বৃষ্টির ছাঁটে ভিজে গিয়ে চিকচিক করছে।

সৈকতের দিকে চলে যাওয়া পথটা প্রায় খাড়া। আলগা নুড়ি-পাথরের ছড়াছড়ি পথের উপরে।

যতটা সম্ভব, গতি তুলে নেমে চলেছে পাহারাদার ক্লিফের ধার ঘেঁষে। পা হড়কে পড়ে মরবার ভয় করছে না একটুও। ঘোড়াটাও আত্মবিশ্বাসী, ঠিকঠাক পা ফেলছে জায়গামতো।

শিগগিরই সৈকতের নিভৃত একটা অংশে নিজেকে আবিষ্কার করল লোকটা।

কাচের মতন চকচকে একটা বালিয়াড়ি বই আর কিছু নয় জায়গাটা। একদা সাগরের ঢেউ এসে নিয়মিত লুটোপুটি খেত এখানটায়, নাগাল ধরতে পারত ক্লিফের গোড়া অবধি। এখন আর জোয়ার-ভাটা হয় না এ-দিকে।

অগভীর পানির ছোট-বড় গর্ত গোটা বালিয়াড়ি জুড়ে। সাধারণত মানুষের পা পড়ে না এ-দিকটায়। বরঞ্চ কাঁকড়ার আড্ডাখানা বলা যায়। আর কাঁকড়ার লোভেই মধুলোভী পতঙ্গের মতো ভিড় করে এখানে সামুদ্রিক পাখিরা। মরীচিকা দেখলে যেমনটা ছুটে যায় তৃষ্ণার্ত পথিক।

সাগরও না, বেলাভূমিও না এ জায়গা। সিক্ত পৃথিবীটার বিস্মৃতপ্রায় এক অঞ্চল যেন, ঝড়ের ধূসরতা ছায়া ফেলেছে যার উপরে।

নিজেদের অস্তিত্ব ফাঁস না করে দুলকি চালে মেয়ারটাকে এগিয়ে নিয়ে চলল পাহারাদার। কোনও রকম শব্দও যাতে না হয়, সতর্ক রয়েছে সে-ব্যাপারেও। চুপি-চুপি লক্ষ করছে, বালিয়াড়ির প্রান্তে নিজেদের জাহাজ ভেড়াল গেয়াটরা।

লাগামে টান পড়তেই আচমকা হ্রেষা করে উঠল ঘোড়াটা।

অন্য দিকে, ছোটখাটো এক ঘোড়া মাত্রই নামানো হয়েছে

জাহাজটা থেকে। মেয়ারটার চিৎকার কানে যেতেই, পাহারাদারের মনে হলো, সাগরের দিকে ছুট লাগাবে ওদের ঘোড়াটা।

ভিন দেশি আগন্তুকদের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাল শিল্ডিং প্রহরী, নোঙর ফেলা বহিরাগত জাহাজটার উদ্দেশে।

থেনদের কয়েক জন অস্ত্রশস্ত্র নামাচ্ছে জাহাজ থেকে। জাহাজের সম্মুখভাগে দাঁড়িয়ে উপকূল-রক্ষীকে ওদের দিকে আসতে দেখল বেউলফ।

'দেখো-দেখো, ঘোড়া আছে ওরও!' পাশ থেকে বলল উইলাহফ। 'কী ধরনের লোক এ? আবার হাতে একটা বল্লমও আছে! ...লড়ব নাকি?'

'না,' মানা করল বেউলফ। 'লোকটা নিশ্চয়ই উপকূল পাহারা দেয় শিল্ডিংদের হয়ে। ওকে শুভেচ্ছা জানাব আমরা। বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেব।'

তুমুল গতি তুলে ভিজে বালির উপর দিয়ে ছুটে আসছে বর্মধারী ঘোড়সওয়ার। শিল্ডিং-এর পাহারাদার বলে এদেরকে, জানে বেউলফ। দীর্ঘ একটা বর্শা বাগিয়ে ধরে আছে সামনের দিকে। ভাবখানা: সামনে যে পড়বে, তাকেই গেঁথে ফেলবে কোনও রকম বাছবিচার না করে।

চোখ ভর্তি শঙ্কা নিয়ে চরম কোনও মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছে বেউলফের লোকেরা। কিন্তু বেউলফ... বরাবরের মতোই নিঃশঙ্ক।

জাহাজ থেকে কয়েক কদম দূরে পৌঁছে ঘোড়ার রাশ টানল রক্ষী। ছলকে উঠল তীরের পানি।

উইলাহফের গর্দান বরাবর বর্শা তাক করে ধরে রেখেছে পাহারাদার। সহজাত প্রবৃত্তির বশেই হয়তো বেউলফের সেকেণ্ড ইন কমাণ্ডের আগুন-লাল চুল-দাড়িকে বিপদ-সঙ্কেত ভাবছে।

boighar.com

‘অ্যাই, কে তোমরা!’ ধমকের সুরে কৈফিয়ত চাইল শিল্ডিংদের পাহারাদার। ‘কাপড়চোপড় দেখে তো মনে হচ্ছে—যোদ্ধা—’

‘হ্যাঁ। আমরা—’ মুখ খুলেও থেমে যেতে হলো উইলাহফকে। কারণ, পাহারাদ্দারের কথা শেষ হয়নি এখনও। ও-ই বরং বাগড়া দিয়েছে বর্শাধারীর কথার মাঝে।

‘তোমাদের ধারণারও বাইরে, কত বছর ধরে উপকূল পাহারা দিচ্ছি আমি,’ বলে চলল উপকূল-রক্ষী। ‘জলদস্যু আর বাইরে থেকে আসা উটকো আপদদের কবল থেকে রক্ষা করে চলেছি ডেনমার্কের উপকূলকে, আমাদের সোনা আর মেয়েদের লোভে হানা দেয় যারা এখানে...’

‘আমরা কিন্তু—’ আবার কথা বলতে চাইল উইলাহফ। কিন্তু বাধা পেল এ-বারেও। ও বলতে চাইছিল যে, লুটপাট আর অপহরণ করতে এ অঞ্চলে আসেনি ওরা।

‘আমাদের মাটিতে পা রাখার কোনও অনুমতি পাওনি তোমরা রাজা হ্রথগারের কাছ থেকে,’ নিশ্চিত বিশ্বাসের সঙ্গে বলল রক্ষী। ‘নাকি পেয়েছ? আর, তোমাদের চালচলন ঠিক সুবিধার মনে হচ্ছে না আমার কাছে। কোনও ছাড়পত্রও নিশ্চয়ই দেখাতে পারবে না! রাজার কাছ থেকে কোনও দূতও এসে বলেনি যে, তোমরা আসছ। বলো, কেন আমি তোমাদের এই মুহূর্তেই এখান থেকে মানে-মানে কেটে পড়তে বলব না! জবাব দাও। কে তোমরা? আর কোথা থেকেই বা এসেছ?’ www.boighar.com

‘আমি বলছি,’ জবাব দিল বেউলফ। ‘আমরা হচ্ছি গেয়াট। বেউলফ আমার নাম। এজথিয়োর সন্তান আমি। আপনাদের রাজার সাথে মৈত্রী স্থাপন করতে এসেছি আমরা। গোপন কোনও উদ্দেশ্য নেই। শুনেছি, একটা দানব নাকি বড্ড জ্বালাতন করছে আপনাদের! লোকে বলাবলি করছে, এই এলাকা নাকি

অভিশপ্ত...'

'তা-ই বলছে বুঝি?' পালটা প্রশ্ন করল পাহারাদার।

'এ-ই সব না!' এ-বারে বলল উইলাহফ। 'কবিরা পর্যন্ত গান বাঁধছে আপনাদের রাজার লজ্জা নিয়ে। উত্তরের তুষার ছাওয়া অঞ্চল থেকে ভিনল্যাণ্ডের উপকূল অবধি ছড়িয়েছে এ-সব কাহিনি।'

'দানবের কারণে অভিশপ্ত হওয়া কোনও লজ্জার বিষয় না,' নিজেদের সম্মান অক্ষুণ্ন রাখতে সচেষ্ট হলো পাহারাদার।

'তা বটে।' একটু যেন কৌতুকের রেশ বেউলফের কণ্ঠে। 'তবে নিঃস্বার্থ ভাবে যে সাহায্যের প্রস্তাব করা হয়, সেটা গ্রহণ করাতেও লজ্জা নেই কোনও। আমার নাম বেউলফ, আর এই হচ্ছে আমার বাহিনী। আমরা এসেছি আপনাদের ওই দানবটাকে মারতে।'

বর্শা নামিয়ে নিল উপকূলের প্রহরী। নতুন এক দৃষ্টিতে দেখছে বেউলফকে। হাজারো প্রশ্ন সে-চোখে।

বড়-বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল বিবর্ণ ওই আকাশ থেকে। ঘোড়ার পিঠে বসা উপকূল-রক্ষী ভিজে যাচ্ছে হঠাৎ বর্ষণে। বৃষ্টির ফোঁটার ঘায়ে রীতিমতো ব্যথা পাচ্ছে লোকটা চামড়ায়। ঠাণ্ডায় কেঁপে উঠে মেঘের দিকে তাকাল সে চোখ তুলে। চোখের ভিতর ঢুকে পড়া পানির কণাগুলো অন্ধ করে দিল তাকে কয়েক মুহূর্তের জন্য।

'কী যে শুরু হলো!' বিরক্তি ঝরে পড়ল লোকটার কণ্ঠ থেকে।

অন্যদের অতিক্রম করে দুলকি চালে এগিয়ে গেল বেউলফের আকারে-খাটো ঘোড়াটা। একটা গ্রেট ডেন কুকুরের চাইতে বেশি বড় নয় বেউলফের ঘোড়া।

'এক ভাবে দেখলে,' আকাশের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল

boighar.com

বেউলফ। 'সাগরটাই আসলে ঝরে পড়ছে উপর থেকে। যেখান থেকে এসেছিল বৃষ্টির পানি, সেখানেই পথ খুঁজে নিচ্ছে আবার, ফিরে যাচ্ছে নিজের বাড়িতে।'

নিজের অদ্ভুতদর্শন ঘোড়ার পিঠে উপবিষ্ট বেউলফের দিকে তাকাল শিল্ডিং-এর পাহারাদার। ক্ষীণ একটু নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে ওর মনে।

'এত ছোট আপনার ঘোড়া!' ইতোমধ্যে সম্বোধন বদলে নিয়েছে প্রহরী। 'বিশেষ করে, আপনার মতো মহান এক থেনের জন্যে... বেমানান বড্ড...'

'আমাকে বইবার মতো যথেষ্ট বল এটা,' জবাব বেউলফের। 'এমন কী মালও টানতে পারে। ওদের খাওয়া-দাওয়ার পিছনে খুব একটা খরচ হয় না আমাদের, খুব বেশি জায়গাও নেয় না জাহাজে। তলোয়ারের আকার কত বড়, সেটা বড় বিবেচ্য বিষয় নয়; যুদ্ধে জেতার জন্যে কতটা ভয়ঙ্কর, কতটা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারে সেই তলোয়ার, সেটাই হচ্ছে আসল কথা। শক্তিমত্তা নয়, দুষ্টকে দমন করার অদম্য ইচ্ছাটাই আসল।' ঘোড়াটার গায়ে আদরের চাপড় মারল বেউলফ। হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ওটার খয়েরি রোমে। 'এই ছোট্টমোট্ট ঘোড়াটাই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে আমাকে।'

নড করল প্রহরী। তাকাল সামনের দিকে। হেয়্যারটের রাস্তাটা নেমে গেছে ক্রমশ নিচের দিকে।

ভাঙাচোরা পাথরের একটা রাস্তা ছাড়া আর কিছুই না এটা। সম্ভবত সমাধিশিলার পাথর এগুলো, পরিণত হয়েছে ছোট-ছোট টুকরোয়।

নামতে-নামতে একটা জঙ্গলের দিকে চলে গেছে পথটা। একখানা মাত্র পাথরে তৈরি বিশাল এক স্তম্ভ চলে গেছে রাস্তা বরাবর।

শিল্ডিং-এর পাহারাদারকে অনুসরণ করে মার্চ করে এগিয়ে চলেছে বেউলফের বাহিনী। www.boighar.com

'এই পাথুরে রাস্তাটাকে "কিং'স রোড" বলি আমরা,' মৃদু হেসে জানাল পাহারাদার। 'স্বর্ণ-সময়ে তৈরি হয়েছিল এটা। সোজা নিয়ে যাবে আমাদের হেয়্যারটের দিকে, যেখানে রাজা-সাহেব অপেক্ষা করছেন আপনাদের জন্যে। তবে আমি কিন্তু আর এগোতে পারছি না, ভাই। ঠিক এই পর্যন্তই আমার দৌড়। এই রাস্তা ধরে এগিয়ে যান আপনারা। আমাকে এখন ফিরে যেতে হবে ক্লিফের চূড়ায়। বোঝেনই তো, জলসীমা অরক্ষিত অবস্থায় থাকলে কত রকম বিপদ হতে পারে!'

'না, ঠিক আছে,' বলল বেউলফ। 'অনেক ধন্যবাদ আপনার সাহায্যের জন্যে।'

ঘোড়ার পেটে গোড়ালি হাঁকাল উপকূল-প্রহরী। মুখ ঘোরাল, যে-দিক থেকে এসেছিল। চারপেয়েটার পিঠে লাগাম আছড়ে ডাকল: 'বেউলফ!'

'হ্যাঁ, ভাই!' ঘুরে তাকাতে-তাকাতে সাড়া দিল গেয়াট যোদ্ধাটি। অশ্ব আর তার আরোহীকে যেতে দেখছে।

'হারামি জানোয়ারটা জীবন কেড়ে নিয়েছে আমার ভাইয়ের,' চলবার উপরে বলল শোকার্ত প্রহরী। 'আমার হয়ে প্রতিশোধ নিয়েন, ভাই, বেজন্মাটার উপরে!' পাহাড়ি রাস্তায় প্রতিধ্বনি তুলল লোকটার চিৎকার।

মাথাটা ঝুঁকিয়ে সম্মতি জানাল বেউলফ, যদিও শিল্ডিং-এর পাহারাদার সেটা দেখতে পেল না। জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়েছে লোকটা। পিছু ফিরে চাইল না একটি বারও।

কিং'স রোড ধরে এগিয়ে চলল বেউলফরা। আপাত গন্তব্য ওই জঙ্গল।

boighar.com

দশ

সীমানা-প্রাচীরের ধার ঘেঁষে দলটাকে গাঁয়ের দিকে এগিয়ে আসতে দেখল গ্রামবাসীরা।

বলাই বাহুল্য, এরা হচ্ছে বেউলফ আর তার চোদ্দ জন সঙ্গীসাথী।

বর্মধারী, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত গেয়াটদের দেখে শঙ্কার ছায়া পড়ল সহজ-সরল গ্রাম্য লোকগুলোর চেহারায় আর মনে।

গ্রামের যুবতী মেয়েদের কি তুলে নিয়ে যেতে এসেছে এরা? নাকি পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে গোটা গ্রাম?

এরই মধ্যে আত্মগোপন করতে শুরু করেছে মেয়েরা। সবাই না অবশ্য। কারও-কারও চেহারায় ভয়ের লেশ মাত্র নেই। উলটো চট করে বেশভূষা ঠিক করে নিয়ে নিজেদেরকে আগন্তুক বিদেশিদের চোখে কাঙ্ক্ষিত করে তুলবার চেষ্টায় রত। সবাই তো আর এক রকম না! এই মেয়েগুলোর 'উচ্চাকাঙ্ক্ষা' একটু বেশিই!

অচেনা মানুষগুলো গ্রামটা পেরিয়ে যেতে স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল গ্রামবাসীরা। যাক, ভয়ের কিছু নেই আপাতত। লোকগুলো, মনে হচ্ছে, রাজার সঙ্গে মোলাকাত করতে চলেছে...

হ্রথগারের মিড-হলের সামনে এসে থামল বেউলফের দল।

সন্দেহের দৃষ্টিতে ওদের দিকে চাইল সদর-দরজায় দাঁড়ানো রাজদূত— উলফগার।

একটু পরে। লম্বা হল ধরে ছুটছে উলফগার। ঝড়ের বেগে সিংহাসন-কক্ষে প্রবেশ করে হাঁপাতে লাগল দস্তুর মতো।

স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় চমকে দূতের দিকে চেয়েছেন হ্রথগার। গোক্ষুরের ফণার মতো প্রশ্নবোধক চিহ্ন ওঁর দু' চোখে।

এ কয় দিনে বয়স যেন এক লাফে অনেক বেড়ে গেছে সম্রাটের। ভাঙন ধরেছে শরীরে আর মনে। কোনও কিছুতেই মন বসে না তাঁর আজকাল।

নিজেকে ধাতস্থ হবার সময় দিল না রাজদূত। তার আগেই বলে উঠল জরুরি কণ্ঠে: 'মাই লর্ড! মাই লর্ড!'

'উঁ?' কেমন জানি নিস্তেজ শোনাল হ্রথগারের গলাটা। তিনি ভাবছেন: আবারও কি গ্রেনডেল?

'মহারাজ! এক দল যোদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে বাইরে! গেয়াট! জলপথ ধরে এসেছে ওরা! শুধুমাত্র আপনারই জন্যে একটা বার্তা নিয়ে এসেছে!' হড়বড় করে কথা বলছে উলফগার। 'কোনও কিছু চাইতে আসেনি ওরা! বরং বলছে: কী জানি দিতে এসেছে! ওদের চালচলন, হাবভাব খুবই সন্দেহজনক লাগছে আমার কাছে, মাই লর্ড! পালের গোদাটা আবার এক কাঠি বাড়া! নাম বলছে— বেউলফ! সে নাকি—'

কথা আর শেষ করা হলো না উলফগারের। তার আগেই চেঁচিয়ে উঠলেন হ্রথগার।

'বেউলফ!! এজথিয়োর পুঁচকে ছোঁড়াটা?' প্রাণের সাড়া দেখা দিয়েছে যেন সম্রাটের ভেঙে পড়া শরীরে। 'আরেহ, তা-ই তো! সে-ছোঁড়া তো ছোট্টটি নেই! সেই কোন্ ছোট্ট বেলায় দেখেছিলাম আমি ওকে! শক্তসমর্থ, পরিপূর্ণ যুবক হয়ে ফিরে এসেছে তবে! চমৎকার! এর চেয়ে ভালো আর হয় না! ফিরে এসেছে বেউলফ! কোথায় সে? জলদি পাঠাও! জলদি-জলদি নিয়ে এসো আমার

boighar.com

কাছে! তাড়াতাড়ি!'

ফের ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে গেল উলফগার। ব্যাপার-স্যাপার দেখে মালুম হচ্ছে ওরঃ মহা গুরুত্বপূর্ণ লোক এই বেউলফ। আসলেই?

শূন্য কামরায় অস্থির ভাবে পায়চারি শুরু করলেন হ্রথগার। এক লাফেই বয়স যেন আবার কমে গেছে ওঁর। গুনগুন করতে শুরু করলেন হাঁটতে-হাঁটতে। পরিপূর্ণ সুখী মনে হচ্ছে তাঁর নিজেকে। সুখী আর নির্ভার। বেউলফ এসেছে! আর কোনও চিন্তা নেই! বেউলফ এসেছে! সব ঝামেলা এ-বার চির-তরে দূর হতে যাচ্ছে! ছেলেটার সুখ্যাতির দিকে চেয়ে আশার বীজ বপন তিনি করতেই পারেন!

'বেউলফ! বেউলফ!!' স্নেহের সুরে আওড়ালেন তিনি নামটা।

কামরায় ঢুকে সম্রাটের কাছে আসছিল উনফেয়ার্থ, বেউলফ নামটা কানে যেতে নিঃশব্দ পায়ে পিছিয়ে গেল সে। চট করে সেঁধিয়ে গেল একটা ছায়ার আড়ালে। ...না, হ্রথগার দেখতে পাননি ওকে।

'উইলথিয়ো! উনফেয়ার্থ! সবাই শোনো!' আনন্দের আতিশয্যে হাঁক ছাড়লেন চিন্তামুক্ত হ্রথগার। 'এসে গেছে মুশকিল-আসান! ঝামেলা খতমের দাওয়াই এখন আমার হাতে! বেউলফ! বেউলফ এসেছে! সোনা-রূপা, হীরে-জহরত... দারুণ সব উপহার দেব আমি ওকে! আহ! বহু দূরের সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছে লোকগুলো... নিশ্চয়ই খুব ক্ষুধার্ত ওরা! অ্যাই, কে কোথায় আছিস? খাবার আর পানীয়ের পসরা সাজা জলদি! কই গেলি, সব আলসের দল!'

এগারো

মিড-হলের বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান নিয়েছে বেউলফের লোকেরা।

অন্যরা ইতস্তত ঘুরে বেড়ালেও পাথরের মূর্তির মতো একঠায় দাঁড়িয়ে ওদের নেতা।

ওর পিছন থেকে ইরসা নামের সুন্দরী এক মেয়ের দিকে আড়ে-আড়ে তাকাচ্ছে বেউলফের সাথীরা।

বড় একটা তাল শাঁস কামড়ে-কামড়ে খাচ্ছে মেয়েটা। জিনিসটা যে খুব সুস্বাদু, সেটা ওর চোখ-মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ঠোঁটের দুই কোনা বেয়ে রস গড়িয়ে পড়ছে মেয়েটার চিবুকে, সেখান থেকে গলা বেয়ে হারিয়ে যাচ্ছে উদ্ধত এক জোড়া বুকের গভীর খাদে।

দৃশ্যটা দেখে ঠোঁট চাটল হণ্ডশিউ। বেউলফের সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে এই লোকের মেজাজই সবচেয়ে গরম। ঠিক বোঝা গেল না, ঠোঁট চাটবার ব্যাপারটা তাল শাঁস খাওয়ার লোভে, নাকি নারী-মাংসের ক্ষুধায়?

'বড়ই সৌন্দর্য গো, বৈদেশি, তোমার বল্লমখানা!' গলায় প্রচ্ছন্ন কাম ঢেলে মন্তব্য করল ইরসা।

সশব্দে বিরাট এক ঢোক গিলল হণ্ডশিউ।

এ-সময় ভিতর থেকে বেরিয়ে এল উলফগার।

boighar.com

'সম্রাট হ্রথগার,' ঘোষণা করবার সুরে বলল রাজদূত। 'হাজারো গৌরবময় যুদ্ধের নায়ক, নর্থ ডেন অঞ্চলের একচ্ছত্র অধিপতি, এই মর্মে জানাচ্ছেন যে, এজথিয়োর পুত্র বেউলফকে তিনি চেনেন। আপনার বংশের সঙ্গে ভালো করেই পরিচয় রয়েছে তাঁর। আপনি আর আপনার সঙ্গীদের স্বাগত জানাচ্ছেন তিনি। আসুন আমার সঙ্গে, ভিতরে গিয়ে দেখা করবেন সম্রাটের সাথে।' একটুর জন্য থামল উলফগার। 'তবে... আপনাদের হাতিয়ারগুলো বাইরেই রেখে যেতে হবে। সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে ফেরত পাবেন ওগুলো।'

উইলাহফ, হণ্ডশিউ আর অন্যরা চাইল বেউলফের মুখের দিকে। নেতার মুখের কথাই ওদের জন্য শিরোধার্য। যদি আর যতক্ষণ না বেউলফ বলছে, একজন গেয়াটও হাতছাড়া করবে না নিজের অস্ত্র।

ঝনাত-ঝন শব্দ উঠল প্রত্যুত্তরে। নিজের বর্শা আর তলোয়ারখানা মাটিতে ফেলে দিয়েছে বেউলফ। কোমরের বেল্ট থেকে খুলে নিল ছোরাটাও। ওটারও আপাত আশ্রয় হলো শক্ত জমিন।

নীরব-নির্দেশ পেয়ে গেছে। প্রত্যেকেই অনুসরণ করল ওদের নেতাকে। ঝনঝন শব্দে অস্ত্রগুলো ঠাঁই পেল মাটিতে।

খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল বেউলফ। পিছে-পিছে অন্যরা।

শেষ যোদ্ধাটি হল-এ ঢোকা পর্যন্ত বাইরে অপেক্ষা করল উলফগার। তারপর তাকাল একবার ভিড় করা জনতার দিকে। তাল শাঁস খাওয়া মেয়েটার উপরে চোখ আটকে গেল রাজদূতের।

'অ্যাই, মেয়ে!' ধমক দিল রাজার দূত। 'আর কাজ নেই তোর?'

জবাবের ধারে-কাছেও গেল না ইরসা। ছোট-ছোট পেলব

আঙুলগুলো দিয়ে বুক থেকে মুছে নিল তালের রস। জিভ বের করে তারিয়ে-তারিয়ে চাটতে লাগল আঙুল।

বারো

সিংহাসন-কক্ষে জড়ো হয়েছে সবাই। হ্রথগারের সভাসদরা তো রয়েছেই, সম্রাজ্ঞী উইলথিয়ো আর তার চাকরানিরা, এমন কী বেশির ভাগ প্রহরীও হাজির হয়ে গেছে এজথিয়োর পুত্র ও তার সঙ্গীদের অভ্যর্থনা জানাতে।

কী জানি, কেন, চোর-চোর ভাব করছে উনফেয়ার্থ। সিংহাসনের ডান দিক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে লোকটা। কিন্তু একটি বারের জন্যও সামনে আসছে না, বেরোচ্ছে না ছায়ার আড়াল ছেড়ে।

তাঁর দেখা ছোট্ট সেই বেউলফকে বুকের সঙ্গে বাঁধলেন হ্রথগার। এক গর্বিত পিতা যেন আলিঙ্গন করলেন পুত্রকে।

'বেউলফ! বাছা! বাবা কেমন আছে তোমার?' কুশল জিজ্ঞেস করলেন সম্রাট।

'বাবা... উনি আর নেই!' চাপা গলায় দুঃসংবাদটা জানাল এজথিয়োর পুত্র।

'ওহ্!' শোক ছুঁয়ে গেল হ্রথগারকে। 'কবে মারা গেল?'

'প্রায় দুই শীত আগে।'

'কেমন করে?' জানতে চাইলেন অস্ফুট স্বরে।

'সাগর-দস্যুদের সাথে এক সম্মুখ-যুদ্ধে...'

boighar.com

শুনে বেশ কিছুক্ষণ নীরব রইলেন হ্রথগার। তারপর শোকাতুর গলায় মন্তব্য করলেন: 'দারুণ সাহসী মানুষ ছিল তোমার বাপটা।' স্বরটা পালটে গেল মুহূর্তে: 'বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যে এ-দিকে আসা?'

মাথা ঝাঁকাল বেউলফ। 'শুনলাম, এ-দিকে নাকি এক পিশাচের বসবাস। মাঝে-মাঝেই নাকি রাতের বেলা মিড-হলে হানা দেয় ওটা...'

জবাব এল সম্রাজ্ঞীর কাছ থেকে।

'একটুও ভুল নয় কথাটা,' বলল সুন্দরী। 'আর এটাও সত্যি যে, আপনার আগে আরও অনেক নিজেকে-সাহসী-দাবি-করা-বীর-পুরুষ এসেছিল পিশাচটাকে খতম করতে। গ্যালন-গ্যালন মদ গিলেছে সম্রাটের। মাতাল অবস্থায় কসম খেয়েছে বার-বার: হেয়্যারটের দুঃস্বপ্ন এই বিদায় নিল বলে! তারপর কী হলো, বলুন তো! পরদিন সকালে দুঃসাহসী ওই লোকগুলোর কাউকেই জীবিত পাইনি আমরা, পেয়েছি তাদের ছিন্নভিন্ন লাশ। মেঝে থেকে... কাঠের বেঞ্চি থেকে... দেয়াল থেকে রক্ত পরিষ্কার করতে-করতে জান বেরিয়ে গেছে চাকর-বাকরদের!'

ছায়ার অন্ধকারে ব্যঙ্গের হাসি হাসল উনফেয়ার্থ।

চুপচাপ কথাগুলো শুনল বেউলফ। তারপর খুলল মুখ।

'আমি কিন্তু এখনও কিছু গিলিনি। কিন্তু একই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমিও। আপনাদের ওই হতচ্ছাড়া দানবকে খুন আমি করবই!'

'এই না হলে পুরুষ মানুষের মতো কথা!' অতীব উৎসাহের সঙ্গে বাহবা দিলেন হ্রথগার। 'শুনেছ তোমরা! বেউলফ নরকে পাঠাবে জানোয়ারটাকে! ব্যস, আর কোনও কথা নেই! গ্রেনডেল এ-বার মরবে!'

'গ্রেনডেল?' দু' চোখে প্রশ্ন খেলে গেল বেউলফের।

‘হারামিটার নাম।’

‘আচ্ছা।’ মাথা দোলাল বেউলফ। ‘শুনে রাখুন তা হলে আপনারা...’ একটা হাত বাতাসে তুলল ও। ‘গ্রেনডেল নামের ওই হারামজাদাকে নরকের রাস্তা দেখিয়ে দেব আমি! কারণ, আমার নাম বেউলফ। অর্কনি-তে প্রচুর রাক্ষস-খোক্কসকে ঝাড়ে-বংশে খতম করেছি আমি। সাগরের অতল থেকে উঠে আসা বিশাল সব সরীসৃপের খুলি ভেঙে চুরমার করেছি। আর এটা তো সামান্য ব্যাপার! কথা দিচ্ছি আমি; এই হতচ্ছাড়া ট্রোল[৯] আর বিরক্ত করতে পারবে না আপনাদের!’

সন্দেহ প্রকাশ করে আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল সম্রাজ্ঞী, হ্রথগারের অতি-উৎসাহের মুখে বলতে পারল না। নিজের বিশ্বাস বেউলফ নামের লোকটার উপরে পুরোপুরি সমর্পণ করেছেন তিনি।

‘নায়ক!’ উদাত্ত গলায় ঘোষণা করলেন হ্রথগার। ‘এটাই চেয়েছিলাম আমি। জানতাম, সাগর আমাদেরকে একটা নায়ক উপহার দেবে! এই সেই নায়ক... আমাদের বেউলফ! তো, বেউলফ,’ স্বপ্নের নায়কের দিকে মুখ ফেরালেন সম্রাট। ‘তুমি বা তোমরা নিশ্চয়ই সৈকত ধরে পাহাড়ের উপরে গুহার দিকে যাচ্ছ? স্বচ্ছ পানির এক চৌবাচ্চা রয়েছে গুহাটার ভিতরে। ডোবাটার পাশেই আস্তানা গ্রেনডেলের। ওখানেই তো ওটার মোকাবেলা করবে তুমি, নাকি?’

সম্রাজ্ঞী উইলথিয়োকে সন্দিহান দেখাচ্ছে।

অন্ধকার ছায়া থেকে সরু চোখে বেউলফের দিকে তাকিয়ে আছে উনফেয়ার্থ।

জবাবের প্রত্যাশায় ঝোপের মতো ভুরু জোড়া কপালে

---

[৯] ট্রোল: স্ক্যানডিনেভীয় পুরাণে বর্ণিত অতিমানবিক জীব।

boighar.com

তুলেছেন হ্রথগার। আশা করছেন যে, এজথিয়োর ছেলে আশ্বস্ত করবে তাঁকে: তিনি যেমনটা চান, তা-ই হবে।

এক কদম আগে বাড়ল বেউলফ।

'চোদ্দ জন সাহসী থেন রয়েছে আমার সঙ্গে,' খানিকটা দম নিয়ে বলল ও। 'অনেক দূরের পথ পেরিয়ে এসেছি আমরা এখানে। আমরা... ক্লান্ত... অসম্ভব ক্লান্তি বোধ করছি!' ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল হ্রথগারের দিকে। 'আপনাদের সোনালি মদের দারুণ সুনাম দুনিয়া জুড়ে। পরখ করে দেখা হয়নি কখনও। এসেই যখন পড়েছি, তো আগে একবার চেখে দেখতে চাই সে-পানীয়। আপনার এই রাজকীয় হল-এ খাব-দাব, বিশ্রাম করব... তারপর না হয়... দীর্ঘ যাত্রার ধকল কাটাতে আনন্দ-ফুর্তিও করা দরকার... গান, বাজনা...'

ভুরু কুঁচকে গেল হ্রথগারের। 'কিন্তু... সেটা হবে বাড়ি বয়ে ওই দানবকে ডেকে আনার মতো। অতিরিক্ত আওয়াজ একদমই সইতে পারে না ওটা।'

এ-কথার কোনও জবাব দিল না বেউলফ। কী যেন চিন্তা করছে হ্রথগারের নায়ক। মুহূর্ত খানেক পরে এক টুকরো হাসি ফুটল চেশায়ারের আদি বাসিন্দার পুরুষালি ঠোঁটে। ধীরে-ধীরে চওড়া হলো হাসিটা, ছড়িয়ে পড়ল সারা মুখে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে বেউলফ!

তেরো

গ্রেনডেলের আস্তানায় তখন সন্ধ্যা নেমেছে।

আপন মনে গান গাইছে বিরাট দানব!

ধীর গতির, কেমন জানি একঘেয়ে বিষণ্ণ কিছু অর্থহীন শব্দ ওই গান। এক্কেবারে বেসুরো।

গাইতে-গাইতে হাতও চলছে দানবের। ওটার বিরাট হাতে কাপড়ের পুতুলের মতো দেখতে একটা মানুষকে— এক সৈন্যকে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করছে, আর টুকরোগুলো ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলছে পানিতে।

যেই না পানিতে পড়ছে রক্তাক্ত মাংসখণ্ড, সঙ্গে-সঙ্গে লুফে নিচ্ছে তা চৌবাচ্চায় বাস করা বদখত চেহারার ইলেরা। মুখে নিয়েই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে পানির নিচে। www.boighar.com

'খেলা'-টা খুব উপভোগ করছে গ্রেনডেল। গানের ফাঁকে-ফাঁকে দু'-চারটা শব্দও ছুঁড়ে দিচ্ছে ইল মাছেদের উদ্দেশে। এক পর্যায়ে বলে উঠল, 'ব্যস! আর না! বেশি খেলে মোটা হয়ে যাবি। মোটু ইল... হা-হা! কালকে আবার হবে।'

হেঁটে গুহার এক ধারে চলে গেল গ্রেনডেল। চোখা একটা ধাতব রড তুলে নিয়ে ওটায় গাঁথল সৈনিকের মাথাটা। আর শরীরের বাকি অংশ ঝুলিয়ে দিল একটা হুক থেকে।

দানবটার চলাফেরা খুব অদ্ভুত। অনেকটা আনাড়ির মতো পা

boighar.com

ফেলে গ্রেনডেল। পিশাচ না হয়ে যদি মানুষ হতো ওটা, হতো হয়তো প্রতিবন্ধী কেউ, যার মগজটা ঠিক ভাবে কাজ করে না।

দানবের বিচারে, সত্যিকার অর্থে খুবই ভদ্র আর আদুরে একটা ব্যক্তিত্ব গ্রেনডেল, খালি ওটার মানুষ খাওয়ার অভ্যাসটা ছাড়া। তা-ও তো সব সময় না। অসহনীয় আওয়াজে যখন উন্মাদ দশা হয়, তখনই কেবল গ্রেনডেলের ভয়াল রূপ দেখতে পায় মানব জাতি।

কাটা মুণ্ডু গাঁথা বর্শাটা নিয়ে খেলতে আরম্ভ করল দানবটা, ছিন্ন মস্তকটা পাপেট যেন একটা।

দু' রকম আওয়াজে কথা বলছে এখন গ্রেনডেল। একটা স্বর ওর 'নিজের', আরেকটা দিয়ে মৃত থেনের কাজ চালাচ্ছে।

'ডা-ডি-ডা! ডা-ডি-ডা!' সুর করে বলল গ্রেনডেল।

'অ্যাই... হাসে কে! হাসে কে!!' *বলে উঠল* থেন।

ঠিক এই সময় মরমর শব্দ উঠল গ্রেনডেলের পিছনে।

সঙ্গে-সঙ্গে সতর্ক হয়ে গেল দানব। চট করে লোহার শলাকাটা ফেলে দিল হাত থেকে। থাবার ভিতর থেকে আপনা-আপনি বেরিয়ে এসেছে ধারাল নখগুলো।

পাঁই করে ঘুরেই শব্দের কারণ খুঁজতে লাগল ওটার সরু হয়ে আসা পাশবিক চোখ জোড়া।

অদৃশ্য অবস্থা থেকে মুচকি হাসল গ্রেনডেলের মা। এ মুহূর্তে ওটার চেহারা মানবীর শরীরে মাছের আঁশ বসালে যে-রকম দেখাবে, অনেকটা সে-রকম। চকচকে সোনালি আঁশ! নিখুঁত এক জোড়া বিস্ফোরণোন্মুখ ঠোঁট কাম জাগায়।

বয়স কম নয় গ্রেনডেলের মায়ের। কিন্তু উদ্ভিন্নযৌবনা এক তরুণীর বেশ ধরে রয়েছে সে এখন। তবে এখনও তার শরীরে দানবীর চিহ্ন রয়ে গেছে।

না মানুষ, না মায়াবিনী।

‘গ্রেনডে-এ-এ-এ-ল!’ গুহার বদ্ধ বাতাসে উঠল সুরেলা ফিসফিসানি।

শিথিল হয়ে এল দানবের পেশি। থাবার ভিতরে লুকিয়ে গেল নখগুলো। ধীরে-ধীরে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়ে আসছে।

‘মা?’ ব্যাকুল স্বরে বলল গ্রেনডেল। ‘এখানে আসা উচিত হয়নি তোমার! চলে যাও! আর কক্ষণো এসো না! মানুষের দুনিয়ার খুব কাছাকাছি চলে এসেছি এখন আমরা! খুব কাছাকাছি!’

‘জানি।’ আবার উঠল সুরেলা প্রতিধ্বনি। ‘তার পরও বাধ্য হয়েছি আসতে!’

‘কেন, মা?’

‘একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি...’

‘কী দুঃস্বপ্ন?’

‘দেখেছি, তোর অনেক কষ্ট হচ্ছে...’

‘কষ্ট! কীসের কষ্ট, মা?’

‘ব্যথার! ওরা তোকে কষ্ট দিচ্ছে, বাছা! খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করছে!’

‘মানুষ?’

‘হ্যাঁ, বাবা!’

‘তারপর?’

‘তারপর... তারপর... মেরে ফেলল তোকে!’ বলতে গিয়ে গলাটা কেঁপে গেল মায়ের। হোক পিশাচী, মা তো!

‘...তারপর?’

‘আমি দেখলাম যে, সাহায্যের জন্যে চিৎকার করছিস তুই! চিৎকার করে ডাকছিস আমাকে! কিন্তু আমি... আসতে পারছি না তোর কাছে! তার পরই... জবাই করল ওরা তোকে!’ পিশাচীর কথাগুলো কান্নার মতো শোনাল।

boighar.com

'...ঠিক আছে, মা! এই তো আমি! দেখো, মরিনি!' মাকে সান্ত্বনা দেবার প্রয়াস পেল ছেলে। 'জীবিত, এবং সুখী। হ্যাঁ, সুখী আমি! সুখী গ্রেনডেল!'

বলার সঙ্গে-সঙ্গে বিজাতীয় নাচ ধরল গ্রেনডেল। ওর ভারসাম্যহীন শরীরে যতটুকু কুলায় আর কী।

পা ঘষটে-ঘষটে নেচে চলল সে সারা গুহাময়। বেসুরো সুর তুলেছে গলায়।

'সুখী-সুখী-সুখ! সুখ-সুখ-সুখী! সুখী-সুখী-সুখ! সুখ-সুখ-সুখী...'

'আজ রাতে যাস না তুই ওখানে!' মিনতি ভরে বলল গ্রেনডেলের মা। 'এরই মধ্যে অনেক মানুষের প্রাণ নিয়েছিস তুই... অ-নে-ক!'

রাগ দেখা দিল গ্রেনডেলের চোখে। 'না! মানুষের চাইতে অনেক শক্তিশালী আমি! অনেক বড় আমি গায়ে-গতরে! কিছুই হবে না আমার! হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ... মানুষের গন্ধ পাঁউ! গ্রেনডেল ওদের মাংস খাবে... রক্ত চাখবে... হাড্ডি দিয়ে বাদ্য বাজাবে!'

'না, সোনা, না! আমি বলছি, যাস না ওখানে!'

আচমকা মাথার একটা পাশ খামচে ধরল গ্রেনডেল। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ায় কুঁজো হয়ে এল ওর শরীরটা। গলা দিয়ে ঘড়ঘড় জান্তব আর্তনাদ ছাড়ছে মহা শক্তিধর দানব।

'কী হলো, বাছা! কী হলো!' হায়-হায় করে উঠল গ্রেনডেলের মা।

উত্তরে প্রলম্বিত তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার ছাড়ল গ্রেনডেল।

'ওওওওওওওওওওওওওহহহ! ওওওওওওওওওওওওওহহহ! ওওওওওওওওওওওওওহহহ!'

'আবার শুরু হলো! আবার!' বুক ফাটা বিলাপ করে উঠল

পিশাচ-জননী। 'তোরা কি একটুও শান্তিতে থাকতে দিবি না আমার ছেলেকে!'

গুহার ভিতরে দাপাদাপি শুরু করেছে গ্রেনডেল। রাগী একটা জন্তু পালাবার চেষ্টা করছে যেন দড়ির বাঁধন ছিঁড়ে।

'না, গ্রেনডেল! না!'

এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো, এক্ষুণি ছুট লাগাবে গ্রেনডেল। কিন্তু না। যেন কোনও জাদুমন্ত্রের কারসাজিতে আচমকাই শান্ত হয়ে গেল দানব।

অদ্ভুত!

সীমাহীন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে যেন গ্রেনডেলের শরীরটা। দানবীয় মাথাটা লেগে এসেছে বুকের সঙ্গে। পরাজিত দেখাচ্ছে ওটাকে। পরাজিত এবং অসহায়।

'ক্-কী হলো! তুই... তুই ঠিক আছিস তো?' আকুল স্বরে জানতে চাইল উদ্বিগ্ন জননী।

'...জ্-জানি না, মা!' জবাব দিল ক্লান্ত গ্রেনডেল। 'হঠাৎ করেই থেমে গেল সব!'

'ওহ... বাঁচা গেল!' এই প্রথম মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করল পিশাচী।

ছেলেকে ধাতস্থ হতে সময় দিচ্ছে স্নেহময়ী জননী। একটু পরে বলল, 'কসম খা... আর কক্ষণো লোকালয়ে যাবি না তুই!'

'যাব না... কক্ষণো যাব না...' ঘড়ঘড়ে কণ্ঠ থেকে আপনা-আপনি বেরিয়ে এল যেন কথাগুলো।

'যত আওয়াজই করুক না কেন ওরা, একদমই পাত্তা দিবি না...'

জবাব দিচ্ছে না গ্রেনডেল। দ্বিধায় পড়ে গেছে।

তারপর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হ্যাঁ-বাচক সাড়া দিল ওর শরীর। অবাধ্য বাচ্চা ছেলে প্রতিজ্ঞা করছে যেন মায়ের কাছে।

boighar.com

'লক্ষ্মী সোনা!' খুশি হলো মানবরূপী পিশাচী। 'লক্ষ্মী সোনা, চাঁদের কণা।'

চোদ্দ

পরদিন।

পশ্চিম আকাশে ঝুলে আছে সূর্যটা। তবে এখনও ঘণ্টা দেড়েক বাকি সন্ধ্যা নামার।

রান্নার ধোঁয়া উদ্গীরণ করছে মিড-হলের চিমনি। বাইরে থেকেও শোনা যাচ্ছে হার্পের চাপা আওয়াজ, কথাবার্তার গুঞ্জন, গবলেটের টুং-টাং শব্দ।

মাত্রই শুরু হয়েছে মচ্ছব।

স্বাভাবিক ভাবেই আগেকার আয়োজনগুলোর তুলনায় ব্যতিক্রম ঘটছে এ-বারে। বেউলফ আর ওর চোদ্দ থেন ছাড়া হল-এ আছে কেবল আর দু'-চারজন। খানাপিনা মাত্র শুরু হলেও সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যে লোক সমাগম বাড়বে, তেমন সম্ভাবনা নেই খুব একটা। মৃত্যুভয় বড় ভয়। যারা এসেছে, প্রত্যেকের মুখ গোমড়া। গুটিয়ে রয়েছে নিজের ভিতরে। যেন শেষকৃত্যের দাওয়াতে অংশগ্রহণ করছে।

তার পরও, বিদেশি অতিথির সম্মানে আয়োজন যেহেতু, ভিতরের উষ্ণ বাতাসে রিনরিনে শিহরণ তুলেছে হার্প।

লম্বা টেবিল ঘিরে বসেছে সমবেতরা। পরিচারিকারা ঘুরে-ঘুরে

সোনালি গরলে পূর্ণ করে দিচ্ছে গেলাস আর পেয়ালা।

নিজের সিংহাসনে বসে আছেন হ্রথগার। গাঁট্টাগোট্টা চার থেন মিলে বয়ে এনেছে ওটা দরবার-হল থেকে।

সিংহাসনের এক দিকের হাতলের উপরে বসেছে উইলথিয়ো। হ্রথগারের একটা হাত অন্যমনস্ক ভাবে খেলা করছে সম্রাজ্ঞীর চুলে।

পিছনে, রাজকীয় কেদারাটার ডান দিক ঘেঁষে উনফেয়ার্থ।

মন্থর পায়ে সারা ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বেউলফ। এ জগতে নেই সে, চিন্তার সাগরে ডুবে আছে পুরোপুরি।

এ-দিকে হণ্ডশিউ-এর চোখ ইরসার উপরে। সেই মেয়েটা, গতকাল যে প্রলুব্ধ করছিল ওকে। হলের আরেক প্রান্তে মদিরা ঢালছে মেয়েটা।

উইলাহফ আর অন্যরা গল্পে মশগুল।

'দেখো, ভাইয়েরা,' বলল বেউলফের সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড। 'আমার যা বলার, তা হচ্ছে, স্থানীয়দের সঙ্গে ভজকট না পাকানোই উত্তম। কাজেই, আজ রাতে কোনও রকম ঝগড়া-বিবাদ নয়। এদের কোনও মেয়েকে বিছানায়ও তুলবে না কেউ। ঠিক আছে?'

'কেমন করে ভাবলে তুমি এ-কথা?' আহত স্বরে বলল ধর্মপ্রাণ ওলাফ। 'বিছানায় তুলব!'

'ভুল বুঝছ। নিশ্চিত জেনো, তোমার কথা বলিনি আমি। আমি বলছি...' কথা শেষ করল না উইলাহফ। তাকিয়ে আছে হণ্ডশিউ-এর দিকে।

বিদেশি লোকটা ড্যাবড্যাব করে ওকে গিলছে দেখে জিভ বের করে ভেঙাল ইরসা।

হলদে দাঁত কেলিয়ে বিকট এক হাসি দিয়ে সেটার জবাব দিল হণ্ডশিউ।

boighar.com

'হগুি!' ডাকল উইলাহ্ফ। 'আমার মনে হচ্ছে, আমাদের আলাপের বিষয়বস্তু ঢুকছে না তোমার কানে। ভুলে যেয়ো না, বাড়িতে বউ-বাচ্চা আছে তোমার।'

মনে করতে চায়নি। কাজেই, এক পোঁচ কালির প্রলেপ পড়ল হগুশিউ-এর লাল মুখখানায়।

বাইরে, পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ছে সূর্য। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে ছায়া। শেষ বিকেলের বিদায়ী আভায় বিষণ্ন দেখাচ্ছে সব কিছুকে।

মিড-হলের ভিতরের আওয়াজটা একটু বেড়েছে আগের চাইতে।

উইলাহফের পিছু নিয়ে হ্রথগারের দিকে এগিয়ে চলেছে বেউলফ। চেহারায় অপার্থিব সৌন্দর্য নিয়ে কথিত বীরকে লক্ষ করছে উইলথিয়ো।

'ঈশ্বর আপনার সহায় হোন, স্যর বেউলফ,' মন থেকেই বলল সম্রাজ্ঞী। 'এ-রকম একজন দুঃসাহসী এবং মহান মানুষকে এই হল-এ মরতে হলে লজ্জার শেষ থাকবে না আর...'

'মন্দের সাথে লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ গেলে তাতে লজ্জার কিছুই নেই,' বেউলফের জবাব। www.boighar.com

হালকা নেশায় ধরেছে হ্রথগারকে। খেয়াল করেননি ওঁর বউ আর বেউলফের মধ্যকার আলাপচারিতা। সহসা সচকিত হয়ে গলা চড়ালেন, যাতে উপস্থিত প্রত্যেকেই শুনতে পায় ওঁর কথা।

'বন্ধুগণ! যারা জানো, তারা তো জানোই। কারণ, আগেও বলেছি কথাটা। সম্মানিত অতিথিদের জ্ঞাতার্থে বলছি আরও একবার। কুখ্যাত এক ড্রাগনের সাথে লড়েছিলাম আমি নর্দার্ন মুর-এ। শেষ পর্যন্ত হত্যা করি ওটাকে। কীভাবে, বলুন তো!'

নিজের চিবুকের নিচে আঙুল ঠেকিয়ে নির্দেশ করলেন হ্রথগার। 'চাকু ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম এখানটায়। হ্যাঁ, এটাই ড্রাগনের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা। খতম করার এক মাত্র উপায়ও বটে। চিবুক পর্যন্ত যদি পৌঁছাতে পারেন... খালি একটা ছোরা বা ছুরি... ব্যস!'

বাংলা পাঁচের মতো দেখাচ্ছে সম্রাজ্ঞীর মুখটা। বোঝাই যাচ্ছে, সম্ভবত হাজার বারের মতো একই প্যাঁচাল শুনে বিরক্ত। লেবু চিপে তেতো করবার পর্যায়ে চলে গেছে এই কেচ্ছা।

বেউলফের চোখে চোখ রাখল উইলথিয়ো। সরাসরি জিজ্ঞেস করল, 'যদি মারা যান আপনি?'

'কী আর হবে! এটুকু বলতে পারি, লাশ সরানোর ঝামেলা পোহাতে হবে না আপনাদের।'

'কেন?' অবাক গলায় প্রশ্ন করল সম্রাজ্ঞী।

'কী করে থাকবে? গ্রেনডেলের ভোজে লাগব না আমি? ও তো আমার হাড়-মাংস হজম করে ফেলবে!' ঠোঁটের কোনায় হাসি বেউলফের। 'ভালোই হবে। অন্তেষ্টিক্রিয়ার দরকার পড়বে না কোনও। কেউই শোক করবে না আমার জন্যে।'

'আপনার নিজের লোকেরাও না?'

মাথা নাড়ল বেউলফ। 'ওদের চোখে আমি অমর হয়ে থাকব চির-দিনের জন্যে। কেন শোক করবে, বলুন!'

নতুন এক দৃষ্টিতে বেউলফকে দেখছে উইলথিয়ো। আশ্চর্য! ভয়ডর বলতে কি কিছুই নেই লোকটার?

সম্রাজ্ঞী টের পেল, লোকটার জন্য প্রেমভাব জেগে উঠছে ওর মনে। একদমই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারটা। তার চাইতেও বিস্ময়কর হলো, উদগ্র কামনায় জ্বলজ্বল করছে উইলথিয়োর মায়াবি চোখ দুটো।

'আপনার জন্যে শোক করব আমি,' অনুচ্চ স্বরে জানাল

boighar.com

তরুণী।

'ধন্য হয়ে গেলাম শুনে।' হাসল বেউলফ। 'আসলে, আমাদের সব কিছুই তো নিয়তি-নির্ধারিত। নিয়তি আমাদের যে-দিকে নিয়ে যেতে চায়, সে-দিকে পা বাড়ানো ছাড়া গত্যন্তর নেই...'

যুবক বেউলফ আর যুবতী স্ত্রীর রোমান্টিক কথোপকথন গোটাটাই কান এড়িয়ে গেল হ্রথগারের। কেননা, আবারও তিনি নেশার ঘোরে বেহুঁশ। নাকি না? বলা মুশকিল। কারণ, আবারও কথা বলতে শুরু করেছেন তিনি। এ-বারে উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে।

'তোমার বাবার কথা মনে পড়ছে, বেউলফ! ওয়াইলফ্লিংদের তাড়া করে এখানে এসেছিল লোকটা। নিকেশ করে দিয়েছিল ওদের একজনকে...'

'জি, মহানুভব, হিদালোফ।'

জোরে-জোরে মাথা নাড়লেন হ্রথগার। 'অসাধারণ কাজ ছিল সেটা! রক্তের ঋণে বাঁধা পড়েছিলাম আমি এজথিয়োর কাছে। সুযোগও পেয়েছিলাম সেটা পরিশোধের। তোমার বাবা তখন বলেছিল, সুযোগ পেলে সে-ও ঋণ শোধ করবে।' জড়ানো হাসি দেখা দিল সম্রাটের মুখে। 'প্রতিটা ভালো কাজেরই পুরস্কার থাকে। একদা আমি ওর চামড়া বাঁচিয়েছিলাম, আজকে তার ছেলে তুমি এসেছ আমাদের রক্ষা করতে। সুন্দর শোধবোধ!' বেউলফের পিঠ চাপড়ে দিলেন হ্রথগার।

চাপা হাসির শব্দ ভেসে এল সিংহাসনের পিছন থেকে। অনেকটা আড়াল থেকে ব্যঙ্গের হাসি হাসছে উনফেয়ার্থ।

হাসতে-হাসতেই কয়েক কদম আগে বেড়ে 'আত্মপ্রকাশ' করল আলোয়। চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে হাততালি দিচ্ছে। গলা উঁচিয়ে বলল, 'মহান বেউলফের জয় হোক!' বলেই ঝুঁকে এল সে

বেউলফের দিকে। নিচু কণ্ঠে প্রশ্ন রাখল: 'তো, আপনি আমাদের করুণা করতে এসেছেন, না? ডেনিশ চামড়া বাঁচাবেন আমাদের!' মুখে হাসি ঝুলিয়ে রাখলেও তিক্ততা ঝরে পড়ছে উনফেয়ার্থের বক্তব্য থেকে। তীব্র শ্লেষ মিশিয়ে বলল ফের গলা তুলে, 'আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই আমাদের, মহান বেউলফ! আচ্ছা, আমি কি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি... আপনার একজন বিরাট ভক্ত হিসাবে?'

সরল চোখে উনফেয়ার্থের দিকে তাকিয়ে আছে বেউলফ। প্রায় এক দৃষ্টিতে।

'আসলে, হয়েছে কি,' আগের কথার খেই ধরল উনফেয়ার্থ। 'আরেক জন বেউলফের কথা শুনেছিলাম আমি, যে কি না শক্তিমান ব্রেকাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল সাঁতারের পাল্লায়... খোলা সাগরে হয়েছিল প্রতিযোগিতাটা। সে আর আপনি কি একই লোক?'

পরিষ্কার বুঝতে পারল বেউলফ: তাকে অপদস্থ করবার ফন্দি এঁটেছে এই লোক। তবু অস্বীকার করে কী করে যে, সেই বেউলফ আর ও এক নয়! মাথা নাড়ল সে। দেখা যাক, পানি কোন্ দিকে গড়ায়।

'হ্যাঁ। আমিই সেই ব্যক্তি, যে ব্রেকার বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলাম।'

'হুম...' যেন ভাবনায় পড়ে গেছে, এমন ভঙ্গিতে বলল উনফেয়ার্থ। 'আমি ভেবেছিলাম, অন্য লোক হবে সে। একই নামের অন্য কেউ। কারণ, আমি শুনেছি—' স্বর আরও চড়াল লোকটা। নিশ্চিত হয়ে নিল, হলের সবাই শুনতে পাচ্ছে ওর কথা। 'যে-বেউলফ ব্রেকার সাথে পাল্লা দিয়েছিল, হেরে গিয়েছিল সে। নিজের জীবন বিপন্ন করেছিল ওই বেউলফ, এমন কী ব্রেকারটাও। আত্মাভিমান আর অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে গভীর

boighar.com

সমুদ্রে নেমেছিল জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। কিন্তু আফসোস! হেরে গেল সে। বোকা আর কাকে বলে! এ-জন্যেই আমি ভাবছিলাম যে, সেই বেউলফ হয়তো অন্য কেউ। কারণ, আপনি তো...' বাকিটুকু শেষ না করেই থেমে গেল উনফেয়ার্থ। বোঝাই যাচ্ছিল, কী বলতে চায় সে।

উনফেয়ার্থের দিকে লঘু পায়ে হেঁটে যাচ্ছে বেউলফ। মাটিতে একটা সুচ পড়লেও শোনা যাবে তার আওয়াজ, এমনই নৈঃশব্দ্য নেমে এসেছে হল জুড়ে। সমস্ত থেনেরা; হ্রথগার আর বেউলফ— দু' পক্ষেরই— স্তব্ধ প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে রইল সক্ষম দুই পুরুষের মধ্যকার ঠাণ্ডাযুদ্ধের পরিণতি দেখবার জন্য।

'আমিই সেই লোক,' শান্ত স্বরে নীরবতা ভঙ্গ করল বেউলফ।

'কিন্তু জিতেছে ব্রেকাই, আপনি নন!' হলের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছোল উনফেয়ার্থের কণ্ঠ। 'বেউলফ। অকুতোভয় যোদ্ধা হিসাবে খ্যাত। সামান্য একটা সাঁতারের পাল্লাতেও জিততে পারে না... ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য নয়?' প্রশ্নটা সকলের উদ্দেশে। 'নিজের কথার উপরেই বাজি ধরতে পারি আমি... যে, আমার ধারণা— শুধু যে এক সেকেণ্ডও গ্রেনডেলের মুখোমুখি টিকতে পারবেন না আপনি, তা-ই না; সারা রাত্তির হেয়্যারটে কাটানোর হিম্মতও নেই আপনার!'

দাঁত বের করে হাসল সে।

টান-টান নাটকীয় পরিস্থিতি।

উত্তেজনার আঁচ পাচ্ছে প্রত্যেকে। বিশেষ করে, হ্রথগারের পক্ষের লোকেরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে পরস্পরের। 'কিন্তু' ঢুকে গেছে ওদের মধ্যে। এমন কী হ্রথগার আর উইলথিয়োর কপালেও দেখা দিয়েছে ভাঁজ।

এক মাত্র বেউলফের লোকেদেরই কোনও আগ্রহ নেই এই নাটকে। কারণ, সত্যিটা তারা জানে। এবং মানে। অসংখ্য বার

এই গল্প শুনতে-শুনতে মুখস্থ হয়ে গেছে ওদের।

'মাতালের সাথে তর্ক করা কঠিন,' মোক্ষম এক খোঁচা দিল বেউলফ। 'তার পরও নিজের পক্ষে সাফাই গাইছি আমি। হ্যাঁ, এ-কথা সত্যি যে, বাজিটায় জিততে পারিনি আমি। কিন্তু কেন পারিনি, তা কি আপনারা জানেন?'

পনেরো

সে-দিনকার স্মৃতিটা ফিরে এল বেউলফের মনে।

জল-দৌড়ের এক বাজিতে পাল্লা দিচ্ছে দু'জনে। সে আর ব্রেকা। কেহ কারে নাহি ছাড়ে, সমানে সমান! এই যখন অবস্থা, ঠিক তখনই উদয় হলো দুঃস্বপ্নের।

হাড়সর্বস্ব, ভীতিকর এক অদ্ভুতদর্শন প্রাণের উদ্ভব ঘটল বেউলফের নিচে!

টান দিয়ে সাগরতলে নিয়ে গেল ওকে ওটা।

'সেয়ানে-সেয়ানে হচ্ছিল পাল্লাটা,' বলে চলেছে বেউলফ। 'টানা পাঁচ দিন ধরে সাঁতরে চলেছিলাম আমরা। নিজ মুখে বলছি বলে না, সাঁতারে আমার দক্ষতা ছিল ব্রেকার চাইতে বেশি। তবে ইচ্ছা করেই এগিয়ে যাইনি আমি ওকে টপকে, বরঞ্চ পিছিয়েই ছিলাম কিছুটা। আসলে, শেষ মুহূর্তে কাজে লাগানোর জন্যে শক্তি সঞ্চয় করছিলাম। আর এটাই বুঝি কাল হলো!'

শ্রোতারা উৎকর্ণ।

boighar.com

'শান্ত সাগরে হঠাৎ এক জলোচ্ছ্বাস! কী হলো! কী হলো! ওরে, বাবা! সাগরের তলা থেকে মাথা তুলেছে দৈত্যাকার সি-সারপেন্ট! আতঙ্কের রেশ কাটতে-না-কাটতেই উঠে এল আরেকটা! এরপর একের পর এক বিস্ফোরণ যেন পানির উপরে। একটার পর একটা সরীসৃপ মাথা জাগাচ্ছে আমার চার পাশে!'

গুঞ্জনে ভরে উঠল মিড-হল।

কেউ অনুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে, কারও-কারও চোখে অবিশ্বাস।

'কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখি, একটার চোয়ালের খাঁচায় আটকে আছি আমি!' গল্প বলে চলেছে বেউলফ। 'খপ করে আমাকে মুখে পুরেই নিজের বাড়ির দিকে চলল দানবটা। সাগরের একেবারে তলদেশে ওটার বাস। কিন্তু ও-পর্যন্ত পৌঁছোলে তো বাঁচব না! তলোয়ারটা সাথেই ছিল। দু' হাতে ধরে দিলাম এক কোপ। মোক্ষম জায়গায় আঘাত হেনেছিলাম। ওই এক আঘাতেই কুপোকাত বিশাল সরীসৃপ। হ্যাঁ, নিজের তলোয়ার দিয়ে হত্যা করি আমি ওটাকে। তাতেও কি বাঁচোয়া? কীভাবে সম্ভব? একটা গেছে, কিন্তু তখনও তো রয়ে গেছে আরও। একটার পর একটা তেড়ে আসছে ওগুলো। অনাবিষ্কৃত অতল থেকে উঠে আসা অন্ধকারের জীব। একটাকে খতম করছি, সেটার জায়গা নিচ্ছে আরেকটা! মনে হচ্ছিল, অসংখ্য মাথাঅলা একটাই দানব... একটা মাথা কাটছি তো, গজিয়ে যাচ্ছে আবার!

'কতক্ষণ এ-রকম চলল, বলতে পারব না। ভোর-রাতের ঘটনা এটা। সকাল হতে দেখি, তীরের বালিতে পড়ে আছি আমি। আশপাশে মৃত দানবের নিথর শরীর। নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে একাকার! গাঢ় লাল হয়ে আছে আশপাশের পানি।

'ভাগ্যটা সহায় ছিল বলে অতগুলো দানব-সাপের মোকাবেলা করেও টিকে ছিলাম আমি। মোটমাট ন'টাকে মেরেছিলাম, যদ্দূর

মনে পড়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, হেরে গেলাম বাজিতে।

'হেরে যাওয়ার জন্যে আমার কিন্তু মোটেই দুঃখ নেই কোনও। কারণ, দৌড়ের চাইতেও বড় কাজ করেছি আমি। শক্ত চোয়াল গুঁড়িয়ে দিয়েছি দানব-সরীসৃপের। বহু দিনের জন্যে নিরাপদ করে দিয়েছি ও-দিককার সাগর। নির্ভয়ে সমুদ্র পাড়ি দিতে পারছে এখন নাবিকেরা। একটা দুঃস্বপ্নের অবসান হয়েছে ওদের।'

থামল বেউলফ।

গোটা হল নিশ্চুপ।

সকলেই বিশ্বাস করেছে গল্পটা।

কিন্তু বেউলফ জানে, ও যা বলল, তা সত্যি নয়!

চোখ বুজল সে। মনে করতে চায় না... তার পরও মনে পড়ে যাচ্ছে...

অজগরের সমান লম্বা এক ইল পা পেঁচিয়ে ধরেছিল বেউলফের। টেনে নিয়ে যাচ্ছিল জলের অতলে। ...হঠাৎ—

উজ্জ্বল সোনালি কীসে যেন কামড় বসাল ইলের শরীরে!

প্রবল ব্যথায় অতিষ্ঠ হয়ে প্যাঁচ খুলে ফেলল ইল। সাপের মতো এঁকেবেঁকে হারিয়ে গেল নীলচে অন্ধকারে।

অদ্ভুত সেই আঁধারে চোখ মেলে দেখল বেউলফ, অপূর্ব সুন্দরী এক সোনালি নারী তার সামনে! www.boighar.com

জলের নিচে নারী!

প্রথমেই যে ভাবনাটা আসবার কথা, সেটাই এল বেউলফের মনে।

কিন্তু ওটা কোনও মৎস্যকন্যা ছিল না! ছিল...

কী যে ছিল, বলতে পারবে না বেউলফ! কিছু একটা... কিছু একটা অমানুষিক ব্যাপার ছিল ওটার মধ্যে!

আঙুল নাড়িয়ে আহ্বান করছিল বেউলফকে।

boighar.com

মায়াবি সে-ডাকে সাড়া দিতে গিয়েও থমকে গেল সে। বাতাসের অভাবে আকুলি-বিকুলি করছে ফুসফুসটা। ভুলেই গিয়েছিল, পানির নিচে রয়েছে।

কালবিলম্ব না করে উপর দিকে সাঁতরাতে লাগল বেউলফ।

একটা বার ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছিল নিচে। দেখল, সম্মোহনী চোখ জোড়া বদলে গেছে। চোখে জিঘাংসা নিয়ে তাকিয়ে আছে জলকুমারী। সুড়ুত করে হারিয়ে গেল কোথায়!

রহস্যটা অমীমাংসিতই রয়ে গেছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে স্মৃতিগুলো দূর করে দিতে চাইল যেন বেউলফ। অবচেতন মনের গভীরে পাঠিয়ে দিল রহস্যময় সেই জলকুমারীকে।

নিজের অজান্তেই পায়চারি শুরু করল সে আবার।

'তখন থেকে আজ পর্যন্ত গ্রাম্য কবিরা সাগরপিশাচের সাথে আমার সেই লড়াইয়ের বীরত্বগাথা গেয়ে আসছে,' বলে চলেছে। 'তো, বন্ধুরা... এই হচ্ছে আমার গল্প। ফাঁকা মাঠ পেয়ে জিতে গেছে বটে ব্রেকা, কিন্তু কেউ ওর জন্যে গান বাঁধেনি।'

একটুও যেন প্রভাবিত হয়নি উনফেয়ার্থ। গোঁফে হাত বোলাতে-বোলাতে বলল, 'অবশ্যই। গল্পটা সুন্দর। সি-সারপেন্ট, না? হুম। ক'টা মেরেছেন, বললেন? বিশটা?'

'নয়,' শুধরে দিল বেউলফ।

'শেষ বার যখন গল্পটা শুনলাম,' পাশের সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করল উইলাহফ চাপা গলায়। 'সংখ্যাটা তিন ছিল না?'

'ভুলে গেছি।'

'এ-বার আপনার নামটা বলে কৃতার্থ করবেন কি, জনাব?' জিজ্ঞেস করছে বেউলফ।

'উনফেয়ার্থ...'

'উনফেয়ার্থ!' বিস্মিত হলো বেউলফ। 'ইকগ্লাফের ছেলে

উনফেয়ার্থ?'

'জি-হ্যাঁ...'

কুটিল রাজনীতিবিদের দৃষ্টি ফুটে উঠল বেউলফের চোখ দুটোতে। কাছাকাছি হলো সে উনফেয়ার্থের।

'আরে, আপনার নামও তো মহা সাগর পেরিয়ে পৌঁছে গেছে দূর-দূরান্তে...'

'সেটাই স্বাভাবিক...' আত্মগর্বের ছাপ পড়ল উনফেয়ার্থের চেহারায়। যদিও সত্যি বলছে কি না বেউলফ, সেটা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে তার।

'তা তো বটেই। তা তো বটেই,' দু'বার বলল বেউলফ। 'লোকে বলে, আপনি বেশ চালাক-চতুর। বিচক্ষণ অতটা নন, তবে মগজটা ধুরন্ধর বেশ। ...এটাও শোনা যায় যে, নিজ হাতে আপন দুই ভাইকে হত্যা করেছেন আপনি, উনফেয়ার্থ কিনস্লেয়ার।' হেসে উঠল। 'এমন এক পাপ, যার জন্যে নরকের আগুনে জ্বলবেন আপনি অনন্ত কাল।'

গলা বাড়িয়ে চাপা গর্জন ছাড়ল উনফেয়ার্থ। ঘৃণার বিষ উগরে দিচ্ছে দু' চোখ থেকে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল যেন সময়টা। লোকে দেখল, বেউলফের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে উনফেয়ার্থ।

চট করে এক পাশে সরে দাঁড়াল বেউলফ।

কমজোরি পা নিয়ে তাল সামলাতে না পেরে হুড়মুড় করে পপাত ধরণীতল হলো উনফেয়ার্থ।

গোড়ালিতে ভর দিয়ে লোকটার পাশে বসল বেউলফ। হিসহিস করে বলল, 'আরেকটা সত্যি কথা বলি আপনার ব্যাপারে। আপনার মুখের কথায় যে-রকম ধার, গতরেও যদি অমন তাকত থাকত, আর দম, কস্মিনকালেও আপনাকে খোঁড়া করার হিম্মত হতো না গ্রেনডেলের।' লোকেদের দিকে ঘাড়

boighar.com

ফেরাল ও। 'কিন্তু... নির্বিচারে আপনাদের খুনে হাত রাঙিয়েছে দানবটা... আপনাদের মাংস দিয়ে উদরপূর্তি করেছে। কারণ, সে জানে, তাকে বাধা দেয়ার মতো কেউ নেই। এতে করে বাড় বেড়ে গেছে পিশাচটার। কিন্তু এ-ই শেষ!' ঘোষণা করল বেউলফ। 'আজ রাতে পাশার দান উলটে যাবে তার জন্যে। দেখবে সে, গেয়াটরা ওর জন্যে অপেক্ষা করছে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে বলে। নির্ভীক গেয়াট... আপনাদের মতো ডরপোক ভেড়া না!'

বলা মাত্রই প্রতিক্রিয়া হলো। মারমুখী হয়ে উঠল উনফেয়ার্থের পক্ষের লোকেরা। সড়াত করে অস্ত্র বের করে ফেলেছে। রাগী পদক্ষেপে আগে বাড়ল বেউলফ আর ওর গেয়াট সঙ্গীদের দিকে।

বেউলফ-বাহিনীও কম যায় না। ওরাও অস্ত্র হাতে প্রস্তুত।

একটা হাঙ্গামা বেধে উঠতে যাচ্ছে—

ঠাস... ঠাস... ঠাস... ঠাস...

সম্রাটের দিকে ঘুরে গেল সব ক'টা চোখ।

হাততালি দিচ্ছেন হ্রথগার।

তালি দিতে-দিতেই এক পা, এক পা করে এসে দাঁড়ালেন দু' দলের মাঝখানে।

'দারুণ! চমৎকার!' খুশি-খুশি গলায় বললেন তিনি। 'হক কথাই বলেছ তুমি, প্রিয় বেউলফ। সত্যি-সত্যিই সাহসের বড্ড অভাব আমাদের মধ্যে। সে-জন্যেই তো শরণাপন্ন হয়েছি আমরা তোমাদের। আমার হয়ে গ্রেনডেল নামের আপদটাকে দূর করো তুমি... তারপর যত ইচ্ছা, খাও... যত ইচ্ছা, পান করো... ভোগ করো... যা খুশি, করো... ঠিক আছে?'

হেসে একটা হাত রাখল বেউলফ হ্রথগারের কাঁধে।

সঙ্গে-সঙ্গে দপ-দপ করে রাগ নিভতে লাগল সবার। স্বস্তি

ফিরে এসেছে মানুষগুলোর মনে।

একজন বাদে অবশ্য।

পশ্চিম আকাশটা এখন রক্তের মতো লাল। বিদায়ী সূর্যটা যেন কমলা আগুনের বিশাল এক গোলা।

মিড-হলের ভিতরে আবার জমে উঠেছে খানাপিনা, গান-বাজনা।

ষোলো

সূর্য ডুবে গেছে। শীতার্ত এক বিষণ্ন সন্ধ্যা নেমে এসেছে নর্দার্ন ডেনমার্কে।

এর বিপরীতে মিড-হলের ভিতরটা জমজমাট। একটু আগের রেষারেষি ভুলে বেউলফ আর উনফেয়ার্থও মজেছে বিনোদনে।

প্রসন্ন দেখাচ্ছে সবাইকে উপর থেকে। ডেনদের জানা আছে, আঁধার গাঢ় হবার আগে আক্রমণ করবে না গ্রেনডেল। সুতরাং, সে পর্যন্ত আনন্দ তো করাই যায়।

স্বর্ণ-আভায় ঝলমল করছে গোটা মিড-হল। আলো পড়ে ঝিলিক দিচ্ছে কারও-কারও আঙুলের আংটি। মগ আর গবলেটগুলোতে প্রতিফলিত হচ্ছে আলো।

পেটপূজায় ব্যস্ত বেউলফের বাহিনীর লোকেরা। টেবিলে রাখা ইয়াব্বড় এক গরুর মাংস থেকে কেটে নিচ্ছে যে যার

boighar.com

দরকারমতো। টুং-টাং সুর তুলছে চাকু ধরা হাত।'

ছুরি দিয়ে এক ফালি মাংস কেটে নিল হণ্ডশিউ। সুরাপাত্র হাতে পাশ কাটানো ইরসার মুখে তুলে দিল মাংসটুকু।

সোনালি মদে ভরা বড় এক সোনা আর রৌপ্য-নির্মিত জগ শোভা পাচ্ছে সম্রাজ্ঞীর হাতে।

'রাজকীয় শরাব!' চেঁচিয়ে বললেন হ্রথগার। 'দুনিয়ার সেরা শরাব!'

'আমাদের সাহসী গেয়াটদের জন্যে,' বক্তব্য সম্পূর্ণ করল উইলথিয়ো।

খানিক বাদেই দেখা গেল, এক-এক করে প্রত্যেকের কাছে যাচ্ছে মহিলা; জগ থেকে মদ ঢেলে পূর্ণ করে দিচ্ছে ওদের পেয়ালা।

ইত্যবসরে সম্রাটকে বলতে শোনা গেল: 'জানি আমি, এমনিতে দেখে হয়তো কিছুই মনে হয় না। কিন্তু একবার চুমুক দিয়ে দেখুন, ধকটা কী! এর বাড়া আর কিছু পাবেন না। তিন কাপ পান করুন গুনে-গুনে, নিজেকেই আর চিনতে পারবেন না!'

বেউলফের পালা এলে ওর পেয়ালাটাও শরাবে পূর্ণ করে দিল উইলথিয়ো।

মৃদু স্বরে ধন্যবাদ জানাল বেউলফ।

প্রত্যুত্তরে নড করে সেখান থেকে সরে এল সম্রাজ্ঞী। যেতে-যেতে ঘাড় ফিরিয়ে একবার সাহসী লোকটিকে না দেখে পারল না।

ধারে-কাছেই বসেছে উনফেয়ার্থ। বেউলফের উদ্দেশে ফিসফিসাল সে: 'নিন... লর্ড বেউলফের সামনে পেশ করা হলো আমাদের সেরা মদ! সাগর-দানবের মোকাবেলা করা মহান যোদ্ধা, উদ্দীপনা সঞ্চয় করুন বিখ্যাত এই শরাব থেকে!'

'আর যা-ই হোক,' না বলে পারল না বেউলফ। 'অন্তত

মদের পেয়ালা থেকে সাহস খুঁজে নিতে হয় না আমাকে।' এক চুমুকে গলায় ঢেলে দিল মদটুকু।

বোঝা গেল, ওকে লক্ষ করছিল উইলথিয়ো। কারণ, মুহূর্ত পরেই ফিরে এল মহিলা।

রত্নখচিত পেল্লায় এক সোনালি পেয়ালা এ-বারে তার হাতে, উঁচু করে ধরে রেখেছে।

রাজকীয় গবলেট। সম্রাট হ্রথগারের কোনও এক গৌরবময় বিজয়ের 'পুরস্কার'। বিজেতার কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা। স্বর্ণের কাপটা এখন সম্রাটের পরিবারের গর্বিত সদস্য।

মদে পরিপূর্ণ পেয়ালাটা। স্মিত হেসে লর্ড বেউলফকে হস্তান্তর করল ওটা উইলথিয়ো।

আগুনের আভায় চকচক করা নিখুঁত সৌন্দর্যের আধারটিকে দেখে চোখ দুটো ঝলসে যাবার জোগাড় হলো বেউলফের। বোবা বিস্ময়ে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখতে লাগল পানপাত্রটা।

ঘোর কাটল ওর হল কাঁপানো হর্ষধ্বনিতে।

নানা রকম আওয়াজে ভরে আছে মিড-হল। স্বাভাবিকের চাইতে চড়াই বলতে হয় সে-আওয়াজ। তবে এতটা নয় যে, কেউ তার পাশের জনের কথা শুনতে পাবে না।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। দূরে-দূরে বসা অন্যদের কানে যাবে না সে-সব কথাবার্তা।

'রাজকীয় পানপাত্র,' জানাল সম্রাজ্ঞী। 'পান করুন।'

মাথা নেড়ে পেল্লায় পেয়ালায় ঠোঁট ছোঁয়াল বেউলফ। এক ঢোক ঢালল গলায়।

'পুরোটা।'

এ-বারে লম্বা এক চুমুক।

এক চুমুকেই বাকি মদটুকু সাবাড় করল বেউলফ। তারপর সটান উঁচু করে ধরল পাত্রটা।

boighar.com

ফের হর্ষধ্বনি করে উঠল সমবেতরা।

মাথার উপর থেকে হাত নামাল বেউলফ। তারিফের দৃষ্টিতে দেখতে লাগল ফের গবলেটটা।

একজন সম্রাটের হাতেই মানায় জিনিসটা। গোটা একটা দেশ লিখে দেয়া যায় এ-রকম একটা শিল্পকর্মের জন্য।

সন্দেহ নেই, পুরোপুরি খাঁটি সোনায় তৈরি; খাদ নেই এক বিন্দু। খোদাই করে বাহারি সব নকশা তোলা হয়েছে পাত্রের গায়ে। জায়গায়-জায়গায় বিচিত্র বর্ণের অমূল্য সব রত্নপাথর বসানো। নিপুণ কারিগরের হাতের কাজ।

'অসাধারণ...' অস্ফুটে বেরিয়ে এল বেউলফের মুখ থেকে।

'তাক লাগিয়ে দেয়ার মতন, তা-ই না?' সমর্থন চাইলেন হ্রথগার।

'অপূর্ব, মাই লর্ড! অপূর্ব!'

'আমার ধনভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে এটা।'

'কোনওই সন্দেহ নেই, মহারাজ।' পাত্রের গায়ে হাত বোলাচ্ছে বেউলফ। 'এমন দামি একটা জিনিস... লক্ষ-কোটিতে একটা হয়!'

'নর্দার্ন মুর-এর সেই ড্রাগন নিধনের কথা বলেছি না?' স্মরণ করিয়ে দিলেন হ্রথগার। 'লড়াইটার পর ড্রাগনের গুহায় গিয়ে পেয়েছি এটা।' দন্ত বিকশিত করলেন সম্রাট। 'আমার পুরস্কার। হাড্ডাহাড্ডি সেই মোকাবেলায় পৈতৃক প্রাণটা প্রায় খোয়াতে বসেছিলাম। প্রায়ই ভাবি, অনন্য এই জিনিসটার লোভে না জানি কত লোকের প্রাণ গেছে!'

জাদুর পাত্রের মতো বেউলফের চোখে ঝিকিয়ে উঠল যেন জিনিসটা।

'এমন একটা বিরল বস্তুর জন্যে জানের মায়া ত্যাগ করলে দোষ দেয়া যায় না লোকগুলোকে,' মনের ভাবনা ব্যক্ত করল

উইলথিয়ো।

মনে-মনে কথাটা স্বীকার করে নিল বেউলফ।

গবলেটটা ওর হাত থেকে নিলেন হ্রথগার। নিয়েই ওটা বাড়িয়ে ধরলেন আবার বেউলফের দিকে।

'বেউলফ,' বললেন সম্রাট। 'তুমি যদি গ্রেনডেলকে শায়েস্তা করতে পারো, তবে এটা তোমার হয়ে যাবে।' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কথাটার গুরুত্ব বোঝাবার প্রয়াস পেলেন তিনি। 'চির-দিনের জন্যে।'

'সেটা হবে আমার জন্যে অনেক সম্মানের।'

'সম্মানিত তো আমরা হব, স্যর বেউলফ,' বলল উইলথিয়ো।

জটলায় শামিল হবার আগে কাপটা আবার বেউলফের হাতে তুলে দিলেন হ্রথগার।

কিছু একটা বলতে চাচ্ছে সম্রাজ্ঞী। বলবে কি না, দ্বিধায় ভুগছে এ নিয়ে।

'গ্রেনডেল...' বলেই ফেলল শেষমেশ। 'সম্রাটের জন্যে সীমাহীন লজ্জার কারণ ওই দানবটা!'

'লজ্জা নয়। অভিশাপ,' বলল বেউলফ।

'না, লজ্জাই। আর কোনও...' বলতে গিয়ে থেমে যেতে হলো উইলথিয়োকে। কথাটা এ-ভাবে বলতে চায়নি সে। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু এখন আর ফেরানোর উপায় নেই। 'আর কোনও পুত্রসন্তান নেই সম্রাটের। কখনও হবেও না। এ-কারণেই বলছি... লজ্জা।'

যার-পর-নাই অবাক হয়েছে বেউলফ। 'আর কোনও' সন্তান নেই! কী বলছে এ-সব সম্রাজ্ঞী? তা হলে কি সন্তান রয়েছে হ্রথগারের? বা, ছিল? সম্ভবত সেটাই। নিশ্চয়ই গ্রেনডেলের হাতে খুন হয়েছে সেই ছেলে। কিন্তু ফের সন্তান হওয়া-না-হওয়ার সঙ্গে গ্রেনডেলের কী সম্পর্ক?

boighar.com

জিজ্ঞেস আর করা হলো না।

বেউলফকে রহস্যের মধ্যে রেখে সিংহাসনের দিকে হাঁটা দিয়েছে সম্রাজ্ঞী।

স্থির দৃষ্টিতে মহিলাকে অনুসরণ করল বেউলফ।

'অ্যাই, চুপ!' চেঁচিয়ে উঠল কে জানি। 'ভাষণ হবে এখন!'

কান্নার মতো একটা রোল উঠল হলের এক দিক থেকে। সশব্দে মগ ঠুকছে সবাই টেবিলে, মেঝে আর বেঞ্চিতে দাপাচ্ছে সবুট পা।

www.boighar.com

'ভা-ষণ! ভা-ষণ! ভা-ষণ! ভা-ষণ!' শ্লোগান দিতে লাগল সবাই সমস্বরে। লক্ষ্য ওদের: বেউলফ।

একটা টেবিলের উপরে উঠে পড়বার আগে ইরসাকে দিয়ে রাজকীয় পাত্রটা ভরিয়ে নিল সে, তারপর টেবিলে উঠে তুলে ধরল ওটা মাথার উপরে।

'যখন আমরা এখানে আসার জন্যে উত্তাল সাগর পাড়ি দিচ্ছিলাম,' নিজের বক্তব্য শুরু করল বেউলফ। 'আমি এবং আমার লোকেরা জানতাম, হয় আমরা দানবের বিরুদ্ধে জয়ী হব, নয় তো দানবের খপ্পরে পড়ে প্রাণ যাবে আমাদের। আজ রাতে, এখানে— এই হল-ঘরে, রচিত হবে হয়তো সাহস আর বীরত্বের অসামান্য এক উপাখ্যান, যা চির-দিনের জন্যে অমর করে রাখবে আমাদের। আর নয় তো... মৃত্যুর সাথে-সাথে তলিয়ে যাব আমরা বিস্মৃতির অতলে... ঘৃণার পাত্রে পরিণত হব সকলের!'

বেউলফের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ হতেই উল্লাসে ফেটে পড়ল গোটা হলরুম।

মেঘের ভিতর দিয়ে টুপ করে পশ্চিম সাগরে ডুব দিল লাল টকটকে অগ্নিগোলকটা। নিভে যাবার আগে যে-রকম দপ করে জ্বলে ওঠে প্রদীপ, তেমনি ভাবেই প্রায়-অদৃশ্য সবুজ রশ্মি রেখে

গেল সূর্যটা শেষ চিহ্ন হিসাবে। সেটুকুও বিদায় নিতেই নেমে এল রাত। এবং নতুন করে সাগরের বুক থেকে ঘনিয়ে উঠতে আরম্ভ করল তুফান।

সতেরো

সিংহাসনের পিঠে হেলান দিলেন হ্রথগার। ক্লান্তির ভারে চোখ জোড়া মুদে আসছে, অ্যায়সা এক হাই তুললেন। জড়ানো গলায় বললেন, 'আহ, বেউলফ! আর তো পারছি না! বুড়ো শরীরটা ঘুম চাইছে।'

'বেশ তো। বিশ্রাম নিন আপনি। আমরা এখানেই থাকছি।'

মুখের কাছে হাত তুলে মদ খাওয়ার ভঙ্গি করলেন হ্রথগার।

ইঙ্গিতটা বুঝল বেউলফ। সম্মানের সঙ্গে রাজকীয় গবলেটটা ফিরিয়ে দিল সম্রাটকে।

স্ত্রীর দিকে হাত বাড়ালেন হ্রথগার। 'চলে এসো, প্রিয়ে। বিছানা গরম করি একসঙ্গে।'

বিব্রত মুখে পা চালাল উইলথিয়ো।

হাততালি দিলেন হ্রথগার।

সিংহাসন বাহকেরা এগিয়ে এসে সম্রাটকে সুদ্ধ ধরে তুলল চেয়ারটা। হলরুম থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াল।

ওদেরকে অনুসরণ করছে উইলথিয়ো, চলার উপরেই শেষ বারের মতো তাকাল বেউলফের দিকে। যতক্ষণ পারা যায়,

boighar.com

তাকিয়ে রইল। সে-দৃষ্টিতে প্রেম ছিল, ছিল আকুল আকাঙ্ক্ষা।

'শুভ রাত্রি, বেউলফ।' পাশ থেকে গলার আওয়াজ শুনে তাকাল ও। কথাটা বলেছে উনফেয়ার্থ। 'আমিও গেলাম। সাগর-দানো আসে কি না, খেয়াল রাখুন। আপনার কল্পনাশক্তির প্রশংসা না করে উপায় নেই।'

কিছু বলল না বেউলফ। কী বলবে!

সূর্য ডুবেছে আধ ঘণ্টা আগে।

মিড-হলের বাইরের বারান্দায় চাপা স্বরে বচসা হচ্ছে হণ্ডশিউ আর ইরসার মধ্যে।

হ্রথগারের লোকেদের হল থেকে বেরোতে দেখে চুপ করে গেল দু'জনে।

বাড়ি ফিরে যাচ্ছে লোকগুলো। এখানে থাকা আর নিরাপদ মনে করছে না। অস্বস্তি ভরে চাইছে এ-দিক সে-দিক। ছায়ার মধ্যে দাঁড়ানো বলে দেখতে পেল না হণ্ডশিউ আর ইরসাকে।

'চলো...' শেষ লোকটা বেরিয়ে গেলে ফের মুখ খুলল হণ্ডশিউ।

'বললাম তো, না!' একগুঁয়ে স্বরে বলল ইরসা।

'চলো না, সোনা!' মিনতি ঝরল লোকটার কণ্ঠ থেকে।

'বলেছি, না— তো, না-ই!' সিদ্ধান্ত পালটাবে না ইরসা।

'কেন নয়?'

'কারণ, দেরি হয়ে গেছে অনেক। আমি দুঃখিত।'

'চলে যেতে চাইছ!' অনুযোগের সুরে বলল হণ্ডশিউ। 'পরে কিন্তু পস্তাবে। একটা সুযোগ দিলে স্বর্গে পৌঁছে দিতাম তোমাকে। আনন্দের সাগরের ভাসতে-ভাসতে বুঝতে, হণ্ডশিউ-এর মতন পুরুষের স্বাদ আর পাওনি। আমার বর্শাটার প্রশংসা করেছিলে না? চামড়ার বর্শাটা এর চাইতেও কাজের। একবার খোঁচা খেলে

ছাড়তে চাইতে না আর আমাকে,' বলল আত্মবিশ্বাসী লোকটা।

'দূর... ছাড়ো!'

'আচ্ছা-আচ্ছা, ছাড়ছি। শটাশট এক দান হয়ে যাক তা হলে!'

এক টেবিল ঘিরে বসেছে বেউলফ আর ওর ভাই-বেরাদাররা। পান করছে, গান করছে, পুরো দমে উপভোগ করছে উষ্ণ এই রাতটা।

মিড-হলে এখন ওরা ছাড়া আর কেউ নেই। হ্রথগারের লোকেরা সকলেই বিদায় নিয়েছে।

ব্যর্থ মনোরথে বাইরে থেকে ফিরে এল হুণ্ডশিউ। যা চেয়েছিল, তা আদায় করতে পারেনি ইরসা নামের মেয়েটার কাছ থেকে।

অবশ্য একেবারেই যে কিছু পায়নি, তা বলা যাবে না। পাঁচ আঙুলের একটা দাগ বসে গেছে হুণ্ডশিউ-এর লালচে-ফরসা গালে। জ্বলছে গালটা। যতটা না ব্যথার চোটে, তার চেয়ে বেশি অপমানের জ্বালায়।

পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে মেয়েটা: রংঢং করতে পারে; তাই বলে কুলটা নয় ও।

ওকে গালে হাত দিতে দেখে টিটকারির বন্যা বয়ে গেল থেনদের মধ্যে।

'ম্যাঁঅ্যাঅ্যাঅ্যা' করে ছাগলের ডাক ডেকে উঠল ফাজিল টাইপের একজন।

'কী রে, হুণ্ডি!' এই মুহূর্তে তুই-তোকারি করছে উইলাহফ। 'পেলি না কিছু? আহ-হা রে! মেয়েটা বড্ড ভালো ছিল... দেখতে-শুনতে বেশ। যেমন সামনে, তেমনি পিছনে!'

'দূর-দূর!' মুখ বাঁকাল হুণ্ডশিউ। 'ও-মেয়ে কোনও জাতেরই

boighar.com

না!’

ঠাট্টার একটা বিস্ফোরণ ঘটল যেন হল অভ হার্টে।

‘আচ্ছা?’ কৌতুকপূর্ণ স্বরে শুধাল ওলাফ। ‘তা, তোর জাতটা কী? পুরুষ, না কী! সহজ-সরল একটা মেয়েকেও বাগে আনতে পারলি না! ম্যাঅ্যাঅ্যাঅ্যা...’

পৌরুষ ধরে টান দিয়েছে, সইবে কেন হণ্ডশিউ? ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছুঁড়ে দিল ও ওলাফের উপরে।

মুহূর্ত পরে দেখা গেল, মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে দু'জনে। মেরে ভূত ছাড়াচ্ছে পরস্পরের।

হেসে, চিৎকার করে উৎসাহ দিচ্ছে ওদেরকে ‘ভাইয়েরা’। সুর করে ছড়া কাটছে।

মুহূর্তের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল দুটো দল।

প্রশ্রয়ের হাসি মুখে নিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বেউলফ। উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটতে-হাঁটতে আগুনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

কী ভেবে, সে-ই জানে, আচমকা নেকড়ে-ভালুকের পশমে তৈরি আলখেল্লাটা ফেলে দিল গা থেকে। ঝুপ করে পায়ের কাছে পড়ল ওটা। এরপর বুক আবৃত করা বর্মের স্ট্র্যাপে হাত চলে গেল ওর। ঠং করে মেঝেতে পড়ল সেটাও। এমন কী বিসর্জন দিল নিম্নাঙ্গের বস্ত্রখানিও।

যেন জাদুমন্ত্রবলে থেমে গেছে সমস্ত কলরব।

চোখের সামনে দিগম্বর দলপতিকে দেখে কথা সরছে না কারও।

এগিয়ে এল উইলাহফ।

‘মাই লর্ড, বেউলফ! কী হচ্ছে এ-সব! কথা নেই, বার্তা নেই, নাঙ্গা বাবা হয়ে গেলে যে বড়?’

‘যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছি,’ রহস্যময় গলায় বলল বেউলফ।

‘মানে?’

‘ফেয়ার ফাইট।’

‘মানে!’

‘গ্রেনডেল কি তলোয়ার ব্যবহার করে? না। বর্ম পরে? না। বুট? না। আপাদমস্তক উলঙ্গ ওটা। আমিও তাই ন্যাংটো হলাম। আর, খালি-হাতেই যদি ওটা মানুষের বারোটা বাজাতে পারে, আমি কেন পারব না? সে-জন্যে, কোনও অস্ত্র না, কিছু না। অবশ্য ওই দানবের বিরুদ্ধে অস্ত্র কোনও কাজে আসবে কি না, সেটাও একটা ব্যাপার। তবে একেবারে নিরস্ত্রও নই আমি। আমার দাঁত আছে, নখ আছে। শরীরে তাকত রয়েছে। যদ্দূর বুঝছি, ওটার বিরুদ্ধে লড়তে হলে চাই ক্ষিপ্রতা। কাপড়চোপড়, বর্ম, এ-সব বিদ্যুৎগতির পক্ষে বাধা। যা-ই হোক, এখন আমরা সমানে সমান। বাকিটা ভাগ্যের হাতে।’

হা-হা করে ছাত কাঁপিয়ে হাসল উইলাহফ। হাসির দমকে ঝাঁকি খাচ্ছে ওর মাথাটা। ভীষণ আমোদ পেয়েছে বেউলফের যুক্তি শুনে।

কাপড়চোপড়গুলো এক জায়গায় জড়ো করে তার উপরে মাথা দিয়ে কাঠের মেঝেতে শুয়ে পড়ল বেউলফ।

‘বেউলফ!’ হাসির তোড় কমে এলে বলল উইলাহফ। ‘তুমি কি জানো, তুমি একটা পাগল?’

মুচকি হেসে চোখ বুজল বেউলফ।

‘জন্ম থেকে।’

প্রায় পূর্ণ চাঁদ এখন মধ্য-আকাশে।

কালো মখমলের আলখেল্লায় হ্রথগারের হলটাকে জড়িয়ে রেখেছে রাত। স্তিমিত হয়ে এসেছে ভিতরের আওয়াজ।

boighar.com

আঠারো

আগুনের সামনে নগ্ন অবস্থায় ঘুমিয়ে আছে বেউলফ।

দুই হাত একসঙ্গে বাঁধা অবস্থায় চাকুর লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে দু'জন থেন। দর্শক বলতে কেবল দু'-চারজন।

বাকিরা পরস্পরের বাহুতে বাহু বেঁধে বসেছে অর্ধবৃত্তাকারে। মনের আনন্দে গান ধরেছে।

গলায় সুর নেই কারও। তাল-লয়-ছন্দের বালাই নেই। মূল গায়ক কয়েক লাইন করে গাইছে, তার গাওয়া শেষ হলে কোরাস তুলছে বাকিরা। ডজন খানেক ভিন দেশি কুমারী মেয়ের সঙ্গে নৌকা-ভ্রমণে বেরিয়ে কীভাবে অপদস্থ হয়েছিল, তা-ই গানের বিষয়বস্তু। কিন্তু শোধ তুলতে চাইলে বেউলফের সেনারা কী-কী করতে পারে, সেটাও বলতে বাদ রাখছে না। একবার, দু'বার, তিনবার... বার-বার... এ-ভাবেই চলছে আদি রসে ভরপুর গানটা... শেষই আর হতে চায় না। শুনলে মনে হতে পারে, গান নয়, মদের ঘোরে প্রলাপ বকছে যোদ্ধা।

আগুনের তাপে বাষ্পস্নানঘরের রূপ নিয়েছে বদ্ধ হলের পরিবেশ। চকচক করছে ঘর্মাক্ত মুখগুলো।

আস্তে-আস্তে চড়ায় উঠছে গলা। বেড়ে চলেছে গাওয়ার গতি। এক পর্যায়ে কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল হলরুমের ছাত আর দেয়াল, ভূমিকম্প হচ্ছে যেন। শেষে এমন অবস্থা হলো, গানের

ঠেলায় হুড়মুড় করে ধসে পড়বে যেন চার দেয়াল; উদ্দাম হাসির তোড়ে উড়ে যাবে যেন ছাতটা।

গমগমে সে-আওয়াজ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল দূরের সৈকত অবধি। এমন কী লোকালয় ছাড়িয়ে পৌঁছে গেল প্রাগৈতিহাসিক কালের চিহ্নবাহী অন্ধকার অরণ্যেও।

নীরব রাত্রি। তবু পাতালনদী বয়ে যাওয়া গ্রেনডেলের গুহামুখ পর্যন্ত পৌঁছোতে-পৌঁছোতে হাসি আর গান এতটাই ক্ষীণ হয়ে গেছে, কারোরই বিরক্ত হবার কথা নয় সামান্য সে-শব্দে। কিন্তু এখানে হয়েছে উলটো। অবিশ্বাস্য হলেও, গ্রেনডেলের মনে হচ্ছে, দূরের ওই মিড-হলের চাইতেও বেশি গমগম করছে তার গুহাটা। দানবটার অসাধারণ শ্রবণশক্তিই এটার কারণ।

প্রথমটায় অগ্রাহ্য করলেও, ক্রমে যখন উঁচুতে পৌঁছেছে স্বর, আওয়াজের সে-তীব্রতায় ভাংচুর আরম্ভ হলো গ্রেনডেলের ভিতরটায়, চিনচিনে যন্ত্রণা মাথার মধ্যে। পিশাচটার মনে হচ্ছে, পাপের শাস্তি দিচ্ছেন ওকে স্রষ্টা... হাসি আর আনন্দের সঙ্গীত অন্ধকারের গানে পরিণত হয়েছে ওটার জন্য... এক দিকে এ-সবের অবসান ঘটাবার সুতীব্র বাসনা, আরেক দিকে মায়ের কাছে করা প্রতিজ্ঞা— দুইয়ের দ্বন্দ্বে দিশাহারা হয়ে গেল গ্রেনডেল।

প্রকাণ্ড দেহকাঠামোর এক বিকলাঙ্গ 'মানুষ'। সুপ্রাচীন পেশির উপরে টান-টান হয়ে আছে ওটার 'চামড়া'। নির্বোধ ধরনের কেউ যদি সৃষ্টিজগতের দুর্লভ এই প্রজাতিটিকে ভয়ঙ্কর-সৌন্দর্যের অনন্য নজির হিসাবে বিবেচনা করে, তবে তাল-তাল সামঞ্জস্যহীন মাংসের গায়ে তালগোল পাকানো জবড়জং সোনালি উল্কি আবিষ্কার করবে সে।

এ মুহূর্তে লম্বাটে মাথাটার দুটো পাশ শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আছে গ্রেনডেল। সোনালি চোখের পাতা জোড়া দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ। রক্ত বেরিয়ে এসেছে দু' চোখের কোণ বেয়ে।

boighar.com

আজব এই জানোয়ারের উদ্ভবই হয়েছে বোধ হয় যন্ত্রণা থেকে।

আচমকা ঝট করে ভাঁজ হয়ে গেল দানবের বিশাল শরীর।

নিজের ভিতরেই কুঁকড়ে যাচ্ছে ওটা, যন্ত্রণায় মোচড় খাচ্ছে; পরমুহূর্তেই মনে হচ্ছে, ফুলে ফেঁপে বিস্ফোরিত হবে!

কোন্ দূরের মিড-হলের নির্দোষ সঙ্গীত নৃশংস নির্যাতনের জান্তব অনুভূতির জন্ম দিয়ে চলেছে ওটার অপরিপক্ব মগজের কোষে-কোষে। খুবই সামান্য সে-মগজের ধারণ-ক্ষমতা।

আর পারল না উলঙ্গ গ্রেনডেল। চারদিক ঘেরা গুহার সিক্ত মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে দাপাতে লাগল কাটা পাঁঠার মতো।

গুহার এবড়োখেবড়ো ছাতের ফাঁক-ফোকর দিয়ে ভিতরে বিস্তার পেয়েছে বাইরের গাছপালার শেকড়-বাকড়। স্যাঁতসেঁতে দেয়ালগুলো শেওলায় আবৃত।

হাঁসফাঁস অবস্থা দানবটার। স্পষ্টতই যেন ক্লসট্রোফোবিয়া[১০] রয়েছে ওটার।

সীমাহীন আতঙ্ক নিয়ে গ্রেনডেলের মনে হলো, চার পাশ থেকে ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে গুহাটা, পিষে মারবার মতলব করছে ওকে।

নাকি সে-ই ক্রমে বেড়ে চলেছে আকারে?!

সেটাই ঘটছে আসলে! বাড়তে-বাড়তে এতটাই বড় হয়ে গেল অদ্ভুত দানোটা যে, চির-কালের জন্য আস্তানায় আটকা পড়ে মরবার দশা হলো ওটার।

'খুদে-খুদে' মানুষের হাড় আর খুলির আবর্জনা জমা হয়ে আছে গুহার এক ধারে, যেন ভাগাড় ওটা, কিংবা পাথরের তৈরি প্রাচীন কোনও শবাধার। বেশির ভাগ হাড়ই নরম, ভঙ্গুর হয়ে

---

[১০] ক্লসট্রোফোবিয়া: আবদ্ধ স্থানে থাকবার আতঙ্কের আরেক নাম।

এসেছে কালের প্রবাহে। কোনও-কোনওটাতে এখনও লেগে আছে পচা মাংস।

পাশেই জড়ো করা হতভাগ্য লোকগুলোর ধাতব বর্ম। বেঁকাত্যাড়া এক গাদা বাতিল পাত ছাড়া আর কিছুই নয় ওগুলো এখন।

আর নিতে পারছে না গ্রেনডেলের সীমিত মস্তিষ্ক। মানুষ নামের 'জন্তু'-গুলোর বিজাতীয় চিৎকার-চেঁচামেচির হাত থেকে বোধ হয় নিস্তার নেই, খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করছে ওর মগজটা।

একটা কাজই করার আছে এখন! একটা উপায়েই স্তব্ধ করা যাবে কেবল মাথার ভিতরে চক্রাকারে বাজতে থাকা অফুরন্ত যন্ত্রণার উৎসকে।

হ্যাঁ— হত্যা!

নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে 'ভালো' আর জীবিত সমস্ত কিছুকে!

অবসান ঘটাতে হবে 'সুন্দর' আর গর্বিত সব কিছুর!

হ্যাঁ— রক্তই কেবল পারে ওকে স্বস্তির সাগরে অবগাহন করাতে!

আহত জন্তুর মতো গুড়ি মেরে গুহামুখের দিকে এগিয়ে চলল গ্রেনডেল।

সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে মায়ের নিষেধাজ্ঞা।

boighar.com

উনিশ

সুখনিদ্রা টুটে গেল বেউলফের।

সন্তর্পণে চোখ মেলে তাকাল। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জানান দিচ্ছে, কিছু একটা ঘটতে চলেছে যে-কোনও মুহূর্তে।

ওর সঙ্গীরা এখনও চালিয়ে যাচ্ছে গান।

উচ্ছল আনন্দের বিপরীতে কী অপেক্ষা করছে ওদের সবার জন্য, কে জানে!

ছেঁচড়ে-ছেঁচড়ে, হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে গ্রেনডেল।

বিশ জন পূর্ণ বয়স্ক মানুষ কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়াতে পারে যেখানটায়, সে-জায়গা আঁটসাঁট হয়ে গেছে আকারে বৃদ্ধি পাওয়া দানবটার জন্য। বেরোতে পারবে কি না, জানা নেই... তবে একবার যদি বেরোতে পারে...

বেলউফ নিশ্চিত, কিছু একটা ঘটতে চলেছে এ-বার! আসছে ওই দানবটা!

কিন্তু তার পরও, গান আর কোরাসে বাধা দিল না ও।

হ্যাঁ, সত্যিই।

অন্ধকার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে তুফানের বেগে ছুটছে

গ্রেনডেল।

বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়া রাগ আর ঘৃণা চালনা করছে ওটাকে।

চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো কোনও কিছুকেই পরোয়া করছে না দানবটা। ভেঙে চুরে, পায়ে দলে অগ্রসর হচ্ছে হেয়্যারট-অভিমুখে।

www.boighar.com

কেউ বারণ করেনি, তবু আচমকাই থেমে গেল গান।

কেবল গান নয়, সমস্ত আওয়াজ। অটুট নিস্তব্ধতা মিড-হল জুড়ে।

জাত-যোদ্ধা ওরা। শিকারির সহজাত প্রবৃত্তি রক্তে। অবচেতনে ঠিকই টের পেয়েছে, আসছে ওদের প্রতিপক্ষ!

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না।

আস্ত পাহাড় আছড়ে পড়ল যেন ভারী কাঠের দরজায়!

বাইরে থেকে ওটাকে ভেঙে ফেলবার জোগাড় করছে অতিমানবীয় কোনও শক্তি।

পীড়াদায়ক সে-আঘাতে থরথর করে কেঁপে উঠল গোটা হলটাই।

'নিশ্চয়ই এসে গেছে আমাদের গ্রেনডেল!' এমন এক সুরে কথাটা বলল ওলাফ, যেন এর চেয়ে আনন্দের আর কিছু হতে পারে না! ভাবাবেগের তাড়নায় মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল ওর: 'ওহ... গ্রেনডেল! হারামির ছাও!'

কর্কশ হাসির হররা বইল ওলাফের কথার প্রতিক্রিয়ায়।

লাফ দিয়ে টেবিল থেকে নামল হণ্ডশিউ। চোখে-মুখে ফুটিয়ে তুলেছে কৃত্রিম জয়োল্লাস। অন্যদের দিকে ঘুরে চেয়ে বলল, 'না-না! ও হচ্ছে ইরসা... আমার মিষ্টি তাল শাঁস!' বলতে-বলতে উলটো হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছে হলওয়ে ধরে। ওটার শেষ মাথায়

boighar.com

সদর-দরজা। 'মন পরিবর্তন করেছে ও। ওর পাকা আর রসাল ফল খাওয়ার জন্যে সবুজ সঙ্কেত দিতে এসেছে!'

আবার ছুটল হাসির তুবড়ি। এ-বার আগেরটার চেয়েও জোরে।

গলা পর্যন্ত মদ গিলে বেহেড মাতাল হণ্ডশিউ হলওয়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে দাঁড়িয়ে গেল যেন হোঁচট খেয়ে। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত দীর্ঘ, চওড়া পাল্লার দরজায় হাত রেখে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল বন্ধুদের দিকে। অর্ধচেতন হাসি ঝুলছে ওর ঠোঁটে। খুলতে যাবে দরজাটা—

এমন সময় বাইরের উদ্দেশে বলে উঠল হ্রথগারের বামন সেই ভাঁড়টা: 'ধৈর্য ধরুন, বন্ধু আমার! এক্ষুণি খোলা হচ্ছে দরজা। আমাদের মিড-হলে আপনাকে আমন্ত্রণ!'

কখন যে 'পিচ্চি'-টা এখানে এসে হাজির হয়েছে, টেরই পায়নি কেউ।

নাকি যায়ইনি সে এখান থেকে? হয়তো পুরোটা সময় হল-এই ছিল লোকটা, লক্ষ করেনি কেউ।

ভাঁড়ের সস্তা রসিকতায় আমোদ পেয়ে হেসে উঠল আবার থেনেরা।

আস্তে করে দরজাটা খুলল হণ্ডশিউ। সামান্য ফাঁক করল পাল্লা। সাবধানে একটা চোখ রেখেছে পাল্লার ফাঁকে।

ওর জানা নেই, দরজার ঠিক পাশেই ঘাপটি মেরে আছে বিশালকায় দানবটা।

'কিছু কি দেখা যায়?' ধীর-স্থির গলায় জানতে চাইল বেঁটে-বামন।

প্রতিক্রিয়া দেখাল না হণ্ডশিউ। যেন ওর কানেই যায়নি প্রশ্নটা।

দরজার আড়ালে ধারাল দাঁতগুলো বের করে নীরব হাসি

হাসল গ্রেনডেল।

অপেক্ষায় রয়েছে মিড-হল... হগুশিউ তার 'মিষ্টি তাল শাঁস'-কে ভিতরে ঢোকাবে!

অথবা, নিজেই ঢুকবে ওটা!

'হগুি!' চেঁচিয়ে বলল কে যেন। 'একাই সব খেয়ে ফেলিস না! আমাদের জন্যেও কিছু রাখিস! আমাদেরও তো তাল শাঁস খাওয়ার ইচ্ছা নয়, নাকি?'

কেউই দেখতে পেল না, ওদের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ানো হগুশিউ-এর মুখে দেঁতো হাসি।

কিন্তু এক লহমায় উলটে গেল পৃথিবী! ঠাট্টা-তামাশার তরল পরিবেশ থেকে বাস্তবের জলজ্যান্ত রুক্ষ জমিনে পা নামাতে বাধ্য হলো হলের মধ্যকার প্রতিটি পুরুষ।

এক হগুশিউ বাদে। সে আর ইহজগতে নেই!

কেউ— এমন কী কামোন্মত্ত হগুশিউ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারেনি, কী থেকে কী হয়ে গেল!

আক্ষরিক অর্থেই বাতাসে ভেসে গিয়ে হলওয়ের শেষ প্রান্ত থেকে বিশাল হলের আরেক মাথায় গিয়ে আছড়ে পড়ল লোকটার রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত মৃত দেহটা! বাতিল, ছেঁড়াখোঁড়া পুতুলের মতোই লম্বা এক টেবিলের কিনারে দলামোচা পাকিয়ে পড়ল লাশটা। হাত-পায়ের জোড়াগুলো ঢিলে হয়ে গিয়ে বেকায়দা ভাবে ল্যাগব্যাগ করে ঝুলছে।

'হগুি!!!!!' প্রায় প্রত্যেকেরই গলা ফুঁড়ে বিস্ফোরিত হলো আর্ত চিৎকারটা। সবগুলো চোখ বিস্ফারিত।

কিন্তু সঙ্গীদের ডাকে সাড়া দেবার জন্য বেঁচে নেই যে হগুশিউ!

যে গেছে— গেছে! এখন আর ওর কথা ভেবে কোনও লাভ নেই। নগ্ন দুঃস্বপ্নের মোকাবেলা এখন ওদের সামনে।

boighar.com

ফায়ারপ্লেসের অত্যুজ্জ্বল সোনালি আলোয় দেখতে পেল সবাই, গ্রেনডেল আসলে কী জিনিস।

ভাঙা দরজা দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে দিল দানবটা।

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ক্রুদ্ধ গর্জন করছে নরকের প্রেত। যেন ওদের স্তম্ভিত অবস্থা দেখে মজা পেয়ে হাসছে।

'গোলমাল সৃষ্টিকারী খুদে জীব'-গুলোকে ভয় দেখাবার জন্যই বিশাল হাঁ করল গ্রেনডেল, দেখিয়ে দিল মুখগহ্বরে বসানো এলোমেলো, ধারাল হলুদ দাঁতের সংগ্রহ।

চকচক করছে ওটার সবজে-সোনালি আভাযুক্ত ভেজা, ফ্যাকাসে গা।

ভিতরে ঢুকে এক পা আগে বাড়ল দানবটা।

কেউই কিন্তু বুঝল না, ওদের ভয়েই ভীত আসলে গ্রেনডেল। প্রবল অস্বস্তি নিয়ে খস-খস করে আঁচড়াচ্ছে আঁশ ভরা শরীর।

শিকারি পাখির মতো বাঁকানো ওটার নখর, কয়েকটা ভেঙে গেছে অবশ্য। তবে যা আছে, তাতে মারবেল পাথরের কাঠিন্য। গুহার আস্তানার পাথুরে দেয়ালে ঘষে-ঘষে ভাঙা নখগুলো চোখা করে তুলেছে প্রাণীটা।

এতক্ষণে যেন সংবিৎ ফিরে পেল দলটা।

'ওহ, খোদা! এটা কী! দানব! দানব! হুঁশিয়ার, ভাই সব!' ইত্যাকার শব্দ এলোপাতাড়ি ছুটল চতুর্দিকে।

কাণ্ড দেখো! এত সব গোলমালের মধ্যেও একজন একেবারে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে।

মদই শেষ করেছে ওকে।

লোকটার এক সঙ্গী লাথি কষাল বন্ধুকে জাগাবার জন্য। ভয়ে আধমরা হয়ে আছে সঙ্গীটি। কিন্তু জোরদার ওই লাথি খেয়েও চেতনা ফিরল না হতচ্ছাড়া মাতালের। কপালে অশেষ দুর্গতি রয়েছে লোকটার!

আরেকটা লাথি।

এ-বার আগেরটার চেয়েও জোরে।

জ্যান্ত লাশ প্রাণ ফিরে পেল না তবু!

সত্যি কথা বলতে কি, বেশির ভাগ গেয়াটই এত মদ গিলেছে যে, ওদের কারোরই এ জগতে থাকবার কথা নয়। তার পরও যে টিকে আছে, এটাই আশ্চর্য!

জান বাঁচানো ফরজ ভেবে লাথালাথি বাদ দিল যোদ্ধাটি। সরে এল 'নিরাপদ' দূরত্বে।

একটু আগে যারা ছিল গায়কের ভূমিকায়, তাদের প্রত্যেকের হাতেই উঠে এসেছে লম্বা ফলার তরবারি।

কিন্তু আক্রমণে আর যাওয়া হলো না ওদের। কারণ, খল নায়ক গ্রেনডেল ওদের চাইতে ক্ষিপ্র।

আলগোছে ডান থেকে বাঁয়ে বাতাস কাটল দানবটার দীর্ঘ একটা হাত।

কাঠের ভারী একটা টেবিল সজোরে উলটে গিয়ে পড়ল গায়ক-যোদ্ধাদের গায়ের উপরে।

হলের এক পাশে ছিটকে গেল কয়েক জন, কয়েক জন উড়ে গিয়ে পড়ল বিশাল আগুনের কুণ্ডে। আর-যারা ছিল, তাদেরকে দেখা গেল আহত অবস্থায় মেঝের উপরে গড়াগড়ি খেতে।

পালাতে যাচ্ছিল, দু' হাত দিয়ে ভাঁড়টাকে আটকে ফেলল গ্রেনডেল। তুলে নিয়েই ছুঁড়ে মারল দূরের দেয়ালে।

শক্ত কাঠের গায়ে এতটাই জোরে বাড়ি খেল ছোট্ট দেহটা যে, কারোরই বুঝতে বাকি রইল না, হতভাগাটার হাড়গোড় একটাও আস্ত নেই।

হাত-পা অসাড় হয়ে গিয়ে নড়তে ভুলে গিয়েছিল উইলাহফ, হঠাৎ-ধড়মড়-করে-জেগে-ওঠা মানুষের মতো প্রাণ সঞ্চার হলো যেন লোকটার মধ্যে। পালাতে গিয়ে ধাম করে ধাক্কা খেল আরেক

জনের সঙ্গে।

খ্যা-খ্যা করে হাসতে-হাসতে মাটিতে গড়াগড়ি খাওয়া দুই যোদ্ধাকে পা দিয়ে মাড়াল গ্রেনডেল।

ডিমের খোসার মতো গুঁড়িয়ে গেল খুলি, হলুদ কুসুমের মতো ঘিলু বেরিয়ে গেল 'ডিম' থেকে। রক্ত-মাংসের কাদায় পরিণত হওয়া দেহ জোড়া থেকে প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে আগেই।

আগুনের মধ্যে গিয়ে পড়া যোদ্ধাদের কয়েক জন বেরিয়ে আসতে পেরেছে কুণ্ডটা থেকে। শরীরের এখানে-ওখানে চাপড় মেরে আগুন নেভাতে সচেষ্ট লোকগুলো। যারা বেরোতে পারেনি, জ্যান্ত কাবাব হয়েছে পুড়ে।

প্রাণে বেঁচে যাওয়া দু'-একজনের ভাগ্যও সহায় হলো না শেষ তক। আগুন নেভাতে ব্যর্থ হয়ে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল ওরা, পুড়ে মরাদের দলে শামিল হলো।

আরেক জনকে ধরে উপরে তুলল দানবটা।

এতটাই মাতাল হয়ে ছিল লোকটা যে, বুঝতেই পারল না, কী হচ্ছে তাকে ঘিরে।

দু' হাতে লোকটাকে ধরে হাঁটু ভাঁজ করল গ্রেনডেল। হাঁটু দিয়ে যে-ভাবে কঞ্চি ভাঙে, ঠিক সে-ভাবেই সজোরে হাঁটুর উপরে নামিয়ে আনল লোকটাকে।

জোর এক মড়াৎ শব্দের সঙ্গে মেরুদণ্ড ভেঙে দু' টুকরো হয়ে গেল লোকটার। জীবনের শেষ মুহূর্তটায় অন্তিম পরিণতি সম্বন্ধে চেতনা ফিরেছিল কি না তার, সেটা বোঝা না গেলেও দুর্ভাগা ব্যক্তিটির শেষ চিৎকারে কেঁপে উঠল ধরণী।

যাকেই সামনে পাচ্ছে, তাকেই পায়ের নিচে ফেলে পিষছে গ্রেনডেল। হতভাগ্য লোকগুলোর মরণ-চিৎকারে হা-হা করে হাসছে।

অতঃপর বেউলফকে সামনে পেল দানবটা।

তাজ্জব কি বাত, এত কাণ্ড হয়ে গেল, অথচ যেমন শুয়ে ছিল, এখনও তেমনি শুয়ে রয়েছে বেউলফ। সজাগ, কিন্তু শায়িত। এক টুকরো কাপড় নেই শরীরে।

অসম প্রতিপক্ষ। একজন সুদর্শন, তুলনায় নরম-সরম, বহির্খোলসবিহীন ক্ষুদ্র মানুষ। অপর দিকে গ্রেনডেল হচ্ছে প্রাকৃতিক বর্ম পরিহিত পিচ্ছিল একটা বিভীষিকা। একেই হত্যা করতে হবে বেউলফকে। www.boighar.com

আর-দশজনের চেয়ে সামনে শোয়া লোকটাকে আলাদা কিছু মনে হয়নি গ্রেনডেলের। পিষে ফেলবার জন্য এক পা ওঠাল ওটা।

ঠিক তখনই, শোনা গেল উইলাহফের গলা।

'মর, হারামজাদা!'

নিজের তরবারিখানা দিয়ে গ্রেনডেলের পিছনে আঘাত হানল লোকটা।

কিন্তু বিধি বাম! ভেঙে দু' টুকরো হয়ে গেল ফলাটা। ধারাল তলোয়ার একটু আঁচড়ও কাটতে পারেনি গ্রেনডেলের শক্ত মাংসে।

পাঁই করে ঘুরল গ্রেনডেল। এক থাবড়া মারল উইলাহফকে।

দানবটার পাথুরে শরীরের সঙ্গে নিজের তলোয়ারের সংঘর্ষে ঝনঝন করে উঠেছিল লোকটার সর্ব শরীর, ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল কিছুটা; নিজেকে ফিরে পাবার আগেই দানব প্রতিপক্ষের চাপড় খেয়ে অরক্ষিত বিড়াল ছানার মতো ছিটকে পড়ল এক দিকে।

মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থায় পিছলে পিছু হটল উইলাহফ। ধাক্কা খেল বর্শা রাখবার তাকের সঙ্গে। ঠং-ঠং করে ওর আশপাশে পড়ল কয়েকটা বর্শা।

ফের ঘুরে বেউলফের মুখোমুখি হলো দানবটা। কিন্তু বেউলফ

boighar.com

নেই তখন সেখানে।

ক্রুদ্ধ হাঁক ছাড়ল গ্রেনডেল। কোথায় গেল পুঁচকেটা?

জবাব পেল পরক্ষণে।

জন্মদিনের পোশাক পরা বেউলফ কোত্থেকে জানি ঝাঁপিয়ে পড়ল গ্রেনডেলের ঘাড়ে, দুই বাহু বাড়িয়ে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল দানবটার গলা।

প্রেমের বাঁধন ছিল না ওটা, মরণফাঁস। শ্বাসরুদ্ধ করে মারবার উপক্রম করল বিশালদেহী গ্রেনডেলকে।

সামনের দিকে ঝাঁকি খেল দানব।

ঝাঁকুনির চোটে বাহুর ফাঁস আলগা করতে বাধ্য হলো বেউলফ।

আরেক ঝাঁকিতে উড়ে গিয়ে ডিগবাজি খেল ও গ্রেনডেলের মাথার উপর দিয়ে।

শক্ত মেঝেতে পিঠ দিয়ে পড়ল বেউলফ। হুশ করে সবটুকু বাতাস বেরিয়ে গেল ওর ফুসফুস থেকে।

হাত বাড়িয়ে মদের এক পিপে তুলে নিল গ্রেনডেল মাথার উপরে। ইচ্ছা— মদ ভর্তি পিপের আঘাতে ফাটিয়ে ফেলবে মাটিতে পড়ে থাকা বেউলফের মাথাটা।

কিন্তু ওকে রক্তাক্ত করবার আগেই আবারও বাধার সম্মুখীন হলো গ্রেনডেল।

উইলাহফ। একটা বর্শা হাতে হাজির হয়েছে আবার। এ-দিক থেকে, ও-দিক থেকে খোঁচা মারবার ভান করে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছে দশাসই দানবটার, যাতে ফের নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে ওদের নেতা।

সোনার মোটা এক শেকলের প্রান্ত হাতের কাছে পেয়ে ওটাই মুঠোবন্দি করল বেউলফ। হ্রথগারের সম্পত্তির অংশ ওটা...

দানবীয় ঝড়ের কবলে পড়ে জ্ঞান হারিয়েছিল এক যোদ্ধা।

ধড়মড় করে সজাগ হয়েই এগিয়ে গেল বেউলফকে সাহায্য করতে। অথবা মরতে।

সড়াৎ করে টেনেই শেকলের আরেক প্রান্ত গ্রেনডেলের দিকে ছুঁড়ল বেউলফ। ধাতব চাবুকের ঘা খেয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিল দানব।

আবার মারল বেউলফ।

আবার।

চাবুকের আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবার কোনও উপায় না পেয়ে ফাঁদে পড়া জন্তুর অবস্থা হলো গ্রেনডেলের।

আরও একবার শেকলটা ছুঁড়ল বেউলফ। এ-বারে অন্য উদ্দেশ্যে ছুঁড়েছে।

গাছের গুঁড়ির মতো গ্রেনডেলের প্রমাণ সাইজের হাতে সরসর করে পেঁচিয়ে গেল শেকলের প্রান্ত।

সর্ব শক্তি দিয়ে হেঁচকা এক টান দিল বেউলফ।

দানবটার হাতে শক্ত হয়ে এঁটে বসল শেকলের ফাঁস।

ব্যথায় রাম-চিৎকার ছাড়ল গ্রেনডেল।

বেউলফ পর্যন্ত কেঁপে উঠল সে-চিৎকারে।

এ-বারে বুদ্ধি খেলল গ্রেনডেলের মাথায়। আরেক হাতে চেপে ধরল সে শেকলের প্রান্ত। টান দিয়ে অপর প্রান্ত ছুটিয়ে আনল বেউলফের হাত থেকে।

রাগে দিশাহারা গ্রেনডেল এ-বার কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলল। বেউলফের পন্থাতেই চাবুক হাঁকাল শেকলের।

কিন্তু বেউলফ না, চট করে সরে যাওয়ায় ওর বদলে বলির ভেড়া হলো আরেক জন। সেই জ্ঞান ফিরে পাওয়া যোদ্ধা, নেতাকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাচ্ছিল যে।

ঝনাত-ঝনাত আওয়াজ তুলে কয়েক প্যাঁচে লোকটার গলায় পেঁচিয়ে গেল সোনার শেকল।

boighar.com

সেই মুহূর্তে যোদ্ধাটি যদি না-ও মরে গিয়ে থাকে, ঠিক তার পরের মুহূর্তে যে জীবিত থাকবার কোনও সম্ভাবনাই নেই, কারোরই অবকাশ রইল না সন্দেহের। কারণ, শেকল ধরা হাতে এত জোরে ঝাঁকি দিয়েছে গ্রেনডেল যে, আক্ষরিক অর্থেই দেহ থেকে খুলে এল লোকটার মাথা। দ্রুত বেগে মেঝের উপর দিয়ে গড়িয়ে ঠেকল গিয়ে বেউলফের পায়ের কাছে!

বিশ

লাথি মেরে মাথাটা আরেক দিকে পাঠিয়ে দিল বেউলফ।

তবে এ-বার আর প্রতিরোধ কিংবা প্রতি-আক্রমণের সুযোগ পেল না ও। ঠিকই বাঁধা পড়ল গ্রেনডেলের বাড়ানো মুঠির মধ্যে।

অন্যদের মতো ওকে নিয়েও সোজা হলো দানব। ঠিক যেন দুষ্ট ছোঁড়ার হাতে বন্দি অসহায় পুতুলের মতো অবস্থা বেউলফের।

কামড় দিয়ে ওর মাথাটা ছিঁড়ে নেবে, এমনটাই ভেবেছিল গ্রেনডেল। কিন্তু তা আর হলো না।

যে উপায়ে নিজেকে রক্ষা করল বেউলফ, তা অভাবনীয়।

গ্রেনডেলের মুখের কাছাকাছি হবার সুযোগ দিল সে নিজেকে। দানবটা ওকে মুখে পুরবার ঠিক আগ মুহূর্তে মাথাটা পিছনে নিয়ে গেল গেয়াট, সবেগে নিজের কপালটা ঠুকে দিল গ্রেনডেলের পাথর-কঠিন ললাটে।

ঠক্কাস!

আত্মরক্ষার এই কায়দাটা স্কটিশ গুণ্ডাদের মাঝে জনপ্রিয়, কিন্তু আঁদতে এটা সুইডিশ যোদ্ধাদের আবিষ্কার।

যত শক্ত মাংসই হোক, কিছুতেই কিছু হবে না, এটা ভাবা অবান্তর। হ্যাঁ, কাজে লেগেছে কৌশলটা।

কপাল ফেটে রক্ত বেরিয়ে এল গ্রেনডেলের। ভিজিয়ে দিল বেউলফের নাক-মুখ।

ভালো রকম আহত হয়েছে গ্রেনডেল। অত বড় শরীরের দানবটারও ঘুরে উঠেছে মাথাটা। এমন অভিজ্ঞতা ওটার নৈশ অভিযানে এই প্রথম।

গর্জন নয়, কাতরে উঠল দানবটা।

সুযোগটার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করল বেউলফ। দানবটার মুঠি আলগা হয়ে যেতেই লাফ দিয়ে আবার ওটার ঘাড়ে চড়ে বসল ও। কঠিন প্যাঁচে পেঁচিয়ে ধরল বিশাল গলাটা।

এ-বারও আগের বারের মতো চেষ্টা নিল গ্রেনডেল। ঝাঁকি দিয়ে মুক্ত হতে চাইল ত্যাঁদড় প্রতিপক্ষের কুশলী প্যাঁচ থেকে। খাটো করে দেখেছিল সে বেউলফকে। কিন্তু মানুষের ছাও ব্যথা দিয়েছে ওটাকে, ভয় লাগিয়ে দিয়েছে সত্যি-সত্যি...

ঝাঁকুনিতে কাজ হয়নি। কচ্ছপের মতো গোঁ ধরে আছে বেউলফ। মরিয়ার মতো নিজেকে ঝাঁকাতে লাগল এ-বার গ্রেনডেল।

কাজ হলো এ-বারে। ঝেড়ে ফেলতে পারল সিন্দাবাদের ভূতের মতো ঘাড়ের উপর সওয়ার হওয়া মানব সন্তানটাকে।

উড়ে গিয়ে এক সার লাশের উপরে পড়ল বেউলফ।

ব্যাপারটা শাপে বর হলো ওর জন্য। শক্ত মেঝের বদলে গায়ের নিচে নরম শরীর থাকায় ধাক্কাটা অত জোরে লাগল না। ফলে, দমটাও ফুরিয়ে গেল না পুরোপুরি।

boighar.com

সিধে হয়েই গ্রেনডেলের দিকে দৌড়ে গেল বেউলফ।

কিন্তু ওকে প্রতিহত করবার বদলে এ-বারে পালাতে চাইছে দানবটা। অন্তত সেটাই মনে হলো বেউলফের কাছে।

হলওয়ের শেষ মাথায় চাইল গ্রেনডেল। ও-দিকেই রয়েছে হাঁ হয়ে খোলা দরজাপথটা। একবার ও-দিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারলেই...

এই মিড-হল থেকে বেরোতে পারলে ওকে আর পায় কে!

কপাল ফেটে বেরোনো রক্ত চোখে ঢুকে যাওয়ায় দেখতে অসুবিধা হচ্ছে গ্রেনডেলের। তার উপরে রয়েছে যন্ত্রণা। সে-অবস্থাতেই চেষ্টা করল ও দরজার দিকে যাবার।

কিন্তু আরেকটা অসুবিধা।

সোনার ভারী শেকলটা এখনও জড়ানো গ্রেনডেলের হাতে।

ওটাকে ছাড়ানোর কোনও রকম চেষ্টা না করেই পা বাড়াল সে বাইরের উদ্দেশে। নিজের পিছনে মেঝেতে ছেঁচড়ে নিয়ে চলেছে মোটা শেকল...

দানবটা বোধ হয় পালিয়েই যাবে, ভেবে শঙ্কিত হলো বেউলফ। পড়িমরি করে ছুটে গিয়ে ঝাঁপ দিল ও শেকলের আরেক মাথা লক্ষ্য করে।

এবং সফল হলো।

কিন্তু যেই না ধরতে পেরেছে শেকলের প্রান্ত, জোর এক টানে অনেকখানি হিঁচড়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

শেকল ধরতে পারলে কী হবে, গ্রেনডেল তো আর থেমে নেই!

কিছু একটা করা দরকার। ওটা হল থেকে বেরোতে পারার আগেই!

ছেঁচড়ানোর মাঝেই বড় এক গজালের উপর দিয়ে শেকলটাকে জড়িয়ে দিতে পারল বেউলফ। মিড-হলের ছাত ধরে

রাখা প্রমাণ সাইজের এক কাঠের খাম্বা থেকে আধখানা বেরিয়ে রয়েছে গজালটা। ফলাফলটা দাঁড়াল: বিঘ্ন ঘটল গ্রেনডেলের যাত্রায়। গতিজড়তার কারণে আকস্মিক ঝাঁকি খেয়ে থেমে যেতে হলো দানবটাকে। আর সে-ঝাঁকিও যেমন-তেমন নয়। ঝাঁকুনির চোটে ফট শব্দ করে স্থানচ্যুত হলো দানবটার কাঁধের হাড়।

এমনটা প্রত্যাশা করেনি বেউলফ। অসহ্য ব্যথায় আর্তনাদ বেরিয়ে এল ওটার বুক চিরে।

গজালের সঙ্গে জড়ানো অবস্থায় এত জোরে শেকলে টান পড়ল যে, আংশিক স্থানচ্যুত হলো খাম্বা। মাথার উপরে মড়মড় করে উঠল ছাত। এবং তার পরেই কাঠের তক্তা, ভারী পাথর আর খাম্বা সহ হুড়মুড় করে এক দিকে আংশিক ধসে পড়ল ছাতটা। আর পড়বি-তো-পড় একেবারে গ্রেনডেলের ঘাড়ে!

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লে কেমন লাগে, হাড়ে-হাড়ে টের পেল গ্রেনডেল। অসহ্য ব্যথায়, মনে হলো, ছাত ফুঁড়ে উড়ে যাবে। কিন্তু উড়বে কী, ছাতই তো নেই মাথার উপর!

তীব্র শারীরিক যন্ত্রণায় নীল হয়ে আছে গ্রেনডেল। টানাটানি শুরু করল শেকলটা।

ওটাকে ছোটাতে না পেরে অন্য হাতের থাবা দিল কবজিতে পেঁচিয়ে থাকা অংশে।

boighar.com

একুশ

হ্রথগারের কামরা।

পশমী কম্বলে গা ঢেকে সঙ্গিনীর পাশে শুয়ে আছেন সম্রাট। তবে ঘুমাননি। কান পেতে শুনছেন মিড-হল থেকে ভেসে আসা গোলমালের শব্দ। সম্ভবত গ্রেনডেলের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছে বেউলফ। আওয়াজ শুনে সে-রকমই মনে হচ্ছে। অবশ্য ভাংচুর আর ধুড়ুম-ধাড়ুমের খুব অল্পই পৌঁছোতে পারছে এ পর্যন্ত।

তারপর আচমকাই থেমে গেল সব শব্দ।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা থির হয়ে রইল শয়ন-কক্ষে। তারপর ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল উইলথিয়ো। ঘুমায়নি সে-ও।

'মরে গেছে! নির্ঘাত মারা পড়েছে বেউলফ!' কান্নার ফাঁকে বলল সম্রাজ্ঞী।

'উলটোটাই চাইছি আমি,' নিরাবেগ গলায় প্রত্যাশা ব্যক্ত করলেন হ্রথগার; যদিও জানেন, স্ত্রীর কথা সত্যি হবারই সম্ভাবনা বেশি।

উইলথিয়োর দিকে ঘেঁষে এলেন সম্রাট। অশোভন ভাবে থাবা দিয়ে ধরলেন স্ত্রীর একটা স্তন। ঠাস করে স্বামীর হাতের পিঠে চাপড় মারল উইলথিয়ো।

'ওই রাক্ষসটার জন্মের জন্যে তো তুমিই দায়ী!' ফোঁপাতে-ফোঁপাতে নিজের ভিতরে চেপে রাখা সত্যটা প্রকাশ করে দিল

মেয়েটা। 'এটার জানার পর কেমন করে তোমার সাথে সঙ্গম করি আমি!'

'তুমি জানো!' বলে বেশ কয়েক মুহূর্তের জন্য ভাষা হারালেন হ্রথগার। এরপর বললেন, 'অপরাধ স্বীকার করছি। এটা এমন এক সত্য, যা প্রকাশযোগ্য নয়। ক্ষমা করো আমাকে!'

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল উইলথিয়ো।

ভিজে চাদরের মতো অস্বস্তি জড়িয়ে রেখেছে যেন হ্রথগারকে। স্ত্রীর কাছ থেকে সরে এলেন তিনি।

উইলথিয়ো কখনওই জানবে না, কতটা অসহায়— কতটা দুর্বল ছিলেন তিনি গ্রেনডেলের মায়ের সামনে!

বাইশ

আহত বেউলফও হয়েছে। শরীরের এখানে-ওখানে কেটে-ছড়ে গেছে, কালশিরে পড়েছে জায়গায়-জায়গায়, কাটা স্থানগুলো থেকে রক্ত ঝরছে।

তার পরও খুশি ও। এ-জন্য যে, বন্দি করতে পেরেছে গ্রেনডেল নামের দানবটাকে।

কবজিতে জড়ানো শেকলের প্যাঁচ খুলবার ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছে গ্রেনডেল।

বেউলফকে ওর দিকে দৌড়ে আসতে দেখে আঁতকে উঠল দানবটা। মরিয়ার মতো চেষ্টা চালাল শেকলমুক্ত হবার।

boighar.com

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে...

অস্ত্রের জন্য মিড-হল থেকে বেরোতে পারেনি গ্রেনডেল। তার আগেই গজালের সঙ্গে শেকল জড়িয়ে আটকে ফেলেছে ওকে বেউলফ। তারপর তো আস্ত ছাতটাই ভেঙে পড়ল মাথার উপর।

খোলা দরজাটার কাছেই আহত অবস্থায় পড়ে রয়েছে দানবটা। একটু চেষ্টা-চরিত্র করলেই বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ওই যে বলা হয়েছে... দেরি হয়ে গেছে অনেক!

তাড়াতাড়ি দরজার কাছে পৌঁছানোর জন্য মেঝের উপর দিয়ে শরীরটা পিছলে দিল বেউলফ। সাঁ করে চলেও এল গ্রেনডেলের কাছে।

পাহাড়ের মতো বিরাট শরীরটা দরজার বাইরে বের করে এনেছে দানব, পায়ের ধাক্কায় দরজাটা বন্ধ করে দিল বেউলফ।

সদর-দরজাটা ভাঙা হলেও এখনও চৌকাঠের সঙ্গে লটকে রয়েছে পাল্লাটা। আর, শরীরটা বের করতে পারলেও শেকল-পেঁচানো গ্রেনডেলের হাতখানা রয়ে গিয়েছিল চৌকাঠের এ-পাশে। বেউলফের পায়ের ধাক্কায় ভারী পাল্লার ফাঁকে চাপা খেল দানবের দানবীয় হাত।

দ্বিতীয় বারের মতো গ্রেনডেলকে আটকে দিয়েছে বেউলফ।

হাতটা মুক্ত করবার আপ্রাণ চেষ্টা করল গ্রেনডেল।

পেরে উঠল না। বেউলফ চাপ প্রয়োগ করছে ভারী পাল্লার উপরে।

বুনো পশুর মতো দাপাদাপি করাই সার হলো।

'তোর দিন শেষ, রক্তলোভী পিশাচ!' সক্রোধে চেঁচাল বেউলফ।

'যেতে দাও... আমাকে যেতে দাও...' কাঁদছে দানবটা। স্বরটা বিকৃত হলেও একেবারে অবোধ্য নয় ওটার কথা।

এত অবাক হয়েছে বেউলফ যে, কথাই সরছে না ওর মুখে।

এই জান্তব দুঃস্বপ্ন যে মানুষের ভাষায় কথা বলে উঠবে, এটা সে কল্পনাও করেনি!

টিকে যাওয়া সঙ্গীদের দিকে তাকাল বেউলফ। অবাক ওরাও হয়েছে।

'এটা... কথা বলছে!' বলল ও।

'তোমরা আমাকে... দানব বলো!' আবার কথা বলল গ্রেনডেল। 'কিন্তু আমি... দানব নই! দানব তোমরা! তোমরা! আমি... গ্রেনডেল! নারীর গর্ভে জন্মেছে... এমন কোনও পুরুষই... মারতে পারবে না গ্রেনডেলকে! তুমি কী? কোন্ কিসিমের... প্রাণী তুমি, মানুষের বাচ্চা?' কথাগুলো বলল গ্রেনডেল থেমে-থেমে, সময় নিয়ে। কথার মাঝখানে ব্যথায় গোঙাল কয়েক বার।

একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেছে বেউলফের কাছে। 'দানব'-টা যে শুধু কথাই বলতে পারে, তা নয়; পরিচ্ছন্ন ভাবে চিন্তাও করতে পারে— ভাবনাগুলো প্রকাশও করতে পারে!

'আমি হচ্ছি সেই মানুষ, যে ছিঁড়ে ফেলে... ফেড়ে ফেলে... ফালা-ফালা করে কাটে তার শত্রুকে!' অনেকটা ফিসফিসিয়ে বলছে বেউলফ, যাতে কেবল গ্রেনডেলই শুনতে পায়। 'আমি হচ্ছি অন্ধকারের শ্বদন্ত... ঘনঘোর রাত্রির ধারাল নখর। নিজেকে তুমি যা-যা বলে ভাবো... কল্পনা করো... আমি তার সব! শৌর্য, বীর্য আর শক্তির প্রতীক আমি... বেউলফ! আমার নাম বেউলফ!'

'বেউলফ' নামটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে সভয়ে কেঁপে উঠল গ্রেনডেল। মনে হলো, নামটার সঙ্গে পরিচিত সে।

প্রচণ্ড ক্রোধে দরজার পাল্লায় লাথি মারল বেউলফ। মাংস কেটে দানবটার শরীরে বসে গেল ভাঙা কাঠ।

চিৎকার করে কেঁদে উঠল গ্রেনডেল।

আরেক বার লাথি মারল বেউলফ।

boighar.com

মট করে শব্দ হলো। হাতের হাড় জোড়া থেকে খুলে এসেছে দানবটার।

তীক্ষ্ণ চিৎকারে কানের পরদা ফাটিয়ে ফেলবার উপক্রম করল গ্রেনডেল।

'কেমন লাগে!' চিবিয়ে-চিবিয়ে নির্দয়ের মতো বলল বেউলফ। 'তোর হাতে পড়ে যারা প্রাণ দিয়েছে, তাদের কথা একবার ভেবে দেখ! তা হলে আর মরতে খারাপ লাগবে না তোর!'

সর্ব শক্তি দিয়ে আরেক লাথি হাঁকাল বেউলফ দরজার গায়ে। কচ করে কেটে গেল গ্রেনডেলের আটকা পড়া হাতটা! মাটিতে পড়ে লাফাতে লাগল ডাঙায় তোলা মাছের মতো।

হাতটা যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, এমনটা আশা করেনি বেউলফ। ও শুধু চেয়েছিল গ্রেনডেলকে যন্ত্রণা দিতে। স্থাণুর মতো জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল সে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখছে যেন কাটা হাতটা।

মুহূর্তগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে...

লাফাতে-লাফাতে ওর পায়ের কাছে চলে এল হাতটা... এবং কিছু বুঝে উঠবার আগেই খপ করে চেপে ধরল বেউলফের পা!

এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ল বেউলফ যে, ঠাণ্ডা-হিম হয়ে গেল ওর ভিতর আর বাইরেটা।

পাগলের মতো পা ছুঁড়ল ও। ঝাঁকি খেয়ে আলগা হয়ে গেল হাতের বাঁধন। ছিটকে পড়ল দূরে। শিরশির করে কেঁপে উঠল শেষ বারের মতো। তারপর নিথর হয়ে গেল আক্ষেপে মুঠি পাকানো অবস্থায়।

জীবনে, সম্ভবত প্রথম বারের মতো ভয় খেয়েছে বেউলফ। কাটা হাতটার স্পর্শ... এখনও যেন কিলবিল করছে ওর চামড়ায়। ঝিঁঝি ধরার মতো অনুভূতি টের পাচ্ছে পায়ে।

মাথাটা যেন ঘুরে উঠল একটু। দরজা ধরে নিজেকে সামলে

নিল বেউলফ।

একটা হাত ফেলে রেখেই পগার পার হয়েছে গ্রেনডেল।

জোরে-জোরে দম নিচ্ছে বেউলফ। হাঁপানি রোগীর মতো ভয়াবহ নাভিশ্বাস উঠেছে যেন।

তলোয়ার বাগিয়ে ধরে পায়ে-পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে আসছে গুটি কয় বেউলফ-যোদ্ধা। সারা গা রক্তাক্ত ওদের। নেতার দিকে তাকিয়ে ভরসা খুঁজছে।

সবাইকে ছাড়িয়ে আগে বাড়ল উইলাহফ। মেঝের দিকে চোখ ওর।

'গ্রেনডেলের হাত!' চিৎকার ছাড়ল লাল দাড়িঅলা। চোখ তুলে তাকাল দলনেতার দিকে। আনন্দ ঝিকমিক করছে লোকটার চোখের মণিতে। 'তুমি তোমার কথা রেখেছ, বেউলফ! জানোয়ারটাকে খতম করেছ তুমি!'

সঙ্গীদের দিকে ঘুরে গেল উইলাহফের চোখ। 'বন্ধুরা! আমরা সফল! আমরা সফল! গ্রেনডেলকে খতম করেছে বেউলফ! জানোয়ারটার একটা হাত ছিঁড়ে এনেছে!'

আহত, তার পরও সকলে সমস্বরে চিৎকার ছাড়ল উল্লাসের।

কিন্তু... বেউলফকে অতটা আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে না। একটা অঙ্গ বিসর্জন দিয়েও বেঁচে থাকতে পারে প্রাণী।

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল ও। টান দিয়ে খুলল দরজা। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা লাগল ওর মুখে।

হেয়্যারটের বাইরে কালো একটা চিত্রকর্মের মতো ঝুলে আছে রাত। যেমনটা হওয়া উচিত।

ওই রাতই বলে দিচ্ছে, অবসান হয়েছে দুঃস্বপ্নের।

শান্ত, সমাহিত অন্ধকার রাত্রির শরীরে।

গ্রেনডেলের চিহ্নও নেই কোথাও।

boighar.com

হ্যাঁ, গত হয়েছে দুঃস্বপ্ন। রাত ফুরিয়ে সকাল হয়েছে। অঘটন ঘটেনি আর কোনও।

মিড-হলের বাইরে জড়ো হওয়া লোকজন ছন্দোময় ঠং-ঠং শব্দ শুনতে পাচ্ছে হাতুড়ির।

ভিতরে, পেল্লায় এক কাঠের কলামের গায়ে পেরেক ঠুকে গেঁথে দেয়া হচ্ছে গ্রেনডেলের কাটা হাতটা। বিজয়ের স্মারক হিসাবে।

জয়ের নায়ক নিজেই করছে কাজটা। কামারের বিরাট হাতুড়ি বেউলফের হাতে। একটা করে ঘা মারছে, আর হা-হা করে হাসছে যুবক যোদ্ধা।

ওর হাসিটা এতই অস্বাভাবিক যে, প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক: আসল দানব কে?

গ্রেনডেল? নাকি বেউলফ!

তেইশ

গ্রেনডেলের বিশাল গুহার ভিতরটার তুলনায় বাইরের জগৎটা এখন উজ্জ্বল আর উষ্ণ। কিন্তু এত আলো, উত্তাপ আর ঔজ্জ্বল্য সইতে পারে না নিশাচর গ্রেনডেল। আর সে-জন্যই গুহার নিরাপত্তায় নিজেকে বন্দি করে রেখেছে দানবটা। একটা হাত হারিয়ে সঙ্কটাপন্ন অবস্থা ওটার।

গত রাতে জানটা কোনও রকমে হাতে নিয়ে ফিরেছিল। বাকি

রাতটুকু কাতরেছে অসহ্য যন্ত্রণায়।

ওটার দাপাদাপিতে কালচে-লাল রক্তের গুহাচিত্র অঙ্কিত হয়েছে দেয়াল আর পাথুরে মেঝে জুড়ে। এত রক্ত ঝরেছে, তবু এখনও বন্ধ হয়নি রক্ত পড়া।

স্খলিত পায়ে শান্ত পানির প্রাকৃতিক চৌবাচ্চাটার দিকে এগিয়ে গেল গ্রেনডেল। জবাই করা পশুর মতো গোঙানি ছাড়ছে। ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়েছে রক্ত হারিয়ে। নিস্তেজ শরীরে আছড়ে পড়ছে আতঙ্কের ঢেউ। তবে কি মন্থর-কিন্তু-নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে মৃত্যু? এই এত বছর পর অবশেষে মরণশীল এক মানুষের হাতেই লেখা হতে যাচ্ছে ওর নিয়তি!

এমনিতেই আনাড়ির মতো হাঁটে গ্রেনডেল। একটা হাত হারিয়ে আরও ভারসাম্যহীন হয়ে গেছে ওটার চলাফেরা। তার উপরে দুর্বল।

টলতে-টলতে জলাধারটার কাছে পৌঁছে হোঁচট খেয়ে আছড়ে পড়ল ওটার পাড়ে। www.boighar.com

একটুও না নড়ে পড়ে আছে গ্রেনডেল। কেবল ধীর হয়ে আসা শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে আপনা-আপনি উঠছে-নামছে বিশাল পিঠটা।

অনেক... অনেকক্ষণ পর স্বয়ংক্রিয় ভাবে ঝাঁকুনি খেয়ে কেঁপে উঠল গ্রেনডেলের শরীরটা। অব্যক্ত কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠল ওটা।

একটি মাত্র হাতে ভর দিয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করল।

পারল না। শেওলা ঢাকা পাড়ে পিছলে গেল হাতটা।

তাল সামলাতে না পেরে গড়িয়ে পড়ে গেল ওটা চৌবাচ্চার মধ্যে।

তীব্র শীতে কেঁপে উঠল দানবটা। ডোবাটার কালো জল কী ঠাণ্ডা!

শরীরের কাটা জায়গাটা থেকে পিচকিরির মতো রক্ত বেরিয়ে মিশে যাচ্ছে টলটলে পরিষ্কার পানির সঙ্গে। রক্তের গন্ধ পেয়ে

boighar.com

এক-এক করে হাজির হতে শুরু করেছে ইলগুলো। বুভুক্ষের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা গ্রেনডেলের উপরে... এত দিন যার হাতে খাবার খেয়েছে...

ডোবাটার পাড়ের কাছে পড়ে রয়েছে গ্রেনডেল। সারা দেহ খুবলানো। কীভাবে যে পানি থেকে উঠে এসেছে, বলতে পারবে না।

জীবনের অন্তিম মুহূর্তে পৌঁছে গেছে ওটা। ঘড়ঘড় করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। আধবোজা চোখ থেকে কপালের পাশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু।

'মা... ও, মা!' আকুল হয়ে ডাকছে গ্রেনডেল। 'কষ্ট... বড় কষ্ট হচ্ছে, মা...'

কেউ কোনও জবাব দিল না।

হু-হু করে কাঁদতে লাগল গ্রেনডেল।

'মা... কোথায় তুমি, মা! মরে যাচ্ছি... তোমার ছেলে মরে যাচ্ছে...'

ঠিক তখনই এক ঝলক বাতাস এসে আলিঙ্গন করল গ্রেনডেলকে।

কান্নাভেজা চেহারায় প্রশান্তির হাসি নিয়ে চোখ বুজল গ্রেনডেল। এসেছে! মা এসেছে!

ঝুন-ঝুন শব্দে ভরে উঠল বাতাস। মিহি একটা শিরশিরানি তোলা আওয়াজ উঠল। যেন করুণ গলায় বিলাপ করছে কোনও প্রেতাত্মা।

'আহ... মা!'

সন্তানের পাশে বসল গ্রেনডেলের মা।

মস্তকাবরণ যুক্ত কালো আলখেল্লায় পা থেকে মাথা পর্যন্ত আবৃত মহিলার।

'মা... মা গো!'

'গ্রেনডেল... ছেলে আমার!' দরদর জল গড়াচ্ছে নিরুপায় মায়ের চোখ থেকেও। 'এ কী হাল করেছে ওরা তোর!'

'ওরা...'

'আমি না তোকে বারণ করেছিলাম! তার পরও কেন গেলি ওখানে? বল, কেন গেলি!'

'মা...'

সহসা উপলব্ধি করল মা, ছেলেকে শাসন করবার সময় এটা নয়। মরে যাচ্ছে গ্রেনডেল... চির-তরে চলে যাচ্ছে তাকে ছেড়ে...

'মা!'

'বল, বাছা!'

ছেলের মুখের কাছে কান নিয়ে এল মহিলা।

'ওরা... ওদের একজনের কারণে মারা যাচ্ছি আমি!' যেন নালিশ জানাল ছেলে। 'আমার হাতটা কেটে ফেলেছে! ...কষ্ট... বড় কষ্ট, মা! বড় কষ্ট!'

'কে? কে তোকে এত কষ্ট দিল, গ্রেনডেল? নাম বল... নাম বল তার!'

'আমাকে ব্যথা দিয়েছে ও... অনেক... অনেক ব্যথা!' প্রলাপ বকছে গ্রেনডেল। 'কত করে বললাম, ছেড়ে দাও... ছেড়ে দাও আমাকে... শুনল না! কাঁদলাম... মন গলল না! হাড় ভেঙে দিল আমার... কাঁধ থেকে আলাদা করে ফেলল হাত! দেখো, মা... কত রক্ত পড়েছে! সব জায়গায় রক্ত! দেয়ালে... মাটিতে... সারা রাত রক্ত পড়েছে... এখনও... আমি কি মরে যাব, মা?'

'গ্রেনডেল... বাছা আমার!' ডুকরে উঠল জননী।

'ব্যথা, মা... অনেক ব্যথা... ব্যথায় মনে হয়...'

মায়ের সোনালি হাতখানা স্পর্শ করল পুত্রের কপাল। ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে গ্রেনডেলের মা।

boighar.com

একজন নিখুঁত রমণীর হাত গ্রেনডেলের মায়ের। চাঁপা কলির মতো আঙুলগুলোয় নাতিদীর্ঘ সোনালি নখ।

'এই যে... হাত বুলিয়ে দিচ্ছি আমি...' আদর করতে-করতে বলল মহিলা। 'আস্তে-আস্তে কমে যাবে ব্যথা...'

'মা...'

'ঘুমা... ঘুমা এখন... ঘুমা, আমার লক্ষ্মী সোনা! চাঁদের কণার চোখে নেমে আয় শান্তির ঘুম। ঘুমা, গ্রেনডেল... তোর পাশেই আছি আমি...'

'মা... ঘুমিয়ে পড়ার আগে বলে যাই... আমাকে বলতে না তুমি? এক মানুষের সন্তানের কথা? ও-ই সে... ও-ই আমাকে ব্যথা দিয়েছে... তোমার গ্রেনডেলকে! অনেক শক্তি ধরে লোকটা... অনেক... অনেক...'

'সময় আসুক... এর মূল্য ওকে চুকাতে হবে!' কঠোর প্রতিজ্ঞার ছাপ মায়ের গলায়। 'নাম বল... নাম বল, সোনা! কে ওই লোক?'

'অনেক... অনেক শক্তিশালী... অনেক... অনেক শক্তি...' নিভে আসছে গ্রেনডেলের জীবনপ্রদীপ। 'ওহ... নাম... নাম বলেছে... কী যেন নাম? ...বে... বেউলফ... বেউল—'

হন্তারকের নাম মুখে নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল গ্রেনডেল।

গ্রেনডেলের নির্লোম মাথায় আচমকা স্তব্ধ হয়ে গেল ওর মায়ের হাত।

চোখ জোড়া নিথর চেয়ে আছে গ্রেনডেলের। মরা মাছের চোখ যেন। ঘোলা, অভিব্যক্তিহীন।

সব শব্দ থেমে গিয়ে অনেকক্ষণ নীরব হয়ে রইল গুহার ভিতরটা। যেন ওটার এত কালের বাসিন্দার জন্য শোক প্রকাশ করছে।

তারপর ঠোঁট জোড়া ফাঁক হলো মহিলার। বদ্ধ গুহায় বারংবার জোরাল আওয়াজে প্রতিধ্বনিত হলো একটাই শব্দ: 'বেউলফ... বেউলফ... বেউলফ...'

প্রতিশোধের নেশায় ধক-ধক করে চোখ জোড়া জ্বলছে গ্রেনডেলের মায়ের।

চব্বিশ

মিড-হলের বাইরের আঙিনা ধরে হাঁটছে উইলথিয়ো। সঙ্গে রয়েছে ইরসা আর গিটা। অযত্নে বেড়ে ওঠা ঘাস মাড়াতে-মাড়াতে কথা হচ্ছে টুকটাক।

'ওটা কি মারা গেছে?' সন্দেহ যায় না গিটার।

'হলরুমে দেখিসনি?' ওর উদ্দেশে পালটা প্রশ্ন ছুঁড়ল ইরসা। 'খাম্বার সাথে গজাল দিয়ে গেঁথে দেয়া হয়েছে জানোয়ারটার হাত। সবাই বলছে, খালি-হাতেই গ্রেনডেলের হাতটা ছিঁড়ে এনেছে বেউলফ।'

'দারুণ লম্বা-চওড়া লোকটা,' মন্তব্য করল গিটা। 'শরীরে অনেক শক্তি। চিন্তা করছি, লোকটার সব শক্তি কি শুধু ওর হাতেই, নাকি... নিচেও কিছু আছে!'

স্কুল-বালিকাদের মতো তিনজনই হেসে উঠল খিলখিল করে।

'অত ভাবতে হবে না, গিটা,' আশ্বাস দিল উইলথিয়ো। 'আজই জানতে পারবে সেটা। রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর।

তোমাকে নিশ্চয়ই একটা সুযোগ দেবে বেউলফ...'

'আমাকে?' নিরাশার হাসি হাসল গিটা। 'নিজেকে ফাঁকি দিচ্ছেন আপনি, সম্রাজ্ঞী। যে-কেউই বুঝবে, বেউলফ যাকে চায়, সে হচ্ছে আপনি।'

মাথা নেড়ে বান্ধবীর বক্তব্যে সায় দিল ইরসা।

দু'জনের দিকে পালা করে তাকাতে লাগল উইলথিয়ো। সহসা কোনও কথা জোগাল না ওর মুখে।

চিতাকাঠ জড়ো করা হয়েছে। ধরাধরি করে গত রাতে নিহত লোকেদের লাশ এবং লাশের খণ্ডাংশ তুলে জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করছে থেনেরা।

জনা কয় নারী আর শিশু এক পাশে দাঁড়িয়ে। স্বজন হারিয়েছে ওরা। পুরানো কথা মনে করে চোখের পানি ফেলছে।

আশপাশটায় একবার চক্কর দিয়ে মিড-হলে প্রবেশ করল উইলাহফ। দেখতে পেল, গ্রেনডেলের কাটা হাতটার সামনে বসে বেউলফ আর আর-সবার উদ্দেশে বয়ান দিচ্ছেন হ্রথগার।

'এই হল-ঘর এক সময় ছিল আনন্দভুবন। গ্রেনডেল সেটাকে বধ্যভূমিতে পরিণত করেছিল। রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে শোক আর দুঃখের কেন্দ্রস্থলে রূপান্তরিত করেছিল হেয়্যারটকে। অপ্রতিরোধ্য সেই পিশাচের রাজত্ব শেষ হয়েছে আজ। একজন, কেবলমাত্র একজনের কারণেই সম্ভব হয়েছে তা। ধন্যবাদ দিয়ে খাটো করব না। আমৃত্যু ঋণী হয়ে রইলাম আমরা তার কাছে। সেই মানুষটি আর কেউ নয়। বেউলফ। কাছে এসো, নওজোয়ান।'

বেউলফের কাঁধে হাত রাখলেন হ্রথগার। জড়ো হওয়া লোকেদের দিকে চেয়ে হাসিতে উদ্ভাসিত হলো বীর পুরুষের চেহারা। বিশ্বাস করা শক্ত, দেঁতো হাসি হাসা, সহৃদয় এই যুবকটিই গত রাতের 'ন্যাংটো পাগল', যে কি না একাই গ্রেনডেল

নামের জলজ্যান্ত এক বিভীষিকার হাত ছিঁড়ে রেখে দিয়েছে। সত্যিই, অবিশ্বাস্য!

'বেউলফ,' কোমল গলায় বললেন হ্রথগার। 'আপন সন্তানের মতো ভালোবাসি আমি তোমাকে। গ্রেনডেলের মৃত্যুর সাথে-সাথে "মতো" না, আমারই পুত্র তুমি! আর বীরত্বের জন্যে পুত্রকে পুরস্কৃত করা পিতার কর্তব্য বটে।'

নিজের থেনেদের উদ্দেশে স্বর চড়ালেন তিনি: 'কই! নিয়ে এসো।'

ধরাধরি করে ভারী এক বন্ধ কাঠের সিন্দুক বয়ে নিয়ে এল কয়েক জনে মিলে।

'বেশ, বেশ,' সিন্দুকটা সামনে নামিয়ে রাখা হলে বললেন হ্রথগার। 'খোলো এ-বার।' সামনে যেতে বলছেন তিনি বেউলফকে।

বাক্সটার ডালা তুলল বেউলফ।

বিস্তর সোনা আর রূপার জিনিসে ভর্তি হয়ে আছে সিন্দুকটা। গবলেট, আংটি, কণ্ঠহার, ইত্যাদি অনেক কিছু।

স্বর্ণের এক চেইন তুলে নিল বেউলফ। মাথায় গলাল। এরপর ওর হাতে উঠে এল রাজকীয় গবলেটখানা।

উপস্থিত জনতার দিকে ঘুরে তাকাল ও। আগের চাইতে চওড়া হয়েছে হাসিটা। তারপর হঠাৎই রাজনীতিবিদ বা কূটনীতিকদের মতো গাম্ভীর্য ভর করল ওর চেহারায়।

'মহানুভব!' সম্রাটের দিকে তাকিয়ে বলল। 'কী বলে যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব, ভেবে পাচ্ছি না। মনের অলিতে-গলিতে হাতড়ে খুঁজে পাচ্ছি না উপযুক্ত কোনও শব্দ। আর,' এ-বারে চোখ রাখল ভিড়ের মধ্যে। 'আপনাদের উদ্দেশে বলছি, কাল রাতে যদি এখানে উপস্থিত থাকতেন আপনারা... কীভাবে হত্যা করলাম ওটাকে— স্বচক্ষে দেখতেন, সারা জীবনের জন্যে বলার

boighar.com

মতো একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেন।

'যা-ই হোক... কেবল হাত না; আমার ইচ্ছা ছিল, পুরো জানোয়ারটাকেই পেরেক গেঁথে লটকে দেব দেয়ালে...

'ওটা যখন এল, আমি তখন ঘুমাচ্ছিলাম। বন্য জন্তুর মতো গর্জাচ্ছিল ওটা...'

নিজের সামর্থ্য আর বীরত্বের কাহিনি শোনাতে লাগল বেউলফ।

বাইরে তখন চিতায় জ্বলছে লাশ। শুকনো কাঠ পুড়ছে চড়চড় শব্দে। কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে আকাশে। ছড়াচ্ছে উৎকট মাংস পোড়া গন্ধ।

নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে বেউলফের লোকেরা, কীভাবে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে তাদের প্রিয় জন।

গুহার মেঝেতে পড়ে আছে গ্রেনডেলের নিথর দেহ।

সন্তানের শোকে দুঃখের গান গাইছে জননী। এমন এক ভাষায়, কোনও মানুষই পারবে না যার তরজমা করতে।

আশ্চর্য শান্ত মহিলার স্বর। উচ্চারণ নম্র। কিন্তু বুকের মধ্যে কী ভাঙন চলছে, তা কেবল সে-ই জানে!

থেমে গেল এক সময়। ঝুঁকে এল ছেলের লাশের উপরে। গ্রেনডেলের কানে ফিসফিস করে বলল ওর মা, 'ও আসবে... নিজেই আসবে আমার কাছে! ঘুমা তুই... আমার ছেলের উপর অবিচারের বদলা আমি নেব! আসবে সে... আসতে তাকে হবেই! বেউলফের শক্তিকেই ওর বিরুদ্ধে ব্যবহার করব আমি! অনেক বড় মাশুল গুনতে হবে ওকে! গ্রেনডেলের রক্তের বদলা আমি নেবই! ঘুমা তুই... ঘুমা...'

উঠে দাঁড়াল গ্রেনডেলের মা। বিড়াল-পায়ে হেঁটে গেল ডোবাটার দিকে।

ঝুপ করে একটা শব্দ। ছলাত করে উঠল পানি।

চৌবাচ্চার কালো গভীরতায় হারিয়ে যাচ্ছে সন্তানহারা পিশাচী...

পঁচিশ

হেয়্যারট।

রাত্রি।

নিজের অস্থায়ী কামরায় একাকী রয়েছে বেউলফ। উপহার হিসাবে পাওয়া মূল্যবান জিনিসগুলো দেখছে।

দূর-হল থেকে কানে আসছে বিজয় উদ্‌যাপনের ক্ষীণ আওয়াজ।

কামরাটা ছোট। তবে হপ্তা খানেক থাকবার মতো চলনসই।

রাজকীয় গবলেটটা হাতছাড়া করতে মন চাইছে না ওর। সে-জন্য ঝুলিয়ে নিয়েছে কোমরে পরা চামড়ার বেল্টে।

পায়ের শব্দ পেয়ে তাকাল বেউলফ।

সম্রাজ্ঞী উইলথিয়ো প্রবেশ করল কামরায়। তবে ভিতরে এল না। দাঁড়িয়ে রইল খোলা দরজার সামনে। ভিতরে ঢোকাটা উচিত হবে কি না, ভাবছে।

কেউ দেখে ফেললে কী ভাববে!

'আপনি ওদের সাথে আনন্দ করছেন না?' একটু অবাক হয়ে জানতে চাইল মেয়েটি।

boighar.com

‘করছি।’ ঠোঁট মুড়ে হাসল বেউলফ।

‘কই!’

‘নিজের মতো করে। একাকী।’

‘ও।’ বলবার মতো আর কিছু খুঁজে পেল না উইলথিয়ো।

‘দেখুন... এই গবলেটটা...’ কোমরের বেল্ট থেকে খুলে সোনালি পাত্রটা হাতে নিল বেউলফ। ‘এটা আমি কখনওই হারাব না। এত সুন্দর জিনিসটা! এমন কী মৃত্যুর সময়ও আপনাদের দেয়া এই উপহারটা আমার পাশে থাকবে...’

‘থাকারই তো কথা, তা-ই না?’ বেউলফের ছেলেমানুষী দেখে কৌতুক অনুভব করছে সম্রাজ্ঞী। ‘এর সব কিছুই তো নিজের দেশে নিয়ে যাবেন আপনি। কাজেই... এটা কোনও ব্যাপার নয়। তা ছাড়া সোনার মতন আর কী-ই বা এত দীর্ঘ দিন টিকে থাকে?’

‘গুছিয়ে কথা বলেন আপনি...’ তারিফের দৃষ্টি ফুটল বেউলফের চোখের তারায়।

‘ধন্যবাদ। তবে আপনি কি কেবল সোনাদানা পেয়েই সন্তুষ্ট? আর কিছু চান না?’

‘আর কী চাইব?’

‘ভেবে দেখুন...’

হঠাৎ করে অনেক কিছু বুঝে ফেলল বেউলফ।

উইলথিয়োর চোখে নিষিদ্ধ আমন্ত্রণ।

অভিভূত হয়ে গেল সে।

স্পষ্ট পড়তে পারছে সম্রাজ্ঞী বেউলফের চোখের ভাষা। সামনে দাঁড়ানো পুরুষটি ভাবছে, সে যা চায়, তা-ই পেতে পারে দুনিয়ায়।

www.boighar.com

‘এত রাতে সম্রাটকে লুকিয়ে এসেছেন আমার ঘরে...’ খানিকটা ভারী হয়ে এসেছে বেউলফের গলার স্বর। ‘দূরে দাঁড়িয়ে কেন?’ হাত বাড়াল। ‘আসুন!’

বেউলফের ডাকে সাড়া দেবার লক্ষণ নেই উইলথিয়োর মধ্যে। দরজা থেকে বলল, 'এতক্ষণ আপনাকে চালনা করছিল লোভ... এখন কামতাড়না। বলতে বাধ্য হচ্ছি, লর্ড বেউলফ, দেখতে আপনি সুদর্শন হতে পারেন, কিন্তু আপনার মধ্যেও একটা দানব বাস করে!'

কথাটা আঘাত করল বেউলফকে। নিজের অজান্তেই পিছিয়ে গেল এক পা।

উইলথিয়োর চোখে-মুখে কোমল হাসি। নিটোল পায়ে এগিয়ে গিয়ে মুখোমুখি হলো বেউলফের। স্থাণু হয়ে যাওয়া লোকটার খোঁচা দাড়ি ভরা গালে এঁকে দিল একটা চুম্বন। তারপর একটা মুহূর্তের জন্য কামনাপূর্ণ চাউনি হেনে ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটা। বেরিয়ে গেল বেউলফকে একা রেখে।

বিছানায় একাকী শুয়ে আছেন হ্রথগার। ঘুম নেই চোখে। দরজাটা খুলে যেতে দৃষ্টি চলে গেল সে-দিকে।

কোথায় যেন গিয়েছিল স্ত্রী। ফিরে এসেছে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে অনাবৃত করতে শুরু করল উইলথিয়ো।

লোভাতুর চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন হ্রথগার। নিজেকে একটা দানব মনে হচ্ছে ওঁর। ইচ্ছা করছে, ঝাঁপিয়ে পড়ে খেয়ে ফেলেন স্ত্রীর মারাত্মক শরীরটা।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শাসাল উইলথিয়ো, 'আজ রাতে যদি স্পর্শ করো আমাকে, তোমাকে আমি খুন করব!'

হিসহিসে গলায় বলা কথাটা শুনে হ্রথগারের মনে হলো, সত্যি-সত্যি সেটাই করবে সম্রাজ্ঞী।

ছাব্বিশ

নিজের বিছানায় হেলান দিয়ে শুয়ে আছে বেউলফ। উঁচু কাঠের সিন্দুকটা রয়েছে বিছানার পাশে। আসলে, উপহারগুলো বার-বার দেখেও আশ মিটছে না ওর।

শুয়ে-শুয়েই এক হাত ভর্তি করে আংটি, চেইন, ইত্যাদি তুলল ও বাক্স থেকে; পরক্ষণে হাত থেকে যথাস্থানে পড়ে যেতে দিল ওগুলো। বাক্সের ভিতর থেকে ভেসে আসা টুং-টাং মিষ্টি সঙ্গীত হয়ে ধরা দিল বেউলফের কানে। পড়ে যেতে-যেতে মোমের আলোয় ঝিকমিক করছে সোনার অলঙ্কারগুলো।

ওর অন্য হাতটা কোমরের বেল্টে। ওখানে গোঁজা বিশেষ গবলেটটা ছুঁয়ে আছে। আদর করে পাত্রটার গায়ে হাত বোলাচ্ছে বেউলফ। ওটা যেন ওর শরীরেরই বিশেষ একটা অঙ্গ; হঠাৎ এ-ঘরে কেউ এসে উপস্থিত হলে ভাববে, হস্তমৈথুন করছে লোকটা।

তারপর দ্বিতীয় বারের মতো উইলথিয়োর আগমন ঘটল কামরায়।

এ-বারে আর দ্বিধা নয়। সোজা দরজা থেকে ভিতরে প্রবেশ করল সম্রাজ্ঞী।

একটু যেন তাড়া রয়েছে তার, দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে বেউলফের বিছানার কাছে।

কামনা উপচে পড়া নারীর-চোখ দুটো দেখে নিশ্চিত হলো

বেউলফ, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সম্রাজ্ঞী। নীতি-নৈতিকতা-বোধ জলাঞ্জলি দিয়েছে।

এখনও হয়তো যুদ্ধ করছে মেয়েটা নিজের বিবেকের সঙ্গে, এমনটাও মনে হলো বেউলফের।

'মাই লেডি...' অস্ফুটে এই একটা কথা ছাড়া আর কিছু বলতে পারল না বেউলফ।

ঢোলা রাত্রিবাস সম্রাজ্ঞীর পরনে। দুই হাত কাঁধের উপর উঠে এল। দু' পাশে সরিয়ে দিল সে কাঁধের কাপড়। ঝপ করে পায়ের কাছে স্তূপ হয়ে পড়ল পোশাকটা।

সম্পূর্ণ নগ্ন এক নারী দাঁড়িয়ে আছে বেউলফের সামনে।

এমনই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছে বেউলফ যে, ঢোক পর্যন্ত গিলতে পারছে না।

এ-বারে মাথার পিছনে চলে গেল মেয়েটির হাত। একটা কাঁটা খুলে নিল সম্রাজ্ঞী চুড়ো করে রাখা চুল থেকে।

সোনালি চুলের প্রপাত সৃষ্টি হলো নিরাবরণ শরীরটার দু' পাশে।

পরপুরুষের বিছানায় উঠে এল উইলথিয়ো, একেবারে হাঁ-হয়ে-যাওয়া বেউলফের শরীরের উপরে, ওর কোমরের দু' পাশে দুই হাঁটু গেড়ে বসেছে।

বেউলফের হাত দুটো ধরে নিজের নগ্ন দুই বুকের উপর রাখল সম্রাজ্ঞী। চাপ দিচ্ছে বেগানা পুরুষটির হাতের পিঠে।

বেউলফের কানের কাছে মুখ নিয়ে এল উইলথিয়ো। বহু দূর থেকে আসা পরিযায়ী বাতাসের মতো ফিসফিস করে বলল, 'মাই লর্ড... এসেছি আমি! আজ রাতের জন্যে আমি শুধুই তোমার! একটা সন্তান চাই আমার! এসো, বেউলফ... তোমার বীজ বপন করো আমার শরীরে... একটা সন্তান দাও আমাকে...'

একটু আগেই যদিও এমন কিছুরই আভাস দিয়েছিল রাজার

boighar.com

স্ত্রী, তবু এখনকার এ-আহ্বান আকস্মিকই মনে হলো বেউলফের কাছে। কেমন যেন স্বপ্নের মধ্যে ঘটে যাচ্ছে সব কিছু।

তবে ও কোনও অভিযোগ করল না। পড়ে-পাওয়া সুযোগ পায়ে ঠেলবার মতো বোকা ও নয়।

আচমকা বিরাট হাঁ হয়ে গেল সম্রাজ্ঞীর মুখটা। বেউলফ প্রবেশ করেছে ওর ভিতরে। মাথাটা পিছনে হেলিয়ে গুঙিয়ে উঠল তরুণী।

শিগগিরই বেউলফের শরীরের উপর উপর-নিচে দুলতে লাগল উইলথিয়োর ক্ষীণ কটি। মাঝে-মধ্যে সাপের মতো মোচড় খাচ্ছে দেহখানা।

শব্দ করে, ঘন-ঘন দম নিচ্ছে দু'জনেই। চোখ-টোখ উলটে পৌঁছে যাচ্ছে সপ্ত আসমানে।

দাঁতে দাঁত চাপল বেউলফ। হঠাৎ করে ওঠানামার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে মেয়েটা। মুক্তোর মতো দাঁতে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলবে যেন নিচের ঠোঁট।

...এবং আচমকাই ঘটল বিস্ফোরণ।

চেষ্টা করেও শীৎকারধ্বনি রুখতে পারল না মেয়েটা। নীরব রাত্তিরে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল নারীকণ্ঠের আনন্দের গোঙানি।

সর্বহারার মতো মাথা কুটে বেউলফের বুকের উপর আছড়ে পড়ল উইলথিয়ো।

কতক্ষণ কেটে গেল এরপর, বলতে পারবে না দু'জনের কেউই। এখনও পরস্পরের সঙ্গে সেঁটে রয়েছে ওরা। ভারী নিঃশ্বাস শান্ত হয়ে এসেছে ধীরে-ধীরে।

চোখ মুদে পড়ে আছে সম্রাজ্ঞী। ইচ্ছা করছে, এ-ভাবেই কাটিয়ে দেয় অনন্ত কাল। কত দিন... কত দিন পর পরম আকাঙ্ক্ষিত সুখের সন্ধান পেল ও! কী যে শান্তি... আহ্! ক্লান্তিতে

জড়িয়ে আসছে চোখ দুটো।

'সারা রাত... সারা রাত...' ফিসফিস করছে পরিযায়ী বাতাস।

কী বলছে, নিজেই জানে না উইলথিয়ো। তারপর যেন শব্দগুলো খুঁজে পেল ঠিকানা। 'সারা রাত একসাথে থাকব আমরা...'

কেউই টের পায়নি ওরা, দরজার ছায়ায় দাঁড়িয়ে লক্ষ করছেন ওদের হ্রথগার।

স্ত্রীর ফিসফিসানি শুনে ত্যক্ত বোধ করলেন তিনি, সঙ্গে-সঙ্গে চোখ বুজলেন।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল এ-ভাবে।

ঈর্ষার দৃষ্টিতে আলিঙ্গনাবদ্ধ মানব-মানবীকে দেখতে লাগলেন হ্রথগার। চকিতে মনে হলো ওঁর— যাক... যা হয়েছে, হয়তো ওঁর ভালোর জন্যই। একটা দিনের জন্যও স্ত্রীকে সুখী করতে পারেননি তিনি...

যেমন এসেছিলেন, চুপিসারে তেমনি নিজ কামরার উদ্দেশে ফিরে চললেন হ্রথগার।

সাতাশ

চোরের মতো নিঃশব্দে নিজেদের অন্ধকার কামরায় ফিরে এল উইলথিয়ো।

boighar.com

পা টিপে-টিপে বিছানার দিকে এগোচ্ছে, মাঝপথেই আবিষ্কার করল, হ্রথগার নেই ওখানে।

ওখানেই থমকে গেল সম্রাজ্ঞীর পা জোড়া। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, ধরা পড়ে গেছে সে। ওর অভিসারের খবর অজানা নেই সম্রাটের।

'সন্তুষ্ট?' ঘরের এক কোণ থেকে ভেসে এল হ্রথগারের মন্দ্র স্বর।

কোনও জবাব দিতে পারল না উইলথিয়ো।

'তৃপ্তি পেয়েছ?'

এ-কথারও কোনও জবাব হয় না।

'এ-বার কি তোমার কাছ থেকে সন্তান আশা করতে পারি আমি, প্রিয়তমা?' অন্য রকম শোনাল সম্রাটের কণ্ঠস্বর।

চমকে উঠল উইলথিয়ো।

ওর বিস্মিত চোখ জোড়া আওয়াজের উৎস লক্ষ্য করে খুঁজতে লাগল সম্রাটকে।

নিশ্চল, আবছা একটা অবয়ব ধরা পড়ল চোখ তীক্ষ্ণ করে তাকানোয়।

এক ফালি চাঁদের আলো ঢুকে পড়েছে ঘরে।

জ্যোৎস্নালোকিত জায়গাটায় বেরিয়ে এলেন হ্রথগার। রাগে থমথম করছে ওঁর বয়সী মুখখানা। অনেক কষ্টে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছেন নিজেকে। সে-অবস্থাতেই হাসলেন তিনি স্ত্রীর দিকে চেয়ে।

কণ্ঠার হাড় উঠল-নামল উইলথিয়োর।

'সুস্থ-সবল ছেলেই আশা করতে পারি আমরা বেউলফের কাছ থেকে, তা-ই না, সোনা?' হাসিটা ধরে রেখে বললেন হ্রথগার। 'যে হবে ওর বাপের মতোই সাহসী।'

শ্বাপদের মতো হেঁটে এলেন তিনি স্ত্রীর কাছে। হাত বাড়িয়ে

স্পর্শ করলেন সম্রাজ্ঞীর চুল।

প্রাকৃতিক সিল্কের উপর খেলা করতে লাগল সম্রাটের আঙুলগুলো।

রেগে উঠছে উইলথিয়ো। গলায় দৃঢ়তা এনে বলল, 'হাত সরাও!'

যে-হাত আদর করছিল, সে-হাতই চড় হয়ে নেমে এল উইলথিয়োর গালে। চুলের মুঠি ধরে স্ত্রীকে নিজের দিকে টেনে আনলেন হ্রথগার।

'খুন করে ফেলব, বেশ্যা মাগী!' হিংস্র নেকড়ের মতো দাঁত বেরিয়ে পড়েছে হ্রথগারের। 'খুন করে ফেলব একদম! ...কিন্তু কি জানিস... যত যা-ই করিস না কেন, তোকে ভালোবাসি আমি।' নিজের উপরে নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনছেন হ্রথগার। হিংস্রতা ধীরে-ধীরে রূপ নিচ্ছে কোমলতায়। 'যোগ্য একটা উত্তরাধিকারী চাই আমার— আর কিচ্ছু না। তুমি যেমন সন্তান চাও, আমিও তেমনি একটা পুত্র চাইছি তোমার কাছে। দাও... একটা বংশধর দাও আমাকে... খুব করে চাইছি...'

রাগান্বিত সম্রাজ্ঞী ঝাড়া দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল হ্রথগারের কবল থেকে। দ্রুত-পায়ের শব্দ এগিয়ে চলল বিছানার দিকে।

ক্যাঁচম্যাঁচ শব্দ উঠল।

'একটা ছেলে দাও আমাকে, উইলি!' অনুনয় ঝরে পড়ল হ্রথগারের কণ্ঠ থেকে। 'ব্যভিচার ক্ষমা করে দেব তোমার। সত্যি বলছি... সে-ছেলে বেউলফ, না কার, কিচ্ছু যায়-আসে না! বাইরের লোকে না জানলেই হলো...'

সম্রাটের দিকে পিঠ ফিরিয়ে শুয়ে কথাগুলো শুনল উইলথিয়ো। কেন জানি রি-রি করছে গা-টা।

রাগে?

ঘৃণায়?

boighar.com

আটাশ

সকাল হলো।

রাতভর আনন্দোৎসবের পর খাঁ-খাঁ করছে বিশাল হল-ঘরের অভ্যন্তরভাগ।

কাক-পক্ষীও জাগেনি এখনও ঘুম থেকে।

কিন্তু এই শান্ত নীরবতায় ছেদ ঘটাল একটা চিৎকার। বাতাস চেরা তীক্ষ্ণ এক চিৎকার।

চিল-চিৎকার দিতে-দিতে হলওয়ে ধরে ছুটছে ইরসা। কোনও কিছু যেন তাড়া করছে ওকে।

ব্যাপার হচ্ছে এই— রাতটা এখানেই কাটিয়েছে ইরসা। কয়েক জন তাগড়া পুরুষের ভোগের সামগ্রী হয়েছে ও আর গিটা। এত সকাল-সকাল ঘুম ভাঙবার কথা নয়, কীসের জানি অস্বস্তি লাগায় জেগে গেছে মেয়েটা। উঠেই টের পেল অস্বস্তির কারণটা। ওর লম্বা গাউনের নিচের দিকটা ভিজে আছে। ভেজা কাপড় অস্বস্তি ছড়াচ্ছিল চামড়ায়।

উঠে বসল ইরসা।

আঁষটে একটা গন্ধ ধাক্কা মারল ওর নাকে।

খুবই পরিচিত গন্ধটা।

চোখ রগড়ে তাকাল চার পাশে।

যা দেখল, মনে হলো, কলজেয় হাত দিয়েছে কেউ।

রাতভর মাস্তি করা পুরুষগুলো ঝুলে আছে ছাত থেকে! মাথা নিচের দিকে!

টপ-টপ-টপ-টপ করে ঝরে পড়ছে রক্ত!

নিমেষে বোঝা হয়ে গেল কাপড় ভেজার রহস্য। রক্ত! তাজা রক্তে ভিজে আছে ওর গাউন।

চিলের মতো চিৎকার দিল ইরসা।

দিতেই লাগল!

দিতেই লাগল!

সারাটা অঞ্চল মাথায় তুলে পড়িমরি করে ছুটল ও বাইরের দিকে।

চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গেছে বেউলফের। পশমী একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে উঁকি দিল হল-ঘরে। সঙ্গে-সঙ্গে অবশ হয়ে গেল ওর সর্ব শরীর।

কড়িবরগার সঙ্গে হুক থেকে ঝুলছে ওর সাথীরা!

যেন মাংস ঝোলানো হয়েছে কসাইয়ের দোকানে!

নিস্পন্দ শরীরগুলো দেখে, আর রক্ত পড়ার পীড়াদায়ক আওয়াজটা শুনে কোনওই সন্দেহ রইল না বেউলফের, অনেকগুলো 'ভাইহারা' হয়েছে ও।

রাতের কোনও এক সময়ে এসে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে গেছে—

ক্লে!

গ্রেনডেল?

সম্রাজ্ঞীর কাছে ছুটে যাচ্ছিল ইরসা।

এ-দিকে চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে সম্রাটেরও।

আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বাইরে আসতেই ওঁর

boighar.com

শরীরের সঙ্গে এসে ধাক্কা খেল ছুটন্ত এক নারী।

মেয়েটার কাঁধ ধরে ফেলে নিজেকে এবং ওকেও পতন থেকে রক্ষা করলেন হ্রথগার। ভালো করে চাইলেন মুখটার দিকে। ইরসা।

হিসটিরিয়াগ্রস্তের মতো কাঁপছে মেয়েটা। কী ব্যাপার! বুকটা ওঁর কেঁপে উঠল অমঙ্গল-আশঙ্কায়।

'ক্-কী হয়েছে, মেয়ে!' হড়বড় করে জানতে চাইলেন হ্রথগার। 'কাঁপছ কেন এমন করে?'

'স্-সম্রাট... সম্রাট...' কামারশালার হাপরের মতো সশব্দে মুখ হাঁ করে দম নিচ্ছে মেয়েটা। আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে ওর আগমন-পথের দিকে। 'শেষ... সব শেষ!'

'ক্-কী! কী শেষ!' প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি লাগালেন তিনি মেয়েটাকে। 'কী বলছ তুমি এ-সব!'

'আ-আবার! আবার, মহামান্য...' এ-বারও শেষ করতে পারল না ইরসা।

'অ্যাই, মেয়ে! মারব এক থাপ্পড়!' বিরক্ত হয়ে গর্জে উঠলেন হ্রথগার। 'ঠিক করে বলো, কী হয়েছে!'

'আবার... আবার ঘটেছে ওই ঘটনা...'

'কোথায়... কোথায় কী ঘটেছে!'

'মিড-হলে... আমি—'

ধাক্কা দিয়ে মেয়েটাকে এক পাশে সরিয়ে দিলেন হ্রথগার। শুনবার ধৈর্য নেই আর। নিজ চোখেই দেখবেন সব কিছু।

ভারী শরীর নিয়ে যতটা সম্ভব দ্রুত পা চালালেন তিনি মিড-হলের উদ্দেশে।

প্রথমেই চোখ পড়ল তাঁর বেউলফের উপরে।

হলরুমের এক কোনায় বসে রয়েছে লোকটা। মাথাটা ঝুঁকে

রয়েছে নিচের দিকে। দু' হাত দিয়ে মাথার চুল খামচে ধরে রয়েছে বেউলফ।

চোখ তুলে তাকাল দরজার দিকে। রাত্রি জাগরণের ফলে লাল হয়ে যাওয়া চোখের মতো শিরা বেরিয়ে রয়েছে বেউলফের চোখ জোড়ায়, টলমল করছে পানি। সে-দৃষ্টি এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করল হ্রথগারকে।

তারপরই ভিতরের দৃশ্যটা দেখে লাফ দিয়ে হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে চলে এল সম্রাটের। অজ্ঞানই হয়ে পড়ছিলেন, দরজা ধরে সামলালেন নিজেকে।

এ কী নারকীয় দৃশ্য!

বীভৎস!

বীভৎস!

উনত্রিশ

রাতে মিড-হলে ঘুমায়নি উইলাহফ। সে-কারণেই হয়তো বেঁচে গেছে লোকটা।

বাকিরা বেঘোরে পাড়ি জমিয়েছে পরপারে।

বেউলফের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে লাল দাড়িঅলা। ঠিকরে বেরোবার জোগাড় হয়েছে ওর চোখ জোড়া। চোয়াল ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে।

ছুটতে-ছুটতে হাজির হয়ে দৌড়ের বেগ সামলাতে না পেরে

boighar.com

হ্রথগারের পিঠের উপর আছড়ে পড়ল উইলথিয়ো। এক রাতের মধ্যে কসাইখানায় পরিণত হওয়া মিড-হলের ভিতরটা দেখে চোখ জোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠল ওর। আতঙ্কিত একটা চিৎকার বেরিয়ে আসছিল বুকের তলদেশ থেকে, অদৃশ্য কেউ যেন টিপে ধরল গলাটা, রুদ্ধ করে দিল চিৎকারের পথ।

ডেন আর গেয়াট— যারাই রাত কাটিয়েছে হল-ঘরে, রাত পোহাবার আগেই পরিণত হয়েছে লাশে!

সবার অগোচরে এসে কে বা কারা জানি গলা ফাঁক করে দিয়েছে সবার!

কেবল ইরসাই বেঁচে গেছে কীভাবে জানি! হয়তো নিরীহ বলেই রেহাই দিয়েছে ওকে খুনি।

সারা হল ভরে আছে নিহতদের রক্তে।

কেবল মেঝেতেই নয়, ছাতটাও মাখামাখি কালচে হয়ে আসা শোণিতধারায়। সোনালি ট্যাপিসট্রিগুলোতে[১১] ছিট-ছিট রক্তের দাগ।

ঘুরেই হড়বড় করে বমি করে দিল উইলথিয়ো। পেট চেপে ধরে বসে পড়ল মাটিতে। অসুস্থ বোধ করছে রীতিমতো।

সব মিলিয়ে বিশ জন পুরুষ ছিল মিড-হলে। জীবিত নেই একজনও।

কেবল জবাই-ই করা হয়নি ওদের, অন্ধ আক্রোশের দগদগে চিহ্ন রয়েছে শরীর জুড়ে।

একজন, দু'জন করে লোকজন ভিড় জমাতে শুরু করেছে হল-ঘরের বাইরে। একটু পর-পর আঁতকে উঠবার শব্দ শোনা যাচ্ছে ওদের। ভালো করে দেখবার জন্য ভিতরে ঢুকতে গিয়ে

---

[১১] ট্যাপিসট্রি: রঙিন পশমি সুতো দ্বারা অলঙ্কৃত চিত্রিত কাপড়খণ্ড (দেয়াল বা আসবাব ঢাকবার জন্য)।

কাঠ হয়ে যাচ্ছে দরজার কাছে। এগোতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না আর।

এতটা নৃশংসতা ওদের কল্পনাতেও ছিল না!

যে বা যারাই এ-কাজ করে থাকুক, রীতিমতো স্বাক্ষর রেখে গেছে হিংস্রতার।

বাতাসে লাশের গন্ধ।

রক্তখেকো নীল ডুমো মাছির জন্য রীতিমতো উৎসব। পরাবাস্তব রক্তাক্ত দৃশ্যটায় নিজ-নিজ চরিত্রে অভিনয় করবার জন্য ইতোমধ্যে হাজির হয়ে গেছে তারা। শ্বাসরুদ্ধকর নীরবতায় এখন যোগ হয়েছে ক্ষুধার্ত মাছিদের ভনভন।

আস্তে-আস্তে বসা থেকে উঠে দাঁড়াল বেউলফ।

হল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রত্যেকটা লাশের কাছে গেল ও নিস্তেজ পায়ে। মনে আশা: কারও প্রাণ হয়তো শরীরের মধ্যে ধুকপুক করছে এখনও।

না। অনেক আগেই জীবন ছেড়ে গেছে ওদেরকে।

পিঠে ঝোলানো খাপ থেকে তরোয়াল বের করল বেউলফ। দু' হাত দিয়ে এমন ভাবে নিজের সামনে ধরে রইল অস্ত্রটা, যেন এই মৃত্যুপুরীর বাতাসে অদৃশ্য কোনও শত্রুর হাত থেকে ওকে রক্ষা করবে ওটা!

অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে চার পাশ ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগল বেউলফ। খুনি কীভাবে ঢুকল মিড-হলে? অশরীরী নয় নিশ্চয়ই! আর সশরীরেই যদি এসে থাকে, তো তার আসা-যাওয়ার কোনও চিহ্ন থাকবে। www.boighar.com

শিগগিরই পাওয়া গেল সেটা।

হলের দক্ষিণ অংশের দূরবর্তী কোণে বিশাল এক ফোকর। সম্ভবত এ-দিক দিয়েই এসেছে হত্যাকারী। বড়-বড় পাথরের টুকরো গাদা হয়ে পড়ে আছে ফোকরটার বাইরে। পরিমাণে প্রচুর।

boighar.com

না, আর কোনও সন্দেহ নেই। এ-দিক দিয়েই দেয়াল ভেঙে ঢুকেছে হন্তারক।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, কেউ কিচ্ছু টের পেল না! কী ধরনের প্রাণী তা হলে এটা?

পাথরের স্তূপের উপর লাফ দিয়ে নামল বেউলফ।

সাবধানী চোখে জরিপ করছে চারিটা পাশ।

চত্বরটা খোয়া বিছানো। তারপর বনের আগে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। বড়-বড় ঘাস হয়ে আছে ওখানে।

লাফ দিয়ে মাটিতে নামল বেউলফ।

সৈকতকে এক ধারে রেখে গড়ে উঠেছে অন্ধকার ওই অরণ্য।

ওটা কি জঙ্গল থেকে এসেছে?

যত দূর চোখ যায়, সৈকতটা জরিপ করে নিল ও।

চোখে পড়ল না সন্দেহজনক কিছু।

এরপর মনোযোগ দিল জঙ্গলে।

কীসের জানি একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল বেউলফের নজরে।

সৈকত ঘেঁষা কুঞ্জবনের আঁকাবাঁকা প্রান্তের কাছে— এখান থেকে কমপক্ষে এক কিলোমিটার-মতো দূরে হবে জায়গাটা— ছায়া-ছায়া একটা কাঠামো।

অনেকটা মানুষের মতোই লাগছে দেখতে!

কাঠামোটা লক্ষ্য করে দৌড় দিল বেউলফ। কিন্তু পরক্ষণেই ব্রেক কষে থেমে যেতে হলো ওকে।

ধরা পড়ে গেছে, বুঝতে পেরে সুড়ুত করে গভীর অরণ্যে সেঁধিয়ে গেছে ছায়ামূর্তিটা।

এখন আর দেখা যাচ্ছে না ওটাকে। যেন এই ছিল, এই নেই। ভোজবাজির মতো উধাও!

চোখ কুঁচকে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে রইল বেউলফ। আশা করছে, আবারও কোনও নড়াচড়া দেখতে পাবে।

কিন্তু ওর আশা পূরণ হলো না। বিদায় নিয়েছে অপচ্ছায়াটা। আর ওটাকে অনুসরণ করবার উপায় নেই।

ত্রিশ

'রাতে কোনও ধস্তাধস্তির আওয়াজ পাইনি আমি!' ঝোড়ো গলায় বলল বেউলফ। শোকে মুহ্যমান। 'অস্বাভাবিক কোনও শব্দও না! না একটু চিৎকার, কান্না— কিচ্ছু না! কী ধরনের অনাসৃষ্টি তা হলে এটা?'

ফোকরটার সামনে জড়ো হয়েছে ওরা।

হ্রথগারের এক দল সৈন্য এই মাত্র ওখান দিয়ে এসে ঢুকেছে ভিতরে।

আশপাশটা অনেক দূর পর্যন্ত দেখে এসেছে ওরা। না, প্রশ্নটার কোনও সদুত্তর ওদের কাছে নেই।

'গ্রেনডেল কি তা হলে মরেনি?' হাহাকার করে উঠল উইলাহফ। 'রাতারাতি কি নতুন করে হাত গজিয়ে গেছে ওর?'

এক মাত্র জীবিত সঙ্গীর দিকে তাকাল বেউলফ। কোনও জবাব দিতে পারল না। পরাক্রমশালী যোদ্ধাটির চোখে ভয়।

ভিড় ঠেলে সামনে এলেন হ্রথগার।

'গ্রেনডেল নয় ওটা!' বোমাটা ফাটালেন।

'গ্রেনডেল নয়!' একসঙ্গে বলল বেউলফ আর উইলাহফ। এক সমুদ্র প্রশ্ন নিয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওরা।

boighar.com

নীরবে মাথা নাড়লেন হ্রথগার।

'তা হলে কে?' কঠিন গলায় জানতে চাইল উইলাহফ।

'অথবা কী!' ফিসফিস করে বলল বেউলফ।

দরবার-কক্ষ।

নিজের বিশেষ রাজকীয় চেয়ারে বসে আছেন হ্রথগার। যুদ্ধসাজে সেজেছেন তিনি পুরোপুরি।

এ মুহূর্তে ডুবে আছেন গভীর চিন্তায়। মাথাটা ঝুলে পড়েছে বুকের উপরে।

খুনির পরিচয় জানেন তিনি।

কিন্তু সবার সামনে কথাটা বলা সমীচীন মনে করেননি। সে-জন্য বেউলফ আর উইলাহফকে নিয়ে চলে এসেছেন সিংহাসন-কক্ষে।

'কে?' প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করল বেউলফ।

'উম?' চমকে উঠে বাস্তবে ফিরে এলেন হ্রথগার।

'কীসে করেছে এই কাজ?'

'গ্রেনডেলের... মা।'

'মা!!' আবারও একসঙ্গে বিস্ময় প্রকাশ করল বেউলফ আর উইলাহফ। মুখ তাকাতাকি করল।

হ্যাঁ-সূচক মাথা দোলালেন হ্রথগার।

'আমার ধারণা ছিল, বহু বছর আগেই এ তল্লাট ছেড়ে পাততাড়ি গুটিয়েছে ওটা। কিন্তু এখন দেখছি, আমার ধারণা ভুল!'

তীব্র দৃষ্টিতে সম্রাটের দিকে তাকিয়ে আছে বেউলফ। সে-দৃষ্টির সামনে কেমন জানি বিপন্ন অনুভব করলেন তিনি।

'হ্যাঁ,' কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বললেন। 'এটা সত্যি যে, ওর ছেলেকে হত্যা করেছ তুমি। এক রাহু থেকে মুক্তি দিয়েছ

আমাদের, যে আতঙ্কের স্বরূপ এ অঞ্চলের বাইরে কেউ কোনও দিন দেখেনি। কিন্তু... এ-ই শেষ নয়!' শ্রোতাদের দিকে তাকাতে গিয়েও চোখ নামিয়ে নিলেন হ্রথগার। 'আরও একটা রয়ে গেছে ওর মতো— ওর মা!'

করলা ভাজির মতো চেহারা হয়েছে বেউলফের। মোটেই খুশি হতে পারেনি ও কথাটা শুনে।

'তার মানে, আরেকটা দানব?'

'দানবী,' সংশোধন করে দিলেন হ্রথগার।

'একই কথা,' অমার্জিত গলায় বলল বেউলফ। 'সাপের বাচ্চা সাপই হয়।'

নিশ্চুপ থেকে শ্লেষটা হজম করলেন সম্রাট।

'কী দাঁড়াল তা হলে ব্যাপারটা? আরেকটা দানব! এরপর কি আরেকটা আসবে? আরেকটা? আসতেই থাকবে এ-রকম?' নিদারুণ হতাশায় ব্যঙ্গ ঝরল বেউলফের কণ্ঠ থেকে। এত দিনের বিশ্বস্ত সঙ্গীদের হারিয়ে উন্মাদ-প্রায় হয়ে উঠেছে ও। 'ঠিক ক'টা দানবকে নিকেশ করতে আমার, বলুন তো? গ্রেনডেলের বাপ? গ্রেনডেলের চাচা? বলুন, মাই লর্ড! চুপ করে থাকবেন না দয়া করে! যদি আরও কেউ থাকে তো, বলুন সেটা, বন্ধু! এক্ষুণি জানা দরকার সেটা। হারামজাদাটার চোদ্দ গুষ্ঠির মোকাবেলা করতে হবে কি না আমাকে, তা-ও বলুন! দরকার হলে তা-ই করব আমি! দানবের গোটা বংশকে ধ্বংস করেই ছাড়ব!'

বেউলফের কঠিন প্রতিজ্ঞায় গমগম করতে লাগল দরবার-কক্ষ।

'না... আর নেই,' উত্তেজনা খানিকটা থিতিয়ে এলে বললেন হ্রথগার। 'দুনিয়ায় এটার মতো আর একটা দানবও নেই। মানে, ওই দানবীটার মতো। আর, একটা দানব ছাড়া নতুন করে

boighar.com

দানবের জন্ম দিতে পারবে না গ্রেনডেলের মা। কাজেই, এটাকে মারতে পারলেই রূপকথায় পরিণত হবে গ্রেনডেল আর ওর মা।'

'তা-ই যেন হয়, খোদা... তা-ই যেন হয়!' অপ্রকৃতিস্থের মতো মাথাটা ঝাঁকাচ্ছে উইলাহফ।

'আর ওটার সঙ্গীর কী হলো?' স্পষ্ট করে জানতে চায় বেউলফ। 'গ্রেনডেলের বাপটা? সে কই?'

কামরায় উইলথিয়োও উপস্থিত রয়েছে। বেউলফের প্রশ্ন শুনে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল মেয়েটা।

উত্তরটা ওর জানা। তার পরও ওর দৃষ্টি বলছে: 'হ্যাঁ, হ্রথগার, বলো। জানিয়ে দাও ওদের, কোথায় আছে গ্রেনডেলের জন্মদাতা?'

কিন্তু, কথাটা বলবার জো নেই হ্রথগারের। কাজেই, মিথ্যার আশ্রয় নিলেন।

'বাপটা মরে গেছে ওর,' বললেন তিনি। 'বহু আগেই ধ্বংস হয়েছে। কোনও মানুষের ক্ষতি করতে পারবে না ওটা।'

তেরছা চোখে তাকিয়ে আছে বেউলফ। ঠিক ভরসা করতে পারছে না হ্রথগারের কথায়। তার পরও নড করল।

'ঠিক আছে,' বলল ও। 'তার মানে, ওই একটাকে মারতে পারলেই...' মাথা ঝাঁকাচ্ছে বেউলফ। বোঝাপড়ায় আসছে যেন নিজের সঙ্গে। 'ঠিক আছে। তা-ই হবে। ধুলোয় মিশিয়ে দেব ওই হারামজাদীকে!'

'বেউলফ!'

ডাক শুনে তাকাল বেউলফ।

উনফেয়ার্থ।

'ও, আপনি। কী বলবেন, বলুন।'

'অক্ষম ঈর্ষা থেকে আপনার ক্ষমতার উপরে সন্দেহ হয়েছিল আমার,' লজ্জিত গলায় বলল উনফেয়ার্থ। 'কিন্তু আপনি আমাকে

ভুল প্রমাণ করেছেন। গ্রেনডেলকে মেরে প্রমাণ করেছেন, অসম সাহসীর রক্ত বইছে আপনার শরীরে। আ... আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি আমি!'

অস্বস্তি লেগে উঠল বেউলফের।

উনফেয়ার্থের বিনয়ে কোনও খাদ দেখতে পাচ্ছে না ও। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি লোকটা বশ্যতা স্বীকার করবে, এমনটা আশা করেনি ও।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি বলল ও। 'ক্ষমা করা হলো আপনাকে।'

প্রসঙ্গে ফিরবার জন্য ঘুরতে যাচ্ছিল, আবার দৃষ্টি ফেরাতে বাধ্য হলো উনফেয়ার্থের কথায়।

'আমার শ্রদ্ধেয় পিতার তলোয়ার এটা।' দু' হাতের তালুর উপরে অস্ত্রটা রেখে বাড়িয়ে ধরে আছে উনফেয়ার্থ। 'আমি চাই, আপনি এটা ব্যবহার করুন।'

তলোয়ারটা দেখল বেউলফ।

উনফেয়ার্থকে দেখল।

'বিশেষ এই তলোয়ারটার নাম— হ্রানটিং,' ব্যাখ্যা দিল উনফেয়ার্থ। 'এটা আসলে আমার বাবার বাবার।'

'দানবের বিরুদ্ধে তলোয়ার কোনও কাজে আসবে না,' বলল বেউলফ।

বিষণ্ন দৃষ্টিতে তলোয়ারখানা দেখল উনফেয়ার্থ। তারপর কোষে ঢুকিয়ে রাখবার জন্য হাত রাখল খাঁটে।

'আবার...' দোনোমনো করছে বেউলফ।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তার দিকে তাকাল উনফেয়ার্থ। খাপের মুখটাতে থেমে আছে তরবারির ডগা।

'কে জানে, আসতেও পারে!' কথাটা শেষ করল বেউলফ।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল উনফেয়ার্থের মুখটা। বেউলফের দিকে

boighar.com

বাড়িয়ে ধরল সে তলোয়ারটা।

হাতে নিল ওটা বেউলফ। বাহ, বেশ ভারী আছে তো!

'শুকরিয়া,' কৃতজ্ঞতা জানাল উনফেয়ার্থ। 'আপনাকে সন্দেহ করেছিলাম, সে-জন্যে দুঃখ প্রকাশ করছি।'

'আমিও দুঃখিত... আপনাকে ভাইয়ের হত্যাকারী বলার জন্যে। কথাটা বলা উচিত হয়নি আমার! ঝোঁকের মাথায় করে বসেছিলাম কাজটা।'

'বাজি ধরে বলতে পারি, গ্রেনডেলকে যে-ভাবে মেরেছেন, একই ভাবে ওর মাকেও খতম করবেন আপনি। শুভ কামনা রইল।'

নড় করল বেউলফ।

চলে যাবার জন্য ঘুরছিল, কী ভেবে তাকাল আবার উনফেয়ার্থের দিকে।

'বোঝেনই তো, না-ও ফিরতে পারি আমি।' করুণ হাসি হাসল বেউলফ। 'যদি আর না ফিরি, আমার সাথে হয়তো হারিয়ে যাবে আপনাদের পরিবারের এই ঐতিহ্যবাহী তলোয়ারটাও।'

পালটা হাসল উনফেয়ার্থ।

'আমি জানি, হারাবে না। যতক্ষণ ওটা আপনার সাথে আছে, কখনওই মালিকানা হারাবে না ওটা।'

হাসল বেউলফ।

মনের ভার কেটে গেছে ওর অনেকখানি।

একত্রিশ

মিড-হল থেকে বেরিয়ে এল বেউলফ।

আগেই বেরিয়ে এসেছে উইলাহফ। নিজের ছোট ঘোড়াটায় চেপে অপেক্ষা করছিল ওর জন্য। দরকারি সব জিনিস বোঝাই করা হয়েছে ওটাতে।

অদূরে তোড়জোড় চলছে ফিউনেরালের।

'আর লোক কই?' বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করল বেউলফ।

'আর কেউ নেই,' নির্বিকার গলায় জানাল উইলাহফ।

'মানে!'

'হ্রথগারের লোকেরা কেউ যাবে না।' মুখ বাঁকাল উইলাহফ। 'ওরা ভয় পাচ্ছে।'

গম্ভীর হবার বদলে হেসে ফেলল বেউলফ।

'আর তুমি?'

'ফালতু কথা বোলো না!' রাগ দেখাল দেড়েল। 'আমি যাচ্ছি তোমার সাথে।'

ঘোড়ায় চড়ে বসেছে বেউলফ। চাপড়ে দিল প্রিয় বন্ধুর কাঁধ।

'বন্ধু!' আবেগ ভর করেছে বেউলফের কণ্ঠে। 'কত দূর যাবে তুমি আমার সাথে!'

সরল হাসিতে উদ্ভাসিত হলো উইলাহফের চেহারা। 'যত দূর তুমি যাবে। মরি, বাঁচি— একসঙ্গে!'

boighar.com

আপন ভাইয়ের মতো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে দু'টি মানুষ। ওদের চোখে চিকচিক করছে অশ্রু।

একটু পরে রওনা হলো ঘোড়া দুটো।

'চললাম!' চিতায় জ্বলতে থাকা সহযোদ্ধাদের শেষ বিদায় জানাল বেউলফ।

জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করল ওরা।

একেবারে বুনো জায়গাটা। আশপাশে কোনও লোকবসতি নেই।

দিনের বেলাতেও কেমন গা ছমছমে অন্ধকার বনের মধ্যে। মশা-মাছির গুঞ্জন বাদ দিলে অটুট নিস্তব্ধতা।

বাতাস নেই জঙ্গলের মধ্যে। তায় আবার আর্দ্রতা একটু বেশি। পচা গরমে ঘামছে দু'জনে। এমনিতেই ধৈর্য কম উইলাহফের, সর্বক্ষণ মাছি তাড়াতে-তাড়াতে রীতিমতো অতিষ্ঠ এখন।

'কী এক হতচ্ছাড়া জঙ্গল রে, বাবা!' গজগজ করে বলল উইলাহফ। 'আমাদের জঙ্গলগুলো এর চেয়ে শত গুণ ভালো। ইস, কবে যে বাড়ি ফিরব!'

'যদি ফিরতে পারি।'

'এহ! অলক্ষুণে কথা বোলো না তো!' ধাতানি দিল উইলাহফ। 'ফিরতে পারি মানে? অবশ্যই ফিরব!'

চটাশ করে নিজের গালে চাপড় মারল সে।

থেঁতলে গিয়ে অক্কা পেল একটা ডাঁস মাছি।

'উহ! এগুলোও দেখি রক্তপিপাসু পিশাচ এক-একটা!' ঘেন্নায় মুখ বাঁকাল উইলাহফ। 'মর, শালা!'

হাসি পেল বেউলফের। অবশ্য পরক্ষণেই মুছে গেল হাসিটা। সতর্ক নজর রাখতে হচ্ছে আশপাশে। কোথায় কোন্ বিপদ ওত

পেতে আছে, কে জানে!

ওই দানবীটাই বা কোথায়?

'ঠিক বিশ্বাস হয় না আমার...'

'কী?' ঘাড় না ফিরিয়ে জানতে চাইল বেউলফ।

'এই যে... দানবের ব্যাপারটা। মাত্র একটাই অবশিষ্ট আছে, এটা ঠিক বিশ্বাস হয় না আমার। মনে হচ্ছে, এই জঙ্গল দানবে ভরা!'

নিখাদ আতঙ্ক নিয়ে চার পাশে তাকাল উইলাহ্ফ। কালো-কালো ছায়াগুলো দেখে ভয়টা আরও বাড়ল।

এই ভয়ের কারণেই সম্ভবত, কিছুক্ষণ আর কোনও কথা বলল না উইলাহফ।

তবে বেশিক্ষণ চুপ করে থাকবার বান্দা সে নয়। কাজেই, মুখ খুলল আবার।

'বুঝলাম না...

'কী?'

'এই দানব কোত্থেকে এল এখানে!'

শ্রাগ করল বেউলফ। মুখে বলল, 'দানব সব জায়গাতেই আছে।'

'হ্যাঁ, মশা-মাছিও। উহ, কী জ্বালান জ্বালাল রে, বাবা!' কৃত্রিম অভিযোগের দৃষ্টিতে তাকাল উইলাহফ বেউলফের দিকে। 'মশার কামড় খেতে হবে জানলে কখনওই তোমার দলে যোগ দিতাম না! এর চেয়ে— কী ওটা?'

'কী! কোথায়?'

ইতিউতি খুঁজতে লাগল বেউলফের চোখ।

'ওই তো... ওখানে!' আঙুল নির্দেশ করল উইলাহফ।

খোলা এক প্রান্তরে এসে আপাত শেষ হয়েছে ঘন অরণ্য।

boighar.com

কোয়ার্টজ পাথরে তৈরি প্রকাণ্ড এক গুহা মুখ ব্যাদান করে আছে এখানে। মুখগহ্বরে কালিগোলা অন্ধকার।

জলের ছল-ছলাত আওয়াজে একটা নদীর অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে ভিতরে।

ঘোড়া দুটোকে গুহামুখের কাছে নিয়ে এল দু'জনে।

বাইরের আলোয় কিছু দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে মোটামুটি।

সবুজ ট্যাপিসট্রির মতো গুহার দেয়াল ছেয়ে আছে শত-সহস্র ফার্ন আর লতাপাতায়। ওগুলোর গা বেয়ে নদীর পানিতে শিশিরের ফোঁটা পড়ছে টুপটাপ।

যদিও এখন বৃষ্টি হচ্ছে না, তবে জলীয় বাষ্পের কারণে ভারী হয়ে আছে বাতাস।

আজব এক জায়গা এটা।

পাখা না নাড়িয়ে অনেক উঁচুতে এমন ভাবে ভেসে আছে পাখিরা, যেন মাছ উড়ছে আকাশে! তাদের অনবরত কিচিরমিচিরগুলোর প্রতিধ্বনি একটা আরেকটার সঙ্গে মিশে হারিয়ে যাচ্ছে বাতাসে। তিমি মাছের গানের সঙ্গে মিল রয়েছে এটার।

ঘোড়া থেকে নামল বেউলফ।

কোমর পর্যন্ত নেমে পড়ল পানিতে। যদিও জলাশয়ের তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছায়নি ওর পা। জলমগ্ন ধূসর এক স্লেট পাথরের বোল্ডারের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আরও নিচের তলাটা দেখা যাচ্ছে কাচের মতো স্বচ্ছ পানির কারণে।

পুরোপুরি স্ফটিক-স্বচ্ছ নয় পানি। কেমন জানি লালচে। জলে ডোবা পাথরের ফাঁকে-ফাঁকে আটকে আছে মানুষের খুলি আর হাড়গোড়।

উনফেয়ার্থের দেয়া তলোয়ারটা হাতে নিল বেউলফ। পিছু ফিরে চাইল।

প্রায় এক শ' মিটার দূরে দাঁড়িয়ে উইলাহফ। গাছপালার এক দঙ্গলের মধ্যে।

'একটা মশাল ধরাও তো!' হাঁক ছেড়ে বলল বেউলফ।

নির্দেশ পালিত হলো।

জ্বলন্ত মশাল হাতে গিরিসঙ্কটে নেমে দাঁড়াল উইলাহফ। আগুনটা হস্তান্তর করল বেউলফকে।

ওকে ধন্যবাদ দিল বেউলফ।

'বেউলফ!'

'কী, বন্ধু?'

'ব্যাপারটা সুবিধার ঠেকছে না আমার!'

'কোন্ ব্যাপারটা?'

'গ্রেনডেল তো স্থলচর ছিল, তা-ই না?'

'সম্ভবত।'

'কিন্তু এটা মনে হচ্ছে জলদানবী! দুটো দু' রকম হয় কী করে!'

চুপ করে কী যেন ভাবল বেউলফ। জবাবটা জানা নেই ওরও।

'সম্ভবত ওর বাড়িতে গিয়ে দেখা করতে যাচ্ছ ওর সাথে।'

'সম্ভবত।'

'কতটা বিপজ্জনক কাজ, বুঝতে পারছ?'

'পারছি, বন্ধু।'

'সাবধান! আমি আসি তোমার সাথে?'

'না, দরকার নেই। বেশি লোক দেখলে খেপে যেতে পারে মা-জননী।'

শেষ দুটো শব্দ শুনে দাঁত কেলাল উইলাহফ। 'ঠিক আছে। এখানেই অপেক্ষা করব আমি। ওই ওখানটায়।'

শুকনোয় গিয়ে উঠল উইলাহফ। হাত নেড়ে শুভ কামনা

boighar.com

জানাল বন্ধুকে।

প্রত্যুত্তরে নড করে ঘুরে দাঁড়াল বেউলফ। সাবধানে পা রাখল পাতালনদের তলদেশে। অকারণ পুলকে গা-টা শিরশির করে উঠল ওর।

পানি ভেঙে এগিয়ে চলল সে। ক্রমশ ঢুকে পড়ছে আদিম গুহার অজানা গভীরে। ডান হাতে উঁচু করে রেখেছে মশালটা। কোমরের পাশ থেকে ঝুলছে রাজকীয় গবলেট। সোনালি আলো ছড়াচ্ছে ওটাও।

যতক্ষণ দেখা যায়, তাকিয়ে রইল উইলাহফ। তারপর ফিরে চলল গাছগাছালির দঙ্গলটার দিকে।

বত্রিশ

স্ট্যালাগমাইট[১২], স্ট্যালাকটাইট[১৩] নিয়ে ধূসর স্লেট পাথরের সুবিশাল কোনও ক্যাথিড্রালের মতো দেখতে গুহার ভিতরটা। লক্ষ-কোটি বছর ধরে একটু-একটু করে নীরবে-নিভৃতে তৈরি হওয়া নদীর পানি নানা রকম খনিজ মিশ্রিত, বেউলফের মশালের

---

[১২] স্ট্যালাগমাইট: বিন্দু-বিন্দু জল পড়বার ফলে গুহার তলদেশ থেকে ক্রমোন্নত যে চুনের দণ্ড সৃষ্টি হয়।

[১৩] স্ট্যালাকটাইট: বিন্দু-বিন্দু জল নিঃসৃত হয়ে গুহার ছাদ থেকে ঝুলন্ত যে চুনের দণ্ড সৃষ্টি হয়।

আলো পড়ে চোখ ধাঁধানো দ্যুতি ছড়াচ্ছে সে-পানি।

সতর্ক হয়ে পা ফেলছে বেউলফ। প্রতি পদক্ষেপে একটু-একটু করে হারিয়ে যাচ্ছে গুহার বিশাল প্রকোষ্ঠে, যেটি তার গর্ভে লুকিয়ে রেখেছে এই পাতাল হ্রদটিকে। শান্ত পানি এমনিতে কালোই, আলো আছে বলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে তলাটা।

হ্রদটা আসলে আর কিছুই নয়। গুহার অভ্যন্তরের একটা সুড়ঙ্গ পানি দিয়ে পূর্ণ হয়েছে। পুরোপুরি নয় অবশ্যই। এমন কী অর্ধেকও নয়।

পানির সমতলের উপর দিয়ে দেখতে পাচ্ছে বেউলফ ক্রমশ দীর্ঘ হওয়া সুড়ঙ্গের অন্ধকার হাঁ-টা।

ডান হাতে মশাল আর বাম হাতে উনফেয়ার্থের দেয়া তলোয়ারখানা নিয়ে এগোনোটা এক সময় কঠিনই হয়ে পড়ল ওর জন্য। ঢেউহীন নিথর পানি ভেঙে চলা যে এ-রকম কষ্টকর পরিশ্রমের কাজ, কে জানত!

'দেখেশুনে' প্রতিটি পা ফেলছে বেউলফ।

শিগগিরই কোমর পর্যন্ত উঠে এল কালো তরল। সুড়ঙ্গের শেষটার দিকে যত এগোচ্ছে ও, গুহার পরিসর ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হচ্ছে।

এখনও হ্রদের তলাটা পা দিয়ে স্পর্শ করতে পারছে বেউলফ। তবে এগোবার সঙ্গে-সঙ্গে গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে তলদেশ। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শান্ত পানির উপরটা ছোঁবার আকাঙ্ক্ষায় কাছিয়ে আসছে যেন গুহার ছাতটা।

বেশিক্ষণ লাগল না জলাধারের পানির বেউলফের কাঁধ স্পর্শ করতে।

জল-সমতল থেকে ছাতটা এখন পঁচিশ সেন্টিমিটারও হবে না।

খানিক পরেই মূল প্রকোষ্ঠ পিছনে ফেলল বেউলফ। চিবুক ছোঁয়া পানিতে দাঁড়িয়ে এখন সে। প্রণালিটার মধ্যে ছাত আর পানির ব্যবধান তেরো সেন্টিমিটারের বেশি হবে না।

এখনও মশালটা হাতে ধরে রেখেছে বেউলফ। তবে আর কতক্ষণ পারবে, কে জানে। জল ছুঁই-ছুঁই করছে শিখাটা। যে-কোনও মুহূর্তে নিভে যেতে পারে।

একই ভাবে যতটা সম্ভব, পানি বাঁচিয়ে জাগিয়ে রেখেছে তলোয়ারটাকে, যদিও মাঝে-মধ্যেই তলোয়ারসুদ্ধ হাতটা তলিয়ে যাচ্ছে পানির নিচে।

মশালের আভায় কয়েক মিটার পর্যন্ত আলোকিত হচ্ছে বেউলফের সামনে। সুড়ঙ্গটার কোনও শেষ দেখতে পাচ্ছে না ও দৃষ্টিসীমায়।

শেষ পর্যন্ত যা ভয় করছিল, তা-ই হলো। পানি স্পর্শ করা মাত্রই নিভে গেল মশালটা।

পানির উপরটা আর তার উপরের পাথুরে পাহাড়ের মধ্যকার দূরত্ব এখন সাত সেন্টিমিটারের মতো। শিগগিরই পানিতে তলিয়ে যেতে যাচ্ছে গোটা চ্যানেল।

শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়ে এসেছে বেউলফের। বড়-বড় করে দম নিচ্ছে ও। মুখটা এখন ওর চুম্বন করছে স্যাঁতসেঁতে গুহার ছাতের গায়ে।

নিভে যাওয়া মশালটা হাত থেকে ছেড়ে দিল বেউলফ। ওটা আর কোনও কাজে আসবে না।

শেষমেশ ডুবেই গেল ও।

উপর থেকে কালো মনে হচ্ছিল। কিন্তু পানির নিচটা অন্ধকার ঠিকই, তবে নীল। নীল অন্ধকার।

উনফেয়ার্থের দেয়া হ্রানটিং এখনও ওর হাতে ধরা।

ওটা সহই সাঁতরাতে আরম্ভ করল ও পাথুরে প্রণালির নিচ

দিয়ে।

অন্ধকার সত্ত্বেও হ্রদের তলদেশে পড়ে থাকা হাড়ের স্তূপ দেখতে পাচ্ছে বেউলফ। না জানি কত লোক প্রাণ দিয়েছে দানবের গোষ্ঠীর হাতে!

জলময় এ ভূগর্ভস্থ কক্ষ সাক্ষী হয়ে রয়েছে অগুনতি মৃত্যুর।

লাশের অবশিষ্টাংশ ঠুকরে খেয়েছে হ্রদের বাসিন্দা রাক্ষুসে ইল।

কিলবিলে অনুভূতি সত্ত্বেও হ্রদের মেঝেতে দু' পায়ের ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে মরিয়ার মতো সাঁতরে চলল বেউলফ। হাতও ব্যবহার করছে সিলিং স্পর্শ করে গতি বাড়িয়ে তুলতে।

কিন্তু দিল্লি কদ্দূর! সুড়ঙ্গ শেষ হবার তো কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

আদতে, যতই এগোচ্ছে ও, ছাতটাকে আলিঙ্গন করবার ইচ্ছায় উঠে আসছে হ্রদের মেঝেটা!

সঙ্কীর্ণ পথে অনেকটা হামাগুড়ি দেবার মতো করে সাঁতরে চলল বেউলফ। পাথরের খাঁজে হাতের আঙুল কিংবা পা বাধিয়ে করতে হচ্ছে কাজটা।

আবদ্ধ জায়গায় অসুবিধার সৃষ্টি করছে পরনের বর্মটা।

বর্ম আটকানোর ফিতের দিকে থাবা দিল বেউলফ। বেপরোয়া চেষ্টা চালাল ভারমুক্ত হবার।

কয়েক বারের চেষ্টায় কাজটা করতে সফল হলো সে। শরীর থেকে আলগা হয়ে গেল ভারী বর্ম। ওটাকে পিছনে ফেলে সামনের দিকে এগোল বেউলফ।

গুহার দেয়াল দু' হাত দিয়ে পরখ করতে-করতে এগোচ্ছে ও। স্লেট পাথরের কফিন মনে হচ্ছে ওর প্রকোষ্ঠটাকে, যার সামনে-পিছনে কোনও শুরু নেই, কোনও শেষ নেই। পানি ভরা আজব এক কফিন।

boighar.com

গুহার দেয়াল চেপে আসছে দু' পাশ থেকে।

এগোতে এখন কষ্ট হচ্ছে বেউলফের।

শেষ পর্যন্ত কি আদৌ কোথাও পৌঁছোতে পারবে ও?

বাতাসের জন্য আকুলি-বিকুলি করছে ফুসফুসটা। এখানেই কি সমাপ্তি ঘটবে বর্ণাঢ্য জীবনের?

...ভুস করে পানির উপরে মাথা তুলল বেউলফ!

না। আরেকটু দীর্ঘায়িত হয়েছে ওর জীবন। বড় এক চৌবাচ্চায় এসে উন্মুক্ত হয়েছে সঙ্কীর্ণ পথটা।

তেত্রিশ

গ্রেনডেলের মায়ের আস্তানা এটা।

এক সময় নিবেলাঙ্গেনদের বসতি ছিল এখানে। বামনাকৃতির কারিগর ওরা।

বহু আগেই নিজেদের ধনভাণ্ডার সহ কালের অতল গর্ভে হারিয়ে গেছে জাতিটা। রয়ে গেছে কেবল তাদের এক কালের রাজত্বের কিছু নিদর্শন।

বিশাল এক ভূগর্ভস্থ মন্দির নতুন এ গুহাটার এক পাশে, পাতালনদীর বরফশীতল পানিতে তলিয়ে আছে যার অর্ধেকটা।

পানির উপরে মাথাটা জাগিয়েই থ হয়ে গেল বেউলফ। তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগল পর্বতের গভীরে লুকানো অত্যাশ্চর্য এ জায়গাটা।

ওর থেকে মাত্র দু' কদম দূরে অগুনতি ধাপ বিশিষ্ট ভাঙাচোরা পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে উপরের দিকে।

ওডিনের প্রমাণ এক মূর্তি অবধি গিয়ে শেষ হয়েছে ধাপগুলো।

মূর্তিটার গায়ে বসানো দামি-দামি রত্নপাথরগুলো বহু আগেই চুরি হয়ে গেছে।

নাকে-মুখে ঢুকে যাওয়া পানির কারণে কাশতে লাগল বেউলফ।

বামনদের বিশাল এই হলের বাতাস বদ্ধ, স্যাঁতসেঁতে।

সুস্থির হয়ে ফের দেখতে লাগল চার পাশটা কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে।

আজব একটা চেম্বার এটা। খুবই অদ্ভুত!

এ যেন পৃথিবীর মধ্যে আরেক পৃথিবী, যে পৃথিবীর অস্তিত্ব রয়েছে কেবল কিংবদন্তিতে। বিস্ময়ে ভরা আশ্চর্য এক জাদুর জগৎ যেন এটা!

জাদুর সে রেশ এখনও রয়ে গেছে যেন বদ্ধ হলের বাতাসে।

বিশাল-বিশাল থামগুলো আক্ষরিক অর্থেই ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে।

বহু কাল আগে হারিয়ে যাওয়া সুপ্রাচীন রুনিক ভাষায় কিছু লেখা রয়েছে ভাঙা দেয়ালের গায়ে।

এখানেও মেঝে জুড়ে ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মানুষের লাশের টুকরো-টাকরা।

সারডিন মাছের ক্যানের মতো তুবড়ে রয়েছে তাদের বর্মগুলো।

যে-দানবের শিকার হয়েছে ওরা, বোধ হয় আগ্রাসী ক্ষুধা ছিল ওটার পেটে। সে-কারণেই হয়তো লাশের ভিতরকার জিনিস ফেলে-ছড়িয়ে একাকার করেছে।

boighar.com

এবং সেই জানোয়ারটা ওত পেতে আছে হয়তো অন্ধকার ছায়ার মধ্যে।

এতক্ষণে গ্রেনডেলকে চোখে পড়ল বেউলফের।

চৌবাচ্চার কিনারে শায়িত দানবটার শরীর। একটা হাত নেই।

কোনওই সন্দেহ নেই— মৃত ওটা।

আস্তে-ধীরে পানি থেকে উঠে এল বেউলফ।

সিঁড়িটার ভাঙা এক স্তূপের উপরে পা রেখে দাঁড়াল।

বর্মটা তো আগেই বিসর্জন দিয়েছে। এখন ওর পরনে কেবল ভিজে-চুপচুপে টিউনিক।

ঠাণ্ডার কারণে ঠকঠক করে দাঁতে-দাঁতে বাড়ি খাচ্ছে বেউলফের। শুধু দাঁত নয়, শরীরেও উঠে গেছে কাঁপুনি।

ছায়ায় ঘাপটি মেরে থাকা অস্বাভাবিক আকৃতির একটা গিরগিটি আঁধার থেকে বেরিয়ে উঠে গেল ভাঙা এক দেয়াল বেয়ে।

বেউলফের তীক্ষ্ণ কানকে ফাঁকি দিতে পারেনি ওটা। পাথরের দেয়ালের সঙ্গে গিরগিটিটার নখের ঘষায় যে আওয়াজ সৃষ্টি হলো, সে-দিকে ঝট করে ঘুরে গেল বেউলফের ঘাড়। দু' হাতে বাগিয়ে ধরে রেখেছে হ্রানটিংটা।

ছাতের গায়ে লেপটে থাকা চিলতে এক আলোর মাঝ দিয়ে অতঃপর দৌড়ে গেল ওটা।

পলকের জন্য জীবটাকে দেখতে পেল বেউলফ।

ও, বলতে ভুলে গেছি, কোত্থেকে যেন আলো চুইয়ে ঢুকছে এখানে। ফলে, গুহার ভিতরে নীলচে অন্ধকার।

ওই এক পলকেই অনেকখানি দেখে নিয়েছে বেউলফ।

চামড়ার রং সোনালি ওটার।

হাঙরের চামড়ার মতো ভেজা-চকচকে হওয়ার কারণে গাঢ়

হলুদ দ্যুতি ছড়াচ্ছে।

পিঠের উপর ছড়ানো সরীসৃপটার শ্বাসযন্ত্র। মজার ব্যাপার হলো, ওটার হাত-পাগুলো অনেকটা মানুষের মতো দেখতে। সবটা মিলিয়ে মানুষ না, অতিকায় এক পাখির মতো দেখতে বলেই মনে হয়।

হ্যাঁ, ওটাই হচ্ছে গ্রেনডেলের মা!

নিচে দাঁড়ানো বেউলফকে ভালো করে দেখবার জন্য মাথাটা সামান্য তুলল গিরগিটি। তারপর কথা বলল!

'তুমিই কি সেই লোক,' বলল গ্রেনডেলের মা। 'লোকে যাকে বেউলফ বলে চেনে?'

ছাত আঁকড়ে রাখা হাত-পাগুলো আলগা করে দিল গিরগিটিরূপী মহিলা। থ্যাপ করে পড়ল মেঝের উপরে।

দৃশ্যটা খানিকটা চমকে দিল বেউলফকে। পিছু হটল সে। তলোয়ারের বাঁটে শক্ত হয়ে এঁটে বসেছে হাত।

এ-দিকে নিচে পড়েই আবার ছায়ার আড়াল নিয়েছে বিশাল গিরগিটিটা।

আবছা একটা কাঠামো হিসাবে ওটাকে দেখতে পাচ্ছে বেউলফ।

'হ্যাঁ,' বলল ও দৃঢ় গলায়। 'আমিই সেই লোক... বেউলফ!'

'বেউলফ, নাকি বিয়ার-উলফ?' হাসির মতো একটা আওয়াজ ভেসে এল ছায়া থেকে।

'মানে?' আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে বেউলফ। গিরগিটির মতো দেখতে ওই প্রাণীটাই কি গ্রেনডেলের মা? —ভাবছে সে। কিন্তু তা হয় কী করে!

বাহ্যিক চেহারা-সুরতের সঙ্গে ওটার কণ্ঠস্বরের তো আশ্চর্য বৈসাদৃশ্য!

কেমন জলতরঙ্গের মতো মিষ্টি রিনরিনে সুরে কথা বলছে

boighar.com

প্রাণীটা!

সম্মোহনী কী যেন রয়েছে সেই স্বরে।

'মানে... ভালুক আর নেকড়ে— দুই প্রাণীর বৈশিষ্ট্যই দেখতে পাচ্ছি তোমার মধ্যে,' ভেসে এল সুরেলা কণ্ঠটা। 'প্রচণ্ড শক্তির বিচ্ছুরণ হচ্ছে তোমার ভিতর থেকে... আর সাহস! সাহসের কথাটা তো বলতেই হবে... যেহেতু একা-একাই চলে এসেছ আমার এখানে...'

'ও... তুমিই তা হলে সেই দানবী! তোমারই ছেলে গ্রেনডেল?'

'দানবী! হা-হা-হা!'

মিষ্টি প্রতিধ্বনি তুলে সারাটা গুহা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল যেন কাচ ভাঙার আওয়াজ।

মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল বেউলফের। সম্মোহিত হয়ে পড়ছে, মনে হলো ওর।

'হ্যাঁ... আমিই গ্রেনডেলের মা!' হাসতে-হাসতেই বলল সুরেলা কণ্ঠের মালকিন। 'আমার ছেলেকেই হত্যা করেছ তুমি।' বলল বটে, কিন্তু রাগ-ক্রোধ কিংবা শোক— কিচ্ছু নেই মায়ের গলায়!

'...আর এখন এসেছি তোমাকে হত্যা করতে!' বিভ্রান্ত বেউলফ কথাটা বলল কী প্রতিক্রিয়া হয় দেখবার জন্য।

যা আশা করছিল, তা-ই।

আবারও কাচ ভাঙার শব্দ প্রতিধ্বনি তুলল গুহার দেয়ালে বাড়ি খেয়ে।

'বেউলফ... বেউলফ...' টেনে-টেনে বলল পিশাচী। 'সত্যিই দুঃসাহসী তুমি! ...হ্যাঁ, আমিও ভেবেছিলাম, হত্যা করব তোমাকে। কিন্তু এখন...'

এখন?

কী বলতে চায় দানবী?

'বেউলফ...' প্রেমপূর্ণ গলায় বলল গিরগিটি-সদৃশ পিশাচী। 'তোমাকে পছন্দ হয়ে গেছে আমার!'

হাসি পেল বেউলফের। এ-রকম কথাও শুনতে হলো ওকে!

'একজন রাজার মতোই অমিত সাহস আর শক্তির অধিকারী তুমি!' কেমন মন্ত্রমুগ্ধের গলায় বলে চলল গ্রেনডেল-মাতা। 'রাজা নও... তাতে কী! ঠিক-ঠিকই একদিন রাজা হবে তুমি।'

'তা-ই?' উপহাসের স্বরে বলল বেউলফ। 'তার মানে, ভবিষ্যৎও দেখতে পারো তুমি?'

'হ্যাঁ, পারি,' এক বাক্যে কথাটা স্বীকার করে নিল দানবী।

অস্বস্তি লেগে উঠল বেউলফের। এতটা নিশ্চিত করে বলছে কীভাবে গ্রেনডেলের মা? টের পেল, নরম হয়ে আসছে ওর মনটা।

'দানবী!' গাঢ় স্বরে উচ্চারণ করল বেউলফ। 'কী জানো তুমি আমার সম্বন্ধে?' ইচ্ছা করেই "দানবী" শব্দটা ব্যবহার করল ও।

'জানি... অনেক কিছুই!' বেউলফের ভিতরটা পড়ে ফেলবার জন্য সম্মোহন করছে যেন পিশাচী।

'যেমন?'

'যেমন... জানি আমি, তুমি জানো না, কে তোমার মা!' কৌতুকের আভাস দানবীর কণ্ঠস্বরে। 'এ-ও জানি, তোমার এই বাহ্যিক চাকচিক্যের আড়ালেই ঘাপটি মেরে আছে একটা দানব... ঠিক আমার গ্রেনডেলের মতোই! সম্ভবত ওর চাইতেও হিংস্র ওই দানব!'

দ্বিধায় পড়ে গেছে বেউলফ। এ-সব কথা কী করে জানল পিশাচী!

তা হলে কি মন পড়তে পারে ও?

'বাহ্যিক চাকচিক্য?' শব্দ দুটো ভীষণ অস্বস্তিতে ফেলে

boighar.com

দিয়েছে বেউলফকে।

'লজ্জা পাওয়ার কিংবা শঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই,' আশ্বস্ত করবার ঢঙে বলল দানবী। 'রাজা হতে গেলে অমন দু'-চারটা আলগা ব্যক্তিত্বের দরকার হয়ই।'

'রাজা হব আমি— সত্যি?' বিশ্বাস হতে চাইছে না বেউলফের।

'আমার জাদুশক্তির বলে তোমার মতো লোকের রাজা হওয়া এমন কিছু নয়,' নিশ্চিত বিশ্বাসের সুরে বলল দানবী। 'তোমার আছে সাহস, আছে শক্তি... জগৎশ্রেষ্ঠ কিংবদন্তিতে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা রাখো তুমি। তোমাকে নিয়ে রচিত হতে পারে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ গান। এমন কী কালের বিবর্তনে যখন আমি ধুলোয় মিশে যাব, তখনও মানুষের মুখে-মুখে ফিরবে তোমায় নিয়ে গল্পগাথাগুলো। ...যা চাও, তা-ই পাবে তুমি... যশ, সম্পদ... সব!'

www.boighar.com

কৌতূহলী মনে হচ্ছে বেউলফকে। সম্ভবত প্রলোভনে পা দিতে চলেছে ও।

'তুমি কি সম্ভব করবে এ-সব?' জিজ্ঞেস করল বেউলফ।

'যা-যা বললাম, তার চাইতে অনেক বেশি করব,' লোভ দেখাচ্ছে পিশাচী। 'এখন তুমি যেটা *দেখছ*, আর সে-জায়গায় যেটা হতে *পারত*— দুটো আসলে একই মুদ্রার এ-পিঠ আর ও-পিঠ। অনেকটা স্বপ্নের মতো। ...তোমার সব স্বপ্ন সত্যি করে দেব আমি!' ফিসফিস করল গ্রেনডেলের মা।

নিজের সত্যিকারের করালদর্শন রূপ নিয়ে অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে এল মহিলা।

উৎকট সে-চেহারা দেখে দু' কদম পিছু হটল বেউলফ। হুঁশ ফিরে পেয়েছে যেন ও। মায়াবিনীটার সুন্দর-সুন্দর কথায় মারাত্মক ভুল করতে যাচ্ছিল আরেকটু হলেই! জলদানবীর দিকে

তাক করল ওহ্রানটিংটা।

'স্বপ্ন দেখাচ্ছ আমাকে!' বলল বেউলফ হিসহিস করে। 'নাকি দুঃস্বপ্ন! ছলনার জালে জড়াতে চেয়েছিলে আমাকে, তা-ই না? মিষ্টি-মিষ্টি কথায় অন্ধ করে দিতে চেয়েছিলে...

'কিন্তু না! রাজা হওয়ার খায়েশ নেই আমার। তোমার চালাকি কাজে লাগল না...'

আরেক পা এগোল কুৎসিত দানবী।

'বহু... ব-হু দিন পর জীবিত কোনও মানুষ এল আমার এখানে...' কোনও কারণ ছাড়াই প্রসঙ্গ বদলে ফেলল মহিলা। 'কেউ জানে না, আমি কত নিঃসঙ্গ!'

'সাবধান, ডাইনি, আর এগিয়ো না!'

'কি জানো, এর আগে যারাই আমার সাথে মিলিত হয়েছে, প্রত্যেকেই ছিল তোমার মতো সাহসী! তবে... স্বেচ্ছায় আসেনি ওরা এখানে! আমিই ধরে নিয়ে এসেছিলাম কয়েক জনকে। কয়েক জনকে এনেছে আমার ছেলে... গ্রেনডেল! তুমি যদি ওকে শেষ করতে এসে থাকো, তার জন্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। গ্রেনডেল দানব, তবে অমর নয়... ওর ক্ষত সারানোর কোনও উপায় ছিল না... দেখতেই পাচ্ছ, মারা গেছে ও!'

'তোমারও মরণ রয়েছে আমার হাতে!' চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল বেউলফ।

'বেশ,' অদ্ভুত গলায় বলল দানবী। 'তা-ই হোক তবে! মেরে ফেলো আমাকে! আমি চাই, আমাকে ভালোবাসো তুমি... আমার সাথে প্রেম করো। তোমার আলিঙ্গনে নিঃশেষ হতে চাই আমি...'

'প্রেম করব! তোমার সাথে!' ঘৃণায় মুখ বাঁকাল বেউলফ।

'দাও, বেউলফ... দাও! তোমার বীজ ঢেলে দাও আমার ভিতরে! যে সন্তানকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছ তুমি, তাকে আবার ফিরিয়ে দাও!'

boighar.com

'কোনও কিছুই ফেরাতে পারবে না তোমার ওই দানব সন্তানকে!'

কামিনীকে আঘাত করবার জন্য তলোয়ার তুলল বেউলফ।

কিন্তু ও-ভাবেই স্থির হয়ে গেল যেন হাত দুটো।

বেউলফের চোখের সামনে পলকে অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণীতে রূপ নিয়েছে গ্রেনডেলের মা!

চৌত্রিশ

তরুণীর লম্বা চুলের বন্যা যেন সোনালি সিল্ক।

তরল সোনার সঙ্গে দুধ মেশালে যে-রকম দেখাবে, তেমনই ওর গায়ের রং।

চাঁদের মতো আভা বেরোচ্ছে যেন মেয়েটির নিখুঁত শরীর থেকে।

কদাকার দানব-সরীসৃপ থেকে সোনায় মোড়া অনিন্দ্য সুন্দর দেবীতে পরিণত হয়েছে গ্রেনডেলের মা!

নিজের অজান্তেই চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেছে বেউলফের। মুখ হাঁ।

একবারের জন্যও মনে হলো না, রূপ দেখিয়ে ভোলাচ্ছে বিভীষিকাময় পিশাচীটা।

উদ্ধত এক জোড়া বুক, যৌনাবেদনময় দীর্ঘ এক জোড়া পা আর কুসুমকোমল সুপুষ্ট এক জোড়া ঠোঁট নিয়ে সম্পূর্ণ নগ্ন,

মোহিনী এক নারী দাঁড়িয়ে আছে বেউলফের সামনে!

'ডাইনি!' নিজের সঙ্গে ফিসফিস করছে যেন বেউলফ। দুর্বল হাতে তলোয়ারটা নামিয়ে আনল সে আঘাত করবার নিয়তে।

কিন্তু নগ্ন প্রতিমার শরীরই স্পশ করল না তলোয়ারের ধারাল ফলা।

এত সুন্দরী একজনকে আঘাত করা পুরুষ মানুষের পক্ষে কঠিন!

'ডাইনি নই...' বেউলফের ফিসফিসানি শুনে ফেলেছে তরুণী। 'বরঞ্চ এমন এক নারী, একাধিক নাম রয়েছে যার। কারও কাছে আমি— লোরেলেই... কারও কাছে— ক্যালিপসো। আমার সুরেলা কণ্ঠের গান মৃত্যু ডেকে আনে নাবিকদের। আমার রূপে অন্ধ হয়ে মিলিত হতে চায় তারা আমার সাথে। কিন্তু তোমাকে আমি জীবন দেব... নতুন জীবন!'

বিড়ালের পদক্ষেপে বেউলফের দিকে এগিয়ে গেল তরুণী।

খুবই বিপজ্জনক দূরত্বে এসে দাঁড়াল সে চলৎশক্তিরহিত পুরুষটির সামনে। লম্বা-লম্বা আঙুলগুলো দিয়ে স্পর্শ করল লোকটার গাল।

নিঃসাড় অবস্থা হলো বেউলফের। হাত থেকে খসে পড়ল তলোয়ারটা।

পাথুরে মাটিতে পড়েই সহস্র টুকরোয় বিভক্ত হলো ওটা, যেন কাচের তৈরি!

তীব্র আতঙ্ক বিবশ করে ফেলেছে মহান যোদ্ধাকে। নিজের দুশমনের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া এ মুহূর্তে করবার আর কিছুই নেই ওর।

রাতের আকাশের মতো কালো সেই চোখের রং, তেমনই গভীর। আর সে-কালোয় ঝিকমিক করছে হাজারো তারা!

চোখে ধাঁধা দেখতে শুরু করেছে যেন বেউলফ।

boighar.com

পেলব আঙুলগুলো গাল ছেড়ে নেমে এল বাহুতে।

দু' হাত দিয়ে কাঙ্ক্ষিত পুরুষকে আলতো করে ধরল মায়াবিনী।

'আমি... আমি...' ফিসফিসাচ্ছে বেউলফ, কথা খুঁজে পাচ্ছে না। 'খুন করব তোমাকে আমি!'

'জানি...' সায় দিল তরুণী। 'কিন্তু আসলে তুমি তা চাও না। চাও, প্রিয়তম? সত্যিই যদি চেয়ে থাকো, চেষ্টা করতে পারো।'

ভগ্নপ্রায় দেয়ালের দিকে হেঁটে গেল মেয়েটি।

অতিকায় এক তরবারি ঝুলছে দেয়ালে। টান দিয়ে নামিয়ে আনল সেটা।

'এই তলোয়ারটা অনেক পুরানো।' আঙুল দিয়ে ধার পরীক্ষা করছে পিশাচী। 'এই জগতের জিনিস নয় এটা... এই ফলাটা... অন্য কোনও ভুবন থেকে এসেছে। আকাশ থেকে খসে পড়া এক তাল লোহা পিটিয়ে তৈরি করেছে এটা দৈত্যরা। কামারের কাজে বিশেষ পারদর্শী ওরা। আমার মতন প্রায়-অমর জীবেরও বিনাশ সাধন করতে পারে এই তলোয়ার।'

মারাত্মক অস্ত্রটা বেউলফের হাতে তুলে দিল পিশাচী।

ওটার আকার আর জেল্লা চমৎকৃত করল বেউলফকে।

'আমি এমন কী তোমাকে এটাও দেখিয়ে দিচ্ছি, কোথায় ঢোকাতে হবে এটা...'

মেয়েটির কথায় কী ছিল, ঢোক গিলল বেউলফ। ভারী হয়ে এসেছে ওর শ্বাস-প্রশ্বাস।

কী বলতে চায় পিশাচী?

আঙুল দিয়ে গ্রেনডেলের লাশটা দেখাল তরুণী।

আচমকাই বিক্রম ভর করল যেন বেউলফের শরীরে। এক পিশাচীকে হত্যা করতে এসে নিজের অক্ষমতায় নিজের উপরেই খেপে উঠল ও। সেই রাগ মরিয়ার মতো মাথার উপরে তুলল

দানবাকৃতি তলোয়ারখানা।

ভিতরের সবটুকু জেদ চিৎকার হয়ে বেরিয়ে আসতে দিচ্ছে বেউলফ, সেই অবস্থাতেই তলোয়ার ঘুরিয়ে কোপ মারল সে বাতাসে।

সাঁই করে শব্দ হলো।

ধারাল ফলা নেমে এসে চুরমার করে দিয়েছে গ্রেনডেলের কাঁধ।

ওই এক আঘাতে মৃত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল বিরাট মাথাটা।

আর তার পরই ঘটল আশ্চর্য ঘটনাটা।

গ্রেনডেলের রক্তের স্পর্শ পেতেই তরল পারদে পরিণত হতে আরম্ভ করল তলোয়ারের ফলা! মোমের মতো গলতে শুরু করেছে যেন ধাতু! ফোঁটায়-ফোঁটায় মাটিতে পড়ে গড়িয়ে যাচ্ছে জলাশয়ের দিকে।

একটু পরেই গোড়ার দিকের কয়েক ইঞ্চি ফলা আর বিশাল হাতলটা নিয়ে বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে রইল বেউলফ। অত বড় তলোয়ারের বেশির ভাগটাই পারদে রূপ নিয়ে তলিয়ে গেছে পানিতে!

'না! নাআ!' পাগলের মতো আচরণ করছে বেউলফ। 'কেন! কেন আমি পারছি না? কেন আমি হত্যা করতে পারছি না তোমাকে!'

'জবাবটা আমি জানি!' মধুর গলায় বলল তরুণী।

'কেন! কেন?'

'যাদেরকে ভালোবাসি আমরা, তাদেরকে কি আঘাত করতে পারি? খুন করা তো পরের কথা। একটা সন্তান নিয়ে গেছ তুমি আমার কাছ থেকে। আমি তার ক্ষতিপূরণ চাইছি। আরেকটা সন্তান দাও আমাকে, দুঃসাহসী যুবক!'

boighar.com

বেউলফ কিছু বলছে না।

'নিয়তিকে তার নিজের মতো করে চলতে দাও, বেউলফ,' যুবকের উপরে প্রভাব বিস্তার করছে তরুণী। 'কাল কী হবে, ভেবো না। তুমি শুধু ভাববে আজকের কথা। আজ, এই মুহূর্তে আমিই সত্য তোমার কাছে। ...থাকো আমার সাথে। ভালোবেসে নিঃশেষ করে দাও আমাকে!'

হঠাৎ করেই কেন জানি ভয় লেগে উঠল বেউলফের। ভয়ই, অন্য কিছু নয়। বিজলি-চমকের মতো কোষে-কোষে ছড়িয়ে পড়ল অব্যাখ্যাত আতঙ্ক।

মাথা ঝাঁকিয়ে অনুভূতিটা ঝেড়ে ফেলতে চাইল যেন মগজ থেকে। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এগিয়ে চলেছে নগ্ন তরুণীর দিকে...

'ভালোবাসো... ভালোবাসো আমাকে, বেউলফ!' সাপ বশীকরণের মন্ত্র পড়ছে যেন পিশাচী। 'কল্পনাও করতে পারবে না, কতটা ভালোবাসার কাঙাল আমি। নিজেকে উজাড় করে ভালোবাসা দাও... বিনিময়ে এত ধনসম্পত্তির মালিক হবে তুমি, কোনও দিন যা কল্পনাও করোনি। আমার সাহায্যে তুমি হবে সম্রাটদের সম্রাট... এ-রকম শাসক আর দ্বিতীয়টি আসেনি পৃথিবীতে।'

বেউলফের দিকে ঝুঁকে পড়ল তরুণী।

এতক্ষণ ফুসলালেও শেষ মুহূর্তে এসে দ্বিধায় ভুগল সে ক্ষণিকের জন্য। তারপর...

তারপর লোভনীয় সোনালি ওষ্ঠাধর আলতো ভারে স্পর্শ করল বেউলফের ঠোঁট দুটো।

চোখ বুজে ফেলল বেউলফ।

অতীত-ভবিষ্যৎ— সব মুছে গেছে ওর চোখের সামনে থেকে।

এখন ওর কাছে সত্য কেবল বর্তমান।

অনাস্বাদিত রোমাঞ্চের স্বাদ পাচ্ছে ও... সুখের সাগরে হারিয়ে

ফেলছে নিজেকে...

প্রায় শোনা যায় না, এমন স্বরে বলল বেউলফ, 'কী করে বিশ্বাস করব যে, ঘুমের মধ্যে আমার জান নিয়ে নেবে না তুমি? অথবা এখন, অন্তরঙ্গ এ মুহূর্তটির সুযোগে...'

'সাহসী হতে পারো,' বলল তরুণী। 'কিন্তু তুমি একটা ছেলেমানুষ। আমি তোমার কাছে শপথ করেছি, বেউলফ!'

যুবককে ছেড়ে পিছিয়ে গেল মেয়েটি।

'তোমার গবলেটটা দাও আমায়,' হাত বাড়িয়ে বলল।

চিন্তাটা ত্যক্ত করে তুলল বেউলফকে। দানবীর কথায় সাড়া না দিয়ে স্থবির হয়ে রইল সে।

'দাও, বেউলফ... দাও ওটা,' আবার চাইল তরুণী।

এ-বার আর ফেলতে পারল না বেউলফ। অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে সোনালি পানপাত্রটা তুলে দিল গ্রেনডেলের মায়ের হাতে।

আরেক হাত বাড়িয়ে অতিকায় তরবারির অবশিষ্ট ফলাটা নিয়ে নিল মেয়েটি। ভাঙা মাথাটা স্পর্শ করাল অন্য হাতের কবজিতে। চাপ প্রয়োগ করল।

সোনালি ত্বক কেটে গিয়ে বেরিয়ে এল লাল মদের মতো রক্ত।

গবলেটটা ধরল ও কাটা জায়গাটার কাছে। ফোঁটায়-ফোঁটায় রক্ত পড়তে দিল পাত্রের মধ্যে।

বেশ অনেকটা রক্ত জমা হলে পাত্রটা তুলে ধরল বেউলফের মুখের সামনে।

'খাও, প্রিয়তম!' আহ্বান করল। 'আমার জন্যেও একটু রেখো। কসম করে বলছি, যদ্দিন পর্যন্ত পাত্রটা আমার কিংবা আমার সন্তানদের জিম্মায় থাকবে, তোমার একটা চুলেরও ক্ষতি করব না আমরা কেউ। এটা আমাদের মধ্যে অলিখিত চুক্তি।'

'কিন্তু... এটা তো আমার জিনিস!' আপত্তি তুলল বেউলফ।

boighar.com

‘তা বটে।’ ঠোঁট টিপে হাসল যুবতী। ‘তবে আমিও এখন তোমার “জিনিস”। দুটোর মধ্যে কোন্‌টা তোমার কাছে বেশি আকাঙ্ক্ষিত?’

থমকে গেল বেউলফ।

বুকটা ধুকধুক করছে ওর।

স্বর্ণ, না নারী?

নারী, না স্বর্ণ?

অবশ্যই নারী।

পাত্রটা হাতে নিল বেউলফ।

অতি সতর্কতার সঙ্গে ঠোঁটে ছোঁয়াল। পান করল এক চুমুক রক্ত।

রক্তটা শীতল... আর...

স্বাদু!

এ-বারে মেয়েটিও পান করল নিজের রক্ত।

পাত্রটা ঠোঁট থেকে নামিয়ে বিচিত্র এক হাসি দিল বেউলফের উদ্দেশে।

ঠং করে মেঝেয় পড়ল সোনার গবলেট।

জীবন্ত লতার মতো বেউলফের গলা জড়িয়ে ধরল এক জোড়া সোনালি হাত। মাথাটা নিচের দিকে টানছে।

চুম্বকের কাছে এলে লোহা যেমন খপ করে সেঁটে যায়, অনেকটা তেমনি দু’ জোড়া ঠোঁট সেঁটে গেল পরস্পরের সঙ্গে।

গভীর চুম্বন।

আগ্রাসী।

ঠোঁটের সঙ্গে-সঙ্গে জিভও কথা বলছে পরস্পরের সঙ্গে। কোনও ভাবেই যেন প্রবল আকর্ষণ থেকে ছাড়াতে পারছে না নিজেদের।

পঁয়ত্রিশ

এক দিন গেল...

দু' দিন...

তিন... চার... পাঁচ... ছয় করে সপ্তা পুরল।

আট দিনের দিন সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হলো উইলাহফ। আর অপেক্ষা করা যায় না!

এই একটি সপ্তাহ অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে সে গুহার বাইরে।

কিন্তু বেউলফের টিকিটিরও দেখা নেই!

হলো কী মানুষটার!

বেঁচে আছে তো? নাকি—

না, ফিরে যাবার কথা ভাবছে না লোকটা।

বরং ভাবছে; গুহায় ঢুকবে। খুঁজে বের করবে বন্ধুকে... অথবা ওর—

ঈশ্বরই জানেন, কী হয়েছে!

গুহার ভিতরে ডুবসাঁতার দিয়ে চলেছে বেউলফ। পাতাল-হ্রদের পানি মাতৃজঠরের মতো কালো।

বড় একটা বস্তা ধরে রেখেছে সে এক হাতে, অন্য হাতটা ব্যবহার করে পানি কেটে এগিয়ে চলেছে।

boighar.com

যৎসামান্য প্রস্তুতি যা নেবার, নিয়ে নিয়েছে উইলাহফ। এ-বার ওর যাত্রা শুরু হবে অজানার পথে। অদৃষ্টে কী লেখা আছে, কে-ই বা জানে!

নিজের জন্য একটা মশাল জ্বেলে নিয়েছে উইলাহফ। কিন্তু ওই আলো ওকে সাহস জোগাতে ব্যর্থ হচ্ছে। কেবলই মনে হচ্ছে ওর, বিশাল কোনও দানবের হাঁ ওই গুহামুখ। জেনেশুনে পা বাড়াচ্ছে ও মৃত্যু-অভিমুখে।

অস্বস্তিতে রীতিমতো শরীর মোচড়ামুচড়ি করছে লোকটা। যেন কিলবিলে শুঁয়োপোকা হেঁটে বেড়াচ্ছে ওর গায়ে।

বার-বার খালি মনে হচ্ছে, মানুষ খায় ওই কিম্ভূত জানোয়ারটা। হাত খায়... পা খায়! পারলে সাবাড় করে পুরোটাই।

ভাবনাটা সুখকর নয়!

তবু ওটারই মোকাবেলা করতে গুহায় ঢুকেছে বেউলফ। একটা সেকেণ্ডও দ্বিধা করেনি।

আচ্ছা, কী হলো এই সাত দিনে?

দানবীটার দেখা পেয়েছে দুঃসাহসী যুবক?

এক শ' একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে উইলাহফের মাথার ভিতরে।

মশাল হাতে সাবধানে পানিতে নামল লাল দাড়ি।

দু' কদম এগিয়েছে কি এগোয়নি, লোকটার সামনে ফুলে উঠতে শুরু করল পানি!

কিছু একটা মাথা তুলছে পানির নিচ থেকে!

দানবী!

আঁতকে উঠে বুক চেপে ধরল উইলাহফ। মশালটা পানিতে ছুঁড়ে ফেলে সড়াত করে তলোয়ার টেনে বের করল পিঠের কোষ

থেকে। মরলে মরবে, তবু ওই হারামিটাকে দু'-একটা কোপ না দিয়ে ছাড়বে না!

ভুস!

কোপ মারতে গিয়েও থেমে গেল উইলাহফ।

বেউলফ!

দানবী নয়, পানির নিচ থেকে মাথা জাগিয়েছে ওর বন্ধু! অস্ত্র নেই, বর্ম নেই, এমন কী সোনার গবলেটটাও দেখা যাচ্ছে না ওর কোমরে। বদলে ফিরেছে একটা বস্তা নিয়ে!

দাঁত কেলিয়ে হাসল বেউলফ।

'অনেক দিন পর, তা-ই না?'

বিকট চিৎকার দিয়ে জড়িয়ে ধরল ওকে উইলাহফ।

'ভাই! জিন্দা আছ তুমি!' আনন্দ যেন বাঁধ মানছে না লোকটার। তারপর স্থান-কাল ভুলে চেঁচিয়ে উঠল, 'বেউলফ ভাই জিন্দাবাদ! বেউলফ ভাই জিন্দাবাদ!'

হেসে ফেলল যুবক।

জড়াজড়ি করে পানি থেকে উঠে এল দু'জনে।

'আট দিন!' কৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ বড়-বড় করে বলল উইলাহফ। 'আট দিন লাগল একটা দানবকে কতল করতে! কী করেছিলে তুমি এই ক' দিন? প্রেম করছিলে নাকি ওটার সাথে? হা-হা-হা!'

কথাটা রসিকতা করে বলা। কাজেই, ব্যাখ্যার জন্য তাকিয়ে নেই উইলাহফ। তাকালে দেখতে পেত, হঠাৎ করেই গম্ভীর হয়ে গেছে বেউলফ। হাসি-ঠাট্টার চিহ্ন উধাও চেহারা থেকে।

আট দিন আগে গুহায় ঢুকেছিল যে-বেউলফ, অন্য মানুষ হয়ে বেরিয়ে এসেছে সে!

boighar.com

ছত্রিশ

দরবার বসেছে হ্রথগারের।

প্রবেশের অধিকার রয়েছে, এমন প্রতিটি মানুষ উপস্থিত হয়েছে হল-ঘরে।

নিজের বিশেষ আসনটিতে জাঁকিয়ে বসেছেন হ্রথগার। পাশেই দাঁড়িয়ে ওঁর স্ত্রী।

সীমাহীন কৌতূহলে জ্বলজ্বল করছে মহিলার সুন্দর দু'টি আঁখি।

দরবারের প্রত্যেককে তটস্থ দেখাচ্ছে কেন জানি।

সম্ভবত বস্তা থেকে কী বেরোবে, সেটা নিয়েই জল্পনা-কল্পনা চলছে সবার মনে।

একটু আগে ফিরে এসেছে বেউলফ। এসেই সোজা সিংহাসন-কামরায়।

কারও কোনও প্রশ্নের জবাব দেয়নি সে। নিজে থেকেও বলেনি, কী রয়েছে ওই বস্তার ভিতরে। তবে ওর চেহারায় চাপা গর্বের ভাব নজর এড়ায়নি কারও। ধরে নিয়েছে, যে কাজে গিয়েছিল, সে-কাজে সফল হয়েছে যুবক।

'তা হলে...' ব্যক্তিত্ব বজায় রাখতে স্বাভাবিক থাকবার চেষ্টা করলেও খুব একটা সফল হচ্ছেন না হ্রথগার।

বিজয়ীর হাসি হাসল বেউলফ। এক ঝটকায় বস্তার মুখ উপুড়

করে দিল ও।

সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকার। ভয়ে, উত্তেজনায় নিজেদের দমন করতে ব্যর্থ হলো মেয়েরা।

গ্রেনডেলের অতিকায় মাথাটা বেরিয়ে এসেছে বস্তা থেকে! সড়সড় করে বলের মতো গড়িয়ে গেল কিছু দূর। তারপর স্থির হয়ে গেল।

উত্তেজনা না কমা পর্যন্ত অপেক্ষা করল বেউলফ।

'ভয়ের কিছু নেই,' স্থির, অচঞ্চল গলায় অভয় দিল সে। 'ওটা মৃত। মরে গেছে গ্রেনডেল! কখনওই আর উৎপাত করতে আসবে না। প্রথমে ওটার দানব মা-টাকে খতম করি আমি। তারপর এক কোপে কল্লা নামিয়ে দিই বেজন্মাটার।'

ফলাফলটা হজম করবার সময় দিল ও সবাইকে।

প্রথম কথা বললেন হ্রথগার। 'তার মানে... অবশেষে অভিশাপমুক্ত হলাম আমরা!' বাঁধ ভাঙা স্রোতের মতো বেরিয়ে গেল শব্দগুলো। 'চির-কালের জন্যে অভিশাপ্তমুক্ত হলো আমার এলাকা!'

গ্রেনডেলের প্রথম দিনের হামলার পর থেকে এতটা সুখী আর দেখায়নি সম্রাটকে।

জনতা জয়ধ্বনি দিল।

'ঠিক আছে,' সুস্থির হয়ে বললেন হ্রথগার। 'এ-বার তোমার গল্প শোনাও, বেউলফ। বিস্তারিত বলবে... কোনও কিছু বাদ না দিয়ে... যাতে আমার দরবারের কবিরা তোমার এই বীরত্ব নিয়ে কবিতা-গান রচনা করতে পারে। যদ্দিন বাঁচব, প্রত্যেক সন্ধ্যায় এই বীরগাথা শুনতে চাই প্রাণ ভরে। বলো, বেউলফ... শোনাও তোমার কাহিনি।'

গোটা হলের উপর দিয়ে ঘুরে এল বেউলফের দৃষ্টি।

boighar.com

নীরব হয়ে আছে প্রত্যেকে। ওর শুরু করার অপেক্ষায় রয়েছে।

'ঠিক আছে... বলছি,' একটুখানি ইতস্তত করে নিজের ঢোল পেটাবার সূচনা করল বেউলফ। 'আমি আর উইলাহ্ফ... জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলছিলাম আমরা। এক সময় বিশাল এক গুহার মুখ আবিষ্কার করি। শান্ত একটা হ্রদ বয়ে চলেছে ওর ভিতরে।

'বেশি কিছু চিন্তা না করে হ্রদের পানিতে ঝাঁপ দিই আমি। উইলাহ্ফ রয়ে যায় বাইরে।

'দানবীটার খোঁজে পাতাল-হ্রদে সাঁতরাতে থাকি আমি। হারিয়ে যাই গুহার অনেক ভিতরে। কুৎসিত-কদাকার জলের প্রাণীরা প্রায়শই চার পাশ থেকে ঘিরে ধরছিল আমাকে। যখনই ওগুলোর কোনওটা কাছে আসছিল আমার, খালি-হাত দিয়েই ঘৃণ্য কীটগুলোর খুলি ভাঙছিলাম আমি। ক'টা মেরেছি এ-রকম, বলতে পারব না।

'পুরো চব্বিশ ঘণ্টা সাঁতরানোর পর পানির নিচের আজব এক গুহায় নিজেকে আবিষ্কার করি আমি। গ্রেনডেলকে জন্ম দেয়া আরেক বেজন্মা ঘরবাড়ি বানিয়ে রেখেছে ওখানে...'

নিজের বানোয়াট গল্প চালিয়ে যেতে লাগল বেউলফ।

সত্যি কথা বলতে কি, এ-রকম কিছু ঘটুক, সেটাই চেয়েছিল ও। কিন্তু ঘটল সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। অথচ মানুষজন রোমাঞ্চ চায়, নাটকীয় কিছু শুনতে চায়। সে-জন্য ওদেরকে হতাশ করতে চাইছে না বেউলফ। সত্যি বলে চালিয়ে দিচ্ছে গল্পের 'যা হতে পারত'-সংস্করণ।

আর... রোমাঞ্চ কিংবা নাটকীয়তা থাক, বা না থাক, আসল ঘটনা তো বলাই যাবে না কাউকে।

এমন কী উইলাহ্ফকেও না।

সন্দেহ নেই, আগামী বহু বছর লোকের মুখে-মুখে ফিরবে ওর

'বীরত্বের' কাহিনি।

কালজয়ী রূপ নেয়াও বিচিত্র কিছু না।

বিস্ময়াভিভূতের মতো বেউলফের ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে আছে লোকগুলো।

ক্ষণে-ক্ষণে বিচিত্র ভাব খেলে যাচ্ছে ওদের চেহারায়। 'নায়কের' ঠোঁট নড়া দেখতে-দেখতে সম্মোহিত হয়ে পড়েছে যেন।

আধবোজা চোখে গল্প শুনছে উনফেয়ার্থ।

আবছা এক টুকরো হাসি ঝুলে আছে ওর ঠোঁটে। যেন জানত, এ-রকম কিছুই তো ঘটবে। বেউলফের উপরে পুরোপুরি আস্থা রেখেছিল ও।

গল্পের ফাঁকে-ফাঁকে অনুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছেন হ্রথগার। কিন্তু মাঝে-মাঝেই চোখের কোনা কুঁচকে উঠছে তাঁর। সন্দেহের ছায়া খেলে যাচ্ছে চোখে।

তাঁর মনে হচ্ছে, এমনটা ঘটবার কথা নয়... এমনটা ঘটতে পারে না! যেমনটা হবে বলে ভেবেছিলেন, তার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না বেউলফের গল্প।

গল্পটা কি তৈরি করেছে যুবক?

একটা কান গল্পে রেখে নিজের ভাবনায় বিভোর হয়ে রইলেন হ্রথগার। মনে পড়ছে পুরানো অনেক কথা...

সম্রাজ্ঞীর চোখও কী যেন খুঁজছে বেউলফের মধ্যে।

মেয়েটার মনে হচ্ছে, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গল্পটা বলছে না বেউলফ।

কেন এ-রকম মনে হচ্ছে, বলতে পারবে না ও। সত্য-মিথ্যা ধরে ফেলবার সহজাত ক্ষমতা রয়েছে মেয়েদের, হয়তো সে-কারণেই।

তারও মনে পড়ে যাচ্ছে পুরানো কিছু কথা... কয়েক দিন

boighar.com

বাইরে কাটিয়ে যখন বাড়ি ফিরলেন হ্রথগার, তাঁর চেহারাটাও হয়েছিল বেউলফের মতো।

আর এখন... সত্যি কথাটা তো জানে সে!

হ্রথগারও স্বীকার করে নিয়েছেন, স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন না তিনি...

একই সন্দেহ বেউলফকে নিয়েও হচ্ছে উইলথিয়োর।

'...তারপর... নরক থেকে উঠে আসা কদর্য জীবটা ভূমিশয্যা নিল ওর মায়ের পাশে।'

গল্পের শেষে পৌঁছে গেছে বেউলফ।

এক সেকেণ্ডের জন্য থামল ও। তারপর যবনিকা টানল।

'এই হলো আমার গল্প!'

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা।

হাততালি আর চিৎকারের শব্দে ছাত ধসে পড়ার উপক্রম হলো এরপর।

'বীর বেউলফের জয় হোক!'

'বীর বেউলফের জয় হোক!!'

সাঁইত্রিশ

শেষ বারের মতো ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছে বেউলফের সম্মানে।

আজ বাদে কাল নিজের দেশে ফিরে যাবে গেয়াট বীর, সে-

জন্য আয়োজনে কোনও খামতি রাখেননি হ্রথগার।

সত্যিকার অর্থেই চুটিয়ে আনন্দ হচ্ছে এ-বার। গেল বার গ্রেনডেলের ভয়ে মন খুলে উপভোগ করতে পারেনি কেউ। কড়ায়-গণ্ডায় আজকে উসুল হচ্ছে সব পাওনা।

বহু দিন পর নিজেদের নিরাপদ বোধ করছে হেয়্যারটের অতিথিরা। কারণ ওরা জানে, তাদের এ আনন্দে বাগড়া দেবে না কোনও দানব কিংবা পিশাচী।

মদ ফুরিয়ে গেছে। সোনালি পানপাত্রটা বাড়িয়ে ধরল বেউলফ।

এটা ওই হ্রথগারের দেয়া রাজকীয় গবলেটটা নয়, সাধারণ একটা।

দেঁতো হেসে পাত্রটা ভরে দিল ইরসা।

গেলাসটা হাতে নিয়ে মিড-হলের দরজার দিকে রওনা হলো বেউলফ। তাজা বাতাস দরকার। বাইরে গিয়ে খানিক হাঁটাহাঁটি করবে।

রাতটা পরিষ্কার এবং উষ্ণ।

একলাই উঠন ধরে হাঁটতে লাগল বেউলফ। কানে আসছে— না, হলরুম থেকে ভেসে আসা আওয়াজ নয়— গ্রেনডেলের নারকীয় চিৎকার।

কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছে না ক' দিন আগে শোনা কলজে কাঁপানো শব্দগুলো।

ওকে বাইরে বেরোতে লক্ষ করেছিল উনফেয়ার্থ। নিজেও বাইরে এল সে যুবকের সঙ্গে আলাপের জন্য।

পোর্চে দাঁড়িয়ে ওর চোখ দুটো খুঁজল বেউলফকে। ...ওই তো ও! কেমন অন্যমনস্ক ভাবে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

যুবকের দিকে রওনা হলো উনফেয়ার্থ। খানিক পরে দেখা গেল, একাকী বেউলফকে সঙ্গ দিচ্ছে ও।

boighar.com

'মাই লর্ড বেউলফ!' কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটির পর বলল ও সম্ভ্রম ভরে। 'একটা বিষয়ে জানার ছিল...'

'বলুন!'

'হ্রানটিংটা... আমার পূর্বপুরুষদের তলোয়ারটা... রাক্ষসগুলোকে ধ্বংস করতে ওটা কাজে এসেছে নিশ্চয়ই!'

'হ্-হ্যাঁ, ভাই... খুবই কাজে দিয়েছে! তলোয়ারটার জন্যে ধন্যবাদ। ওটা না থাকলে দানবটাকে মারা কঠিন হয়ে পড়ত। দ্বিগুণ আকৃতির একটা তলোয়ার নিয়ে আমার মুখোমুখি হয়েছিল ওটা... মন্ত্রপূত তলোয়ার... বামন জাতির তৈরি... পাথরে নিপুণ ভাবে শান দেয়া। কিন্তু হ্রানটিংটার শক্তির সামনে ও-সব জাদু কোনও কাজেই আসেনি।

'গ্রেনডেলের মায়ের বুকটা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিই আমি ওটা দিয়ে। কিন্তু দুঃখের কথা কি জানেন... যেই না তলোয়ারটা বের করে নিলাম... অবাক কাণ্ড... অমনি লাফ দিয়ে উঠে বসল ওটা!' অবাক হবার চমৎকার অভিনয় করল বেউলফ।

'বলেন কী!'

'হ্যাঁ। তিক্ত হলেও সত্য, হ্রানটিংটা বের করে আনলেই দানবীর প্রাণভোমরাটা জ্যান্ত হয়ে উঠছিল। ফলে, তলোয়ারটা ওটার বুকে গেঁথে রেখে আসা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। আমি সত্যিই দুঃখিত।'

'আরে, না-না!' মন থেকেই বলল উনফেয়ার্থ। 'দুঃখ পাওয়ার মতো কিছুই ঘটেনি। কিছু পেতে হলে কিছু তো ছাড়তেই হয়।'

বেউলফের ডান হাতটা নিজের হাতে তুলে নিল সে। ভক্তি ভরে চুম্বন করল হাতের পিঠে।

আজ যে গল্প শুনল ও, তা এক জীবনে নাতিপুতিদের কাছে গল্প করবার জন্য যথেষ্ট। 'মহান' এই যোদ্ধা এ-ভাবেই বেঁচে থাকবেন সবার অন্তরে।

'বর্তমান এবং আমাদের পরবর্তী সকল প্রজন্ম কৃতজ্ঞ থাকবে আপনার এই অবদানের কাছে!' শুকরিয়া আদায় করল উনফেয়ার্থ।

উৎসবে ফিরে গেল সে।

সবটুকু মদ গলায় ঢালল বেউলফ। প্রচণ্ড অপরাধী মনে হচ্ছে ওর নিজেকে।

একটু পরে ওকে খুঁজতে-খুঁজতে জগ হাতে হাজির হয়ে গেল উইলথিয়ো। বেউলফের প্রশ্নবোধক দৃষ্টির জবাবে বলল, 'মনে করলাম, তোমার তৃষ্ণা এখনও মেটেনি...'

মাথা ঝাঁকাল বেউলফ। 'ধন্যবাদ,' বলে খালি পাত্রটা বাড়িয়ে দিল সম্রাজ্ঞীর দিকে।

জগ থেকে মদ ঢেলে দিল মহিলা।

নীরবে গেলাসে চুমুক দিচ্ছে বেউলফ, লাজ ভরা গলায় বলল উইলথিয়ো, 'সেই রাতের ঘটনাটায় কোনও কাজ হয়নি, মনে হচ্ছে...'

ঠোঁট থেকে গেলাস নামাল বেউলফ।

'মানে?'

'মেয়েরা অনেক কিছু বুঝতে পারে। একটা সন্তান চেয়েছিলাম আমি তোমার কাছে। কিন্তু...'

কিছু না বলে তাকিয়ে রইল বেউলফ।

'মনে হচ্ছে... একবারে কাজ হবে না! সে-রকম কোনও আলামত দেখতে পাচ্ছি না এখনও।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল বেউলফ। তারপর নিচু গলায় বলল, 'আমি দুঃখিত।'

'প্রথমটায় ভেবেছিলাম, সত্যি-সত্যি মা হতে চলেছি আমি। কিন্তু এখন... বুঝতে পারছি... ভুল ভেবেছিলাম,' বিষণ্ন শোনাল সম্রাজ্ঞীর গলা।

boighar.com

'আমি... দুঃখিত!'

'আমরা কি... আরেক বার...'

'আমি... দুঃখিত,' সেই একই একঘেয়ে স্বরে বলল বেউলফ।

'দুঃখিত!' প্রত্যাখ্যানের অপমানে জ্বলে উঠল উইলথিয়ো। 'মোটেই দুঃখিত নও তুমি! ভেবেছ, একবারেই সব পেয়ে গেছ, না? আমার কাছ থেকে আর কিছুই পাবার নেই তোমার!

'সব পেয়েছ তুমি! যা-যা চাও, সব পেয়েছ! খ্যাতি, সুখ, সম্পত্তি... সব! কিন্তু আমি কী পেলাম? কিচ্ছু না! কিচ্ছু না!'

প্রতিবাদ করল না বেউলফ। অনেক লজ্জার ভাগীদার হয়েছে ও এক জীবনে। বোঝাটা আর বাড়াতে চায় না।

মেয়েটার অন্তর্ভেদী দৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে চোখ নামাল ও। কাজেই দেখতে পেল না, সীমাহীন করুণায় মুখখানি বিকৃত হয়ে উঠেছে সম্রাজ্ঞীর।

ঘুরে গটগট করে চলে গেল মেয়েটা।

আবার একা হয়ে পড়েছে বেউলফ।

গন্তব্যহীন ভাবে হেঁটে চলল ও উঠনের এক মাথা থেকে আরেক মাথা।

মগজটা ফাঁকা হয়ে গেছে ওর। বুকের মধ্যে বইছে তুমুল ঝড়। মিড-হল থেকে ভেসে আসা চিৎকারের শব্দ বিষের মতো লাগছে।

কতক্ষণ এ-ভাবে পায়চারি করে বেড়াল, বলতে পারবে না। সময়ের হিসাব বিস্মৃত হয়েছে ও। পোর্চে দাঁড়ানো হ্রথগারকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

ওকেই লক্ষ করছিলেন হ্রথগার। দু'জনের চোখাচোখি হতে বারান্দা থেকে নেমে এলেন আঙিনায়।

বেউলফের কাছে পৌঁছেই ওর একটা বাহু পেঁচিয়ে ধরলেন বুড়ো মানুষটা।

প্রেয়সীকে যে-ভাবে বাহুলগ্না করে হাঁটে প্রেমিক, সে-ভাবেই চুপচাপ হাঁটতে লাগলেন দু'জনে।

মুহূর্তগুলো পেরিয়ে যেতে লাগল।

'আমার বউটাকে দেখেছ?' দ্ব্যর্থবোধক গলায় বললেন হ্রথগার।

প্রশ্নটার দু' রকম মানের একটি হচ্ছে: সম্রাট জানতে চাইছেন, এ মুহূর্তে উইলথিয়ো কোথায় রয়েছে, জানে কি না বেউলফ। আর দ্বিতীয়টা: কেমন দেখতে ওঁর বউ, প্রশ্ন করছেন।

দুটো অর্থই ধরতে পারল বেউলফ। কিন্তু উত্তর দেবার জন্য বেছে নিল প্রথমটা।

'একটু আগে এসেছিলেন এখানে। আ... জানতে চাইছিলেন, আর কখনও আমি এ-দিকে আসব কি না...'

বিচিত্র হাসলেন হ্রথগার।

'তুমি কী বললে?'

'বললাম, নিয়তি যদি টেনে আনে, তবে তো আসতেই হবে...'

'সুন্দর উত্তর দিয়েছ!' প্রশংসা করলেন, নাকি উপহাস করলেন, ঠিক ধরতে পারল না বেউলফ। 'তা, সে কী বলল?'

'কথাটা শুনেই চলে গেলেন তিনি। ...বোধ হয় হলরুমেই পাওয়া যাবে ওঁকে।'

মাথা দোলালেন হ্রথগার। আগের মতোই হেঁটে চললেন তিনি বেউলফকে নিয়ে।

'মেয়েটা...' ক' মুহূর্ত পর আবারও কথা বলার জন্য ঠোঁট ফাঁক হলো হ্রথগারের। 'একটু বেশিই অভিমানী।' অসহায়ত্ব ফুটে উঠল ওঁর মন্তব্যে।

'জি?'

'বাদ দাও।' অন্য হাত নেড়ে প্রসঙ্গটা উড়িয়ে দিলেন

boighar.com

হ্রথগার। 'এসো, অন্য বিষয়ে কথা বলি আমরা। ...গ্রেনডেলের মাথা কেটে নিয়ে এসেছ তুমি... ওর মা'রটা কী হলো? ওটা নিয়ে এলে না কেন?'

'ভয়ে...'

'ভয়!'

বাস্তবিকই বিস্মিত হয়েছেন হ্রথগার।

'জি, জাঁহাপনা।'

'মানতে কষ্ট হচ্ছে। বেউলফের মতো যোদ্ধা ভয়ের কথা বলছে! ...কীসের ভয়?'

'ঠিক বোঝাতে পারব না আমি আপনাকে! ওটা... ওটা একটু অন্য রকম!'

কথাটা যে সত্যি, সেটা তো বেউলফ জানে।

কণ্ঠটা বদলে গেল ওর। পালটা জানতে চাইল, 'কেন, জাঁহাপনা? একটা মাথা আনাই কি যথেষ্ট নয়?'

'দানবীটাকে শেষ করেছ তুমি?' সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন হ্রথগার।

'কেন জানতে চাইছেন এ-কথা?' বিপন্ন বোধ করছে বেউলফ।

'দেখো, যুবক,' শাসনের সুর হ্রথগারের কণ্ঠে। 'তোমার মতো আমিও এক সময় তরুণ ছিলাম। তারুণ্যের ভুল আর বোকামি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা রয়েছে আমার। সোজা কথার সোজা জবাব দাও। প্রশ্নটার উত্তর জানা আমার জন্যে জরুরি। ওটাকে হত্যা করেছ তুমি, ঠিক না?'

দাঁড়িয়ে পড়ল বেউলফ। মরা মানুষের নিষ্প্রাণ চোখে তাকিয়ে রইল হ্রথগারের দিকে।

অনন্ত কাল ধরে স্থির হয়ে রইল যেন সময়।

'যদি আমি...' কৃতকর্মের ব্যাখ্যা দেয়ার ভঙ্গিতে মুখ খুলল

বেউলফ। 'পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়ার মতো মহত্ত্ব দেখাই ওটাকে, সেটা কি খুব দোষের হবে?' কেন জানি মিথ্যা কথাটা এল না ওর মুখে।

জবাব পেয়ে গেছেন হ্রথগার।

সমগ্র সত্তায় কাঁপুনি দিয়ে উঠল ওঁর। পিছিয়ে যেতে শুরু করলেন তিনি বেউলফকে ছেড়ে।

'গ্রেনডেল তো মৃত, তা-ই না?' নিজেকে বুঝ দেবার চেষ্টা করছেন সম্রাট। 'ওটাই যথেষ্ট আমার জন্যে। ওই দানব আর বিরক্ত করবে না আমাকে, এটাই অনেক কিছু।'

'তার মানে...' খড়কুটো ধরবার চেষ্টা করল বেউলফ। 'গ্রেনডেলের মা যদি বেঁচেও থাকে, কিছুই যায়-আসে না আপনার?'

পিছু হটা থামিয়ে দিলেন হ্রথগার।

কী যেন ভাবলেন তিনি আপন মনে।

ধীরে-ধীরে অপার্থিব এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল তাঁর ঠোঁটে।

'না। কিছুই যায়-আসে না। সে আর আমার জন্যে অভিশাপ নয়। এক সময় ছিল, কিন্তু এখন আর নয়।'

কথাটার ভিন্ন কোনও অর্থ রয়েছে কি না, সেটা নিয়ে ওলট-পালট করছে বেউলফ, আবার বললেন হ্রথগার, 'শুনেছি, রাজকীয় গবলেটটা হারিয়ে ফেলেছ তুমি!'

জবাব দিতে পারল না বেউলফ। অস্বস্তিতে চোখ নামাল।

বড় একটা সোনার নেকলেস নিজের গলা থেকে খুলে নিলেন হ্রথগার।

www.boighar.com

মূল্যবান রত্নপাথর খোদাই করে বসানো রয়েছে ওটায়।

এ-রকম নেকলেস একজন সম্রাটের গলাতেই মানায়।

'ধরো!' বলে ছুঁড়ে দিলেন ওটা বেউলফের উদ্দেশে।

boighar.com

খপ করে লুফে নিল যুবক।

'ওটা তোমার!'

'ধন্যবাদ, জাঁহাপনা।' স্বস্তি অনুভব করছে বেউলফ। 'অনেক উদার মনের মানুষ আপনি।'

হাসলেন হ্রথগার। 'হয়তো তা-ই।' তারপর অন্ধকারের দিকে মুখ তুলে বললেন, 'আহ! চমৎকার পুবালি বাতাস ছেড়েছে। ...কখন রওনা হচ্ছ?' জানতে চাইলেন বেউলফের দিকে তাকিয়ে।

'আগামী কাল সকালে।'

'আমিও তা-ই চাই।' সহসা কাঠিন্য ভর করেছে হ্রথগারের কণ্ঠে।

আর কোনও কথা না বলে মিড-হলের দিকে রওনা হয়ে গেলেন তিনি।

নেকলেসটা হাতে নিয়ে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল বেউলফ।

এক হাতে পাত্র, অন্য হাতে জিনিসটা ভারী একটা বোঝার মতো লাগছে ওর কাছে।

কী করবে, ভেবে না পেয়ে গলায় পরল ওটা।

এখন আরও আহাম্মক লাগছে ওর নিজেকে।

আচমকা চাঁদের দিকে তাকিয়ে হা-হা করে হাসতে লাগল বেউলফ।

আটত্রিশ

উপরের ঝকঝকে পরিষ্কার নীল আকাশটার মতোই শান্ত হয়ে আছে মহা সাগরের পানি। রওনা করবার জন্য এর চাইতে উপযুক্ত দিন আর হয় না।

বাতাসে ভেসে বেড়ানো জলীয় বাষ্প তরল হীরের গুঁড়োর মতো চিকচিক করছে। আর তাতে উজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছে সকালের ঝলমলে সূর্যটা।

এ-রকম ভালো লাগায় মোড়া সতেজ দিনগুলোই বেঁচে থাকবার প্রেরণা জোগায়।

একটু পরে।

নির্জন সৈকত আর নির্জন নেই। উইলাহফ আর বেউলফ—দু'জনে মিলে বড়সড় এক নৌকা ঠেলছে পানির দিকে। বালির চড়ার আলিঙ্গনমুক্ত করবার চেষ্টা করছে নৌকার তলাটাকে।

ভাগ্যের কী খেলা!

সব মিলে চোদ্দ জন এসেছিল ওরা এ-দেশে। বাছা-বাছা লোক সব। আর এখন?

ফিরে যাচ্ছে মাত্র দু'জন!

একেবারে শেষ মুহূর্তে লাফ দিয়ে নৌকায় উঠল দুই যাত্রী। ততক্ষণে নৌকা ভেসে পড়েছে সাগরে।

boighar.com

জায়গায় বসে পড়ে হাল ধরল ওরা। সামনে কী আছে, কে জানে!

হাওয়া ছেড়েছে জোরে। গন্তব্য যে-দিকে, সে-দিকটায় মুখ করেই বইছে।

অনুকূল বাতাস পেয়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছে নতুন পাল। লাল জমিনের উপরে বাতাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঢেউ খেলে যাচ্ছে সোনালি ড্রাগনের শরীরে।

ডেনিশ ক্লিফের চূড়া থেকে সাগরের দিকে তাকিয়ে আছে শিল্ডিং-এর পাহারাদার।

এত দূর থেকে পানির উপরে ভাসা বাদামের খোসার মতো দেখাচ্ছে বেউলফদের নৌকাটাকে।

বসে ছিল, উঠে দাঁড়াল লোকটা। অস্ত্রের গায়ে দৃঢ় ভাবে চেপে বসল প্রহরীর মুঠি।

'বিদায়, বন্ধুরা!' ফিসফিস করে শোনাল সে বাতাসকে। 'আবার দেখা হবে!'

সত্যিই কি দেখা হবে আবার!

তরতর করে ভেসে চলেছে নৌকা। অবশ্য তীরের কাছাকাছিই রয়েছে এখনও।

অকারণেই হো-হো করে হাসছে বেউলফ।

হাসি সংক্রামক বলে উইলাহফকেও তাল মেলাতে হচ্ছে ওর সঙ্গে।

সঙ্গীর এত আনন্দের কয়েকটা কারণ ভেবে নিয়েছে দাড়িঅলা।

চমৎকার আবহাওয়া... দুরন্ত হাওয়া— এটা একটা কারণ। হাল প্রায় বাইতে হচ্ছে না বললেই চলে।

তবে আসল কারণটা অন্য— ধারণা উইলাহফের। নৌকার মাঝামাঝি অংশে স্টোরেজ হোল্ড ভরা সোনাদানার স্তূপ, যা যে-কোনও পুরুষের মন ভালো করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

তবে এ-দুটোর কোনওটাই হাসির কারণ নয় বেউলফের। ও হাসছে এতগুলো প্রিয় মানুষ হারাবার শোক ভুলতে।

মানুষের মূল্য কি আর সোনা দিয়ে পূরণ হয়?

নিজেকে বড় একা লাগছে ওর। সব কিছু থেকেও যেন নেই কিছু।

এমন কী হাসছে ও নিজেকে করুণা করে। এমন এক অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ি ফিরছে, যা কোনও দিন কাউকে বলতে পারবে না।

এ অভিজ্ঞতা পরাজয়ের, এ অভিজ্ঞতা লজ্জার।

তীরের দিকে চোখ মেলে তাকাল ও। তীর ছাড়িয়ে দৃষ্টিটা উঠে গেল উপরে।

শিল্ডিং-এর পাহারাদারের পাশে কে ও?

একটা মেয়ে না?

সত্যিই তা-ই।

দেহকাঠামো দেখে উইলথিয়োকে শনাক্ত করতে পারল বেউলফ। ক্লিফের উপরে দাঁড়িয়ে ওর চলে যাওয়া দেখছে মেয়েটা।

হাহাকার লেগে উঠল বুকের ভিতরে।

শেষ বারের মতো সুন্দর মুখটা ভালো ভাবে দেখবার জন্য মনটা বড্ড পুড়ছে!

কিন্তু হায়! এত দূর থেকে স্রেফ ঝাপসা একটা ছবি অনন্যা ওই নারী।

ঘোর ভাঙল উইলাহফের কথায়।

'ওস্তাদ,' ডেকে বলল লোকটা। 'দিলটা আজ বেজায় খোশ!

boighar.com

আবারও তোমার নামে গান বাঁধবে গাতকরা... তোমার সাহসের কথা ছড়িয়ে পড়বে দিকে-দিকে। সুরুজটা যখন চির-কালের জন্যে ঠাণ্ডা মেরে যাবে, তখনও মনে হয় মানুষের মুখে-মুখে ফিরবে এ-সব কেচ্ছাকাহিনি।'

'বলা মুশকিল, উইলি,' ম্লান চেহারায় বলল বেউলফ। 'বলা খুব মুশকিল। গায়ক-কবিদের রচনা কাচের মতোই ভঙ্গুর আর ক্ষণস্থায়ী। পুরানো গল্পের উপরে নতুন গল্পের প্রলেপ পড়তে সময় লাগে না। ...এক মাত্র সোনাই হচ্ছে পৃথিবীতে অবিনশ্বর।'

রোদ লেগে ঝিক করে উঠল বেউলফের সোনার নেকলেস। সম্রাট হ্রথগারের দেয়া উপহারটাকে আদর করতে লাগল ও।

খ্যাতির চূড়ান্ত শিখরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বেউলফ। এমন এক জায়গায়, যেখানে সহসা কেউ ছুঁতে পারবে না ওকে।

তার পরও কেন সব হারাবার অনুভূতি অন্তর জুড়ে? এই যে লোক দেখানো হাসি... মিথ্যে সুখের অভিনয়... এ-ভাবেই কি চলতে হবে ওকে বাকিটা জীবন?

শেষ পর্ব

ঊনচল্লিশ

তারপর বহু কাল পেরিয়ে গেছে... অনেকগুলো বছর।

সে-দিনের সেই টগবগে যুবক বেউলফ আজ প্রৌঢ়ত্বে উপনীত।

দিনের এ মুহূর্তে গেয়াট উপকূলরেখা বরাবর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে সম্রাট বেউলফকে।

বয়সের কারণে ভরাট হয়েছে তাঁর শরীরটা। কিন্তু এখনও পেশিতে রয়েছে শক্তির প্রাচুর্য।

সময়ের প্রভাবে ধূসর হয়ে এসেছে চুলগুলো, পুরোপুরি পেকেও গেছে অনেক জায়গায়। আর যা অনিবার্য, চামড়ায় দেখা দিয়েছে বলিরেখা।

অগণন যুদ্ধের সাক্ষী শুকিয়ে যাওয়া ক্ষত আর নানা রকম কাটাকুটিতে ভরা বেউলফের শরীরটা।

এখনও গর্বিত ভঙ্গিতে মাথাটা উঁচু করে রাখে ও। যদিও পঞ্চাশ বছর আগের বেউলফের সামান্যই অবশিষ্ট রয়েছে এ কালের সম্রাট বেউলফের মধ্যে। সময় বড় নির্মম!

স্বর্ণনির্মিত, রত্নখচিত এক বলয় বেউলফের মাথায়। সম্রাটের পরিচয় বহন করছে ওটা।

চেহারাটা ভারিক্কি করে তুলতে দাড়ি রেখেছে বেউলফ।

boighar.com

কাঁচাপাকা দাড়িগুলো সুন্দর করে ছাঁটা।

সম্রাট হ্রথগারের দেয়া নেকলেসটা এখনও গলায় পরে ও। স্বাভাবিক ভাবেই কালের আঁচড় পড়েছে ওটাতে, বহু ব্যবহারে জীর্ণ।

বহু ঝড়ঝাপটা সয়ে 'অবিনশ্বর' স্বর্ণ হারিয়েছে উজ্জ্বলতা।

নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে লড়াইয়ের দৃশ্য দেখছে বেউলফ। কিন্তু উপভোগ করছে না মোটেই।

যুদ্ধের ময়দান থেকে নারকীয় চিৎকার ভেসে আসছে ওর কানে।

ওখানে, আক্ষরিক অর্থেই একজন আরেক জনকে কচুকাটা করছে ধারাল অস্ত্রে।

গগনবিদারী আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠেছে সমুদ্রতীরের বাতাস।

অস্ত্রের ঝনঝনানি আর টিকে থাকবার অদম্য আবেগের নিচে চাপা পড়ে গেছে ঢেউয়ের অবিশ্রান্ত গর্জন আর আগুনে পোড়ার চড়চড় শব্দ।

এলোমেলো ছন্দে বালির উপর দিয়ে বাজনা বাজিয়ে চলেছে অগণিত অশ্বখুর।

'তা হলে... এ-ই আমাদের নিয়তি?' গভীর বিষাদে বলে উঠল বেউলফ। '"হত্যা করো, আর ক্ষমতা দখল করো"?'

চোখের সামনে যা দেখতে পাচ্ছে, সেটাকে নরকের দৃশ্য বললেও কম বলা হয়।

রক্তচোষা রাক্ষসের মতো দু' পক্ষেরই জীবনসুধা শুষে নিচ্ছে গেয়াট উপকূলের বালি।

ঘটনার সূত্রপাত ফ্রিজিয়ানদের অনধিকার প্রবেশ করতে চাওয়া থেকে। ফ্রিজিয়ান হানাদাররা গেয়াট উপকূলে—বেউলফের নিজের উপকূলে জাহাজ ভেড়ানোর চেষ্টা করছে।

স্বাভাবিক ভাবেই তলোয়ার, কুড়াল, ঘোড়া, ইত্যাদি নিয়ে ওদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সম্রাটের সাহসী যোদ্ধারা।

আগ্রাসী বিদেশি শক্তিকে কেবল প্রতিরোধ করেই ক্ষান্ত দিচ্ছে না বেউলফের লোকজন, কুপিয়ে একেবারে মোরব্বা বানিয়ে ফেলছে।

বালির উপরে পড়ে থাকছে ভিন দেশি সৈন্যদের ক্ষতবিক্ষত লাশ।

প্রাণভয়ে এমন কী বরফঢাকা দূরবর্তী সৈকতের দিকে পালাতেও দেয়া হচ্ছে না তাদের। সে-পর্যন্ত পৌঁছোবার আগেই মারা পড়ছে তারা দেশপ্রেমিক গেয়াটদের হাতে।

আগুনে পুড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ফ্রিজিয়ানদের জাহাজ। ওটার ছিন্নভিন্ন পালগুলো জ্বলছে এখনও।

লাশ আর লাশ...

রক্ত আর রক্ত...

চিৎকার আর চিৎকার...

নরককেও হার মানায় ফ্রিজিয়ান-গেয়াট অসম যুদ্ধ।

পঞ্চাশ কিংবা আরও বেশি ফ্রিজিয়ান সৈন্যকে কতল করা হচ্ছে গেয়াটদের মাটিতে। তাদের শারীরিক ভাবে আঘাত করা হচ্ছে, আলুভর্তা বানানো হচ্ছে মুগুরপেটা করে, বর্শার আঘাতে ফুটো করে ফেলা হচ্ছে বুক-পিঠ। রক্তের নেশায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে যেন বেউলফ-বাহিনী। প্রতিপক্ষকে মাটিতে ফেলেই শান্তি হচ্ছে না, আহত শত্রুর উপর লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে নিংড়ে বের করে নিচ্ছে জানটা।

ভয়াবহ!

বিজয়ীদের শিকারি কুকুরগুলোও নিষ্ঠুরের বাড়া। দলে-দলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে অনুপ্রবেশকারীদের উপরে। ধারাল দাঁতে টুঁটি ছিঁড়ে আনছে।

boighar.com

বীভৎস!

সৈকতের দূরপ্রান্তে দাঁড়িয়ে এ-সব দেখে ঘৃণায় চোখ বুজে ফেলল বেউলফ। এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞ সহ্য করা মুশকিল।

এখন আর এ-সব ভালো লাগে না। দিনের পর দিন এই একই জিনিস দেখতে-দেখতে বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছে অন্তরটা। আর কত কাল... প্রভু, আর কত কাল!

বয়সে বেউলফের চাইতে অন্তত সাত-আট বছরের বড় উইলাহফ। বয়স তাকেও ধরেছে। হারিয়ে গেছে ওর ট্রেডমার্ক লাল দাড়ির আসল রং।

সহানুভূতির দৃষ্টিতে বেউলফকে দেখছে উইলাহফ। বুঝতে পারছে, আসলে কী চলছে ওর এত দিনের সহচরের মনে। ওর মতো করে কেউ তো আর চেনে না বেউলফকে!

'এ-সব হানাহানির বাইরেও একটা জীবন আছে, উইলি!' ক্লান্ত স্বরে বলল বেউলফ। 'সেই জীবনটাই ভোগ করতে চাই আমি। আজকাল আর ভালো লাগে না এ-সব!'

'উপায় কী!' বলল প্রৌঢ় উইলাহফ। 'ফ্রিজিয়ান বর্বর এরা, সম্রাট। এদের হাত থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে হবে না?'

'কিন্তু কত দিন?' হাহাকার বেরিয়ে এল বেউলফের বুক থেকে। 'কত দিন আর এ-রকম চলবে, বলতে পারো?'

'যত দিন মানুষের মুখে-মুখে ফিরবে তোমার কিংবদন্তি...'

'তার মানে?'

'বুঝতে পারছ না? এটা যে তোমার রাজ্য, সে-কথা জেনেশুনেই এখানে এসেছে ওরা...'

'কিন্তু কেন?'

'তোমার সম্পর্কে প্রচলিত গল্পগুলোই টেনে এনেছে ওদের এখানে... জানোই তো, সাত সাগর আর তেরো নদী পেরিয়ে দূরের-দূরের সব লোকালয়ে পৌঁছে গেছে তোমার গল্প... প্রায়

জনবিচ্ছিন্ন দ্বীপ কিংবা মেরু-অঞ্চলও বাদ যায়নি...’

‘তার মানে...’

‘মানুষের চোখে এমন এক কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছ তুমি, এক মাত্র বোকারাই কেবল চ্যালেঞ্জ করবে তোমার শক্তিমত্তাকে...’

‘বলতে চাইছ, সেই বোকামিটাই করতে এসেছে এরা?’

মুখ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল উইলাহ্ফ।

‘এটাই হচ্ছে গিয়ে সমস্যা! আচ্ছা, প্রিয় বন্ধু, বলো তো, তোমার সাথে লড়তে পারে, এমন কোনও প্রতিপক্ষ পৃথিবীতে রয়েছে আর?’

‘হুম...’ বাস্তবতা টের পাচ্ছে বেউলফ।

‘আছে কেবল এরা... তরুণ এই গর্দভের দল! লড়াইয়ের কিছুই জানে না, অথচ বেউলফকে মেরে নাম কামাতে চায়। একজন কিংবদন্তিকে হত্যা করে নিজেদেরও কিংবদন্তি হওয়ার খায়েশ!’

‘দোষ দেয়া যায় না ওদের...’ স্বরটা বদলে গেছে বেউলফের।

‘না, দোষ দেয়া যায় না।’

‘তা হলে দেখা যাচ্ছে, আমার খ্যাতিই হয়েছে আমার জন্যে অভিশাপ!’

‘ওই দানবীটাকে হত্যা করাই তোমার জন্যে কাল হয়েছে... যেহেতু কোনও মানুষ ওটাকে মারতে পারবে বলে ভাবা যায়নি।’

মুখের ভিতরটা তেতো লেগে উঠল বেউলফের। এমন সব স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে, যেগুলো সে ভুলে থাকতে চায়।

‘ব্যাপারটা তো দেখছি খারাপ হয়ে গেল!’ নিজেকেই ভেংচাল যেন বেউলফ। ‘একটা দানব মেরে ভেবেছি, বাঁচা গেল। আর কেউ জ্বালাতে আসবে না। আসেওনি তো আর। এখন দেখছি,

boighar.com

আরও দু'-চারটা দানব-টানব মারতে পারলে ভালো ফল দিত আখেরে। পুরানো গল্পের উপরে নতুন গল্প লেখা হয়ে যেত।'

আফসোসে মাথা নাড়তে লাগল বেউলফ। 'ব্যাপারটা আসলেই হতাশার! চিন্তা করে দেখো, উইলাহফ, "মানুষ মানুষের জন্যে" কথাটা কার্যত অচল হয়ে গেছে এ যুগে... মানুষ আর মানুষকে ভাবাচ্ছে না; ফালতু কিছু গল্প নিয়ন্ত্রণ করছে তাদেরকে...'

'ফালতু?' কথাটা ধরল উইলাহফ।

মনে-মনে হোঁচট খেল বেউলফ।

ভাবাবেগের ঠেলায় সত্যি কথাটা ফাঁস করে দিচ্ছিল আরেকটু হলে!

তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ও-সব কাহিনি পুরানো হয়ে গেছে, সে-অর্থে ফালতু। যা হয়েছে— হয়েছে; এখন আর ও-সবের কোনও মূল্য নেই— এ-ভাবে ভাবা উচিত ছিল সবার।'

'তা যা বলেছ,' কথাটায় একমত হলো উইলাহফ। 'বীরদের যুগ আর নাই! রাক্ষস-খোক্কসদের যুগ আর নাই!'

'না, উইলি। রাক্ষসদের যুগ এখনও শেষ হয়নি। আমরাই রাক্ষস এখন। আমরাই দানব!'

নিচের সৈকতের দিকে তাকিয়ে কথাটার সত্যতা চরম ভাবে উপলব্ধি করল উইলাহফ।

ঠিক তখনই লড়াইয়ের ময়দান থেকে আর-সব শব্দকে ছাপিয়ে উঠল একটা চিৎকার।

প্রচণ্ড রোষে ময়দান খান-খান করে দিচ্ছে ফ্রিজিয়ানদের এক মাত্র জীবিত পুরুষটি। ট্র্যাজেডি হচ্ছে এই— সে-ই এই হানাদার দলটির সেনাপতি।

কৌতূহলী হলো বেউলফ আর উইলাহফ।

'বেউলফ!' চেঁচিয়ে গলার রগ ছিঁড়ে ফেলবে যেন লোকটা।

'বেউলফের কাছে নিয়ে চলো আমাকে! কোথায় সে? কোথায় তোমাদের রাজা! রাজার কাছে নিয়ে চলো আমাকে! তোদের নোংরা হাতে মরতে চাই না আমি! সম্রাট বেউলফ... হ্যাঁ... সম্রাট বেউলফের তলোয়ারের নিচেই জীবন উৎসর্গ করতে চাই...'

লড়াইয়ের ফলাফল নির্ধারিত হয়ে গেছে। হাসাহাসি করছে বেউলফের লোকেরা। বিরোধী দলের অবশিষ্ট মানুষটিকে নিয়ে উদ্বেগের কিছু দেখছে না ওরা।

হাঁটু গেড়ে বসা ফ্রিজিয়ানদের নেতাকে ঘিরে দাঁড়ানো যোদ্ধাদের একজন ধাঁ করে এক লাথি হাঁকিয়ে দিল লোকটার মাথায়।

বালিতে মুখ গুঁজে পড়ল ফ্রিজিয়ান।

এরপর শুরু হলো লাথির পর লাথি।

উপর্যুপরি লাথি খেয়ে কুকুরের মতো কুঁকড়ে গেল লোকটা।

আঘাতের সঙ্গে আরও ছুটে আসছে অপমান। থুতু ছুঁড়ছে ওরা পরাজিতের দিকে।

সেই সঙ্গে চলছে অস্ত্র।

না, এত তাড়াতাড়ি বিদেশিকে মেরে ফেলবার ইচ্ছা নেই ওদের। সে-জন্য শরীরের এখানে-ওখানে হালকা করে চিরে দিচ্ছে তলোয়ার দিয়ে, বল্লমের খোঁচায় অতিষ্ঠ করে তুলছে মানুষটিকে।

প্রতিটি মুহূর্তে অশ্লীল রসিকতা চলছে লোকটাকে ঘিরে।

অমানবিক একটা দৃশ্য।

বেউলফ টের পেল, তেতে উঠছে সে। নিজ চোখে দেখতে হচ্ছে নিজের লোকেদের মনুষ্যত্বহীনতার দৃষ্টান্ত।

শত্রুর প্রতিও ন্যূনতম শিষ্টাচার দেখিয়ে এসেছে সে বরাবর। কিন্তু এরা?

অন্তর্দহনে পুড়তে লাগল বেউলফ। কিন্তু কিছুই কি করবার

boighar.com

নেই ওর?

উইলাহ্‌ফকে বিস্মিত করে দিয়ে আচমকা ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল বেউলফ।

নেমেই হাঁটা ধরল যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। ফ্রিজিয়ান ওই সৈন্যকে বাঁচাতে হবে এ-সব অমানুষের হাত থেকে।

ওকে এ-সব হুজ্জৎ থেকে দূরে রাখতে বিস্ময় কাটিয়ে তৎপর হয়ে উঠল উইলাহফ।

'মাই লর্ড!' তাড়াহুড়ো করে পিছন থেকে ডাক দিল লোকটা।

একটু দাঁড়াল বেউলফ। তবে পিছন ফিরে চাইল না।

'যেয়ো না!' বারণ করল উইলাহফ। 'ওদের ঝামেলা ওদেরকেই সামলাতে দাও।'

শুনল না বেউলফ। আবারও চলতে শুরু করল।

'তুমি একজন কিংবদন্তি!' হেঁকে বলল উইলাহফ। 'আর একজন কিংবদন্তিকে মানায় না সাধারণ সৈন্যদের কাছে গিয়ে ভেড়া।'

কিংবদন্তি! হাহ!

নিজেকে করুণা করে হাসল বেউলফ। ঢাল বেয়ে নেমে চলেছে সৈকতের দিকে।

উপায়ান্তর না দেখে ওর পিছনে ঘোড়া চালনা করল উইলাহফ।

সৈন্যদের ঘেরটার কাছে পৌঁছে গেল বেউলফ। ধাক্কা দিয়ে ব্যূহ ভেদ করল ও। নিজেকে উপস্থাপন করল রক্তাক্ত ফ্রিজিয়ানের সামনে।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে নিজের যোদ্ধাদের দেখছে বেউলফ— স্বয়ং সম্রাটকে কুরুক্ষেত্রে হাজির হতে দেখে যার-পর-নাই চমকে গেছে লোকগুলো, সসম্ভ্রমে পিছু হটছে— কিংবদন্তিসম মানুষটার চোখে অগ্নিদৃষ্টি দেখে প্রমাদ গুনতে শুরু করল ওরা।

‘কী এ-সব!’ খেঁকিয়ে উঠল বেউলফ। ‘কোন্ ধরনের অসভ্যতা এটা? দুশমনের সাথে তামাশা করছ এ-ভাবে— খেলা মনে করেছ নাকি এটাকে! জলদি মৃত্যু নিশ্চিত করো লোকটার! সামান্য যে ইজ্জত অক্ষত রয়েছে ওর, ওটুকু সহই মরতে দাও ওকে!’

ত্যক্তবিরক্ত বেউলফ চলে যাবার জন্য ঘুরল।

ততক্ষণে ঘোড়া নিয়ে ওর কাছে পৌঁছে গেছে উইলাহফ।

দু’ কদম এগিয়েছে, বেউলফকে থমকে দাঁড় করাল ফ্রিজিয়ানটার পাগলাটে আবদার।

‘দাঁড়ান, বেউলফ!’ গতরে অসহ্য ব্যথা নিয়ে কোনও রকমে উঠে বসেছে বিদেশিটা। ‘যদি মরণই চান আমার, নিজ হাতে খুন করুন আমাকে! কাপুরুষের মতো ভেগে যাবেন না এ-ভাবে!’

স্থাণু হয়ে রইল বেউলফ। ঘুরে তাকাচ্ছে না সৈন্যদের কিংবা আধপাগল লোকটার দিকে।

ও-ভাবেই কাটিয়ে দিল ও কয়েকটা মুহূর্ত। ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলছে মগজে।

কিন্তু ওর হয়ে জবাব দিয়ে দিচ্ছে উইলাহফ।

‘কাপুরুষ!’ তেড়ে উঠল ও। ‘এটাও জানো না, একজন সম্রাট কখনওই সরাসরি-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন না!’

জড়সড় থেনদের উদ্দেশে নির্দেশ দিল উইলাহফ, ‘হত্যা করো এই হানাদারকে! এখুনি! ব্যাটার বড় বাড় বেড়েছে! দেরি না করে হাত লাগাও জলদি! এক কোপে ধড়টা আলাদা করে মাথাটা বল্লমে গেঁথে পুঁতে রাখবে বালিতে!’

কিন্তু আগের সে অমার্জিত ভাবটা আর নেই বেউলফের সৈন্যদের মধ্যে। দোনোমনো করে তলোয়ার তুলল ওরা।

‘থামো!’

আপত্তিটা এসেছে বেউলফের কাছ থেকে। ঘুরে, ফ্রিজিয়ানের

boighar.com

মুখোমুখি হলো ও।

'কাপুরুষ বললে!' অবাক হয়েছে যেন, এমন ভঙ্গিতে বলল বেউলফ। 'কাপুরুষ বললে তুমি আমাকে!'

কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল আহত যোদ্ধা। গলায় শ্লেষ মিশিয়ে বলল, 'আপনি বোধ হয় ভুলেই গেছেন, যুদ্ধের মাঠে কীভাবে কুঠার চালনা করতে হয়। আসুন... আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাকে!'

চোখের পলক ফেলতে ভুলে গেছে বেউলফ। এক বিন্দু সরছে না দৃষ্টিটা ফ্রিজিয়ান যোদ্ধার চোখের উপর থেকে।

পরাজিত সৈনিকের বাতুলতা দেখে থ হয়ে গেছে উইলাহফ।

যোদ্ধাদের অবস্থাও তথৈবচ। কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে ওরা, এক্ষুণি ধুলায় গড়াগড়ি খাবে 'দুঃসাহসী' হানাদারের কাটা মুণ্ডু।

'মাই লর্ড,' বেউলফকে শান্ত করবার প্রয়াস পেল উইলাহফ। 'একজন সম্রাট হিসাবে আপনার কখনওই সরাসরি-যুদ্ধে অংশ নেয়া উচিত না...'

'চুপ করো!' ধমকে উঠল বেউলফ।

ফ্রিজিয়ান লোকটার উদ্দেশে চোখ নাচাল ও। 'তুমি চাও, ইতিহাসের পাতায় তোমার নামটা অক্ষয় হয়ে থাকুক, তা-ই না? ...সত্যিই কি মনে করো তুমি, "বেউলফের গান"-এর শেষ চরণে থাকবে— অজ্ঞাতনামা এক ফ্রিজিয়ান হানাদারের হাতে নিহত হয়েছেন তিনি?'

'না,' প্রতিবাদ করল যোদ্ধাটি। 'আমার নাম হিলডেবার্ক। নর্দার্ন ফ্রিজিয়ান আমি। নামহীন, এ-কথা সত্য নয়।'

বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল বেউলফ। 'শুধু যদি আমাকে মারতে পারো, তবেই। নয়তো তোমার কোনও পরিচয় নেই।'

তলোয়ারটা খুলে বালিতে ফেলে দিল বেউলফ। এক পা আগে বাড়ল ফ্রিজিয়ান সৈন্যের দিকে। সরাসরি তাকিয়ে আছে লোকটার চোখে।

মনটা কু-ডাক দিল উইলাহফের। 'কেউ সম্রাটকে একটা তলোয়ার দাও!' চেঁচিয়ে বলল ও।

'আমারটা নিন!' ভিড়ের মধ্য থেকে ভেসে এল।

'না-না, আমারটা!'

'আমারটা... আমারটা নিয়ে বারোটা বাজিয়ে দিন বদমাশটার!' জোশে রক্ত টগবগ করছে আরেক থেনের।

এগিয়ে আসা তলোয়ারগুলোর দিকে তাকিয়েও দেখল না বেউলফ, ছোঁয়া তো দূরের কথা। তলোয়ার চাইলে ওর নিজেরটাই তো ছিল। ওটা যখন ব্যবহার করতে চাইছে না, তখন বোঝা উচিত ছিল, অন্য উদ্দেশ্য রয়েছে ওর।

আরেক পা বাড়াল ও চ্যালেঞ্জকারীর দিকে। লোকটার উপরে আঠার মতো সেঁটে আছে ওর দৃষ্টি।

এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে ঝট করে নিচু হলো ফ্রিজিয়ান। একটা কুড়াল কুড়িয়ে নিয়েছে মাটি থেকে। ওটাকে বাগিয়ে ধরে পিছু হটল সে আঘাতের প্রস্তুতি নেবার জন্য। চেহারায় খেলা করছে তাচ্ছিল্যের হাসি।

তারপরই ঘটল অপ্রত্যাশিত ঘটনাটা। ফ্রিজিয়ান, উইলাহফ, বেউলফের যোদ্ধারা— কেউই কল্পনা করতে পারেনি, এমন কিছু দেখতে হবে তাদের। দপ করে নিভে গেল অতি-আত্মবিশ্বাসী ফ্রিজিয়ানের মুখের হাসি। সেটার জায়গা নিল বিভ্রান্তি আর অনিশ্চয়তা।

এগোতে-এগোতে গা থেকে রক্ষাকবচ খুলে ফেলছে বেউলফ!

ঠন করে একটা আওয়াজ হলো।

চকিতে বালিতে পড়ে থাকা বর্মটার দিকে তাকিয়ে বেউলফকে

boighar.com

দেখল ফ্রিজিয়ান।

নিজের ‘নিরাপত্তা’ পিছনে ফেলে এগিয়ে আসছে সম্রাট। বাতাসে উড়ছে তার সাদা টিউনিক।

নিরস্ত্র প্রৌঢ়ের প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে পিছিয়ে যাচ্ছে কিংকর্তব্যবিমূঢ় সেনাপতি।

এ-বারে অজানা ভয় জায়গা নিল লোকটার চেহারায়।

‘তোমরা মনে করো, স্রষ্টার আশীর্বাদ নিয়ে জন্মেছি আমি, না?’ এগোনো থামায়নি বেউলফ। ‘তোমাদের ধারণা, একের পর এক অভিযানে বেরোনো আর প্রতি বারই বিজয়ী হয়ে ঘরে ফেরার মধ্যে অলৌকিক কিছু আছে, তা-ই না? সত্যি কথাটা জেনে রাখো, ফ্রিজিয়ান... এটা অভিশাপ! হ্যাঁ, অভিশপ্ত জীবন যাপন করছি আমি! আর সে-কারণেই ঈশ্বর চান না যে, তোমার ওই ভোঁতা অস্ত্রের ঘায়ে জীবনপ্রদীপ নিভে যাক আমার! বুঝতে পারছ, কী বলছি! সত্যিই তিনি চান না যে, দুস্তর সাগরে হারিয়ে যাই আমি... বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়ি... তারপর একদিন ঘুমের মধ্যে পাড়ি জমাই অন্য দেশে! এটাকে কি আশীর্বাদ বলো? এটা অভিশাপ... অভিশাপ!’

ঠং-ঠং করে মাটিতে পড়ল কনুই পর্যন্ত লম্বা বেউলফের দুই হাতের ব্রেসলেট। এ-বারে কাঁধের কাছে খামচে ধরে এক টানে টিউনিকটা ছিঁড়ে ফেলল বেউলফ। প্রকাশ হয়ে পড়ল সম্রাটের প্রশস্ত নাঙ্গা বুক।

জামাটা এক পাশে ছুঁড়ে ফেলল বেউলফ।

‘এখানটাতে...’ নিজের বুকের উপর আঙুল তাক করল সে। ‘হ্যাঁ, ঠিক এইখানটাতে... কই, চালাও তোমার কুঠার! ...কী হলো, হিলডেবার্ক, নর্দার্ন ফ্রিজিয়ান, আহাম্মকের মতন দাঁড়িয়ে আছ কেন? বুক পেতে আছি...’ দুই হাত দুই দিকে ছড়িয়ে দিল বেউলফ। ‘অবসান ঘটাও আমার এই “আশীর্বাদপুষ্ট” জীবনের...

কুড়ালের কোপে ছিন্নভিন্ন করে ফেলো আমার হৃৎপিণ্ডটা... দেখি, কেমন পারো!’

পায়ে-পায়ে পিছিয়ে যাচ্ছে, দুর্বল হাতে কুড়ালটা উঁচু করেও আবার নামিয়ে নিল ফ্রিজিয়ান যোদ্ধা। বিপন্ন দেখাচ্ছে ওকে।

‘তলোয়ার হাতে নিন...’ কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল। ‘তলোয়ার হাতে নিন, আর একজন যোগ্য পুরুষের মতন মোকাবেলা করুন আমাকে!’

‘তলোয়ারের কোনও দরকার নেই আমার!’ “যোগ্য” পুরুষের মতোই আত্মগর্ব প্রকাশ পেল বেউলফের জবানিতে। ‘কুড়াল কিংবা অন্য কোনও হাতিয়ারেরও কোনওই প্রয়োজন নেই!’

এক পাশে হেলে বেউলফের পিছনে তাকাল লোকটা। রীতিমতো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে ও পাশার দান উলটে যাওয়ায়।

www.boighar.com

‘দোহাই, ভাইয়েরা!’ অনুনয় ঝরল ওর কম্পিত কণ্ঠ থেকে। ‘কেউ ওঁকে একটা তলোয়ার দাও! নইলে... নইলে...’ কী যে করবে, নিজেও জানে না সেনাপতি।

‘কী করবে?’ বেউলফের বুকের ভিতর থেকে গর্জে উঠল একটা নেকড়ে। ‘মারবে? সেটাই তো বলছি আমি! মারো! হত্যা করো আমাকে! তাজা খুনে হাত রাঙাও তোমার!’

‘ঠেলতে-ঠেলতে’ লোকটাকে পানির কিনারার কাছে নিয়ে গেছে বেউলফ। থামল না তবু। থামল ফ্রিজিয়ানের গোড়ালি পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়ে।

ব্যাখ্যাতীত আতঙ্কে চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে উঠেছে লোকটার।

এরপর দীর্ঘ নীরবতা।

হাঁপাচ্ছে বেউলফ।

বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ফ্রিজিয়ান।

boighar.com

ওদের পায়ের কাছে মাথা কুটছে লোনা পানির ঢেউ। মাথার উপরে গাংচিলের অবিশ্রান্ত কর্কশ চিৎকার।

অচেনা এক জাদুকরের নিপুণ ইন্দ্রজালে মোহিত হয়ে পড়েছে যেন বেউলফের সৈন্যরা। কী হয়! কী হয়! কী অসহ্য এই প্রতীক্ষার এক-একটি মুহূর্ত!

এমন কী উইলাহফ— এত বছরের বন্ধু বেউলফের— তারও পর্যন্ত হাঁ হয়ে গেছে মুখটা।

নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে কুড়ালটা দু' হাতে কাঁধের উপরে তুলল ফ্রিজিয়ান সেনাপতি।

জ্বর এসে গেছে যেন ওর শরীরে।

সমস্ত শক্তি দিয়ে ধারাল অস্ত্রটা সম্রাটের বুকে বসিয়ে দেবার লক্ষ্যে আরও একটু উঁচু করল হাত দুটো। চাইছে যে, এক আঘাতেই সাঙ্গ হোক এ খেলা।

পারল না। নিরস্ত্র বেউলফের কাছে পরাজিত হলো সশস্ত্র ফ্রিজিয়ান!

ভীষণ ভারী যেন কুঠারটা, এমনি ভাবে হাত দুটো নেমে এল লোকটার মাথার উপর থেকে। সঙ্গে-সঙ্গেই হাত থেকে খসে পড়ল ওটা।

নিজের ভারও আর বইতে পারল না ফ্রিজিয়ানের অবশ হয়ে আসা পা দুটো।

পানির মধ্যেই হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল সে। একবারের জন্যও তুলবার চেষ্টা করল না লজ্জিত মুখটা। কান্নার দমকে ফুলে-ফুলে উঠছে লোকটার পিঠ।

শীত-শীত লাগছে বেউলফের।

রাগ কিংবা করুণা নয়, মমতার চোখে পরাজিতের কান্না দেখছে বেউলফ।

'বন্ধু!' আর্দ্র গলায় ডাকল ও। 'জানতে চাও না, কেন

আমাকে মারতে পারলে না?'

অবোধ শিশুর মতো চাইল লোকটা। দরদর অশ্রু গড়াচ্ছে দু' চোখের কোণ বেয়ে।

'...কারণ, বহু আগেই মারা গেছি আমি! তোমার তখন জন্মও হয়নি!'

কান্নার মতো শোনাল বেউলফের কণ্ঠটা।

আর দাঁড়াল না বেউলফ।

ঘুরেই পা টেনে-টেনে এগিয়ে চলল ও জটলাটার দিকে। দেখে প্রশ্ন জাগতেই পারে, পরাজিত আসলে কে— ফ্রিজিয়ান, নাকি সম্রাট?

অপেক্ষমাণ সৈন্যদের কাছে পৌঁছে গেছে, শান্ত গলায় বলল বেউলফ, 'দেরি না করে জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দাও লোকটাকে।' কারণ ও জানে, এমনিতেও আত্মহত্যা করবে ফ্রিজিয়ান যোদ্ধা।

সম্রাটের ইঙ্গিত পেয়ে সাড়া পড়ে গেল সৈন্যদের মাঝে। হই-হই করে পানির দিকে ছুটল ওরা।

ভগ্ন হৃদয়ে নিজের ঘোড়ায় চড়ে বসল বেউলফ। আরোহণ করেই ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল।

নতজানু লোকটার উপরে নির্বিচারে নেমে এল তলোয়ার আর বর্শার ফলা।

একটুও বাধা দিল না ফ্রিজিয়ান। সামান্য একটু চিৎকারও না। বেউলফের মতোই 'মৃত্যু' হয়েছে তার ইতোমধ্যে।

গেয়াট উপকূলের পানি লাল হয়ে উঠল হিলডেবার্কের রক্তে। লোকটার উপরে কসাইয়ের কোপ পড়ছে, অসংখ্য রক্তপ্লাবন দেখা উইলাহফও শিউরে উঠে চোখ বুজল।

ফিরেও তাকাল না বেউলফ।

সব হারানো মানুষের একটা ভাস্কর্য হয়ে ফিরে চলল ও ঘরের

boighar.com

দিকে।

হতভম্ব উইলাহফও মুহূর্ত পরে ওর পিছু নিয়ে স্থান ত্যাগ করল।

ওদের পিছনে জীবন্ত হয়ে রইল বিবেকহীন সৈন্যদের রক্ততৃষ্ণা।

কিছুক্ষণ পাশাপাশি পথ চলল ওরা নীরবে।

অস্বস্তি নিয়ে বার-বার 'অচেনা' বেউলফের মুখের দিকে তাকাচ্ছে উইলাহফ।

কিন্তু বেউলফের চোখ সামনের দিকে।

শেষমেশ বলেই ফেলল সম্রাটের বয়স্ক সঙ্গীটি: 'ভয় লাগিয়ে দিয়েছিলে, বেউলফ! বুকটা এখনও ধকধক করছে আমার!'

এ-বারে তাকাল। কিন্তু কিছু বলল না বেউলফ। হাসল কেবল।

অদ্ভুত সেই হাসি!

'ওয়াদা করো,' বন্ধুত্বের দাবি নিয়ে বলল উইলাহফ। 'এ-রকম কিছু আর করবে না কখনও! আরেকটু হলেই তো কাপড়চোপড় নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল শালার!'

দাঁত দেখা গেল বেউলফের।

'কীসের জন্যে?'

'হারামজাদা যদি কোপ বসাত তোমার বুকে?'

'দেখতেই পাচ্ছ, দোস্ত, সে-রকম কিছু ঘটেনি। একটা আঁচড়ও পড়েনি আমার গায়ে।'

'কিন্তু বুক পেতে দেয়ার সময় তো আর সেটা জানতে না!'

'কে বলল, জানতাম না! এক শ' ভাগ নিশ্চিত ছিলাম আমি, লোকটা আমার গায়ে ফুলের টোকাটাও দিতে পারবে না...'

ভ্যাবলার মতো তাকিয়ে রইল উইলাহফ।

'হ্যাঁ। মৃত্যু কখন আসবে, আমি তা অনুভব করতে পারি!'

এক মুহূর্ত নীরব রইল উইলাহফ।

'কবে থেকে?'

'যে-দিন গ্রেনডেলের মায়ের সাথে মোলাকাত হলো...'

'সত্যি! কখনও কিন্তু বলোনি...'

'হ্যাঁ। হিডলেবার্কের সামনে গিয়ে যখন দাঁড়ালাম, আজরাইলের উপস্থিতি টের পাইনি আশপাশে...'

দাঁড়িয়ে পড়ল উইলাহফের ঘোড়াটা।

পিছনে ওকে রেখে নির্বিকার চেহারায় এগিয়ে চলল বেউলফ।

দুশ্চিন্তার ভাঁজ উইলাহফের কপালে। সম্রাটের মস্তিষ্কের সুস্থতা নিয়ে সন্দেহ জাগছে ওর মনে। ফেলে আসা পথের দিকে ঘুরে চাইল সে।

এখনও চোখে পড়ছে নিচু সৈকত। রণোন্মাদ সৈনিকেরা সরে এসেছে লালচে তটরেখা থেকে। টুকরো-টুকরো লাশটার সামান্যই আভাস পাওয়া যাচ্ছে এখান থেকে। ঢেউয়ের লোফালুফিতে পড়ে খাবি খাচ্ছে ওগুলো।

কিন্তু...

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে উইলাহফ ঢেউয়ের কিনারা থেকে একটু সামনে, মাটিতে খাড়া ভাবে বসানো বর্শাটা।

হতভাগ্য ফ্রিজিয়ান যোদ্ধার ছিন্ন মস্তক গাঁথা রয়েছে বর্শার চোখা ডগায়।

বেউলফের নির্দেশ পালন করেছে ওরা।

কাছে গেলে দেখতে পেত উইলাহফ, কাচের মতো স্বচ্ছ চোখ দুটোতে থির হয়ে আছে অবর্ণনীয় আতঙ্কের প্রতিচ্ছবি। মোকাবেলার বদলে প্রতিপক্ষ যখন উলটো চ্যালেঞ্জ করে বসল ওকে, ঠিক এই ছবিটাই ফুটে উঠেছিল ভিন দেশি যোদ্ধাটির চোখের তারায়।

boighar.com

চল্লিশ

নিজের সুরক্ষিত প্রাসাদ-দুর্গের খোলা ছাত থেকে দূরের সাগর দেখছে বেউলফ।

সময়টা অপরাহ্ণ হলেও চার পাশের আলো ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যার মতো। ধূসর চাদরমুড়ি দিয়ে শোক পালন করছে যেন বিষণ্ণ একটা দিন।

প্রাচীন সুইডিশ রীতিতে বানানো হয়েছে প্রাসাদটা। খুবই মজবুত পাথরে গড়া এর ভিত্তি আর দেয়ালগুলো। প্রাচীর, পরিখা, কামান, ইত্যাদির সাহায্যে বহির্শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য করা হয়েছে।

উপসাগরকে সামনে রেখে নিঃসঙ্গ প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে দুর্গটা বরফঢাকা পাহাড়ের গায়ে। বুড়ো মানুষের ধবধবে সাদা দাড়ির মতো তুষার লেপটে আছে প্রাসাদ আর পাহাড়ের দেয়াল জুড়ে।

হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডার কামড় থেকে বাঁচতে সেলাইবিহীন পশুর ছাল চড়িয়েছে বেউলফ গায়ে। শীত আর উষ্ণতা— দুই-ই উপভোগ করছে সে আসলে।

শীত কালের সাগর অদ্ভুত ধূসরতায় মোড়া। আবহাওয়ার কোনও মা-বাপ নেই, যখন-তখন বৈরী হয়ে ওঠে।

ছাতের উপর দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছে বেউলফ, ছোট-ছোট

বরফের চাঙড় ভাসছে পানিতে। মৃদু তরঙ্গভঙ্গের শব্দ অত দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে আবছা ভাবে।

তাকিয়ে থাকতে-থাকতে দূরাগত মেঘগর্জনের মতো গুরুগম্ভীর একটা আওয়াজ ভেসে এল ওর কানে। হঠাৎ শুনলে মনে হবে, মাটির গভীর থেকে আসছে যেন আওয়াজটা। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে জানে বেউলফ, ওটা মেঘের ডাক কিংবা ভূমিকম্পের শব্দ— কোনওটাই নয়।

সম্ভবত সাগরের কোনও অংশে ফাটল ধরছে ভাসমান হিমবাহের গায়ে।

ক' মুহূর্ত পরেই বাতাস কাঁপানো ঝমঝম শব্দে হালে পানি পেল ধারণাটা। বড়সড় কোনও চাঙড় খসে পড়ছে হিমবাহের গা থেকে।

কল্পনার চোখে দেখতে পেল বেউলফ, বরফের ওই অংশটার সঙ্গে ছিটকে বেরোচ্ছে অজস্র টুকরো-টুকরো ধারাল বরফের কণা। হুড়মুড় করে আছড়ে পড়বার সঙ্গে-সঙ্গে বৃষ্টির মতো চতুর্দিকে ছিটিয়ে দিচ্ছে ঠাণ্ডা পানি।

অত বড় চাঙড়টার পতনে বেশ কিছু সময়ের জন্য অশান্ত হয়ে থাকবে ও-দিককার পানি।

ষষ্ঠ শতাব্দীর শীতের সুইডেনে এ এক অহরহ-দৃশ্য।

তরুণী 'স্ত্রী' ছাতে এসেছে যে, টের পায়নি বেউলফ। নিঃশব্দ পায়ে প্রৌঢ় 'স্বামী'-র পিছে এসে দাঁড়াল মেয়েটা।

ওকে বিয়ে করেনি বেউলফ। সদ্য কুড়িতে পা দেয়া মেয়েটা ওর নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গিনী।

'ইয়োর ম্যাজেস্টি!'

আপন ভাবনায় এতটাই বিভোর ছিল যে, রীতিমতো চমকে উঠল বেউলফ।

ঝট করে পিছনে তাকাল সে।

boighar.com

'ওহ... উরসুলা!' বিব্রত কণ্ঠে বলল।

'চমকে দিলাম নাকি?' হেসে জানতে চাইল মেয়েটি।

'উম... কিছুটা।' পালটা হাসল বেউলফ। 'এখান থেকে অনেক দূরে ছিলাম আমি... শত-শত লিগ[১৪] দূরে... মহা সাগর পেরিয়ে অন্য কোথাও হারিয়ে গিয়েছিল মনটা...'

'ঠাণ্ডা লাগছে না?' স্নেহার্দ্র গলায় বলল উরসুলা।

'অ্যাঁ! হ্যাঁ, তা একটু লাগছে।'

'নিচে চলুন তা হলে। দরবার-ঘরে আপনার অপেক্ষায় রয়েছেন সবাই।'

যাবার কোনও আগ্রহ দেখা গেল না সম্রাটের মধ্যে।

'উরসুলা,' অত্যুৎসাহী গলায় বলল বেউলফ। 'তুমি কি জানো, সাগরে যখন সূর্যাস্ত হয়, তখন... আজব এক রশ্মি দেখা যায়?'

'তা-ই নাকি! না তো!' স্বামীকে খুশি করতে মেকি কৌতূহল প্রকাশ করল উরসুলা।

'হ্যাঁ! ব্যাপারটা খুব চমকপ্রদ। ...ওই সময় যদি সূর্যটার দিকে তাকিয়ে থাকো তুমি, ভালো করে খেয়াল করলে বুঝতে পারবে। অন্তহীন সাগরের হিমশীতল জলে সূর্যটা যখন ডুব দিচ্ছে... লাল একটা আগুনের কুণ্ড... তখন... ডুবতে-ডুবতে ঠিক যে-মুহূর্তে গোলকটার উপরিভাগটা অদৃশ্য হয়ে যাবে দিগন্তের নিচে... ঠিক তখনই... হ্যাঁ, ঠিক তখনই ঝলসে উঠবে সবুজ এক ধরনের আলো!'

'আসলেই?' এ-বারে আসল কৌতূহল প্রকাশ করল উরসুলা। 'কখনও লক্ষ করিনি তো, মাই লর্ড!'

'এ-বার থেকে করবে।'

---

[১৪] ১ নটিকাল লিগ = ৩.৪৫২৩৪ মাইল।

'ঠিক আছে, করব।'

'সবুজটা কী রকম, জানো?'

'কী রকম?'

'পান্নার মতো!'

বেউলফ বলে চলেছে, সঙ্গে করে নিয়ে আসা পশমী চাদরটা ওর গায়ে জড়িয়ে দিতে লাগল পতিভক্ত উরসুলা।

কী ঠাণ্ডা!

ঠিক কী বলছিল বেউলফ, খেয়াল করেনি, মাঝখান থেকে বলে উঠল মেয়েটা, 'জানেন, আমি কোনও দিন সাগর পাড়ি দিইনি।'

এতক্ষণ নিজের মনে বকে চলছিল বেউলফ, উরসুলার এই কথাটায় চটকা ভাঙল যেন ওর। ঘোর ভাঙা মানুষের মতো চার পাশে তাকাচ্ছে লোকটা, যেন এই মাত্র সচেতন হয়েছে পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে। সামনে দাঁড়ানো মেয়েটাকেও যেন দেখছে প্রথম বার।

কী বলছিল, ভুলে গিয়ে হাসল সে উরসুলার দিকে চেয়ে।

কোমল সেই হাসিতে পরিচিত মানুষটাকে ফিরে পেল মেয়েটা।

বেউলফের একটা হাত স্পর্শ করল উরসুলার কপোল। হাতটা আদর করতে শুরু করল ওকে।

'মাফ করবে,' আন্তরিক লজ্জিত হলো বেউলফ। 'কে অপেক্ষা করছে, বলছিলে?'

ওরা কথা বলছে, প্রস্তরনির্মিত প্রাচীন প্রাসাদ-দুর্গ দাঁড়িয়ে রইল অতন্দ্র প্রহরীর মতো। দৃষ্টি সুদূরে।

সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম নোনা জলকণা ভাসছে বাতাসে। জমিনে তুষারের চাদর।

boighar.com

ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে স্বামীর পিছু-পিছু নিচে নামছে, উরসুলার মুখ থেকে শুনে আজকের বিশেষ অতিথিটিকে চিনতে পারল বেউলফ।

'ও, গুথরিক।' মাথা ঝাঁকাল ও। 'হ্যাঁ। ভালো করেই চিনতাম ওর বাপকে। আমার যুদ্ধজাহাজে কাজ করত লোকটা। তোমার জন্মেরও বহু আগের কথা এ-সব।'

মুহূর্তের জন্য বেউলফের মনটা হারিয়ে গেল অতীতে।

'...মাথা-গরম তরুণ গর্দভ একটা! ওর বাপটার মতো নয়। কী চায় ও এখানে?'

'ইয়োর ম্যাজেস্টি, আজ তো আপনার বিচার-সভার দিন,' মনে করিয়ে দিল উরসুলা।

'ও, আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি।' আস্তে-আস্তে মাথা দোলাল বেউলফ। 'বহু বছর বেঁচে থাকো, উরসুলা। লোকে সলোমনের সাথে তুলনা করে তোমাকে, তা জানো?'

'জানি, মাই লর্ড।'

ঠোঁট টিপে হাসল উরসুলা।

বিরক্তিতে মুখ বাঁকাল বেউলফ।

'ঝামেলা! কে আধ একর পতিত জমির মালিক, কার কী যায়-আসে তাতে?'

'সেটাই,' সায় দিল উরসুলা। 'কিন্তু আমাদের না হলেও গুথরিকের যায়-আসে, জাঁহাপনা।'

একচল্লিশ

‘এ রীতিমতো জুলুম, জাঁহাপনা!’ চেঁচিয়ে বলল গুথরিক। ‘জন্মসূত্রে আমারই হক ওই জমিতে!’

দরবার-কক্ষ।

সিংহাসনে বসা সম্রাটের দিকে তাকিয়ে আছে গুথরিক। রাগে গনগনে কয়লা হয়ে উঠেছে ওর চেহারাটা।

ঠিকই বলেছে বেউলফ। মাথা-গরম তরুণ গর্দভ। আগে-পিছে ভেবে কাজ করা ধাতে নেই ওর। এ মুহূর্তে মনে হচ্ছে, বিস্ফোরিত হবে যে-কোনও সময়।

আর যে-সব লোক রয়েছে দরবারে, তাদেরও বয়স হয়েছে বেউলফের মতো। অভিজ্ঞতাও প্রচুর। প্রৌঢ় উইলাহফও রয়েছে সভাসদদের মধ্যে।

এ ছাড়া উপস্থিত জনা কয়েক প্রহরী।

‘লোভটা সংবরণ করো, গুথরিক,’ বলল বেউলফ। ‘জমি-জমা এমনিতে কম নেই তোমার। যে-জমির কথা বলা হচ্ছে, ওটা তোমার বোনের প্রাপ্য। ওর বিয়ের সময় পণ হিসাবে পাবে বরপক্ষ।’

‘এটা ন্যায়-বিচার হলো না!’ ফেটে পড়ল গুথরিক। ‘প্রহসনের রায় দেয়া হলো আমার বিরুদ্ধে!’

অদম্য ক্রোধে ক’ পা অগ্রসর হলো সে সম্রাটের দিকে। হাত

boighar.com

দুটো মুঠো পাকানো। মেরে বসবে যেন সম্মানিত মানুষটাকে। আগেই বলা হয়েছে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে কাজ করে না গুথরিক।

লোকটাকে নড়তে দেখেই বর্শা বাগিয়ে ধরেছে সদা সতর্ক প্রহরীরা। কয়েক জন নিরাপদ ঘের তৈরি করে আড়াল করেছে সম্রাটকে।

হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গুথরিক। নিজের ভুল বুঝতে পেরে পস্তাচ্ছে।

সম্রাটের সঙ্কেত পেয়ে আগের অবস্থানে ফিরে গেল রক্ষীরা। তবে সতর্ক নজর রেখেছে বিচারপ্রার্থীর উপরে। ফের হুমকি মনে করলেই...

এতক্ষণ শান্তই ছিল বেউলফ। এমন কী গুথরিক যখন মারমুখী হয়ে এগিয়ে আসছিল, অবিচল ছিল তখনও। চোখের একটা পাতা পর্যন্ত কাঁপেনি তার। কিন্তু এখন... ভয়ানক রাগে বিকৃত হয়ে উঠল সম্রাটের চেহারাটা।

বিকৃত ওই চেহারা কাঁপ ধরিয়ে দিল গুথরিকের মনে। ভাবছে, আজকে সে শেষ!

'কত বড় সাহস, এ-ভাবে আমার সাথে কথা বলো তুমি!' কেঁপে উঠল দরবার। সটান সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে বেউলফ। 'জানো, আদালত অবমাননার অভিযোগে চরম শাস্তি দিতে পারি তোমাকে?'

কিচ্ছু বলার নেই গুথরিকের। ভিত কেঁপে গেছে ওর।

'...কিন্তু বেঁচে গেলে! তার কারণ, আমার মৃত বন্ধু ওলাফের ছেলে তুমি...'

'আমি... আমি...' আওয়াজ নামিয়ে তো-তো করছে গুথরিক। 'আমি আসলে...'

'জানি।' বিরক্তিতে কুঁচকে উঠল বেউলফের কপাল।

'ঝোঁকের মাথায় ঘটিয়ে ফেলেছ ঘটনাটা। এটাও তোমার মাফ পাবার আরেকটা কারণ। ...যা বলার, বলেছি। ওই জমি তোমার বোনের।'

চোখ-মুখ শক্ত করে পিছিয়ে এল গুথরিক। স্পষ্টতই ঠাণ্ডা হয়নি ওর ভিতরকার আগ্নেয় গিরির লাভা। কিন্তু নিরুপায় হয়ে ছাইচাপা দিল্ল তার উপরে। মিনমিন করে বলল, 'ইয়োর ম্যাজেস্টি যা বললেন, তা-ই হবে।'

নিচু হয়ে সম্মান দেখাল সে বেউলফকে। তারপর গোড়ালির উপর ঘুরেই বেরিয়ে গেল ঝড়ের বেগে।

উইলাহফের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল বেউলফ। জবাবে উইলাহফও মাথা নাড়ল।

'বুঝতে পারছি না, এর চেয়ে খারাপ আর কী হতে পারে!' তিক্ত স্বরে বলল বেউলফ। 'বহিরাগতদের কথা বাদই দিলাম, আমার নিজের দেশের লোকেরাই আমার কথা শুনতে চায় না!'

কথাটা মানতে পারল না উইলাহফ। বড় বেশি নৈরাশ্যবাদী হয়ে পড়েছে বেউলফ— অনুমোদন করতে পারল না এটাও।

'মাথার ঠিক নেই ছোকরার,' গুথরিককে ইঙ্গিত করে বলল সে। 'বয়স হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। সবাই তো আর ওর মতো না।'

দুর্গ-প্রাকারের বাইরে মনিবের অপেক্ষাতে ছিল গুথরিকের ঘোড়াটা।

লাফ দিয়ে তাতে চড়ে বসল ওলাফের ছেলে। দ্রুত বেগে বাড়ির দিকে ছোটাল ঘোড়া। ক্রোধের ছাপ এখনও মোছেনি ওর চেহারা থেকে।

গেয়াট উপকূল ধরে ছুটছে গুথরিকের ঘোড়াটা।

boighar.com

তুষারাবৃত সৈকতে অবস্থিত উঁচু এক বড়সড় সমাধিস্তূপ পেরিয়ে গেল।

দিন কয়েক আগে হানা দেয়া ফ্রিজিয়ানদের গণকবর রয়েছে ওখানে।

বিয়াল্লিশ

সূর্য ডুবতে চলেছে।

নিজের বাড়ি পৌঁছে গেছে গুথরিক।

ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ির ভিতর থেকে বেরোল কেইন— লোকটার চাকর। ত্বরিত অবস্থান নিল ঘোড়াটার পাশে। মনিবকে নামতে সাহায্য করবার জন্য এক হাতের আঙুলের ফাঁকে আরেক হাতের আঙুল ভরে ঠেকিয়ে রেখেছে জন্তুটার পেটে।

চাকরের হাতের উপর কর্দমাক্ত জুতোর ভর দিতে গেল গুথরিক।

এ-সময়ই ঘটল অঘটন। কী জানি, কেন— এক পাশে সরে গেল ঘোড়াটা। আর, হাতের বদলে গুথরিকের পা গিয়ে পড়ল শূন্যের উপর।

বিপদ টের পেয়ে তড়িঘড়ি মনিবের পায়ের নিচে হাত পেতে দিতে যাচ্ছিল কেইন, শেষ রক্ষা হলো না।

দু'জনেই জড়াজড়ি করে পড়ল গিয়ে নরম তুষার আর কাদা-

পানির মধ্যে।

তড়াক করে পায়ের উপরে সিধে হলো গুথরিক। এমন রাগা রেগেছে, যেন এক্ষুণি অগ্ন্যুৎপাত হবে ওর ব্রহ্মতালু ফুঁড়ে।

'হারামজাদা!' বাপ তুলে গালি দিল গুথরিক। 'ইচ্ছা করেই ফেলে দিয়েছিস আমাকে!'

'না-না, প্রভু, না!' দু' হাতের তালু সামনে বাড়িয়ে প্রবল বেগে নাড়ছে কেইন। 'বিশ্বাস করুন, আমার কোনও দোষ ছিল না! হঠাৎ করে বিগড়ে গেল আপনার ঘোড়াটা—'

'চোপরাও!' থামিয়ে দিল ওকে গুথরিক। 'কাদা মাখিয়ে ভূত বানিয়েছিস আমাকে... আবার দোষ দিচ্ছিস ঘোড়াটার! নোংরা, ঘৃণ্য শুঁয়োপোকা কোথাকার!'

সড়াত করে ঘোড়ার চাবুক খুলে আনল গুথরিক। নির্দয়ের মতো চাবুকপেটা করতে লাগল চাকরকে। ওর রুদ্র রূপ দেখে মনে হচ্ছে, কেইন নামের হতভাগাটার আজই শেষ দিন জীবনের।

এমন কোনও জায়গা নেই শরীরের, যেখানে মার খাচ্ছে না চাকরটা।

চাবুকের সঙ্গে-সঙ্গে মুখও চলছে মনিবের।

'বোকা পাঁঠা কোন্‌খানের!'

সাঁই—

'আহ!'

'যত সব নষ্টের গোড়া!'

সাঁই—

'আঁউ!'

'যাচ্ছেতাই অসহ্য!'

সাঁই—

'ও, মা গো!'

boighar.com

‘কুত্তার ঘা!’

সাঁই—

‘বাবা, রে!’

‘উকুনের ঝাড়!’

সাঁই— www.boighar.com

‘মাফ করে দিন, কর্তা!’

চাবুক মারা থামিয়ে হাঁপাতে লাগল গুথরিক।

‘দূর হয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে!’

সারা অঙ্গে বিছুটি পাতার জ্বলুনি, তা-ও হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল কেইন। মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠেছে বলে দু’-এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়াবে, ভাবছিল, আর সেটাই কাল হলো ওর জন্য।

হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে চাকরের মুখের উপর দিয়েই সরাসরি চাবুক চালিয়ে দিল গুথরিক।

প্রথমটায় দেখা গেল, চাবুকের আঘাতে কেইনের পাতলা শার্টটা ফালি হয়ে ঝুলছে। তার পর-পরই সাদা হয়ে যাওয়া ঠোঁট থেকে টপ-টপ কয়েক ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ল তুষারে।

হাউমাউ করে পালিয়ে বাঁচল ভৃত্য।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চাবুকটা এক দিকে ছুঁড়ে ফেলল গুথরিক।

রাতের বেলা।

সচ্ছল সুইডিশ পরিবারের মতো গান-বাজনা সহযোগে সন্ধ্যাটা ‘উপভোগ’ করছে গুথরিক।

মন-মেজাজ অত্যধিক খারাপ ওর।

হার্প-বাজিয়ে যে গান ধরেছে, সেটা হলো— বেউলফের বীরত্বগাথা।

বিরক্ত হয়ে বউয়ের সঙ্গে কথা বলায় মন দিল গুথরিক।

গানও শুনছে, আরেক দিকে বাচ্চাদের খেয়াল রাখছে লেডি গুথরিক।

দু'টি ছেলেমেয়ে ওদের।

বৈঠকখানার শর বিছানো মেঝের উপরে বসে এক মনে পুতুল খেলছে শিশু দু'টি।

'ভীমরতিতে ধরা বোকা বুড়ো একটা!' সখেদে বলল গুথরিক। অপমানের জ্বালা এখনও যায়নি ওর মন থেকে। 'পাগল-ছাগল-গর্দভ! লোকে বলে, কিছু দিন আগে নাকি কোন্ এক ফ্রিজিয়ানকে চ্যালেঞ্জ করে সে ওকে মারার জন্যে। বাহাদুরি দেখিয়ে বর্ম–টর্ম খুলে ফেলেছিল নাকি আমাদের সম্রাট! ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল গায়ের কাপড়। আহ-হা! আমি যদি থাকতাম ওখানে! বুড়োর ওই গোবর পোরা ছাগল-মাথাটা দু' ফাঁক করে দিতাম তলোয়ার দিয়ে!'

'ভালোই হয়েছে, ওখানে ছিলে না তুমি!' ফোড়ন কাটল গুথরিকের বউ।

'মানে!' আঁতে ঘা লেগেছে গুথরিকের। 'কী বলতে চাও তুমি? কোন্ দিক থেকে ভালো হলো সেটা?'

'বুদ্ধু!' স্বামীকে মৃদু তিরস্কার করল মহিলা। 'ভালো করেই জানো তুমি সেটা। আরে, সে হচ্ছে বেউলফ... সম্রাট বেউলফ! গ্রেনডেল নামের এক দত্যিকে বিনাশ করেছিল সে! ওটার গুহায় হানা দিয়ে খতম করেছিল দানবটার মাকেও!'

'ধুত্তেরি গ্রেনডেল!' আর সহ্য করতে পারল না গুথরিক। 'গ্রেনডেলের মাকে আমি চ্—'

'অ্যাই— চোউপ!' স্বামীকে রামধমক লাগাল মহিলা। 'খবরদার, বাচ্চাকাচ্চাদের সামনে বাজে কথা বলবে না!'

জোঁকের মুখে নুন পড়লে যে-রকম অবস্থা হয়, সে-রকম চেহারা হলো গুথরিকের। মলিন গলায় বলল, 'গ্রেনডেল আর তার

boighar.com

মায়ের একঘেয়ে প্যাঁচাল শুনতে-শুনতে কান পচে গেছে আমার! রীতিমতো অসুস্থ বোধ করি এখন এগুলো শুনলে!'

'সেটা তোমার সমস্যা।' একগুঁয়ে গলায় জানিয়ে দিল মহিলা। 'কথাগুলো তো আর মিথ্যা না!'

'সন্দেহ আছে আমার। আর যদি ধরেও নিই— সত্যি, এ-সব ঘটেছিল এক শ' বছর আগে। তত দিন আগে কি বেঁচে ছিল বেউলফ? ওর তো জন্মই হওয়ার কথা নয়! তা ছাড়া ঘটেছেও ভিন দেশে। সন্দেহ হয় না? আচ্ছা, তুমিই বলো, এই গ্রেনডেল জিনিসটা আসলে কী! আমার তো মনে হয়, বিরাট একখান কুত্তা ছাড়া কিছুই না! অন্য কিছুও হতে পারে...'

লেডি গুথরিক, মনে হলো, চিন্তায় পড়ে গেছে এ-বারে।

'ও-সব দানব-টানব সব গালগপ্প। আর কুত্তাটার মা-টা? বেটির তো কোনও নামই নেই!'

'তা নেই,' স্বীকার করল মহিলা। 'তার মানে এই না যে—'

কান দিল না গুথরিক। '...আর এটাও ভাবো যে, বেউলফের মা-টাই বা কে?' অন্ধ আক্রোশ থেকে সম্রাটের জন্মপরিচয় ধরেই টান দিয়ে বসল লোকটা। 'আমি তো কখনও মহিলার সম্বন্ধে পরিষ্কার করে কিছু শুনিনি। ...একটা কথা বলে রাখছি তোমাকে। ওই—'

বাধা পড়ল কথায়।

যেন ভূতের তাড়া খেয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল কেইনের বোন উইলফার্থ। ঢুকেই বুক চাপড়ে বলতে শুরু করল, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে, মাই লর্ড! সর্বনাশ হয়ে গেছে!'

চমকে উঠল সবাই।

যেখানে 'সর্বনাশ' হয়ে গেছে, সেখানে গান-বাজনার প্রশ্নই আসে না। কাজেই, 'মানবিকতার খাতিরে' গান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলো গাইয়ে।

'কী... কী... কোথায় কী সর্বনাশ হলো!' সবার আগে চিল-চিৎকার দিল মহিলা। 'কার সর্বনাশ হলো?'

'কেইন!'

'কেইনের সর্বনাশ হয়েছে?' বিরক্ত হয়ে জানতে চাইল গুথরিক।

'না, মালিক,' কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলল চাকরানি। 'আস্তাবলে নেই ও!'

'নেই মানে!'

'মনে হয়, ভেগেছে। আপনার অত্যাচারে...' আর বলাটা নিরাপদ মনে করল না মেয়েটা।

'হারামজাদা!' মুখ দিয়ে গালি বেরিয়ে এল গুথরিকের।

তেতাল্লিশ

মোমের আলোয় আলোকিত সম্রাটের শোবার ঘর। বাইরে সূচিভেদ্য অন্ধকার।

নিষ্ক্রিয় দাঁড়িয়ে রয়েছে বেউলফ। একটা-একটা করে রাজকীয় পোশাক আর অন্যান্য জিনিস ওর গা থেকে খুলে আনছে উরসুলা।

সব শেষে পোশাকি আবরণের তলার সাধারণ বস্ত্রগুলোও উন্মোচন করল। পুরোপুরি উদোম করে ফেলল বেউলফকে।

'উরসুলা,' বলল বেউলফ। 'তুমি কি জানো, কত বছর ধরে

boighar.com

রাজার দায়িত্ব পালন করছি আমি?'

মাথা নাড়ল ওর স্ত্রী। জানে না।

'তি-রি-শ ব-ছ-র!' কথাটার গুরুত্ব বোঝাতে চোখ বড়-বড় করল বেউলফ।

'বাপ, রে! অনেক!'

'হ্যাঁ। অনেক। সমৃদ্ধির তিরিশ বছর। অথচ দেখো, এখনও যুদ্ধ করে বাঁচতে হচ্ছে আমাদের! তুচ্ছ সব বিষয়-আশয় নিয়ে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করছি পরস্পরের সঙ্গে!'

গুথরিকের ব্যাপারটা ইঙ্গিত করছে বেউলফ, বুঝতে পারল মেয়েটা।

মৌন রইল ও।

'ভেবেছিলাম,' ফের বলতে আরম্ভ করেছে বেউলফ। 'বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বদলে যাবে সমস্ত কিছু। তারও আগে ভাবতাম... যখন রাজা হইনি... ক্ষমতা হাতে পেলে পালটে দেব সব কিছু। চেষ্টা করিনি, তা নয়। কিন্তু যেমনটা চেয়েছিলাম, তা আর হলো কই!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। 'কিছু-কিছু জিনিস কখনওই বদলাবে না।'

স্বামীর বাহুতে হাত রাখল উরসুলা।

'বদল হয়েছে কোথায়, জানো?' বিষাদ মাখা কৌতুক ঝিকমিক করছে বেউলফের চোখে। 'আমার নিজের মধ্যে।'

'জি, ইয়োর ম্যাজেস্টি।'

'"ভালো রাজা" হওয়ার জন্যে চেষ্টার কমতি ছিল না আমার। এবং এ-কাজে আমি যে খুব একটা ব্যর্থ নই, এমন দাবি বোধ হয় করতেই পারি।' হাসল বেউলফ। 'তরুণ বয়সে ভাবতাম, রাজা হওয়াই বোধ হয় যে-কোনও মানুষের পরম আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন। যোগ্যতা থাকুক, না থাকুক; স্বপ্নটা অবাস্তব হোক, না হোক, প্রতিটি মানুষ অন্তত একটি বারের— একটি দিনের জন্যে হলেও

রাজার বেশে দেখতে চায় নিজেকে। আমিও চেয়েছিলাম। অন্য রাজাদের যে-রকম দেখে এসেছি, যাদের কথা শুনে এসেছি, নিজেও হেঁটেছি ওই একই পথে। প্রায় প্রতি দিনই কোনও-না-কোনও যুদ্ধ... যুদ্ধ শেষে দুপুর বেলা গুনে দেখা— সোনাদানা কী-কী লুটপাট করলাম... আর রাতে ডানা কাটা নষ্টা পরীদের নিয়ে মস্তি করা। ...কিন্তু এখন আমার বয়স হয়েছে। এ-সব কিছুই আর আমাকে আকর্ষণ করে না।'

স্বামীকে গভীর ভাবে চুম্বন করল উরসুলা।

'এমন কী "ডানা কাটা নষ্টা পরীদের নিয়ে মস্তি করা"-ও নয়?'

হা-হা করে হাসল বেউলফ। 'ভালো বলেছ। আ... কিছুটা... কিছুটা সম্ভবত। আমার খালি আফসোস লাগে, অনর্থক নিজেকে অপচয় করেছি আমি। কেবলই মনে হয় এখন, যৌবনে যদি আরেকটু দেখে-শুনে পা ফেলতাম, দুনিয়াটাকে হয়তো নিজের মতো করে গড়েপিটে নিতে পারতাম। কে জানে! পুরোপুরি নিশ্চিত নই আমি।'

স্বামীর হাত ধরে বিছানার কাছে নিয়ে গেল উরসুলা। ওয়াইন ভরা ছোট এক রূপার গবলেট তুলে দিল তার হাতে।

পাত্রে চুমুক দিচ্ছে বেউলফ, ঘরের নানান জায়গায় বসানো মোমগুলো এক-এক করে নেভাতে শুরু করল মেয়েটা।

'জাঁহাপনা,' কাজ প্রায় শেষ করে ফিরে এসে বলল। 'আপনার স্বপ্নের কথা তো শুনলাম। আমার কী ইচ্ছা, জানেন?'

'বলো, শুনি।'

এক সেকেণ্ডের জন্য দ্বিধা করল মেয়েটা। 'যদি আপনাকে একটা পুত্রসন্তান উপহার দিতে পারতাম!'

হঠাৎই আবেগের জোয়ারে ভেসে গেল বেউলফ। ভিতরে-বাইরে ঝটকা খেল যেন ও কথাটা শুনে।

boighar.com

‘পারবে? পারবে তুমি?’ ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইল ও। ‘যদি পারো, চির-দিনের জন্যে মুক্ত করে দেব তোমাকে! কসম! যেখানে খুশি, চলে যেতে পারবে! যেখানে খুশি! আমি নিজেই তোমাকে পৌঁছে দেব সেখানে। প্রাসাদের একজন স্যাক্সন দাসী হিসাবে জীবন ক্ষয় করতে হবে না তোমার! অথবা...’ কী যেন ভাবল বেউলফ। ‘চাও তো, রানি করব তোমাকে! হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেটাই! একটা ছেলে দাও আমাকে, প্রিয়তমা... আমার রক্তের একজন উত্তরাধিকারী দাও, বৈধ স্ত্রীর মর্যাদা পাবে বিনিময়ে! কথা দিলাম!’

খুশিতে নাচছে উরসুলার অন্তর। দুষ্টু হাসি ঝিলিক দিয়ে গেল ওর ঠোঁটে।

‘আজ রাত থেকেই শুরু হোক তা হলে! কী বলেন, ইয়োর ম্যাজেস্টি?’

‘আজ?’ একটু যেন থতমত খেল বেউলফ। ‘না, থাক। আজ না। আজ ঠিক জুত পাচ্ছি না শরীরে। কেন জানি ক্লান্তি লাগছে খুব। আরেক দিন হবে। কালকে।’

বিছানার পাশে, একটা চৌপায়ার উপর রাখা মদের সোরাহি। শেষ মোমটা জ্বলছে আসবাবটার উপরে। ওটাও নিভিয়ে দিতে যাচ্ছিল উরসুলা, বাধা দিল ওকে বেউলফ।

‘থাকুক... একটা আলো না হয় থাকুক। আরও কিছুক্ষণ মদ পান করতে চাই।’

নিজেই সোরাহি থেকে মদ ঢেলে নিল বেউলফ। পান করতে লাগল ধীরে-ধীরে।

মন খারাপ হয়েছে উরসুলার। এ-কারণে নয় যে, মিলনে সম্মতি দেয়নি বেউলফ। এ-জন্য যে, নারীর চেয়ে সুরাকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে লোকটা।

কোনও কথা না বলে বিছানায় উঠল মেয়েটা। চাদর তুলে

ঢুকে পড়ল ওটার নিচে। তারপর বেউলফের দিকে পিঠ দিয়ে চোখ বুজল।

রাত্রি তার কালো চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছে যেন গেয়াট উপকূলকে।

ক' জন দোস্তকে সাথে করে উধাও হয়ে যাওয়া চাকরকে খুঁজতে বেরিয়েছে গুথরিক। এমন ভাবে ডাকাডাকি করছে, যেন সাধের গরুটা হারিয়ে গেছে ওর।

ওরা আর ওদের ঘোড়াগুলো ছাড়া জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই কোথাও। খাঁ-খাঁ করছে চারদিক।

মনে-মনে চাকরকে শাপ-শাপান্ত করে চলেছে ওর মনিব। কোথায় বাড়িতে বসে আরাম করবে— না; ব্যাটার কারণে এখন এই ভোগান্তিটা পোহাতে হচ্ছে! ওটাকে সামনে পেলে যে কী করবে, খোদা মালুম!

ততটা ঘন হয়ে ওঠেনি রাত। সন্ধ্যা পেরোল সবে। সৈকতের পাথর, পাহাড়, ঢিপি আর ঝোপে-ঝাড়ে লেপটে আছে চাপ-চাপ অন্ধকার। অচেনা, অজানা সব পিশাচ-দানবের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই বুঝি ঘাড়ের উপর এসে লাফিয়ে পড়ল আঁধার থেকে বেরিয়ে!

'কেইন! কেইন!' চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে গুথরিক। 'শুনতে পাচ্ছিস রে, ছোঁড়া? রাত করে যে বেরিয়ে পড়লি... জানিস, কত রকম বিপদ হতে পারে?' শুনলে মনে হয়, দরদ যেন উথলে উঠেছে চাকরের জন্য। আসলে তো ফন্দি এঁটেছে, একবার হাতে পেলে এমন রামধোলাই দেবে না ছোকরাকে, বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়বে!

'এত রাতে আর কোথায় যাবি তুই?' বলল সে। 'নাকি সৈকতেই রাত কাটাবি বলে ভাবছিস? খবদ্দার! ভুলেও ও-কাজ করিসনি! তুই জানিস না, আঁধার রাতে ভয়াবহ সব প্রেত এসে

boighar.com

হাজির হয় আরেক দুনিয়া থেকে! ওরা তোর কলজে চিবিয়ে খাবে... হাড়... মাংস... রক্ত...'

বলতে-বলতে নিজেরই ভয় করতে লাগল গুথরিকের।

'কিন্তু মরবি না তুই!' বলে চলল সে। 'অবিশ্বাস্য কোনও উপায়ে জানটা খালি ধুকধুক করে টিকে থাকবে! তখন মনে হবে, এর চেয়ে জান গেলেই ভালো হতো! খেতে পারবি না! ঘুমাতে পারবি না! একটু-একটু করে এগিয়ে যাবি মৃত্যুর দিকে... ঠাণ্ডায় একেবারে পাথর! ...মরবি তুই! আমি বলছি, মরে একেবারে ভূত হয়ে যাবি!'

শেষ পর্যন্ত অবশ্য নিজের রাগ সামলাতে পারল না গুথরিক। বলেই বসল, 'ওরে, ছোঁড়া! ভালোয়-ভালোয় যদি বাড়ি না ফিরিস, এমন মার লাগাব, যে—'

এ পর্যন্ত বলেই থমকে গেল। খেয়াল হয়েছে, চাকর যদি বাড়িই না ফেরে, মার লাগাবে কীভাবে।

বাতাসে ভর করে গুথরিকের প্রতিটি কথা সৈকত পেরিয়ে পৌঁছে গেল কেইনের কানে। সে তখন পাথরের একটা ঢিপির পিছনে গুটিসুটি মেরে বসে আছে।

না, মনিবের মার খাওয়ারও ইচ্ছা নেই, জল খাওয়ারও ইচ্ছা নেই কেইনের। হাড়ে-হাড়ে চেনা হয়ে গেছে তার বদমাশটাকে। আর আজ যে ঝড়টা গেল ওর উপর দিয়ে! কে জানে, এ-বারে হয়তো জানেই খতম করে দেবে। না, বাবা...

কাজেই, আড়াল ছেড়ে বেরোল না ছেলেটা। এত ডাকাডাকির কোনও জবাবও দিল না। পাথরের পিছনে ঘাপটি মেরে থেকে অপেক্ষা করতে লাগল, কখন খোঁজাখুঁজির আওয়াজ মিলিয়ে যায়...

থরথর করে কাঁপছে ছেলেটা। ঠাণ্ডায়। ভয়ে।

দূর থেকে আরও দূরে হারিয়ে যাচ্ছে অনুসন্ধানকারীদের

হাঁকডাকের শব্দ...

এবং তারপর...

বহু দূর থেকে এক পাল নেকড়ের দীর্ঘ, প্রলম্বিত চিৎকার ভেসে এল কেইনের কানে...

আর থাকতে পারল না।

ঝট করে উঠেই দৌড় লাগাল ও পড়িমরি করে। বসে থেকে নেকড়ের খাবার হতে চায় না...

সৈকত ধরে ছুটে যাচ্ছে, আচমকা মাটি সরে গেল পায়ের নিচ থেকে!

সত্যিই।

আলগা বালির লুকানো এক ফাঁদে পা দিয়ে বসেছে হতভাগাটা।

উপর থেকে বোঝার কোনওই উপায় নেই যে, বালির ওই জমিনের নিচে অপেক্ষা করে আছে খাদ...

কেইন তাতে পা দেয়া মাত্র হাঁ হয়ে গেল ছদ্মবেশী ফাঁদের মুখ।

বালির এক দানব যেন গিলে নিল তাকে!

চুয়াল্লিশ

পড়ে যাচ্ছে...

তলিয়ে যাচ্ছে...

boighar.com

জ্যান্ত কবর হয়ে যাচ্ছে বালির তলায়...

সীমাহীন আতঙ্ক আর চাপা চিৎকারের মাঝে এ-সব ভাবতে-ভাবতেই শরীরটা ঠেকল ওর শক্ত কিছুতে।

জমিন!

পতনের প্রথম ধাক্কাটা সামলে উঠতেই উঠে দাঁড়াল কেইন দু' পায়ে ভর দিয়ে।

বালির উপরে পড়ায় তেমন একটা ব্যথা পায়নি। ঘাড় তুলে উপরে তাকিয়ে বুঝতে পারল, পুরোপুরি আটকা পড়েছে ও বালির ফাঁদে।

অবশ্য সঙ্গে-সঙ্গে দ্বিতীয় সত্যটাও হৃদয়ঙ্গম হলো। বেশি উপরে নয় উপরের জমিন। চেষ্টা করলে বেরোতে পারা অসম্ভব না।

যাক, বাবা!

চার পাশে তাকাল কেইন।

উপরের চাইতেও বেশি অন্ধকার এখানে। কিন্তু সহসা ও আবিষ্কার করল, এত অন্ধকারের মাঝেও এখানে-ওখানে ঝিকোচ্ছে কী যেন!

প্রথমে ভাবল— আলো।

জোনাকি, বা আর কিছু।

তারপর বুঝল— অন্য জিনিস।

অন্ধকার ফুঁড়ে মুহুর্মুহুঃ উদয় হওয়া ঝলকানিগুলো সোনালি!

কিন্তু আলো ছাড়া জ্বলছে কী করে ওগুলো? ব্যাপারটা তো অসম্ভবই এক রকম!

এক পা, দু' পা করে এগোতে গিয়ে ঠাণ্ডা শিরশিরে কিছুতে পা পড়ল ওর।

এমন কিছুর জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না কেইন।

হাড়ের একেবারে ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে যেন ঠাণ্ডাটা! ঝট করে

পা সরিয়ে নিল। কিন্তু অন্ধকারের কারণে মাথাটা ঘুরে উঠতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে শুরু করল সামনের দিকে হাত দুটো বাড়িয়ে। আপনা-আপনিই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল চাপা এক চিৎকার। www.boighar.com

ধপাস করে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে রিনরিনে একটা অনুভূতি হাতের তালু বেয়ে, কবজি বেয়ে উঠে যেতে শুরু করল উপরের দিকে।

ধাতু!

ধাতব কোনও কিছুর উপরে পড়েছে কেইন। ঠাণ্ডাটা সে-কারণেই।

আর রিনরিনে অনুভূতিটাও মৃদু ধাতব ঝঙ্কারের।

ধৈর্য ধরে অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিতে লাগল কেইন। যতই মুহূর্ত গড়াচ্ছে, আস্তে-আস্তে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে আছে ওর কাছে... সমস্তটা ব্যাপার...

হায়, খোদা! সোনালি ওই ঝিকিমিকিটা এই ধাতু থেকেই আসছে। আর এটা হচ্ছে—

সোনা!

পাগলের মতো বালি হাতড়াতে লাগল কেইন।

সোনা!

অজস্র সোনা!

মনে হচ্ছে— সাত রাজার ধন!

এই সময়ে এই জিনিস!

এ তো কল্পনাতীত!

কী নেই এখানে!

আংটি!

ব্রেসলেট!

কণ্ঠহার!

boighar.com

ইত্যাদি হরেক গয়না।

এমন কী থালা-বাসনও রয়েছে!

আর মোহর... মূর্তি... গবলেট... এ-সব তো রয়েছেই! সবই সোনার!

গুপ্তধন!

গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছে ও! স্বর্ণ দিয়ে বোঝাই হয়ে আছে খাদটা!

এখন বুঝতে পারছে, কেন এর আগে খুঁজে পায়নি কেউ এগুলো। নিশ্চয়ই আজকে রাতের মতো চোরা খাদ সৃষ্টি হয়নি এখানে। অন্য সময় শক্ত জমিনই ছিল হয়তো উপরের বালি।

একটু পরেই বুঝতে পারল কেইন, ওর ধারণার চাইতেও রকমারি স্বর্ণের এক ভাণ্ডার খুঁজে পেয়েছে ও ভাগ্যক্রমে।

শিরস্ত্রাণ!

বর্ম-পোশাক!

তলোয়ার!

ছোরা!

বর্শা!

ঢাল!

বাজানোর হার্প!

সোনার ঘোড়া!

সোনার বাজ পাখি!

যেন কোনও সুবর্ণ সমাধি!

অন্ধকারেও চোখ ধাঁধিয়ে গেল কেইনের।

প্রায়-অন্ধের মতো হাতড়ে-হাতড়ে 'দেখতে' লাগল ও পড়ে-পাওয়া স্বর্ণের রাশি।

'এই সব...' নিজের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছিল কেইন। জোরে-জোরে চিন্তা করছে, টের পেতেই থামিয়ে দিল কণ্ঠ।

মনে-মনেই উচ্চারণ করল বাকি কথাগুলো।

এত সব স্বর্ণের মালিক কি সে?

প্রশ্নই আসে না! কেইনের মতো একটা চাকর এ-সবের মালিকানা দাবি করতে অক্ষম। না, ব্যাপারটা লোভ নেই বলে নয়, ওর চিন্তাভাবনা খুবই সীমিত। যেমন: এখন সে ভাবছে, এখান থেকে কোনও একটা জিনিস নিয়ে যদি বাড়ি ফেরে, কত খুশি হবে তবে ওর মনিব! হয়তো আর কোনও দিন উঠতে-বসতে মারধর করবে না...

নির্বোধ কেইনের হাতে যে-জিনিসটা উঠে এল, সেটা একটা গবলেট।

জি, ঠিকই ধরেছেন... এটা সেই গবলেট, যেটা সম্রাট হ্রথগার উপহার দিয়েছিলেন তরুণ বেউলফকে!

অবিশ্বাস্য, তা-ই না?

আবছা অন্ধকারেও বুঝতে পারল কেইন, ওর হাতে ধরা পানপাত্রটা এক কথায় অনন্য। দুনিয়ায় এটার জুড়ি মেলা ভার।

তেমন একটা কষ্ট হলো না বাইরে বেরোনো। শক্ত বালিতে পা রেখেই পাগলের মতো দৌড়াতে শুরু করল ও গুথরিকের বাড়ির দিকে। উত্তেজনায়, মনে হচ্ছে, যে-কোনও মুহূর্তে কাজ করা থামিয়ে দেবে ওর হৃৎপিণ্ডটা।

ছুটছে কেইন।

পিছনে পড়ে রইল যক্ষের ধন।

ঠিক পড়ে রইল না। বোকাসোকা চাকরটার কল্পনাতেও এল না, ও গর্ত থেকে বেরিয়ে যেতেই খাদের ভিতরে গলে যেতে শুরু করল প্রতিটা স্বর্ণ!

অবিশ্বাস্য দ্রুততায় তরল সোনায় পরিণত হলো সমস্ত কিছু! গায়ে-গায়ে লেগে এক হয়ে গেল সমস্ত তরল।

তারপর ধীরে-ধীরে জীবন্ত কোনও কিছু যেন মাথা জাগাতে

boighar.com

শুরু করল গলিত স্বর্ণের মধ্য থেকে! সোনায় মোড়া ওটাও। যেন তরল সোনা দিয়েই তৈরি হচ্ছে জিনিসটা!

খুব দ্রুত সম্পন্ন হলো রূপান্তর।

বিশাল এক সোনালি ড্রাগন ওটা!

শক্তিশালী দুই ডানা রয়েছে 'প্রাণী'-টার, রয়েছে দীর্ঘ এক লেজ।

গোটা স্বর্ণভাণ্ডারই রূপ নিয়েছে আজব এই জিনিসে!

আচমকা ঝট করে চোখ মেলল ড্রাগন।

চাপা এক ধরনের হাসি ছড়িয়ে পড়ল ওটার ভীতিকর মুখের চেহারায়।

পঁয়তাল্লিশ

বহুত খোঁজাখুঁজি করে হয়রান হয়ে শেষটায় বাড়ি ফিরে এসেছিল গুথরিক।

তার কিছুক্ষণ পরই চুপিসারে বাড়িতে ঢোকে কেইন।

মনিব রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ছিল বলে সে-রাতে আর তার সামনে পড়তে চায়নি ভৃত্য। চোরের মতো গিয়ে ঢুকেছিল আস্তাবলে। ভাবছিল: রাতের মধ্যে রাগটা নিশ্চয়ই অনেকখানি কমে আসবে মনিবের। তখন...

সারা রাত ঘুমাতে পারল না সে। একটাই চিন্তা: কখন সকাল হবে... কখন সকাল হবে...

অন্য সকলের আগে সকাল বেলা ঘুম ভাঙে গুথরিকের। ব্যাপারটা অজানা নয় কেইনের।

সাতসকালে বাড়ির সদর-দরজা খুলে বাইরে আসতেই চমকে গেল গুথরিক।

দরজার পাশে অধোবদন হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে চাকরটা! ভয়ে মুখটা একেবারে সাদা হয়ে আছে ছেলেটার।

ওকে হাতের নাগালে পেলে যা-যা করবে বলে ভেবেছিল, সে-রকম কিছুই করা হলো না গুথরিকের। উঁহুঁ, ভালোয়-ভালোয় চাকর ফিরে আসার খুশিতে কিংবা মায়ার কারণে নয়, ছেলেটার হাতে থাকা জিনিসটা দেখেই আসলে কিংকর্তব্য সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়েছে ওর মনিব।

কী ওটা!

'হতচ্ছাড়া...' কেবল এটুকুই বলতে পারল গুথরিক।

'ম্-মাফ করে দিন, প্রভু!' কাঁপতে-কাঁপতে বলল কেইন। 'ও-ভাবে প্-পালিয়ে যাওয়া আমার উচিত হয়নি...'

'হতচ্ছাড়া!'

এ-বারে স্বমূর্তিতে ফিরল গুথরিক। দুটো হাত ব্যবহার করে চাকরকে এই-মারে-তো-সেই-মারে! মারতে-মারতে বলল, 'ঠিকই ভেবেছিলাম! ভুখ লাগতেই সুড়সুড় করে ফিরে আসবি ডেরায়! আমি ছাড়া আর তো খাওয়াবে না তোর মতন এক হতচ্ছাড়াকে!'

প্রথমটায় চুপচাপ মারগুলো হজম করতে লাগল কেইন। অনুতপ্ত। তবে খানিক বাদেই ফোঁপানিতে ধরল ওকে। ফোঁত-ফোঁত করে কাঁদতে-কাঁদতে নিজের পক্ষে সাফাই গাইবার চেষ্টা করল।

'আম্... আমি... আমি আসলে... ভ্-ভুল হয়ে গেছে, মালিক... মাফ... মাফ করে দিন আমাকে... ম্-মারবেন না... দয়া করে মারবেন না আমাকে... আর কোনও দিন এমনটা হবে না...'

boighar.com

লাথি মেরে চাকরকে মাটিতে ফেলে দিল গুথরিক।

পড়ে গিয়ে এক গড়ান খেল কেইন। হাত থেকে ছুটে গেল গবলেটটা। পিছলে গেল তুষারের উপর দিয়ে।

বলা ভালো, পাত্রটার জন্যই মারের হাত থেকে মুক্তি মিলল কেইনের। কারণ, আবারও ওটার দিকে মনোযোগ চলে গেছে গুথরিকের।

সেটা লক্ষ করে মাটিতে সিধে হয়ে বসল ভৃত্য। হাত জোড় করে উপুড় হলো মনিবের পায়ের কাছে। তোষামুদির ঢঙে বলল, 'দেখুন, প্রভু, কী এনেছি আপনার জন্য! সৈকতের ধারে পেয়েছি এটা! দয়া করুন! দয়া করুন আমাকে!'

চাকরের দিকে তাকাল গুথরিক। তারপর আঙিনায় নেমে তুলে নিল গবলেটটা। www.boighar.com

বিমোহিত হয়ে গেল ওটার সৌন্দর্যে।

ক' ঘণ্টা আগেই চাবুকের বাড়ি খেয়েছিল কেইন। ব্যথা যায়নি এখনও। তার সঙ্গে যোগ হলো নতুন এই মার। ঠোঁট কামড়ে কোনও রকমে উঠে দাঁড়াল ভৃত্য। খোঁড়াতে-খোঁড়াতে নিজেও নেমে এল উঠনে।

'সুন্দর তো রে জিনিসটা!' রাগ-ক্ষোভ বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে গুথরিকের মধ্য থেকে। '...বড়ই মনোহর! কোথায় পেয়েছিস, বললি?'

এখনও মারের ভয় করছে কেইন। কম্পিত একটা আঙুল তুলল ও সৈকতের দিকে। 'ও-ওখানে, মালিক! দৌড়াতে গিয়ে এক গর্তে পড়েছিলাম...'

'চুরি করিসনি তো?'

মুহূর্তে কাঁদো-কাঁদো হয়ে গেল কেইনের চেহারাটা। নিজের কণ্ঠার হাড় স্পর্শ করল ও।

'কসম, মালিক! চুরি যদি করি, তবে অসতী মায়ের জারজ

সন্তান আমি!’

কথাগুলো ভালো করে খেয়াল করল না গুথরিক। উঁচুতে তুলে ধরেছে সে গবলেটটা।

সকালের নিষ্প্রভ আলোতেও কেমন ঝিকোচ্ছে অপূর্ব জিনিসটা।

বেউলফের দুর্গ-প্রাচীর ঘিরে পাহারা দিচ্ছে জনা কয়েক প্রহরী।

কী এক কাজে প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে ওলাফের ছেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল উইলাহফের। কাপড়ে পেঁচানো কী একটা জিনিস দুর্বিনীত বন্ধুপুত্রের হাতে।

ঘন ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল উইলাহফের। ‘তুমি! এই অসময়ে কী মনে করে?’

‘একটা দরকার ছিল!’ জরুরি ভাব প্রকাশ পেল গুথরিকের কণ্ঠে। ‘...সম্রাটের কাছে।’

বিরক্ত হলো উইলাহফ। ‘দেখো, গুথরিক, আমি মনে করি না যে—’

‘জানি। সম্রাট রুষ্ট হয়েছেন আমার উপরে। কিন্তু এ-বারে তুষ্ট হবেন তিনি। আমি নিশ্চিত। এমন এক জিনিস নিয়ে এসেছি তাঁর জন্যে... লর্ড উইলাহফ, সত্যিই এ মুহূর্তে তাঁর সাথে দেখা হওয়াটা জরুরি। বিশ্বাস করুন, জিনিসটা দেখতে চাইবেন তিনি!’

‘উম্ম্ম্...’ দাড়ি চুলকাচ্ছে উইলাহফ। ‘এক কাজ করো বরং। আমার কাছে রেখে যাও ওটা। সময়-সুযোগমতো আমিই ওঁকে জিনিসটা দেখাব। চলবে?’

রাগ সামলাতে কষ্ট হচ্ছে গুথরিকের। বহু কষ্টে ধারণ করা ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যেতে চাইছে। সামান্য ফাঁক করল ও কাপড়টা গবলেটের উপর থেকে।

‘না, চলবে না,’ ত্যাড়া জবাব দিল। ‘দেখুন! কী অসাধারণ

boighar.com

জিনিস নিয়ে এসেছি সম্রাট বেউলফের জন্যে! যার-তার হাতে তো দেয়া যায় না এটা! যদি হাওয়া হয়ে যায় বাতাসে?'

জানা কথা, খেপে যাবে উইলাহফ।

হলোও তা-ই।

'যার-তার মানে!' খেঁকিয়ে উঠল বুড়ো। 'ফাজলামি করছ নাকি? জানো না, আমি কে? সম্রাট বেউলফের খাস লোক আমি... তাঁর দীর্ঘ দিনের বন্ধু! আর... কী এমন জিনিস নিয়ে এসেছ তুমি, গুথরিক? ভালো করে দেখলামই না! কী করে বুঝব, এটা দেখে সম্রাট খুশি হবেন, না বেজার হবেন?' চোখ দুটো ছোট হয়ে এল তার। 'নাকি ঘুষ দিতে চাচ্ছ সম্রাটকে? ...যদি ভেবে থাকো, এর ফলে সুনজরে আসতে পারবে ওঁর... যদি মনে করে থাকো, উপহার দিয়ে সম্পত্তির দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে তোমার, তা হলে বলব, ভুল ভাবছ তুমি... এখনও চিনতে পারোনি আমাদের সম্রাটকে!'

বুড়ো মিয়ার ভাষণ শুনে মেজাজ হারাতে শুরু করেছে গুথরিক। ধৈর্যচ্যুতির লক্ষণ ওর অভিব্যক্তিতে। উসখুস করে উঠে চাইল পাহারারত প্রহরীদের দিকে। না, কেউই এ-দিকে তাকিয়ে নেই।

তার পরও নিশ্চিন্ত হতে পারল না গুথরিক। না দেখুক, কান তো আর বন্ধ নেই! যা-যা আলাপ হচ্ছে, সবই তো ঢুকছে গিয়ে ওদের কর্ণকুহরে।

বুড়ো উইলাহফের দিকে ফিরল ও। গলা একটু নামিয়ে বলল, 'একটু আড়ালে আসবেন? জিনিসটা ভালো করে দেখাচ্ছি আপনাকে।'

বেউলফের প্রাসাদের পার্শ্ব-কক্ষে গুথরিককে নিয়ে এল উইলাহফ। একান্তে কথা বলা যাবে এখানে।

অতিথি বা দর্শনার্থীরা অপেক্ষা করে এই কামরায়। এ মুহূর্তে অবশ্য কেউ নেই।

'কই, দেখাও এ-বার!' তাড়া লাগাল উইলাহফ। তার ধারণা, খামোকাই সময় নষ্ট করছে এখানে।

পানি নিরোধক কাপড়ের মোড়কটা সোনালি গবলেটের গা থেকে খসিয়ে আনল গুথরিক।

কাজটা সে করল সময় নিয়ে, নাটকীয়তা সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে।

অন্ধকারেও ঝিলিক দেয়, আর এখন তো আলোয় একেবারে স্বর্ণ-আভা বেরোতে লাগল রাজকীয় পানপাত্রের গা থেকে।

'সৈকতে পাওয়া গেছে এটা,' ব্যাখ্যা করল গুথরিক। 'নিজের কাছে রেখে দিতে পারতাম। কিন্তু আমি তো আর লোভী নই।' সুযোগ পেয়ে নিজের উপরে মহত্ত্ব আরোপ করল লোকটা। 'কী বলেন? সম্রাটের উপযুক্ত নয় উপহারটা?'

পাত্রটা হাতে নিল উইলাহফ।

মনে হলো, ঝিমঝিম করে উঠল ওর সারা শরীর।

জবান বন্ধ হয়ে গেছে বুড়ো মানুষটার। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল সোনার পানপাত্রের অসামান্য সৌন্দর্য।

কী ব্যাপার!

এমন লাগছে কেন!

মনটা যেন কেমন-কেমন করছে উইলাহফের। কিছু একটা যেন মনে পড়ি-পড়ি করেও মনে পড়ছে না। কেন জানি মনে হচ্ছে, আগেও দেখেছে সে জিনিসটা। ঠিক মনে করতে পারছে না— কবে, কোথায়!

ঠিক এই জিনিসটাই কি দেখেছিল? নাকি এটার মতো অন্য আরেকটা?

অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে ওর। ব্যাখ্যা করে বোঝাতে

boighar.com

পারবে না কাউকে। বদ্ধমূল ধারণা জাগছে, হাতের এই জিনিসটা আর অতীতে দেখা জিনিসটা একই। একদম অভিন্ন।

আরও একটা ব্যাপার মনে হলো উইলাহফের।

ওর মনে হচ্ছে, জিনিসটা ঠিকই চিনতে পারছে ওর সচেতন মন। কিন্তু অবচেতন মন স্বীকার করতে চাইছে না সেটা।

কেন?

আজব!

'খাসা মাল, গুথরিক!' মন থেকে স্বীকার করতেই হলো উইলাহফকে। 'জব্বর! এ-রকম একটা জিনিস বহু বছর আগে দেখেছিলাম। একই রকম দেখতে... একই রকম উৎকৃষ্ট... আর আদ্যি কালের জিনিস। সম্ভবত হারিয়ে গিয়েছিল ওই পাত্রটা। আর তুমি বলছ, খুঁজে পেয়েছ তোমারটা?'

'আমি না, আমার এক চাকর।' ইচ্ছা করেই স্বীকৃতিটা নিল না গুথরিক। পাত্রটার ইতিহাস জানা নেই বলে ক্ষীণ আশঙ্কা রয়েছে মনে, না জানি কোন্ কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িয়ে যায় ওর নাম! আবারও বলল, 'জিনিসটা সম্রাটের জন্যে উপহার, মাই লর্ড।'

মুখটা একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল উইলাহফের।

'দিনেমারদের দেশের জিনিস এটা! চিহ্ন দেখেছ?' আঙুল দিয়ে দেখাল ও। 'এ-রকম সূক্ষ্ম জিনিস ওদের পক্ষেই বানানো সম্ভব। কিন্তু...'

কোথায় যেন হারিয়ে গেল বুড়ো।

'কোথায় দেখেছি এটা?' বলল ও। 'কোথায়! ...আহ, মনে পড়ছে না কেন! মগজটা কি ভোঁতা হয়ে গেল?'

হাস্যকর ভঙ্গিতে নিজের বিরাট গোল মাথাটার পাশে দু'বার বাড়ি দিল হাতের তালু দিয়ে।

'কী মনে হয় আপনার?' এতক্ষণে আসল কথা পাড়ল

গুথরিক। 'জমিটার ব্যাপারে আরেক বার বিবেচনা করে দেখবেন সম্রাট?'

গবলেট থেকে চোখ তুলে গুথরিকের দিকে তাকাল উইলাহ্ফ। গম্ভীর।

'আমার মনে হয়, করবেন।' এ সম্বন্ধে নিজের আগের অবস্থান থেকে সরে এল বুড়ো। 'ঠিক-ঠিকই করবেন।'

ছেচল্লিশ

সম্রাট বেউলফের মিড-হলটাকে প্রকাণ্ড বললেও কম বলা হবে।

ঘরের এক দিকের দেয়াল জুড়ে শোভা পাচ্ছে তাঁর ফেলে আসা জীবনের যাবতীয় স্মারক।

একটা প্রমাণ আকারের ধনুক। তার আগে কেউই যেটা থেকে তীর ছুঁড়তে পারেনি।

দৈত্যাকৃতি এক তরবারির প্রতিরূপ। যেটার সাহায্যে 'হত্যা' করেছিল গ্রেনডেল নামের এক দানবের মাকে।

দশাসই এক ঢাল। পাঁচ-পাঁচজন লোক অনায়াসেই যেটার আড়ালে অবস্থান নিতে পারে একসঙ্গে।

নেকড়ে আর ভালুকের চামড়ায় তৈরি বিশেষ ছাঁটের জামা। যৌবনে যে-সব সে পরিধান করত।

দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে।

ভীতচকিত এক ভৃত্য এক টুকরো জ্বলন্ত কাঠ থেকে ঘরের

boighar.com

বাতিগুলোতে আগুন দিচ্ছে।

পিছনে স্ত্রী উরসুলাকে নিয়ে ঝড়ের বেগে কামরায় প্রবেশ করল বেউলফ। ঢুকেই হাঁকডাক।

'অ্যাই! তোকে বলছি! যা তো, বাপ, মদ নিয়ে আয় আমার জন্যে!'

আচম্বিতে নির্দেশ পেয়ে খানিকটা তটস্থ হয়ে পড়ল ভৃত্যটি। মিনমিন করে বলল সে, '...কিন্তু, জাঁহাপনা, পিপেগুলো যে এখনও এসে পৌঁছায়নি বাইরে থেকে! আসলে... এ-সময়ে এখানে আসার কথা নয় তো আপনার, তাই...'

'কিন্তু এসে গেছি। হ্যাঁ, রে! কী বলছিস তুই!' ভীষণ অবাক মনে হলো বেউলফকে। 'স্বয়ং সম্রাট এসে উপস্থিত হয়েছে মিড-হলে, আর তুই বলছিস, মদ পাব না আমি! এ কী তাজ্জব কথা শোনালি তুই, বাপ! বেয়াদ্দপ কোথাকার! ভদ্রলোকের সাথে কীভাবে কথা বলতে হয়, জানিস না? জলদি-জলদি শরাব এনে হাজির কর আমার সামনে! নইলে... যা, ব্যাটা, দৌড় দে!'

'এক্ষুণি আনছি, ইয়োর ম্যাজেস্টি! এক্ষুণি নিয়ে আসছি!'

বাঘের তাড়া খাওয়া হরিণের মতো জান নিয়ে পালাল বালক-ভৃত্য।

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ধাক্কা লাগিয়ে দিচ্ছিল বেউলফ।

খিলখিল করে হেসে উঠল উরসুলা।

পলকের জন্য মনে হলো বেউলফের, দানব গ্রেনডেলের ছলনাময়ী মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ পরিমাণ সময়ের জন্য ঝনঝন করে উঠল মগজের ভিতরটা।

কিন্তু মেয়েটা স্রেফ উরসুলা। স্রেফ উরসুলা!

'উরসুলা! সোনামণি আমার!' গলায় প্রেম ঢেলে ডাকল

বেউলফ। 'আমার ছায়ার সাথে মিশে আছ যে বড়! আরেকটু হলেই তো ভেবে বসেছিলাম—' সত্যি কথাটা বলতে চায় না বলে চুপ করে গেল ও।

'জি, জাঁহাপনা।' কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে উরসুলা। 'থামলেন কেন?'

'কিছু না...' এড়িয়ে যেতে চাইল বেউলফ।

'বলুন না!' তাগাদা দিল উরসুলা।

'...অন্য একজনের কথা মনে পড়ে গেছিল তোমাকে দেখে,' হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বলল বেউলফ।

'কাকে? কে সে?'

মাথা নেড়ে 'না' বলল বেউলফ। প্রসঙ্গটা নিয়ে আলাপ করতে চায় না।

'ইনিই কি তিনি, যাঁর কথা বলেন আপনি শোয়ার সময়?' অনুমান করল উরসুলা। 'আপনার মা?'

দপ করে জ্বলে উঠল বেউলফের চোখ জোড়া।

'আমি কেবল একজনকেই ভালোবাসি, উরসুলা,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল ও। 'তোমাকে। দুনিয়ার আর-কোনও মেয়েকেই ভালোবাসি না আমি। বাসিওনি কোনও দিন। ...ঘুমের মধ্যে কী-বলছি-না-বলছি, ও-সব দেখা বাদ দাও, মেয়ে! নয়তো... নয়তো... মাছের খাবার হবে তুমি!'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে বেউলফের দিকে তাকিয়ে আছে উরসুলা। এই মাত্র যা শুনল, বিশ্বাস করতে পারছে না যেন। কী বললেন সম্রাট? মাছের খাবার? এত দিন ধরে রয়েছে ও বেউলফের সঙ্গে, কোনও দিন এমন হুমকি শুনতে হয়নি! একটা ঢোক গিলল ও অনেক কষ্টে।

'না, মাই লর্ড!' বুজে যাওয়া গলায় বলল। 'আর কখনওই করব না! ...আমি কেবল আপনার কষ্টটা বুঝতে চেয়েছিলাম।

boighar.com

ভেবেছিলাম, কষ্টগুলো যদি দূর করে দিতে পারতাম!' আহত অভিমান প্রকাশ পেল ওর কণ্ঠে। '...কষ্টটা কি এ-জন্যে যে, আপনার কোনও সন্তান নেই? ...ইয়োর হাইনেস?'

'আমি যদি জানতাম...' মনে হলো, নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছে বেউলফ। কথাটা বলবে কি না, ঠিক করে উঠতে পারছে না ও।

'কী, মাই লর্ড?' সহমর্মিতা প্রকাশ করল উরসুলা। 'বলুন... আপনার সব কথা শুনব আমি!'

স্ত্রীর চোখের দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাল বেউলফ। শেষমেশ মনস্থির করল।

'আমি... আমি কখনওই বাবা হতে পারব না, উরসুলা!'

'মাই লর্ড!' ঝটকা খেল উরসুলা। 'এ-সব কী বলছেন আপনি!'

'হ্রথগার জানত... নিজের মধ্যেই ডুবে আছে বেউলফ। 'এখন আমি জানি, জানত সে... কিন্তু সত্যিটা কখনও খুলে বলেনি আমাকে!'

'কী জানত, মাই লর্ড? হ্রথগার কে?'

'উম?' প্রশ্নটা বুঝতে পারেনি যেন বেউলফ। 'হ্রথগার? জানো না তুমি? বিখ্যাত ডেনিশ রাজা। আমারই মতো অভিশপ্ত জীবন যাপন করত লোকটা...'

'অভিশপ্ত, মাই লর্ড!'

কান্নার মতো দেখাল বেউলফের হাসিটা। 'একই অভিশাপের শিকার আমরা দু'জনে...'

কিছুই মাথায় ঢুকল না উরসুলার। মূক পশুর মতো তাকিয়ে রইল ও।

'বাকি জীবনের জন্যে শনি লেগে গেছে... যেটা আর কাটবে না কোনও দিন— এটা বুঝতে পারার পর একটা মানুষের মনের

অবস্থা কী রকম হয়, বলতে পারো, উরসুলা?'

নিশ্চুপ মেয়েটি।

'যা-যা চেয়েছি, তার প্রায় সব কিছুই পেয়েছি আমি জীবনে। বলতে পারো, বেশির ভাগ স্বপ্নই পূরণ হয়েছে আমার। এমন কোনও লোক নেই, যে সামনাসামনি-যুদ্ধে দাঁড়াতে পারে আমার সামনে। শুধু লোক বলি কেন, গোটা একটা সৈন্যবাহিনীও যদি আসে, তা-ও আটকাতে পারবে না আমাকে... কখনও পারেনি। মরণশীল কোনও মহিলার গর্ভে জন্ম নিয়েছে, এমন যে-কারও চাইতে শক্তিশালী আমি। ক্ষিপ্র আর সুচতুর। কিন্তু...'

'আর ওই একটা না-পাওয়ার জন্যেই কি ঘুমের মধ্যে কেঁদে ওঠেন তা হলে?'

'আরে, এই!' গলা ছেড়ে হাঁক দিল বেউলফ। 'এক গেলাস মদ আনতে কি আঙুরের খেতে রওনা দিল ছোঁড়াটা? এখনও আসছে না কেন?'

স্পষ্টতই ব্যক্তিগত কষ্টের প্রসঙ্গটা থেকে পালাতে চাইছে বেউলফ।

নাকি নিজের কাছ থেকেই?

কে জানি আসছে।

আগ্রহ নিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে রইল বেউলফ।

না, মদ আনতে যাওয়া ছেলেটা নয়।

হলের দূরপ্রান্ত থেকে যে-মানুষটি হেঁটে এল বেউলফের কাছে, সে উইলাহফ।

'শুনতে পেলাম, এক গেলাস মদের জন্যে ডাকাডাকি করছেন, ইয়োর ম্যাজেস্টি?' জানতে চাইল বেউলফের চেমবারলিন।

অন্য কারও সামনে পুরানো দোস্তকে "তুমি" সম্বোধন করে না সে।

boighar.com

ঢাকা দেয়া একটা ট্রে উইলাহফের হাতে। প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করল বেউলফ, 'কী এটা? কী নিয়ে এসেছ? মদের গেলাস, মনে হচ্ছে?'

'কাকতালীয় ব্যাপার,' হেসে বলল উইলাহফ। 'যা-ই হোক... আমার নিয়ে আসার কথা না এটা। কিন্তু একটা বিশেষ কারণে নিজ হাতে না এনে পারলাম না।'

হেঁয়ালি লাগছে বেউলফের কাছে। অকারণ রহস্য করছে বলে মনে হলো উইলাহফ। www.boighar.com

'এটা আসলে অন্য একজনের তরফ থেকে... পানীয়টা না, শুধু গেলাসটা। আমি ভাবলাম, খালি-গেলাস নিয়ে গেলে কেমন দেখায়! তাই...'

'অনেক ধন্যবাদ, উইলি। কিন্তু বিষয়টা কী? ভেঙে বলো তো!'

'আপনি... আ... আপনার এক "গুণমুগ্ধ ভক্ত" চমৎকার এক উপহার নিয়ে এসেছে আপনার জন্যে। নিজ হাতেই দিতে চেয়েছিল অবশ্য। কিন্তু ওর বদলে আমিই নিয়ে এলাম।'

'কে দিল? কে সে?'

জবাব না দিয়ে ট্রের উপর থেকে কাপড়টা সরাল উইলাহফ। ওদের চোখের সামনে উন্মোচিত হলো রাজকীয় গবলেট। মদ রয়েছে ওর মধ্যে।

বিঘত খানেক চওড়া হাসি উইলাহফের দাড়ি ভরা মুখে। সে আশা করছে, জিনিসটা দেখে উৎফুল্ল হবে ওর বন্ধু।

যেন ঘোরের মধ্যে হাত বাড়িয়ে পাত্রটা নিল বেউলফ।

কেউ জানে না, কী চলেছে ওর মধ্যে। লক্ষ সাগরের গর্জন শুনতে পাচ্ছে যেন। ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে দুনিয়া, বুকের মধ্যে সেই ভাঙনের শব্দ। শোঁ-শোঁ করে কেঁদে ফিরছে যেন বাতাস।

হ্রথগারের দেয়া রাজকীয় গবলেটটা চিনে নিতে ভুল হয়নি

বেউলফের!

এই জিনিস একটাই আছে পৃথিবীতে।

সাতচল্লিশ

'অপূর্ব, তা-ই না?' বলল উইলাহফ। 'চিহ্নটা দেখুন। কী মনে হয়? ডেনদের জিনিসই তো এটা, ঠিক না?'

ঘরের অন্য দু'জনকে চমকে দিয়ে জবাবের বদলে আচমকা চেঁচিয়ে উঠল বেউলফ। না জেনে ঘৃণ্য কোনও কিছু ছুঁয়ে ফেলেছে যেন, এমনি ভাবে হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল গবলেটটা। সোনালি পাত্রের সোনালি গরল ঝরনার মতো ছলকে পড়ল মেঝেময়।

টলমল পায়ে পিছু হটতে চাইল বেউলফ। কিন্তু কয়েক কদম পিছিয়ে বাধা পেল ও একটা বেঞ্চিতে। বেঞ্চিটার পাশেই মাটিতে বসে পড়ল ও থপ করে। মেঝেতে নিতম্ব ঘষটে সরে গেল একটা কোনার দিকে। থরথরিয়ে কাঁপছে, এ অবস্থায় গোঙাতে আরম্ভ করল বোবার মতো।

'ক্-কে এটা দিয়েছে তোমাকে?!' অভিযোগের সুরে কথার চাবুক কষাল বেউলফ। 'বলো, উইলি, কে দিল এটা!' এ-দিক ও-দিক তাকাচ্ছে ও। 'কোথায় সে?! কোথায় সেই মেয়ে!'

ভয় পেয়ে গেল উইলাহফ আর উরসুলা, যখন দেখল যে, হাঁটুতে মুখ গুঁজে বাচ্চাদের মতো ফোঁপাতে আর কাঁদতে লেগেছে

boighar.com

বেউলফ। ওরা ভাবল, হঠাৎ কোনও কারণে মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে সম্রাটের।

'কে, মাই লর্ড!' ব্যগ্র কণ্ঠে শুধাল উইলাহফ। 'কার কথা বলছ?' ভীতি আর বিস্ময়ের ধাক্কায় সম্বোধন ওলট-পালট হয়ে গেছে ওর।

দু' চোখে ব্যাখ্যাহীন ভয় নিয়ে জানতে চাইল বেউলফ, 'ক্-কোথায় পেয়েছ তুমি এটা? কোথায় পেয়েছ!'

'গুথরিক— গুথরিক দিয়েছে! তার এক চাকর নাকি সৈকতের ধারে খুঁজে পেয়েছে এটা!'

জবাব পেয়ে যেন অনেকটাই শান্ত হয়ে গেল বেউলফ। ঘোরগ্রস্তের মতো দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়াল ও ধীরে-ধীরে। তাকাল সোনালি পাত্রটা যেখানে পড়েছে, সেখানে।

'বুঝতে পারছি না, কেমন বোধ করা উচিত আমার!' স্বগতোক্তি করছে বেউলফ। 'এত বছর পর ফিরে এসেছে জিনিসটা, এই খুশিতে নাচানাচি করব? নাকি ভয়ে মরে যাওয়া উচিত আমার। কারণ... মেয়েটার দেয়া শর্ত কী ছিল যেন! না... ভেবে আর কী হবে! যা হবার, তা তো হয়েই গেছে। অগ্নিপরীক্ষা এখন আমার সামনে। ...ঠিক আছে। আমিও প্রস্তুত।'

মেঝে থেকে গবলেটটা তুলে নিল বেউলফ। ব্যস্তসমস্ত ভাবে বেরিয়ে গেল হলরুম থেকে। ধড়াম করে ভারী দরজা বন্ধ হবার শব্দ হলো ওর পিছনে।

ভয়ার্ত চোখে উইলাহফের দিকে তাকাল উরসুলা। 'কী বলে গেলেন মাই লর্ড! কিছুই তো বুঝতে পারছি না! কোন্ মেয়ের কথা জানতে চাইলেন তিনি?'

ঠাস করে কপাল চাপড়াল উইলাহফ।

'উফ, আমি একটা গাধা! গুথরিক যখন গবলেটটা দেখাল, তখনই জিনিসটা চিনতে পারা উচিত ছিল আমার। চেনা-চেনা

লাগছিল... ভেবেছিলাম, এটা বোধ হয় অন্য একটা। কিন্তু এটার যে কোনও যমজ নেই, ভুলে গেলাম কী করে! গাধা আমি! প্রাগৈতিহাসিক বুড়ো গর্দভ!’

নিজের প্রাসাদের ছাতে দাঁড়িয়ে সাগরের ঢেউ ভাঙা দেখছে বেউলফ। হাতে ওর হ্রথগারের দেয়া গবলেট।

অসম্ভব ভারী মনে হচ্ছে পাত্রটা। যদিও জানে, এই মনে হওয়াটা আসলে মনের ভুল।

অনেকক্ষণ ভেবেছে সে। ভেবে-ভেবে পৌঁছেছে স্থির সিদ্ধান্তে।

ঝেড়ে ফেলতে হবে অভিশাপটা ঘাড় থেকে।

এখনই।

এই মুহূর্তেই।

যেন প্রচুর কসরত করে পেয়ালা ধরা হাতটা মাথার উপরে তুলল বেউলফ। সাগরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে জিনিসটা। কিন্তু তার পরিবর্তে সজোরে হাতটা নামিয়ে আনল টারেটের[১৫] পাথরে। প্রবল আক্রোশে বার-বার পাথরের গায়ে আঘাত হানতে লাগল পাত্রটা দিয়ে।

শিগগিরই বেঁকেচুরে গেল সুদৃশ্য গবলেটটা।

আবেগের প্রাবল্য সামলাতে না পেরে হুড়মুড় করে ছাতের কিনারা ঘেরাও দেয়া পাথরের প্রাচীরের গায়ে হেলান দিয়ে বসে পড়ল বেউলফ।

উরসুলা এল এ-সময় ছাতের উপরে।

বিধ্বস্ত অবস্থায় বেউলফকে বসে থাকতে দেখে দুমড়ে মুচড়ে গেল ওর বুকটা।

---

[১৫] টারেট: প্রাসাদশৃঙ্গ।

boighar.com

কাছে গিয়ে স্বামীর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে-ও। আলতো করে স্পর্শ করল সম্রাটের কাঁধ।

'আমায় বলুন, জাঁহাপনা!' হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে এল উরসুলার। 'খুলে বলুন আমায় সব কিছু। আমি তো আপনার পাশেই রয়েছি! পারব আমি! যে বেদনা আপনাকে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করছে প্রতিনিয়ত, আমি তার উপশম হব! যত তীব্রই হোক না কেন সে-কষ্ট! বলুন!'

'কীভাবে... কীভাবে আমার যন্ত্রণা দূর করবে তুমি?' হাল ছেড়ে দেয়া বেউলফের উদ্বাস্তু মন আশায় বসত করতে চাইছে।

'ভালোবাসা দিয়ে,' আশ্বাস দিচ্ছে উরসুলা।

বাচ্চাদের ছেলেমানুষী কথায় বড়রা যে-ভাবে হেসে ওঠে, ঠিক সে-রকম প্রশ্রয়ের মুচকি হাসি ফুটে উঠল বেউলফের ঠোঁটে।

'এক ধরনের মিথ্যে জীবন যাপন করছি আমি, উরসুলা,' বলল একটু পর। ফাঁকা দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে ও। 'শুরুটায় মনে-মনে যেটা চেয়েছি, তার সব কিছুই দিয়েছে এই মিথ্যে জীবন। যা-যা হতে চেয়েছি জীবনে... যে-সব ক্ষমতা পেতে চেয়েছি হাতের মুঠোয়... সব পেয়েছি— সব! কিন্তু তারপর... একটা সময় আমার মনে হতে লাগল, যে-কোনও মুহূর্তে দিনের আলোয় প্রকাশ হয়ে পড়বে সত্যগুলো।' লজ্জার ভারে মাথা নিচু করল বেউলফ। 'সত্যকে ভয় পেতে শুরু করলাম আমি!'

স্ত্রীর সাহায্য নিয়ে উঠে দাঁড়াল বেউলফ। দূরের ঊর্মিমালার দিকে উদাসী দৃষ্টি রাখল আবারও। চিরন্তন সত্যের মতো কঠিন পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ছে ঢেউয়ের পর ঢেউ। সৃষ্টির আদি থেকেই হয়তো।

'...দাবানলের মতো ভয়টা গ্রাস করে নিল আমাকে,' আগের কথার খেই ধরল বেউলফ। 'সব কিছু ছাপিয়ে... যেন অমোঘ

নিয়তি হিসাবে টিকে রইল সেই ভয়... সত্য প্রকাশের ভয়! দিনের পর দিন ভয়ের সাথে বসবাস করতে-করতে জীবনের রূপ-রস-রং-গন্ধ-স্পর্শ মূল্যহীন হয়ে পড়ল আমার কাছে। জীবনের আসল সংজ্ঞা কী, তা-ও শিখলাম এই ভয়ের কাছে। এখন, আর কিছু না হোক, এটা অন্তত জানি, কোনও অর্জনই আসলে চির-স্থায়ী না। এই যে এত শক্তি, এত ক্ষমতা... শপথ বলো, আর গাল ভরা কথার ফুলঝুরি বলো... সবই তো আসলে ক্ষণস্থায়ী... সাগরের বুকে ভাসমান বরফখণ্ডের মতো গলে-গলে শেষটায় মিশে যাবে সাগরেই। মরণের পরে কিছুই তো নিয়ে যেতে পারব না কবরে। এক মাত্র যেটা সঙ্গে যাবে, তা হচ্ছে— সত্য... অন্য কেউ সেটা জানুক আর না জানুক।'

'বিশাল হৃদয়ের মানুষ আপনি, মাই লর্ড!' বেউলফের বলা কথাগুলোর রেশ খানিকটা কাটলে বলল উরসুলা। 'একজন মহৎপ্রাণ সম্রাট। এটা আমার একার কথা না। সবারই। এটাই আপনার সম্বন্ধে সত্য কথা।'

কৃতজ্ঞ হাসল বেউলফ।

'কথাগুলো সত্যিই বিশ্বাস করো তুমি? নাকি... অলীক কোনও স্বপ্ন দেখাচ্ছ আমাকে?' www.boighar.com

বেউলফের ডান হাতটা নিজের বুকের উপরে চেপে ধরল উরসুলা।

'মাই লর্ড, টের পাচ্ছেন? ভিতরে ধুকপুক করছে একটা হৃৎপিণ্ড। এই ধুকপুকানি প্রতি মুহূর্তে জানিয়ে দিচ্ছে, সত্যিকারের রক্তমাংসের মানুষ আমি, স্বপ্ন নই। আর আমি যা বলছি আপনাকে, তা এই সত্যিকারের হৃদয় থেকেই বলছি। মনের গভীর থেকে জানি আমি, আমি যাঁকে ভালোবাসি, তিনি প্রকৃতই একজন সিংহপুরুষ।'

এ-বারে নির্ভার হাসল বেউলফ। কত দিন পর, নিজেও সে

boighar.com

বলতে পারবে না।

পরম আদরে আলিঙ্গন করল সে উরসুলাকে।

আটচল্লিশ

সূর্যাস্তের সময় সমাগত প্রায়।

বেউলফের ওখান থেকে বাড়ি ফিরে এসেছে গুথরিক।

টগবগিয়ে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল ওর ঘোড়াটা।

মন-মেজাজ সত্যিই ভালো আজ লোকটার। গুনগুন করছে আপন মনে...

কিন্তু একটা মিনিট অপেক্ষা করবার পরেও যখন চাকরটা এল না, বেরসিকের মতো থামিয়ে দিতে হলো গান।

'কেইন!' হাঁক পাড়ল গুথরিক। 'কোথায় গেলি, কুঁড়ের বাদশা! জলদি এসে ঘোড়া থেকে নামতে সাহায্য কর আমাকে!'

কেউ এল না।

না কেইন, না অন্য কেউ।

'কী ব্যাপার!' নিজেকে শোনাল গুথরিক। 'আবার পালাল নাকি ছোঁড়াটা? তা-ই যদি হয়... কেইন!'

আসন্ন সন্ধ্যার বাতাসে প্রতিধ্বনি তুলল ডাকটা।

আওয়াজের রেশ মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল গুথরিক। ততক্ষণে ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে লোকটার কপালে।

কী ব্যাপার! কারও কোনও সাড়াশব্দ নেই কেন? মনে হচ্ছে—

মরাবাড়ি।

মাংস-পোড়া গন্ধে ম-ম করছে চারিটা পাশ। কী রান্না হচ্ছে আজ?

ধোঁয়ার মতো হালকা কুয়াশা ঝুলে আছে বাড়িটার উপরে। সে-দিকে চেয়ে ফের গলা ছাড়ল গুথরিক: 'কী হলো! কেউ নেই নাকি বাড়িতে? গ্রেচেন! বাচ্চারা! উইলফার্থ! আশ্চর্য!'

মৌন ঋষির মতো নীরব রইল সারা বাড়ি।

পিছলে ঘোড়া থেকে নামল গুথরিক। উঠনটা পেরিয়ে ঢুকে পড়ল দরজা-খোলা বাড়ির মধ্যে।

ঢুকেই চিৎকার!

একটার পর একটা!

গাঁয়ের নিরিবিলি এক অংশে গুথরিকের বাড়িটা। প্রতিবেশীরা থাকে বেশ দূরে-দূরে। নইলে ওরা ভাবত, কত উঁচুতে গলা তুলতে পারে, সে-পরীক্ষায় নেমেছে গুথরিক।

কিন্তু কী দেখে চিৎকার দিল লোকটা?

যা ও দেখল, চরম দুঃস্বপ্নেও বুঝি দেখে না তা মানুষ!

বৈঠকখানাতেই রয়েছে ওরা— ওর বউ, ছেলেমেয়েরা, চাকর-বাকরেরা...

পুড়ে কয়লা!

দাঁড়ানো এবং শোয়া অবস্থায় নিথর হয়ে যাওয়া লাশগুলো কালো পাথরের মূর্তি যেন এক-একটা!

কাঁদতে পর্যন্ত ভুলে গেল গুথরিক।

পায়ে যেন শেকড় গজিয়ে গেছে ওর। পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলে যে-রকম উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা হয় মানুষের, সে-রকমই অবস্থা মুখের।

হায়-হায় করে উঠছে ওর তামাম জাহান। তীব্র যে আতঙ্কের ছাপ পড়েছে চেহারায়, সে-অভিব্যক্তির সঠিক বর্ণনা দেয়া

boighar.com

দুঃসাধ্য।

আতিপাতি করে লাশগুলো দেখল ওর চোখ।

সবাই-ই রয়েছে।

নেই কেবল একজন।

কেইন!

কেইনই কি তা হলে এ সব কিছুর জন্য দায়ী?

মার-চড় সহ্য করতে-করতে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়েছে ওর মধ্যে?

তা কী করে হয়! উইলফার্থকে মরতে হলো কেন তা হলে? ওই তো, মুখে হাতচাপা দেয়া অবস্থায় অঙ্গারের একটা ভাস্কর্য হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘরের এক পাশে।

কিছু একটা দেখে আঁতকে উঠেছিল মেয়েটা।

কী দেখেছিল?

আতঙ্কিত চোখে মৃত মানুষগুলোকে দেখতে লাগল গুথরিক পালা করে।

ওর বউয়ের লাশটাও চোখ জোড়া ছানাবড়া অবস্থায় স্থির হয়ে গেছে ভিতরের ঘরের দরজার কাছে। স্পষ্টতই, কোনও কিছু দেখে ভয় পেয়েছিল ওরা।

সেই একই প্রশ্ন: কী?

অবশ হয়ে ওঠা পা জোড়া টেনে-টেনে বউয়ের কাছে গেল গুথরিক। এখন বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছে ওর। কিন্তু কেন যেন কাঁদতেও পারছে না।

কম্পিত আঙুলে কয়লা-মূর্তিটার বাহু স্পর্শ করল গুথরিক—

অমনি ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ল মূর্তিটা!

কয়লার গুঁড়ো হয়ে মেঝেময় ছড়িয়ে পড়ল গুথরিকের স্ত্রী।

সভয়ে পিছু হটল স্বজন হারানো গুথরিক। শীতের দিনে ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করা মানুষের মতো দাঁতে-দাঁতে বাড়ি খাচ্ছে ওর

ঠকঠক করে। ঝট করে বের করে ফেলল তলোয়ার। বাঁটটা দু' হাতে শক্ত করে চেপে ধরে ডাইনে-বাঁয়ে-সামনে-পিছে সরতে লাগল ওর পাগলাটে চোখের দৃষ্টি। পুরুষের সাহসের কিছু মাত্র অবশিষ্ট নেই লোকটার মধ্যে।

ঘনিয়ে আসা সাঁঝের আঁধার জমা হচ্ছে ঘরের মধ্যে। না, আজ সন্ধ্যায় সাঁঝবাতি জ্বলে ওঠেনি তার বাড়িতে। অশুভ কিছুর আগমনে অন্ধকারেই ডুবে আছে সবগুলো কামরা।

হলরুমের আরেক মাথার দিকে চাইল গুথরিক। ও-দিকটা একবার দেখা দরকার। আসলে, গোটা বাড়িটাই ঘুরে দেখা প্রয়োজন। যদি কোনও সূত্র মেলে। কিন্তু চাপ-চাপ অন্ধকার জমে থাকা কোনাগুলোতে পা বাড়াবার সাহস সঞ্চয় করতে পারছে না গুথরিক।

হঠাৎ ধড়াস করে এক লাফ দিল ওর হৃৎপিণ্ড। তারপর টগবগ-টগবগ করে বুকের খাঁচায় দৌড়াতে লাগল ভিতরের পাগলা ঘোড়াটা।

ভুল দেখল না তো!

না, ওই তো জ্বলে ওঠা আলোটা মিটমিট করছে। নিঃসীম সাগরে পথ দেখানো বাতিঘর যেন।

আপনা-আপনি জ্বলতে পারে না ওই আলো। তা হলে কে জ্বালল? কেইন?

নিভু-নিভু শিখাটার আশপাশে ভালো করে চাইল গুথরিক। তেমন কোনও আলামত চোখে পড়ল না।

অদ্ভুত ব্যাপার!

বাইরে এখন গোধূলি।

ছাত আর দেয়ালের ফাটল দিয়ে এখনও ভিতরে প্রবেশ করছে ক্ষীণ আলোর রেখা।

আলোটার দিকে এক পা এগোল গুথরিক।

boighar.com

আরেক পা।

আলোটা একটু উজ্জ্বল হলো।

কম্পমান তৃতীয় কদম ফেলবার আগে চার পাশটা দেখে নিল একবার পায়ের উপরে ঘুরে। যেন পিছন থেকে কেউ এসে হামলা করতে না পারে ওর উপরে। হলে ঠেকাবে।

চতুর্থ কদম আগে বাড়ল গুথরিক। বেড়ে ওঠা আলোয় ঝিক করে উঠল ওর তরবারি।

আচমকা ধড়াম করে এক শব্দে আত্মা খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম হলো গুথরিকের। বাইরে বেরোনোর জন্য বক্ষপিঞ্জরে মাথা ঠুকছে যেন হৃৎপিণ্ডটা।

বাতাস নেই, কিছু নেই— হলের ভারী দরজা বিকট ধাম করে লেগে গেল— কীভাবে?

প্রাকৃতিক আলো যা-ও বা ঘরে আসছিল, মুছে গেছে নিঃশেষে।

'কে! কে ওখানে?' আলোটা লক্ষ্য করে বলে উঠল গুথরিক।

না। কোথাও কোনও শব্দ নেই। স্নায়ুতে পীড়া দেয়ার মতো নিস্তব্ধতা।

আর তার পরই ঘরের আরেক কোনায় জ্বলে উঠল আরেকটা আলো।

প্রথম আলোটা নিভে গেছে।

এ-বারেরটাও ক্ষীণ। সুদূরে জ্বলা নক্ষত্রের মতো আলো দিচ্ছে মিটিমিটি। তফাৎ কেবল, নক্ষত্রের আলো হয় রূপালি, আর নিস্তেজ এই আলোটা সোনালি রঙের।

আলো, না আগুন?

বোধ হয় তা-ই।

নিভু-নিভু দীপ্তির সঙ্গে পাক খেয়ে উপরে উঠছে ক্ষীণ ধোঁয়া। আগুন ছাড়া ধোঁয়া আর কীসে হবে?

শোক ছাপিয়ে ধাঁই করে রাগ চড়ে গেল গুথরিকের মাথায়।

'অন্ধকারে চোরের মতো ঘাপটি না মেরে সামনে আয়, কুত্তার বাচ্চা!' ভিতরের পুরুষটা বেরিয়ে এল লোকটার। 'ব্যাটাছেলের মতন মোকাবেলা কর আমার!'

জবাবে নিচু স্বরে হেসে উঠল কেউ।

আলোটার দিক থেকেই আসছে খিক-খিক হাসির শব্দ।

ওটা কি মানুষ? তবে কেন অশুভ, অমানুষিক বলে মনে হচ্ছে আওয়াজটা?

সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল গুথরিকের।

একটা সিরিশ-কাগজ ঘষা কর্কশ কণ্ঠ কথা বলে উঠল এ-সময়।

'...ঘুমাচ্ছিলাম। আমার শান্তির ঘুমটা নষ্ট করে দিল ছেলেটা। আকাশ থেকে উল্কার মতো খসে পড়ল যেন আমার গোপন আস্তানায়। তা-ও যদি ভালোয়-ভালোয় ফিরে যেত! গেল বটে, তবে এমন একটা জিনিস নিয়ে গেল সাথে করে, যেটার মালিক প্রকৃত পক্ষে ও নয়। ...চোর!'

চাঁছাছোলা কণ্ঠটা অভিযোগপূর্ণ হলেও আশ্চর্য রকমের শান্ত! এবং ব্যঙ্গের সুর তাতে। এবং ধূর্তামিতে ভরা।

কণ্ঠের মালিককে একটুও দেখতে পাচ্ছে না গুথরিক। স্রেফ ওই সোনালি আলোটা ছাড়া। একটু পর-পর নিভে যাচ্ছে আলোটা, পরক্ষণে জ্বলে উঠছে আবার। একই জায়গায়।

বিষয়টা লক্ষ করে অদ্ভুত একটা চিন্তা এল গুথরিকের মাথায়। সেটা হচ্ছে— অন্ধকারের গায়ে রত্নপাথরের মতো বসানো মিটমিটে আলোটা আসলে কারও চোখ! কণ্ঠস্বরের মালিকেরই কি?

বলাই বাহুল্য, চিন্তাটা গুথরিকের অস্বস্তি বাড়িয়ে তুলল আরও।

boighar.com

কোনও মানুষের চোখ কি অমন সোনালি হয়? তা-ও আবার ছোট শিখায় জ্বলা আগুনের মতো?

কিন্তু মানুষই যদি না হয়, কী ওটা তা হলে!

গুথরিকের ধারণাতেও এল না, একটা ড্রাগনের সামনে দাঁড়িয়ে সে! www.boighar.com

ড্রাগন!

'হা, ঈশ্বর!' গবলেটটা কোথা থেকে এসেছে, জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে গুথরিকের কাছে। 'কেইন! ও তো আমার চাকর! দুঃখিত... আন্তরিক দুঃখিত আমি! আমার কোনও হাত ছিল না এতে! ...এই সব চাকর-বাকররা সব চোরের গুষ্ঠি! মালসামান সামলে না রাখলে হাপিস করে দিতে ওস্তাদ।'

ফোঁস করে শ্বাস ছাড়ল ড্রাগন। গুথরিকের জবাবে সন্তুষ্ট হয়নি যেন। এক ঝলক আগুনের শিখা বেরিয়ে এল ওটার নাক দিয়ে। সেই সঙ্গে কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া।

ওই এক ঝলক আলোতেই যা দেখবার, দেখা হয়ে গেছে গুথরিকের। বোঝা হয়ে গেছে, যা বুঝবার।

বিশাল এক সরীসৃপ ওর সামনে... যেটা কথা বলে মানুষের গলায়!

আতঙ্কে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতে ইচ্ছা করল গুথরিকের। একটা চিৎকার ছেড়েও মাঝপথে গলা টিপে মারল সেটাকে।

হাঁটু কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে গেছে তার। অসাড় হাত দুটো আর ধরে রাখতে পারল না তলোয়ারটা।

ঠং-ঠনাত করে মেঝেয় পড়ল সেটা।

ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে দুই হাত এক করে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল লোকটা সোনালি ড্রাগনটার সামনে।

অন্ধকারে মুচকি হাসল ড্রাগন।

'মাফ চাই! হাজার বার মাফ চাই!' নিজের কান মলছে

গুথরিক। 'পাত্রটা আমার কাছে নিয়ে এসেছিল চোরা কেইন। কিন্তু এক ফোঁটা লোভ করিনি আমি! পরের ধনে... যাক গে... ওটা সম্রাটকে দিয়ে দিয়েছি আমি... সম্রাট বেউলফকে। দয়া করুন! দয়া করে মারবেন না আমাকে!'

'বেউলফ! সম্রাট বেউলফ!' অন্ধকার থেকে ভেসে এল সিরিশ-কাগজের খসখসানি।

এক মুহূর্ত থেমে গা শিউরানো হাসি হাসতে আরম্ভ করল দানব সরীসৃপ।

চোখে দেখতে না পেলেও গুথরিকের কল্পনায় ভেসে উঠল, গা দুলিয়ে অট্টহাসি দিচ্ছে ড্রাগন। একেবারে পেটের ভিতর থেকে উঠে আসছে সে-হাসি।

নির্লজ্জ চাটুকারের মতো মাঝখান থেকে তাল দেয়া আরম্ভ করল গুথরিকও... বোকার মতো হাসছে। ভীষণ অনিশ্চয়তায় বিস্ফারিত হয়ে আছে ওর চোখ দুটো।

'খামোশ!' বাতাসের গায়ে তীব্র ঘর্ষণের আওয়াজ তুলল ড্রাগনের ধমক।

থতমত খেয়ে চুপ হয়ে গেল গুথরিক।

'কান খুলে শোনো, মানুষের বাচ্চা,' অন্ধকারে শোনা গেল ড্রাগনের স্বর। 'তোমাকে কয়েকটা কথা বলার আছে আমার... মন দিয়ে শুনো। আসলে, তোমাকে না, দুনিয়ার উদ্দেশে জানাতে চাই কথাগুলো...'

boighar.com

উনপঞ্চাশ

তুরন্ত গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে সে-দিন দ্বিতীয় বারের মতো বেউলফের প্রাসাদে হাজির হয়েছে গুথরিক। প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে আছে সে।

প্রাসাদ-বাড়ির সীমানায় প্রবেশ করে দুর্গ-প্রাকারের কাছে চলে এল ঘোড়া। আচমকা দরকারের চেয়েও এত জোরে রাশ টানল ওটার মালিক যে, প্রতিবাদ করে তীক্ষ্ণ চিঁহি রব তুলল চতুষ্পদ প্রাণীটা।

আঁধার রাত্রি চমকে উঠল জন্তুটার আর্তনাদে।

থেমে দাঁড়ানো বাহনটা থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে নামল গুথরিক। দ্রুত পায়ে এগোল সিংহ-দরজার দিকে। ফটকের কাছাকাছি আসতে উইলাহফ সহ জনা কয়েক প্রহরী এগিয়ে গেল অসময়ের অতিথিটির দিকে।

'গুথরিক!' আগন্তুককে চিনতে পেরে বিস্মিত হলো উইলাহফ। 'রাতের এই সময়ে... কী ব্যাপার! সময়জ্ঞান আছে তো তোমার? নাকি জমিটার ব্যাপারে ফয়সালা শুনতে তর সইছে না? ...না, গুথরিক, এখন ও-সব হবে-টবে না। জমির মালিকানা নিয়ে যতক্ষণ না কোনও মন্তব্য করছেন সম্রাট, সে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে...'

'সম্রাটের সাথে দেখা করতে আসিনি আমি!' জরুরি ব্যস্ততার

ভাব প্রকাশ পেল গুথরিকের কম্পমান স্বরে। 'এসেছি আপনাদেরকে জানাতে যে, খুব বড় বিপদ আমাদের সম্রাটের! শিগগিরই দানবের সাথে মধুর মিলন হতে চলেছে ওনার...'

'কী যা-তা বলছ!' কঠোর গলায় ধাতানি দিল উইলাহফ।

'যা-তা নয়, গো... যা-তা নয়!' রঙ্গ করছে যেন গুথরিক। 'এখানে আসার আগে হতচ্ছাড়া এক ড্রাগনের সাথে মোলাকাত হয়েছে আমার! বেজন্মাটা বিনা দাওয়াতে হাজির হয়েছে আমার বাড়িতে! কী বলছি, বুঝতে পারছেন, বুড়ো ঘুঘু? ড্রাগন! একটা ড্রাগন এসে বসে আছে আমার বাড়িতে! ...হ্যাঁ, এক বিন্দু মিথ্যা বলছি না! আমার পুরো পরিবারকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে ওটা! এমন কী চাকর-বাকররাও রেহাই পায়নি! পেতাম না আমিও... অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি! ...জানেন, ঠিক কী শুনিয়েছে আমাকে পাখাঅলা গিরগিটিটা?'

কান পেতে শুনছিল, হঠাৎ করে পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠল উইলাহফ। দুর্গের পাহারাদাররা হাঁ করে গিলছে গুথরিকের কথা। ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না। বোঝাই যাচ্ছে, বোমা ফাটাবার মতো আরও কিছু রয়েছে ওলাফের ছেলের ঝুলিতে।

ধমক দিয়ে প্রহরীদের যার-যার জায়গায় পাঠিয়ে দিল উইলাহফ। গুথরিকের বাহু ধরে টেনে নিয়ে এল ওকে এক পাশে। ষড়যন্ত্রীর মতো চাপা গলায় বলল, 'একা আমিই আপাতত শুনতে চাই কথাগুলো। নিরিবিলি কোথাও যাওয়া যাক, চলো।'

সেই পার্শ্ব-কামরায় গুথরিককে নিয়ে এল উইলাহফ। ওরা দু'জন একা রয়েছে এখানে।

'এ-বার বলো।'

'কী আর বলব!' আক্ষেপে মাথা নাড়ছে গুথরিক। 'স্বপ্নেও ভাবিনি, এমন কথা শুনতে হবে!'

boighar.com

'আরে, কী শুনেছ, তা-ই বলো না!' ধৈর্য হারাল উইলাহফ। 'এত রাতে এত ভণিতা করছ কেন?'

'সম্রাট... আমাদের প্রাণপ্রিয় সম্রাট... ভাবতেই পারিনি, মানুষটার রুচি যে এত নোংরা!'

'দেখো, মুখ সামলে...'

'আর সামলা-সামলি! যা শুনেছি, সেগুলো যদি সত্যি হয়...'

'দুত্তোর!' বিরক্তি ওগরাল উইলাহফ। 'তুমি কি খোলসা করবে, নাকি...'

'বলছি। ...কলঙ্ক আছে সম্রাটের অতীতে!'

'কী ধরনের কলঙ্ক?' খুব একটা অবাক হয়নি উইলাহফ।

'রাক্ষস-টাক্ষসের সাথে নাকি মাখামাখি রয়েছে ওনার...'

'এই তোমার গোপন কথা!' তাচ্ছিল্য ঝাড়ল উইলাহফ।

'হ্যাঁ, এটাই আমার গোপন কথা। সম্রাট বেউলফ একটা ঠগ, একটা বাটপার! একটা পিশাচীর সাথে শুয়েছেন উনি! ড্রাগনটা নিজ মুখে সত্যিটা বলেছে আমাকে।' বলতে-বলতে উত্তরোত্তর স্বর চড়ল গুথরিকের।

'আস্তে!' সাবধান করল গুথরিক। 'দোহাই তোমার, চুপ করো!'

'চুপ করব! আমি!' গলা বরং আরও চড়াল গুথরিক। 'আমার গোটা পরিবার... চাকর-বাকরসুদ্ধ কয়লা হয়ে গেছে পুড়ে... আর আমি চুপ করব! সম্রাট বেউলফের দোষে হয়েছে এ-সব! উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ চাই আমি এর জন্যে!'

বিপন্ন দৃষ্টিতে আশপাশে তাকাল উইলাহফ। ভয় করছে, স্বজন হারানো উন্মাদ-প্রায় লোকটার কথা শুনে ফেলল কি না কেউ।

ওকে সামাল দেবার জন্য তাড়াতাড়ি করে বলে উঠল উইলাহফ, 'পাবে... পাবে! যা বললে, তা যদি মিথ্যা না হয়, তবে

অবশ্যই ক্ষতিপূরণ পাবে তুমি। কিন্তু, গুথরিক, সত্যিই কি ড্রাগন ছিল ওটা?'

'তবে? আমি কি মিথ্যা বলছি? নিজের চোখে দেখা...'

'বুঝলাম! আচ্ছা, ধরে নিলাম, ড্রাগনই ছিল ওটা।' উইলাহ্ফ যেন বিশ্বাস করতে পারছে না এখনও। 'কিন্তু কী করে অত নিশ্চিত হলে যে, সত্যি কথাই বলছে ওটা?'

'বলছে না?'

'তোমার নিজের দেশের রাজা! মহা পরাক্রমশালী বেউলফ তিনি! এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে, কোনও দানব প্রভুত্ব করছে তাঁর উপরে?'

'বিশ্বাস-অবিশ্বাস বুঝি না!' তেড়িয়া হয়ে বলল গুথরিক। 'ড্রাগনটা আমাকে যা বলল, তা-ই বললাম। তা ছাড়া মিথ্যা বলবে কেন ওটা? ফায়দা কী? ...পিশাচ-দানবের সাথে দহরম-মহরম আমাদের সম্রাটের। নানা রকম চুক্তি আর সমঝোতার মাধ্যমে আপস করেছেন ওদের সাথে। ...আমার মনে হয়, এখনই সময় এসেছে, আমার সাথেও সে-রকম কোনও চুক্তিতে আসার। বড় রকমের একটা ক্ষতিপূরণ চাইছি আমি!'

'সাহস তো কম নয় তোমার!' রেগে উঠল উইলাহ্ফ। 'হুমকি দিয়ে সুবিধা আদায় করে নিতে চাচ্ছ সম্রাটের কাছ থেকে!'

'সাহসের কথা বলছেন!' উইলাহ্ফের ধমক-ধামকে টলেনি গুথরিক। 'সাহসের দেখেছেনটা কী! এর চেয়ে অনেক বেশি কিছু দেখানোর ক্ষমতা রাখি আমি। বুঝতে পেরেছেন, যন্ত্রণাদায়ক প্রাচীন গাধার পাছা! সরে যান আমার সামনে থেকে! নইলে এমন একটা শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব...'

চলে যাবার জন্য পা বাড়াল গুথরিক।

তক্ষুণি কোমরের খাপ থেকে ছোরা বের করল উইলাহ্ফ। এক লাফে গুথরিকের পিঠের সঙ্গে সেঁটে গিয়ে পিছন থেকে

boighar.com

জাপটে ধরল লোকটার কপাল।

মাথাটা পিছন দিকে হেলে গিয়ে ঠেলে বেরিয়ে এল গুথরিকের কণ্ঠার হাড়।

একটুও দেরি না করে লোকটার গলায় ছুরি চালিয়ে দিল উইলাহফ।

বীভৎস ভাবে ফাঁক হয়ে গেল গলাটা।

'বিদায়, বৎস! নরকে যাও!' গুথরিকের কানে হিসহিস করে বলল উইলাহফ। 'শিক্ষাটা আমিই দিয়ে দিলাম তোমাকে। এখন বসে-বসে তোমার ওপারে যাওয়া দেখব।'

জবাই করা গুথরিককে ছেড়ে দিল উইলাহফ।

ঘড়-ঘড় শব্দ বেরোচ্ছে গুথরিকের শ্বাসনালী থেকে। নিজের রক্ত দিয়ে গড়গড়া করছে যেন লোকটা। ভলকে-ভলকে রক্ত বেরোচ্ছে গলার কাটাটা থেকে।

টলতে-টলতে ঘুরে দাঁড়াল গুথরিক। দু' চোখ থেকে ওর ঠিকরে বেরোতে চাইছে অবিশ্বাস। দু' হাত দিয়ে কাটা জায়গাটা চেপে ধরে আছে লোকটা। অপচয় হয়ে যাওয়া রক্তের স্রোত ঠেকাবার চেষ্টা করছে প্রাণপণে। লাভ হচ্ছে না তেমন একটা। আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঠিকই পথ করে নিচ্ছে উষ্ণ রক্ত।

সেকেণ্ড কয়েকের অসহায় আপ্রাণ চেষ্টার পর ধড়াম করে পড়ে গেল গুথরিকের দেহটা।

'দুঃখিত, বাছা!' একটুও দুঃখিত নয় উইলাহফ। 'দোষটা আসলে তোমার। তুমিই অভিশপ্ত গবলেটটা নিয়ে এসেছ আমাদের কাছে। আমাদের লর্ড ওটা কুড়িয়ে পাননি। কাজেই...'

নিজের হাতে লেগে থাকা রক্ত দেখল উইলাহফ। নিচু হয়ে ছোরা আর হাত দুটো মুছে ফেলল ও গুথরিকের কাপড়ে। তারপর ছোরাটা খাপে পুরে বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে। লাশটার একটা গতি করা দরকার।

পঞ্চাশ

বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করছে বেউলফ। দুঃস্বপ্ন দেখছে সে। স্বপ্নটা ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে ঘুমে।

ওকে দেখে মনে হচ্ছে, বেরিয়ে আসতে চায় সে স্বপ্নের অপ্রাকৃত জগৎ থেকে। কিন্তু পারছে না। কেউ যেন আঠা মাখিয়ে দিয়েছে ওর চোখের পাতায়।

প্রচেষ্টা বিফলে যাওয়ায় এক ধরনের ফোঁপানির মতো বেরিয়ে আসছে বেউলফের ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে।

বিছানার চাদর এলোমেলো।

বেউলফের এক হাতে শক্ত করে ধরা বেঁকাতেড়া গবলেটটা। ঘুমের মধ্যেও হাতছাড়া করেনি সে ওটা।

স্বপ্নে আদ্যি কালের গন্ধ মাখা সেই গুহায় ফিরে গেছে বেউলফ। বিশাল এক পাহাড়ের পেটের মধ্যে যেখানে আস্তানা গেড়েছে দানব গ্রেনডেলের মায়াবিনী মা।

মাতৃজঠরের অন্ধকার সেখানে। জলের নিচের গোপন ডেরায় স্তূপ হয়ে আছে সহস্র বছরের রাশি-রাশি গুপ্ত ধন।

প্রবল কাঁপছে ঘুমন্ত বেউলফের চোখের পাতা। শ্বাস টানছে ঘন-ঘন। মাথাটা এ-পাশ ও-পাশ করতে-করতে আচমকা চোখ মেলল ঝট করে।

boighar.com

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ছাতের দিকে তাকিয়ে হাঁপাতে লাগল বেউলফ।

কিন্তু... এ কী!

কেমন একটা সন্দেহ ঢুকে গেল ওর মনে। সামনের দৃশ্যটা তো ঘরের ছাত বলে মনে হচ্ছে না!

ঠিক তখনই আবিষ্কার করল বেউলফ, এমন কী শুয়েও নেই সে, দাঁড়িয়ে আছে দু' পায়ে ভর দিয়ে!

বেশ ক'টা স্পন্দন টেরই পেল না সে হৃৎপিণ্ডের। বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে এল হাত-পা।

দাঁড়িয়ে আছে!

কিন্তু... এটা কী করে সম্ভব?

বিমূঢ়ের মতো চার পাশে তাকাল বেউলফ। কোথায় সে? জায়গাটা চেনা-চেনা লাগছে!

সহসাই চিনতে পারল। আরে, এটা তো গ্রেনডেলের মায়ের...

ঘুমের মধ্যেও বুঝতে পারল বেউলফ, স্বপ্ন দেখছে ও।

ঘুমটা আসলে ভাঙেনি। অথবা, ভেঙেছে ঠিকই, কিন্তু তা স্বপ্নের মধ্যে!

মোহগ্রস্তের মতো ক' কদম সামনে এগোল ও।

পাতালের গুহাটা আগের দেখার চাইতেও বড় দেখাচ্ছে। অনেক বড়। অনেকখানি ফাঁকাও মনে হচ্ছে আগের চেয়ে। সব কিছু মনে হচ্ছে কেমন দূরে-দূরে।

টপ-টপ-টপ-টপ করে পানির ফোঁটা পড়বার একঘেয়ে মন্থর শব্দ আসছে বেউলফের কানে। আওয়াজটা কেমন পীড়াদায়ক। চাপ ফেলে স্নায়ুর উপরে।

চোখ নামিয়ে তাকাল সে নিজের হাতের দিকে। দেখে রোমাঞ্চ জাগল মনে। স্বপ্নের মধ্যেও প্রাচীন সোনালি গবলেটটা

ওর হাতে ধরা!

গুহার মধ্যে ইতস্তত হেঁটে বেড়াতে লাগল বেউলফ। ওর মনে হচ্ছে, পা দুটোয় ওজন বেঁধে দিয়েছে কেউ। স্বাভাবিক ভাবে হাঁটতে পারছে না। অথবা হাঁটছে পানির নিচে। সে-রকমই অতি ধীর ওর হাঁটবার গতি।

এক পর্যায়ে পানি স্পর্শ করল ওর পায়ের পাতা। স্তব্ধ নীরবতায় ছল-ছলাত শব্দটা বড় বেশি কানে বাজল।

চিৎকার করল বেউলফ।

মুখটাও নড়ল যেন ধীর গতিতে।

'এই যে! কেউ আছ?'

প্রত্যুত্তর এল না কোনও।

আবার মুখ খুলতে গিয়েও ঠোঁট জোড়া চেপে বসল পরস্পরের সঙ্গে। www.boighar.com

এতক্ষণ পর কেউ উত্তর দিচ্ছে ওর কথার!

'আছ... আছ... আছ... আছ... আছ!'

প্রতিধ্বনি! কেউ জবাব দেয়নি ওর প্রশ্নের।

ধীরে-ধীরে অনেক দূরে কোথাও মিলিয়ে গেল যেন শব্দের রেশ।

পায়ের দিকে তাকাল বেউলফ। এবং আশ্চর্য হয়ে গেল।

স্বচ্ছ পানিতে কার ছায়া ভাসছে ওটা!

তারপর চিনতে পারল।

ওটা তার যুবক বয়সেরই প্রতিচ্ছবি! স্বপ্নের মধ্যে এক লাফে তরুণ হয়ে গেছে ও।

পা দিয়ে নাড়িয়ে দিল ও ছায়াটা।

বেঁকে-চুরে-ভেঙে আশপাশের পানির সঙ্গে মিশে যেতে লাগল বেউলফের আয়না-প্রতিবিম্ব।

কল-কল, ছল-ছল শব্দটা গুহার দূর-দূর দেয়ালে বাড়ি খেয়ে

boighar.com

বিচিত্র প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করল।

এক সময় আগের মতো স্থির হয়ে গেল পানি।

এখন নিচ থেকে বৃদ্ধ বেউলফ তাকিয়ে আছে ওর দিকে! দৃষ্টিতে প্রচ্ছন্ন কৌতুক।

আশপাশে তাকাল বেউলফ।

পাথুরে মেঝে জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে বেশ কিছু সৈন্যের লাশ। হ্রথগারের মিড-হলে গ্রেনডেলের অসহায় শিকার এই লোকগুলো।

ওর পিলে চমকে দিয়ে নড়তে আরম্ভ করল লাশগুলো!

পাথর হয়ে গেছে বেউলফ।

ওর ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখ দুটোর সামনে কবর থেকে উঠে আসা জিন্দা লাশের মতো ধীরে-সুস্থে উঠে দাঁড়াল মৃত সৈন্যরা!

মোমের মতো ফ্যাকাসে এক-একটা লাশ। শরীর জুড়ে অবসাদ যেন ওদের। বাইরে— রক্তে রঞ্জিত। কারও হাত নেই, কারও পা নেই! কারও আবার গায়েব আস্ত মাথাটাই! তবু দাঁড়িয়ে থাকতে অসুবিধা হচ্ছে না ওদের! জিন্দা লাশ যে!

'সম্রাট বেউলফ জিন্দাবাদ!' অবসাদগ্রস্ত গলায় বলল এক সৈন্য।

'গ্রেনডেলের বাচ্চা মুর্দাবাদ!' একই সুরে তাল মেলাল বাকি সবাই।

'সম্রাট বেউলফ জিন্দাবাদ!'

'গ্রেনডেলের মা নিপাত যাক!'

'সম্রাট বেউলফ শক্তিমান!'

'শক্তিমান! শক্তিমান!!'

'সম্রাট বেউলফ বিচক্ষণ!'

'মহা জ্ঞানী! মহাজন!'

'সম্রাট বেউলফ কাপুরুষ!'
'বলিহারি! জিন্দাবাদ!'
'মিথ্যাবাদী সম্রাট!'
'বেউলফ ছাড়া কে আর!'
'বেউলফ হলো বিরাট ঠগ!'
'জানোয়ার! লম্পট!'
'আসল দানব— বলেন, কে!'
'বেউলফ ছাড়া আবার কে?'
'বেউলফের তুলনা নাই!'
'বেউলফের তাই জয়গান গাই!'
'জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!!'
'জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!!'

জ্যান্ত হয়ে ওঠা লাশগুলোর উপরে ঘুরতে লাগল বেউলফের আতঙ্কিত দৃষ্টি। জবান একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে ওর। ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনি মিলে মিশে কানের পরদা ফাটিয়ে ফেলবার উপক্রম করছে।

কোনও দিন যা শুনবে বলে ভাবতে পারেনি, তা-ই বলছে এরা। কিন্তু... সত্যি কথাটাই বলছে! আর, প্রশংসাগুলো যে কটাক্ষ করে বলা, সেটা তো একটা পাগলও বুঝবে।

খেপার মতো পানি থেকে উঠে এল বেউলফ। জড়তাগ্রস্ত পায়ে জোর খাটিয়ে তেড়ে গেল জিন্দা লাশের দলটার দিকে। হাত, পা, মস্তকবিহীন থেঁতলানো, রক্তাক্ত লাশগুলো হই-হই করে ঘিরে ধরল ওকে।

নির্দয়ের মতো একে-তাকে ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে পথ করে নিতে চাইল বেউলফ। পালাতে চাইছে এ নরক থেকে। একবার একটু ফাঁকা পেতেই ছুট লাগাল সে-দিক দিয়ে।

কপাল মন্দ। নরম কীসে যেন পা বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ল

boighar.com

মাটিতে।

কীসে হোঁচট খেয়েছে, দেখতে গিয়ে দম আটকে এল ওর। পড়ে থাকা নরম প্রতিবন্ধকটা একটা মৃত দেহ। কোনও কারণে জ্যান্ত হয়নি ওটা!

অস্বাভাবিকতাটা কৌতূহলী করে তুলল ওকে। অতিপ্রাকৃত আলোয় লাশের মুখটা দেখতে চাইল ও।

না দেখলেই বুঝি ভালো করত!

মানুষটা আর কেউ নয়— গুথরিক!

বীভৎস ভাবে হাঁ হয়ে আছে ওর গলাটা। গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে কাটাটা থেকে।

দৃশ্যটার ভয়াবহতা কয়েক সেকেণ্ডের জন্য জড় পদার্থে পরিণত করল বেউলফকে। তারপর যেই খেয়াল হলো, একটা লাশের সঙ্গে বসে আছে, ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে দৌড় দিল।

বাহ্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে ও। আতঙ্কের চোটে পাড়াই দিয়ে বসল লাশের গায়ে। অনুভূতিটা ভাষায় বর্ণনা করবার সাধ্য নেই বেউলফের।

প্রাণপণে ছুটছে, আপনা-আপনিই ঘাড়টা ঘুরে গেল ওর পিছন দিকে। দেখতে চাইছে, তাড়া করে আসছে কি না জিন্দা লাশেরা।

না। ফাঁকা, অসুস্থ দৃষ্টি নিয়ে দেখছে ওরা ওর পালিয়ে যাওয়া।

সে-কারণেই বুঝি পৈশাচিক আনন্দ হলো বেউলফের। টের পেল, আবেগের উন্মত্ত এক জোয়ার উঠে আসছে ওর ভিতর থেকে... যেটাকে রুখে দেয়ার সাধ্য নেই ওর।

কিন্তু জোয়ারটা চিৎকারে পরিণত হওয়ার আগেই ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেল জিন্দা লাশের দল! হাঁ হয়ে গিয়েছিল বেউলফ, হাঁ-ই হয়ে রইল।

পা চালিয়ে গুহার আরও অন্ধকার এক অংশে সেঁধিয়ে গেল

বেউলফ।

বিশাল কোনও কিছুর ডান ঝাপটানোর আওয়াজ শোনা গেল এ-সময় ওর উপরে।

উপর দিকে চাইল বেউলফ। কিন্তু আঁধারের কারণে দেখতে পেল না, কী ওটা। বদলে অনুভব করল দমকা হাওয়ার ঝাপটা।

বাতাসের তোড়টা এত জোরাল যে, প্রায় শুইয়ে দেবার জোগাড় করল ওকে।

ঝপ করে বেউলফের সামনে নেমে এল বিশাল দুই ডানার মালিক। নেমেই আগুন ওগরাল একবার।

ওটা একটা ড্রাগন!

সেই ড্রাগন!

আগুনের আলোয় বেউলফের চোখেও ধরা পড়েছে, কোন্ বিভীষিকার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে।

'এই তা হলে তুমি!'

বাতাসে কড়কড় প্রতিধ্বনি তুলল ড্রাগনের কর্কশ স্বর।

'বাইরে এক রকম,' আবার বলল সোনালি ড্রাগন। 'আর, ভিতরে... সম্পূর্ণ আরেক। মুদ্রার এক পিঠে বীর যোদ্ধা... অপর পিঠে ভীতু একটা মগজ। ...আফসোসের কথা! দুঃখের কথা! অথচ কি না অসুস্থ এই মানুষটার রক্তই বইছে আমার ধমনিতে! বিশ্বাস করা যায়, ক্ষুদ্র এই প্রাণীটার বীর্য থেকেই জন্ম নিয়েছি আমি!'

'ক্-কে— কী তুমি?' তুতলে বলল বেউলফ।

'তুমি যা, আমি তা-ই!' হেঁয়ালিপূর্ণ জবাব দিল ড্রাগন। 'অন্তত অর্ধেকটা। ...আমি সেই অবশেষ, যা তুমি ফেলে গিয়েছিলে এখানে। মনে পড়ে? ...আমি তোমার অভিশাপ। এখন এসেছি আমার মায়ের পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নিতে!'

দীর্ঘ এক শিখায় আবার অগ্নি উদ্গীরণ করল ড্রাগন। শিখাটা

boighar.com

সামনের দেয়াল স্পর্শ করতেই একটা মশাল জ্বলে উঠল সেখানে। সে-আলোয় দেখা গেল, চোখের নিমিষে মানুষের রূপ নিয়েছে ড্রাগনটা!

সুঠাম শরীরের অপূর্ব সুন্দর এক সোনালি মানুষ! মানুষটা নগ্ন।

ওটাই ওর আসল চেহারা!

নিজের সঙ্গে মানুষটার আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখে চমকে উঠল বেউলফ। এ যেন যুবক বয়সের সে-ই দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে!

এত মিল কেন সোনালি মানুষটার চেহারায়!

অমোঘ সত্যটা উপলব্ধিতে ধরা দিতেই ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল বেউলফ।

ওর সন্তান!

ড্রাগনের রূপ নিতে পারা মানুষটা ওরই সন্তান!

মিল তো থাকবেই বাপ-বেটার চেহারায়!

বিস্ময়টুকু কাটবার আগেই সোনালি মানবের জন্মদাত্রীকে দেখতে পেল বেউলফ। একই সঙ্গে যে গ্রেনডেলেরও মা।

সেই একই রূপ ধরে বেউলফের সামনে হাজির হয়েছে পিশাচী। আজ থেকে বহু বছর আগে এই চেহারাতেই দেখা দিয়েছিল সে বেউলফকে।

নাকি এটাই তার আসল চেহারা?

সাগরের মায়াবিনী সাইরেন-এর মতোই এই সৌন্দর্যের কোনও তুলনা হয় না!

সোনালি মানুষটাকে দু' বাহু দিয়ে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল সোনালি মানবী।

দু'জনেই যেন একই বয়সের দেখতে!

সন্তানের পেশিবহুল ঘাড়ে চুম্বন করল মাতা।

'বেউলফ! মহান বেউলফ!' সুর করে গান গাইছে যেন নগ্ন মহিলা। 'আমাদের সন্তানকে ভালোবাসো না তুমি? তাকিয়ে দেখো... সুন্দর, তা-ই না? শরীরে ওর শক্তির প্রাচুর্য চোখে পড়ছে তোমার? এক সময় তুমিও তো এ-রকমই ছিলে।'

হাতে ধরা সোনালি পানপাত্রটা ওদের উদ্দেশে বাড়িয়ে ধরল বেউলফ। যেন দেবতাদের উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন করছে পূজারি।

'এটা ফিরিয়ে দিতে এসেছি আমি!' কাতর আবেদনের স্বরে বলল বেউলফ। 'দয়া করে ফেরত নাও এটা!'

'উঁহুঁ!' দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে যুবতী। 'অনেক দেরি হয়ে গেছে তার জন্যে। এটায় যে জাদু ছিল, নষ্ট হয়ে গেছে সেটা। তোমার হাতের ওই জিনিসটা এখন কেবলই সাধারণ এক গবলেট।'

'তা-ই যদি হয়, নতুন করে জাদুর পাত্রে পরিণত করো এটাকে!' গোঁয়ারের মতো বলল বেউলফ।

'হায়, রে, বেউলফ!' কৃত্রিম হতাশায় মাথা নাড়ছে যুবতী। 'এখনও ছেলেমানুষই রয়ে গেলে, দেখছি! ...শোনো, বেউলফ! সত্যিই যদি বুঝতে না পেরে থাকো, খোলসা করে বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। প্রথম কথা, এ-সব জাদু-টাদু সব ভুয়া কথা। এটায় কোনও জাদু কখনওই ছিল না, এখনও নেই। দ্বিতীয় কথা, তোমাকে আর প্রয়োজন নেই আমার। তোমার বীজ থেকে সন্তানের জন্ম দিতে চেয়েছিলাম আমি, দিয়েছি। সেই সন্তান পূর্ণ বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছি তোমাকে। কারণ, নিজ হাতে তোমায় আমি মারতে চাইনি। চেয়েছি বদলাটা একটু অন্য ভাবে নিতে। আন্দাজ করো তো, কীভাবে? আমি বলে দিচ্ছি। এর চেয়ে মধুর প্রতিশোধ আর হয় না। সন্তানের হাতে পিতার মৃত্যু— আহ, আর কী চাই!

ছেলেকে আদর করছে মহিলা। 'ওর ভাইয়ের হত্যার বদলা

boighar.com

নেয়ার জন্যে বড় করে তুলেছি আমি ওকে। ঘৃণা দিয়ে ভরে দিয়েছি ওর অন্তরটা। ভাবতেও পারবে না, কতটা ঘৃণা করে ও তোমাকে! তোমার মৃত্যু ছাড়া আর কোনও কিছু চাওয়ার নেই ওর!'

'এর চেয়ে নিজ হাতে আমাকে খুন করলেই ভালো করতে!' ধরা গলায় বলল বেউলফ।

'তা হয়তো পারতাম!' একমত হবার ভঙ্গিতে বলে উঠল পিশাচী। 'কিন্তু ডাইনি মাত্রই ছলনাময়ী— তোমরাই তো বলো! আমার কাছ থেকে একটা সন্তান কেড়ে নিয়েছ তুমি, সে-জন্যে আরেকটা সন্তান আদায় করেছি তোমার কাছ থেকে। জবাই করার আগে পশুপাখিকে যেমন খাইয়ে-দাইয়ে মোটাতাজা করে লোকে, তোমার বেলাতেও তা-ই করেছি... রাজা বানিয়ে দিয়েছি তোমাকে, তুলে দিয়েছি দেবতার আসনে... যাতে এমন একজন অজেয়, গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে হত্যা করতে সীমাহীন আনন্দ হয় আমাদের।'

খনখন করে হেসে উঠল সুন্দরী পিশাচী।

'বোকা হ্রথগারকেও একই উদ্দেশ্যে রাজা বানিয়েছিলাম। ...জানোই তো, প্রিয়তম, পিশাচ-গোষ্ঠী বিপন্ন হয়ে পড়েছে আমাদের। আমার বংশে আমিই শেষ সৃষ্টি। ...জানি, কী বলবে। না, আমার ছেলে আমার মতন নয়। সে অন্য প্রজাতি। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে তোমার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছিলাম আমি। সেখান থেকে জন্ম নিয়েছে নতুন ধরনের দানব... যে পুরোপুরি দানবও না, আবার মানুষও না।

'তোমার রক্তটা খাঁটি। অহঙ্কার আর লালসার পাপ বইছে শিরায়, ধমনিতে। আর সেই পাপেরই ফসল আমাদের সন্তান। ওকে দিয়ে নতুন এক বংশধারার সূচনা করেছি আমি। কালক্রমে ওর মতো আরও অনেকে ভরে উঠবে দুনিয়াটা!'

'হারামজাদী!' রাগে গর্জে উঠল বেউলফ। 'আমায় ব্যবহার করেছিস তুই!'

পাত্রটা ছুঁড়ে মারল ও মা-ছেলের দিকে। কিন্তু লাগাতে পারল না।

সোনালি দেহ ভেদ করে ওপাশে চলে গেল জিনিসটা! হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

পাথরে বাড়ি খেয়ে ওটার ঠুং-ঠাং আওয়াজ ভেসে এল বেউলফের কানে।

'ঠিক যতটুকু ব্যবহার করেছ আমাকে, ঠিক ততটুকুই,' হালকা হেসে জবাব দিল যুবতী। 'ভেবে দেখো, যতটুকু কেড়ে নিয়েছ আমার কাছ থেকে, তার চেয়ে অনেক, অ-নে-ক বেশি দিয়েছি আমি তোমায়। এখন তুমি একজন সম্রাট। শত-শত পদ্য রচিত হচ্ছে তোমাকে নিয়ে... ভূরি-ভূরি গান। যা-যা চেয়েছ, তার সবই পেয়েছ তুমি জীবনে—'

'মিথ্যা! মিথ্যা!' কথা শেষ করতে না দিয়ে চন্দ্রাহতের গলায় চেঁচিয়ে উঠল বেউলফ। 'নিঃস্ব এক জীবন ছাড়া কিছুই পাইনি আমি! ধোঁয়াশার মতো একটা জীবন... হাত বাড়ালেই হারিয়ে যাবে যেন!'

'তা হলে একটা সুসংবাদ রয়েছে তোমার জন্যে। অবসান হতে চলেছে তোমার ধোঁয়াশা-জীবনের।' অর্থপূর্ণ গলায় বলল পিশাচী, 'সব বিভ্রমেরই শেষ হয় একদিন!'

নিজের হাতের দিকে তাকাতে বাধ্য হলো বেউলফ।

গবলেটটা আবার হাজির হয়েছে হাতে! ডান মুঠোর মধ্যে শক্ত করে আঁকড়ে ধরা!

'আমি এটা সহ্য করব না!' অসহায়ের মতো বলে উঠল বেউলফ। 'একদমই সহ্য করব না এটা! যেখানে... যেখানেই লুকাও না কেন তোমরা, এক-এক করে খুঁজে বের করব

boighar.com

তোমাদের দু'জনকে। তারপর... তারপর ঈশ্বরের নামে চির-তরে খতম করব তোমাদের!'

খ্যান-খ্যান, খ্যাক-খ্যাক করে হাসতে লাগল মা-ছেলে। ভুতুড়ে প্রতিধ্বনিতে ভরে উঠল গুহাভ্যন্তর।

রাগে দিশাহারা হয়ে ওদের দিকে ছুটে গেল বেউলফ। কাছে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মা-ছেলের উপর।

কিন্তু পড়ল ও ঠাণ্ডা পাথরের মেঝেতে!

ফুস করে গায়েব হয়ে গেছে দানব আর দানবী।

একান্ন

ধড়মড় করে জেগে গেল বেউলফ।

দেখল, বিছানায় নেই সে। পড়ে আছে বিছানার পাশে, মেঝেয়। পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিছানার লিনিন চাদর।

মুখ কুঁচকে মাথার পাশ আঁকড়ে ধরল বেউলফ।

সকাল হয়ে গেছে।

প্রচণ্ড ভার-ভার লাগছে মাথাটা। স্বপ্নের রেশ এখনও মোছেনি মন থেকে।

স্বপ্ন!

এত জীবন্ত ছিল দুঃস্বপ্নটা!

মেঝেয় এক হাতের ভর রেখে জোর করে উঠে বসল বেউলফ। সতর্ক চোখে দেখল চার পাশে। যেন এখনও আশঙ্কা

করছে, পিশাচের গুহায় রয়ে গেছে সে!

খাটের দিকে তাকাল।

উরসুলা নেই ওখানে।

কামরাতেই নেই মেয়েটা।

ঘোলা হয়ে যাওয়া অনুভূতিগুলো একে-একে ফিরে আসছে। অন্য হাতে ঠাণ্ডা অনুভূত হতেই সে-দিকে চাইল বেউলফ।

ভীষণ ভয়ে আঁতকে উঠল সে।

নিজেরই অজান্তে শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরে আছে ড্রাগন-গবলেটটা!

তার চেয়েও আতঙ্কের ব্যাপার, আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেছে ওটা। বেঁকে, তুবড়ে যাওয়া জায়গাগুলো সমান হয়ে গিয়ে ফিরে এসেছে পাত্রটার অনিন্দ্য সৌন্দর্য!

সর্ব শক্তিতে পাত্রটা ঘরের কোনায় ছুঁড়ে ফেলল বেউলফ। ঠং-ঠং আওয়াজ তুলে জমে থাকা অন্ধকারে গিয়ে ঠাঁই হলো ওটার।

অবলা পশুর মতো গোঙানি বেরোচ্ছে বেউলফের মুখ থেকে। স্বপ্নটা স্বপ্ন ছিল না তা হলে!

পিশাচীর অভিশাপ থেকে কি তবে মুক্তি নেই ওর?

সত্যিই নেই যেন।

দম-টম নিয়ে একটু সুস্থির হতেই ছুঁড়ে ফেলে দেয়া গবলেটটা ফের খুঁজে নিয়েছে বেউলফ। এখন, ওটা হাতে নেমে আসছে পেঁচানো সিঁড়ি বেয়ে।

ঢিলেঢালা একটা পোশাক কোনও রকমে গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে বেউলফ। তাড়াহুড়ো করে নেমে চলেছে অপরিসর সিঁড়িপথ ধরে। কত বার যে ধাক্কা খেল পাশের দেয়ালে, তার ইয়ত্তা নেই।

boighar.com

প্রায় নেমে এসেছে, এ-সময় সিঁড়িতে দেখা হয়ে গেল উইলাহফের সঙ্গে। সে-ও ওই সময় ঘোরানো সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠছিল। তাড়াতাড়ি ছিল তারও।

ওখানেই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল দু'জনে। বিলম্বিত একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে। দু'জনেই অপরের মুখের ভাষা তরজমা করতে সচেষ্ট যেন।

তারপর কথা বলবার জন্য মুখ খুলল উইলাহফ।

'ভালোই হলো... তোমার সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলাম।'

'আমিও তা-ই,' হড়বড় করে বলল বেউলফ। 'তোমাকে খুঁজতে নিচে যাচ্ছিলাম।'

সচকিত দেখাচ্ছে ওকে। দম নেবার জন্য দুটো মুহূর্ত সময় নিল। তারপর ওখানেই স্বীকারোক্তি দিতে শুরু করল।

'গ্রেনডেলের মা! ওটাকে আসলে হত্যা করিনি আমি! পারিনি আসলে! যখন আমি ওটার আস্তানা খুঁজে পেলাম—'

'জানি আমি,' থামিয়ে দিল ওকে উইলাহফ। 'বলার দরকার নেই।'

চোখ জোড়া সরু হয়ে এল বেউলফের। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে বহু বছরের বিশ্বস্ত বন্ধুটির দিকে। দীর্ঘ একটা মুহূর্তের পর ধপ করে বসে পড়ল সিঁড়ির উপরে।

'ক্-কীভাবে!' আচ্ছন্নের গলায় বলল বেউলফ। 'কীভাবে এ-সব জানলে তুমি, দোস্ত?'

'সব কিছুই জানতাম আমি,' গোপন সত্যটা প্রকাশ করে দিল উইলাহফ। 'একদম শুরু থেকেই।'

বোকা হয়ে যাওয়ায় চোয়াল ঝুলে পড়ল বেউলফের। 'অথচ... আমি ভেবেছি...' শেষ করতে পারল না সে কথাটা।

ঝুঁকে বন্ধুর কাঁধে একটা হাত রাখল উইলাহফ। 'ব্যাপারটা এ-ভাবে দেখো,' সান্ত্বনা দিল ওকে। 'তোমার চেমবারলিন

আমি... খাস লোক। বিপদে-আপদে সব সময়ই ছুটে গেছি সবার আগে। তুমিও আর-সবার চাইতে আমাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছ। তোমার গোপন কথাগুলো আমি জানব না তো, কে জানবে! ...সব কিছুই জানি আমি। এমন কী যে-সব রহস্য খোদ নিজের কাছ থেকেও লুকিয়ে রেখেছ, সেগুলোও!'

যুগপৎ বিধ্বস্ত এবং ভারমুক্ত দেখাচ্ছে সম্রাটকে। খালি-হাতটা দিয়ে মাথার চুল খামচে ধরল বেউলফ। আক্ষেপে নাড়ছে মাথাটা। তারপর অপরাধী চোখে চাইল পুরানো বন্ধুর দিকে।

'ক্ষমাহীন একটা অপরাধ করেছি আমি, উইলি!' নিজের দোষ স্বীকার করে নিল বেউলফ। 'এক পিশাচীর সাথে রফায় গিয়েছিলাম!'

'সব জানি, বন্ধু। কিন্তু যা হওয়ার, হয়ে গেছে। এখন কী করবে, সেটাই ভাবো।' চিন্তিত চেহারায় বন্ধুর হাতে ধরা গবলেটটার দিকে চেয়ে আছে উইলাহফ। 'ওটা ফিরে আসছে, তা-ই না? যদি ভুল না হয়ে থাকি, পুরানো কোনও পাওনা মিটিয়ে নিতে চায়...'

বাহান্ন

এক দঙ্গল শরণার্থী এসে জমা হয়েছে প্রাসাদ-সীমানার বাইরে। পুরুষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ— সকলেই রয়েছে ওদের মধ্যে।

পর্যুদস্ত অবস্থা মানুষগুলোর। ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে

boighar.com

গেছে। সম্রাটের সামনে কোনও রকমে খাড়া রয়েছে বটে পায়ের উপরে, তবে ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, প্রথমে সুযোগেই জায়গায় আসন গেড়ে বসে পড়বে।

মায়ের কোলে ঠাঁই পাওয়া বাচ্চাগুলোর অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। এর মধ্যে একটা আবার চ্যা-চ্যা করে মাথায় তুলেছে পরিবেশ।

সম্রাটের কাছে নালিশ জানাতে আসা মানুষগুলো যেন নিজেদের মধ্যে নেই। নিখাদ আতঙ্ক খোদাই হয়ে আছে ওদের চোখে-মুখে। জান্তব দুঃস্বপ্ন এখনও ভাসছে যেন চোখের সামনে।

কম-বেশি প্রত্যেকেই ঝলসে গেছে আগুনে। আগুনে পুড়েছে ওদের ঘরবাড়ি, গোটা গাঁ। জানের ভয়ে পালিয়ে এসেছে গ্রামবাসীরা।

এত কিছুর পরেও সহায়-সম্পত্তির মায়া ছাড়তে পারেনি কেউ-কেউ। হাতের কাছে যে যা পেয়েছে, আগুন থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছে।

এক সারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সমবেত জনতা। কারও মুখে কথা নেই কোনও। ক'জন প্রহরী গার্ড দিচ্ছে ওদেরকে।

সিংহ-দরজার মুখে লোকগুলোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বেউলফ আর উইলাহফ। খবর পেয়েই ছুটে এসেছে ওরা। ঘটনার পরিষ্কার বিবরণ আশা করছে শরণার্থীদের কাছে।

শিশু-কাঁখে এক মহিলা সারি থেকে এগিয়ে এল সবার আগে। মেয়েটার নাম হেলগা।

'মাই লর্ড!' আতঙ্ক ঝরে পড়ল মহিলার চড়ে যাওয়া কণ্ঠ থেকে। 'কাল রাতের কথা বলছি। আকাশ থেকে নেমে এসেছিল ওটা! পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে আমাদের ঘরবাড়ি, খেতের ফসল— সব কিছু!' ভয়াবহ দৃশ্যটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে যেন হেলগা। ফুঁপিয়ে উঠে বলল, 'আমার সোয়ামিকে কেড়ে

নিয়েছে ওটা! আগুনে পুড়ে মরেছে হতভাগ্য মানুষটা! হায়-হায়, রে! কী নিয়ে বাঁচব আমি এখন!' বুক চাপড়ে বিলাপ করে উঠল মহিলা। 'আমার সব শেষ— সব শেষ!'

'কোনও বাড়িই রেহাই পায়নি ওটার তাণ্ডবলীলা থেকে!' সারি থেকে বলল আরেক জন। 'হেলগা তো তা-ও ওর বাচ্চাটাকে বাঁচাতে পেরেছে, আমি তা-ও পারিনি। চোখের সামনে জ্যান্ত কাবাব হলো আপন জন, বন্ধুবান্ধব— সবাই! ওদের অসহায় আর্তনাদ... ওহ, খোদা... এখনও তাড়া করে ফিরছে আমাকে! ধর্মাবতার, কাছের মানুষ বলতে দুনিয়ায় কেউই আর রইল না আমার!' হু-হু করে কাঁদতে লাগল মানুষটা।

'মহামান্য,' আরেক জন বলল। 'ভালো মতন দেখেছি আমি ওটাকে। বিরাট আকার প্রাণীটার! বাদুড়ের মতো বিশাল দুই ডানা! ঝড় বয়ে যায় ওগুলোর ঝাপটানির চোটে! আর আছে লেজ। চাবুকের মতো সপাং-সপাং বাড়ি মারছিল লম্বা জিনিসটা দিয়ে। এক আঘাতেই কম্ম কাবার!

'রাতের আকাশে আগুনে-নিঃশ্বাস ছাড়ছিল ওটা। ধূমকেতুর মতন দাউ-দাউ আগুন আর কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছিল জানোয়ারটার নাক-মুখ দিয়ে!'

'কোন্ প্রাণীর কথা বলছ তোমরা?' আন্দাজ করতে পারছে, তবু ওদের মুখ থেকে শুনে নিশ্চিত হতে চাইল বেউলফ।

'ড্রাগন, জাঁহাপনা!' কান্না থামিয়ে বলল হেল্‌গা।

অগ্নিদগ্ধ গোটা দঙ্গলটাই মাথা নেড়ে সায় দিল মহিলার কথায়। 'ড্রাগন!', 'ড্রাগন!' ভেসে এল ভিড়ের মধ্য থেকে।

রহস্যজনক ভাবে উধাও হয়ে যাওয়া কেইনও রয়েছে গ্রামবাসীদের মধ্যে।

মাটির দিকে তাকিয়ে আছে ছেলেটা। এতটাই নৃশংসতা ওকে দেখতে হয়েছে যে, আতঙ্কের ঠেলায় একটা শব্দও বেরোচ্ছে না

boighar.com

চাকরটার মুখ দিয়ে।

এ-বারে নিশ্চিত জানে বেউলফ, কীসের কিংবা কার কথা বলছে স্বজন-সম্পদ হারানো মানুষগুলো।

ওরই সন্তান!

'শুনলাম,' শান্ত গলায় বলল ও। কিছুটা ক্লান্তও যেন। 'চিন্তা কোরো না। নতুন করে তোমাদের বাড়িঘর বানিয়ে দেব আমি। ন্যায্য ক্ষতিপূরণও পেয়ে যাবে। কিন্তু যারা-যারা প্রিয় জন হারিয়েছ, হাত জোড় করে তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি আমি। ওদেরকে ফিরিয়ে দেয়ার ক্ষমতা নেই। কিন্তু একটা ওয়াদা করতে পারি তার বদলে। বদলা! নিজ হাতে ড্রাগনটাকে খতম করব আমি!'

বেউলফের শেষ কথাগুলোয় থমথম করে উঠল কঠিন সঙ্কল্প।

তেপ্পান্ন

ঠাস!

সঙ্গে-সঙ্গে কাচ ভাঙার শব্দ ছড়িয়ে পড়ল মিড-হল জুড়ে।

বেউলফের হাত থেকে উড়ে গিয়ে দূরের দেয়ালে আঘাত হেনেছে ড্রাগন-গবলেট, যেখানে অনেক কিছুর সঙ্গে সেকেলে কিছু কাচের জিনিসপত্তরও ঝুলছিল। সোনার ভারী পেয়ালার আঘাতে চুরচুর করে ভেঙে পড়েছে কাচ।

কঠোর চেহারায় ভাঙাচোরা জঞ্জালের দিকে চেয়ে আছে

বেউলফ। ওর পাশে দাঁড়িয়ে উইলাহফ। লোকটার মুখ-চোখও শক্ত।

হেঁটে এক দিকের দেয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল বেউলফ।

দেয়াল জুড়ে শোভা পাচ্ছে ওর ফেলে আসা নায়কোচিত জীবনের যাবতীয় স্মারক। প্রকাণ্ড এক ধনুক। একটা প্রমাণ আকারের তরবারি, যেটার সাহায্যে গ্রেনডেলের পিশাচী মাকে হত্যা করেছে বলে রটিয়ে দিয়েছিল ও। আছে ভীম আকৃতির এক ঢাল। এ ছাড়া নেকড়ে-ভালুকের চামড়া কেটে বানানো জামা, যেগুলো সে পরিধান করত যৌবনে।

হলের চার পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়েছে বেউলফের সৈনিকেরা। মুখে তালা মেরে রেখেছে ওরা। অস্বস্তি ভরে লক্ষ করছে সম্রাটকে।

এক-এক করে প্রত্যেকটা স্মারক দেয়াল থেকে নামাতে আরম্ভ করল বেউলফ ব্যস্ত হাতে।

ওর ধনুক, ওর রক্ষাকারী-ঢাল, ওর তরবারি আর নেকড়ে-ভালুকের পশমে তৈরি আলখেল্লা— সব একে-একে মুক্তি পেল ঝুলন্ত অবস্থা থেকে।

অভ্যস্ত হাতে যুদ্ধসাজে সাজছে বেউলফ। নিরীহ গ্রামবাসীদের রক্ষা করতে আরও একবার নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে ওকে।

প্রস্তুতি শেষ করে সৈন্যদের দিকে ঘুরে তাকাল বেউলফ।

'শুনেছ তোমরা,' বলল সে ওদের উদ্দেশে। 'ড্রাগন বধ করতে চলেছি আমি। কে-কে সঙ্গী হতে চাও আমার?'

কেউই কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাল না!

ঠিকই বলেছিল উইলাহফ। বীরদের যুগ আর নেই।

'কী হলো!' ওদের দিকে তেড়ে গেল লোকটা। নিজের বক্তব্যের জোরাল প্রমাণ চোখের সামনে দেখতে পেয়েও মেনে

boighar.com

নিতে পারছে না। 'গৌরবের ভাগীদার হতে চাও না তোমরা? বিজয়ী হয়ে ফিরে এলে বিস্তর সোনাদানা মিলবে সম্রাটের তরফ থেকে— চাও না সেটা?' www.boighar.com

মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে শুরু করেছে 'যোদ্ধা'-রা। কিন্তু একজনও পৌঁছোতে পারছে না সিদ্ধান্তে।

অবশেষে একজন, নিজের সঙ্গে অনেকক্ষণ যুঝে আগে বাড়ল দু' কদম। 'আমি আছি আপনার সাথে, জাঁহাপনা!'

'সাব্বাস!' উৎসাহ দিল উইলাহফ। 'আর কেউ?'

'আমি আছি।' আরেক জন এগিয়ে এল।

বাকিদের দিকে তাকাল উইলাহফ। অপেক্ষা করছে বেউলফও। কিন্তু আর কেউ এগিয়ে এল না।

'শালার নিমকহারাম কাপুরুষের দল! থুহ!' ঘৃণায় মেঝেতে থুতু ফেলল উইলাহফ।

লজ্জায় হেঁট হয়ে গেল ড্রাগন নিধনে শামিল হতে না চাওয়া যোদ্ধাদের মাথা।

বেউলফ, উইলাহফ আর ওদের সঙ্গী গুটি কয় থেন মিড-হল থেকে বেরিয়ে যেতে প্রস্তুত। অপ্রস্তুত যোদ্ধাদের পিছে ফেলে রেখে লম্বা হলওয়েতে পা রাখল ওরা। বুক উঁচু করে হাঁটা ধরল সদর-দরজার দিকে। দরজা থেকে বেরিয়ে পথটা চলে গেছে দুর্গ-প্রাকার পর্যন্ত। শেষ হয়েছে প্রধান ফটকে গিয়ে।

চলতে-চলতে থমকে দাঁড়াল বেউলফ। লঘু কয়েকটা পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে ও পিছনে।

ঘুরে দাঁড়াল।

উরসুলা। পিছে-পিছে আসছে আরও কয়েকটা মেয়ে।

'সম্রাট!' কাছে এসে বলল মেয়েটা। 'আপনি কি ফিরে আসবেন?'

জবাব দিতে গিয়েও দিল না বেউলফ। সুদীর্ঘ একটা মুহূর্ত মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল ও দুঃখ-ভারাক্রান্ত চোখে। তারপর, হঠাৎই যেন ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গিতে পা বাড়াল সিংহ-দরজার দিকে।

শব্দ করে কাঁদতে লাগল উরসুলা। কিন্তু একবারও পিছনে তাকাল না বেউলফ। বিদায়ের মুহূর্তে মনটা দুর্বল হয়ে পড়ুক, সেটা যে চায় না ও!

চুয়ান্ন

প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল ওরা। ওদের পিছনে রয়েছে প্রহরী আর যেতে-অনিচ্ছুক-কিন্তু-কৌতূহলী যোদ্ধাদের দলটা।

প্রাণভয়ে পালিয়ে আসা গ্রামবাসীদের জটলাটার দিকে চাইল বেউলফ। জোরে-জোরে জিজ্ঞেস করল:

'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে ওই ড্রাগন সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে পারবে আমাকে? ...চেহারা-সুরতের কথা জানতে চাইছি না। জানতে চাইছি, কোথা থেকে এসেছে ওটা। আর যে-দিক থেকে এসেছিল, সে-দিকেই ফিরে গেছে কি না। ওটার কোনও দুর্বলতা লক্ষ করে থাকলে সেগুলোও জানতে চাই আমি।'

কেউ কোনও জবাব দিল না। বোবা বনে গেছে যেন প্রত্যেকে।

রেগে উঠল বেউলফ। গলার রগ ফুলিয়ে বলতে লাগল ও,

boighar.com

‘কারও-না-কারও কিছু-না-কিছু অবশ্যই জানা থাকার কথা ওটার ব্যাপারে! বলো আমাকে! কোথা থেকে খোঁজা শুরু করব আমরা? পাহাড়ি এলাকায়? নাকি পতিত অঞ্চলে? ...অথবা সৈকতে গেলে হদিস মিলবে ওটার? ...যে-কোনও তথ্যই এখানে গুরুত্বপূর্ণ। সামান্য কোনও সূত্র, যেটা... বলো!’

কথা জোগাচ্ছে না গাঁ-বাসীদের মুখে।

‘রাতে হামলা করেছিলে, বললে,’ সুরটা নরম করল বেউলফ। ‘তার মানে, নিশাচর ওটা। তা-ই যদি হয়, তা হলে এ-মুহূর্তে সম্ভবত ঘুমাচ্ছে ওটা। অর্থাৎ, এখনই সময় ড্রাগনটাকে হত্যা করার। বলো, চুপ করে থেকো না। আরে, কী নিয়ে এত ভয় পাচ্ছ তোমরা?’ শেষের দিকে এসে মেজাজ ঠিক রাখতে পারল না বেউলফ।

জনতা নিশ্চুপ।

হতাশ এবং বিরক্ত চেহারায় ওদেরকে দেখছে বেউলফ।

তারপর একজন জবাব দিল।

কেইন।

বুক চিতিয়ে ভিড়ের সামনে এসে দাঁড়াল।

‘আমি জানি, ইয়োর হাইনেস!’

পঞ্চান্ন

গেয়াট উপকূলে দিনের আলো বিছিয়ে আছে। দেখলে কে বলবে,

মাত্র ক' ঘণ্টা আগেও এ-অঞ্চলে বিরাজ করছিল আতঙ্কের কালরাত্রি।

বেউলফ, উইলাহফ, কেইন আর এগারো জন থেন যোদ্ধা ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে চলেছে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। শেষ তক আরও নয়জন বিবেকের কাছে পরাজিত হওয়ায় শামিল হয়েছে দলের সঙ্গে।

অল্প-অল্প তুষার পড়ছে। কিন্তু বাতাসটা খুব ঠাণ্ডা। ঝড়ো কাকের মতো জবুথুবু দেখাচ্ছে প্রত্যেককে। ঠাণ্ডার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অজানা আতঙ্ক।

গুথরিকের চাকরের কাছ থেকে শুনে জায়গাটা চিনতে পেরেছে সবাই। ভাবতেও পারেনি, ওখানটার নিচেই রয়েছে আস্ত এক ড্রাগনের আস্তানা।

পরিচিত জায়গা হওয়ায় পথ দেখাবার প্রয়োজন পড়েনি কেইনের। তার পরও দলের সঙ্গে রয়েছে সে। সওয়ারিদের মধ্যে সব শেষের ঘোড়াটা তার।

যাত্রার শুরু থেকেই অসুস্থ বোধ করছে কেইন। পড়ে যাতে না যায়, সে-জন্য শক্ত করে বেঁধে নিয়েছে নিজেকে ঘোড়ার সঙ্গে। হাঁটা গতিতে অন্য ঘোড়াগুলোর পিছে-পিছে আসছে ও।

উইলাহফের দিকে তাকাল বেউলফ। উইলাহফ তাকাল বেউলফের দিকে। দলের থেকে একটু দূরে রয়েছে ওরা।

'কথাগুলো বলে নেয়া দরকার,' বলল সম্রাট স্বাভাবিক গলায়। 'জানোই তো, বন্ধু, আমার কোনও সন্তান-সন্ততি নেই। আমার যদি কিছু হয়ে যায়... যদি মারা পড়ি ড্রাগনটার হাতে... তা হলে তুমিই হবে পরবর্তী সম্রাট।'

'ও-সব অলক্ষুণে কথা বোলো না তো!' মনঃক্ষুণ্ন হলো উইলাহফ। 'রাজা হবার বিন্দু মাত্র খায়েশ নেই আমার।'

দরাজ হাসল বেউলফ। 'সে দেখা যাবে 'খন। তবে কয়েকটা

boighar.com

কথা জানিয়ে রাখি তোমাকে। ...গ্রেনডেলের মা,' বলল সে উপদেশ দেবার ঢঙে। 'পিশাচী হলেও সে কিন্তু খুবই সুন্দরী, উইলি! একদম অপ্সরাদের মতো। আর ওটাই তার অস্ত্র।' কেমন জানি চিন্তিত হয়ে পড়ল বেউলফ। 'ওকে এড়ানো অতি বড় মহা পুরুষের দুঃসাধ্য!'

'তা হলে আর কষ্ট করে শোনাচ্ছ কেন আমাকে?' প্রসঙ্গটা বাতিল করে দিতে চাইল উইলাহফ।

'দুঃসাধ্য বলেছি, অসাধ্য তো আর বলিনি!' প্রসঙ্গ থেকে সরতে রাজি নয় বেউলফ।

'কিন্তু, তুমি তো—'

'হ্যাঁ, পারিনি। তবে তুমিও যে পারবে না, এমন তো নয়।'

'আমি?' হেসে উঠেই গম্ভীর হয়ে গেল উইলাহফ।

দীর্ঘ সময় ধরে দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইল।

চিন্তা করতেও ভয় লাগছে উইলাহফের। সুন্দরী পিশাচীর অভিশাপ ওর উপরেও বর্তাক, সেটা কে আর চায়! কিন্তু সে-রকম কিছু যদি ঘটেই যায়...

এগোতে-এগোতে গণকবরটার কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। এখানেই একটা জায়গায় হাঁ করে আছে চোরাবালির মুখটা।

কেইন, বেউলফ আর উইলাহফ উঠে পড়ল সমাধিস্তূপটার উপরে। আঙুল দিয়ে কালো গর্তটা দেখাল গুথরিকের ভৃত্য।

'ওই ওখানটায়,' অস্বস্তি নিয়ে বলল। 'না দেখে গর্তের মধ্যে পা দিয়ে ফেলি আমি। অবশ্য দেখলেও করার কিছু ছিল না। গর্ত-টর্ত কিছুই তো ছিল না তখন!'

'ড্রাগনটা ওর মধ্যেই থাকে?' জানতে চাইল উইলাহফ।

'আমি... আমি আসলে জানি না!' সত্যি কথাটাই বলল কেইন।

'মানে!' আকাশ থেকে পড়ল যেন উইলাহফ।

'আসলে... সোনার কাপটা ওর ভিতরেই পেয়েছি তো... দেখতেও ওটা ড্রাগনের মতো... তাই...'

'তাই ধরেই নিলে, ওটাই হলো গে ড্রাগনের বাসা!' মুখ ভেংচে বলল বিরক্ত উইলাহফ। 'বলিহারি তোমার বুদ্ধির!'

'উত্তেজিত হয়ো না, উইলি,' বন্ধুকে শান্ত করবার প্রয়াস পেল বেউলফ। 'হতেও পারে।' কেইনের দিকে ফিরল সে। 'কত বড় ভিতরটা? একটা ড্রাগনের জায়গা হবে ভিতরে?'

'অনেক বড়। ভিতরটা সোনাদানায় বোঝাই। ...হ্যাঁ, ভালো ভাবেই এঁটে যাবে ড্রাগনটা,' দ্বিধা নেই কেইনের।

'আমার ধারণা,' উইলাহফের দিকে তাকিয়ে বলল বেউলফ। 'গর্তটার আসল মুখ আছে অন্য কোথাও। এ-দিকটা স্রেফ ভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্যক্রমে খুলে গেছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল উইলাহফ।

'ওটা যদি ভিতরেই থেকে থাকে, সূর্য ডোবার আগে বেরোচ্ছে না খুব সম্ভব।'

'আমারও তা-ই মনে হয়।'

জানেও না ওরা, গুহার ভিতরে বসে ওদের প্রতিটি কথা শুনতে পাচ্ছে ড্রাগনরূপী দানবটা।

শ্রবণশক্তি খুবই তীক্ষ্ণ ওটার। ঠিক ওর ভাইয়ের মতোই। তবে গ্রেনডেলের সীমাবদ্ধতাগুলো নেই ওর ভাইয়ের মধ্যে।

চোখ জোড়া খোলা দানবটার। অন্ধকারে মুচকি হাসছে। দুঃস্বপ্নের মতো ওটার ভয়ঙ্করত্বের সঙ্গে বেমানান এক ধরনের সৌন্দর্যও মিশে আছে যেন।

আভিজাত্যে মোড়া ভয়ঙ্কর সুন্দর এক সোনালি ড্রাগন ওটা। টাইরানোসরাস রেক্স নামের আদিম যুগের হিংস্র ডাইনোসর আর

boighar.com

এ-কালের কোমোডো ড্রাগনের সঙ্কর যেন।

শুনতে পেল, বেউলফ বলছে:

'ঘুম ভাঙলে গুহার আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে আসবে ওটা। ঠিক তখনই দানবটার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ব আমরা। যে-কোনও প্রকারে হত্যা করব ওটাকে!'

কথাগুলো শুনে কঠোর হয়ে গেল হাসি-হাসি মুখটা। সন্তর্পণে থাবার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ড্রাগনটার বাঁকানো, দীর্ঘ নখর। তলোয়ারের ধার নখগুলোতে।

ছাপ্পান্ন

ফুরিয়ে এসেছে দিন। সুরুজ অস্ত যাবার পালা আর একটু পর। তারপর নামবে নিকষ-কালো রাত। পাথরের বুকে সাগরের ঢেউয়ের দামামা সেই বার্তা ঘোষণা করছে যেন।

সমাধিস্তূপটার পাশেই ছোট করে ক্যাম্প করেছে বেউলফের বাহিনী। ঠাণ্ডার প্রকোপ থেকে বাঁচতে আগুন জ্বেলেছে তারা। তাপ পোহাবার পাশাপাশি সজাগও রয়েছে। যে-কোনও মুহূর্তে অস্ত্র হাতে আক্রমণে যাবে।

এর মধ্যে কয়েক বারই কবরের ঢিপিটার উপরে উঠে অন্ধকার গর্তের ভিতরে উঁকি দিয়েছে বেউলফ। এ-মুহূর্তে সেখানে দাঁড়িয়েই লক্ষ করছে সূর্যটার গায়েব হয়ে যাওয়া।

সময় হয়ে গেছে। নিজের মনটাকে প্রস্তুত করে নিল বেউলফ। আজ রাতে কী অপেক্ষা করছে ওর জন্য, কে জানে!

একটু পরেই সচকিত হয়ে খেয়াল করল ওরা, আলোকিত হয়ে উঠেছে গর্তের মুখটা। ভিতর থেকে আসা সোনালি আভায় উজ্জ্বল।

চূড়ান্ত সময় উপস্থিত, বুঝতে পেরে দাঁড়িয়ে গেছে প্রত্যেকে। অস্ত্রশস্ত্র বাগিয়ে ধরে ইতস্তত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে পাতাল-গুহা অভিমুখে।

ওদের টান-টান প্রতীক্ষার অবসান হলো সহসাই।

বিজলি-ঝলকের মতো চোখের সামনে উদয় হলো ডানাঅলা বিভীষিকা— ড্রাগন!

কীভাবে কী হলো, বুঝেই এল না কারও। এত আচমকা ঘটনাটা ঘটে গেছে যে, ধাতস্থ হবার সময়ই পেল না।

বিশাল জীবন্ত কাঠামোটা উড়ে উঠেছে বাতাসে। মর্ত্যের বুকে নেমে আসা অন্ধকারেও স্বর্ণের ঔজ্জ্বল্য বিচ্ছুরিত হচ্ছে ওটার আঁশযুক্ত গা থেকে। সাগরের গর্জনের সঙ্গে মিশছে প্রাণীটার দীর্ঘ দুই বাদুড়-ডানার ঝাপটানির আওয়াজ। শরীরের চাইতেও লম্বা লেজটা চাবুকের মতো তীক্ষ্ণ শব্দে বাতাস কাটছে ড্রাগনের ক্ষিপ্র নড়াচড়ার কারণে।

আকাশের অনেক উপরে উঠে স্থির হয়ে ভেসে রইল সোনালি বিভীষিকাটা। মাটি থেকে ওটার উচ্চতা পঞ্চাশ, নাকি এক শ' ফুট হবে, চিন্তা করবার ক্ষমতা হারিয়েছে নিচের মানুষগুলো। বেউলফ আর উইলাহফ ছাড়া আতঙ্কে লম্ফঝম্প শুরু হয়ে গেছে 'সাহসী' লোকগুলোর মাঝে। সঙ্গে আসবার জন্য রীতিমতো পস্তাচ্ছে এখন ওরা। পিঠ বাঁচাতে সচেষ্ট।

ওদেরই বা দোষ কী! জিন্দেগিতে দানব দেখেছে ওরা? তা-ও আবার এমন অতর্কিতে?

boighar.com

সত্যি কথা বলতে কি, এ-রকম কোনও দানব যে আসলেই আছে, বিশ্বাসই করেনি ওদের কেউ-কেউ। কিন্তু এখন চোখের সামনে ভাসছে নগ্ন সত্য। আর এড়াবার উপায় নেই ওটাকে!

আগুনে-পাহাড়ের মতো বিশাল এক অগ্নিঝলক বেরিয়ে এল ড্রাগনটার খোলা মুখ দিয়ে। শিখাটা নিভে যেতেই নাসারন্ধ্র দিয়ে ভলকে-ভলকে বেরিয়ে এল ধোঁয়া।

ভয়ে থরহরিকম্প অবস্থা বেউলফের সঙ্গীসাথীদের। কারও-কারও তো মনে হচ্ছে, অজ্ঞান হয়ে যাবে যে-কোনও মুহূর্তে। চর্মচক্ষে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না, এই পৃথিবীরই প্রাণী ওটা। বরঞ্চ বদ্ধমূল ধারণা জেগেছে, নিশ্চয়ই স্বয়ং শয়তানের দোসর প্রাণীটা। নরক থেকে হাজির হয়েছে কোনও বিচিত্র উপায়ে। দানব সম্পর্কে যত রকম কল্পনা ছিল ওদের, সেগুলোর প্রত্যেকটাকে ছাড়িয়ে গেছে এই সোনালি ড্রাগন।

কিন্তু বেউলফের কাছে ওটা অন্য জিনিস। কারণ, সে তো জানেই, আকাশে ভাসতে থাকা জিনিসটা আসলে কী।

বৃহদাকার কোনও দানব-সরীসৃপ হিসাবে দেখছে না সে ড্রাগনটাকে। ওর কল্পনায় ভাসছে স্বপ্নে দেখা সোনালি মানুষটা। যেটা অনেকটা ওরই প্রতিচ্ছায়া।

পাখাঅলা একটা শয়তান। যেটার লেজের চাবুকে বড়-বড় কাঁটা বসানো। মাথার দু' পাশে দীর্ঘ, বাঁকানো শিং; আর কপাল থেকে বেরিয়ে এসেছে প্রকাণ্ড এক সোনালি বর্শা। দেখে এক রকম মুগ্ধই হয়ে গেল বেউলফ। যত ভয়ঙ্করই হোক, ওটার সৌন্দর্যকে অস্বীকার করবার কোনও উপায় নেই।

ও ছাড়া বাকিরা সম্ভবত একমত হবে না এ-রকম দর্শনে। ওদের চোখে স্রেফ একটা কুৎসিত ড্রাগন ওটা, যেটার বেঁচে থাকবার কোনওই অধিকার নেই।

উপর থেকে নিচের খুদে-খুদে জ্যান্ত পুতুলগুলোকে দেখছে

ড্রাগন। জাহাজের পালের চাইতেও বড় দুই ডানার ঝোড়ো ঝাপটায় উড়ে যাবার দশা হয়েছে খুদে প্রাণীগুলোর।

তারপর ওটার চোখে পড়ল বেউলফকে। দেখেই চেঁচিয়ে উঠল কর্কশ কণ্ঠে।

'বে-উলফ! গ্রেনডেলের খুনি! আমার বীর পুরুষ পিতা! শুভ সন্ধ্যা!'

'মরণের জন্যে প্রস্তুত হ, নচ্ছার জানোয়ার!' চেঁচিয়ে বলল বেউলফও, যাতে ওর কথাগুলো ওটার কান পর্যন্ত পৌঁছায়। ও তো জানে না ড্রাগনটার অসাধারণ শ্রবণশক্তি সম্পর্কে। সামান্য শব্দও কান এড়ায় না ওটার।

পাথরের গায়ে সিরিশ-কাগজ ঘষার কর্কশ শব্দে হেসে উঠল ড্রাগনরূপী দানব। জোরে-জোরে পাখা ঝাপটে উঠে গেল আকাশের আরও উপরে।

'আবার ফিরে আসছি আমি!' নিচ থেকে শুনতে পেল বেউলফ। 'কোত্থাও যেয়ো না যেন! খেলা তো কেবল শুরু!'

তাকিয়ে দেখল বেউলফ, আরও উপরে উঠে হারিয়ে গেল ওটা দক্ষিণ দিকে।

'নাআআআ!' হতাশায় চিৎকার ছাড়ল সে।

এ-দিকে সৈন্যরা ভাবছে, বেউলফের ভয়ে পালিয়েছে জানোয়ারটা। গা বাঁচাতে ব্যস্ত ওরা খেয়ালই করেনি, কী বলে গেল দানব-সরীসৃপটা।

স্বস্তির সুবাতাস বয়ে গেল যোদ্ধাদের মধ্যে। আতঙ্ক ভুলে নিমেষে মেতে উঠল ওরা উল্লাসে। হাসির হররা বইতে লাগল মুখ থেকে মুখে।

এক উইলাহফ বাদে। যদিও ড্রাগনের কথাগুলো শোনেনি সে-ও।

সম্রাট বেউলফকে ঘিরে ধরেছে যোদ্ধারা।

boighar.com

'আপনাকে ভয় পায় ওটা, মাই লর্ড!' বলল এক উল্লসিত গুণমুগ্ধ থেন। 'ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছেন হারামি জানোয়ারটাকে!'

'হুররে!' বাতাসে মুঠি ছুঁড়ে আনন্দ উদ্‌যাপন করল আরেক জন। 'ড্রাগন মিয়া ভাগলওয়া!'

'দাঁড়াও!' বেরসিকের মতো বাদ সাধল বেউলফ। 'তোমরা কি শোনোনি, কী বলে গেল ওটা?'

একটু যেন দ্বিধায় পড়ে গেছে যোদ্ধারা।

'কিছুই তো বলেনি, মাই লর্ড!' অনিশ্চিত স্বরে মন্তব্য করল একজন। 'আমি কেবল শুনলাম, আপনি বলছেন: "মরণের জন্যে প্রস্তুত হ, নচ্ছার জানোয়ার!" আর ওটা ভেগে গেল।'

বন্ধুর মত কী, জানার জন্য উইলাহফের দিকে তাকাল বেউলফ।

সায় জানাবার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল প্রৌঢ়। কিন্তু বেউলফকে না, যুবক যোদ্ধাটিকে সমর্থন করছে উইলাহফ।

'ঠিকই বলছে ও,' একমত হলো বেউলফের বন্ধু। 'কিছুই বলেনি জানোয়ারটা।'

বেউলফ বুঝল, কেবল সে-ই বুঝতে পেরেছে ড্রাগনটার কথা। অন্যরা সেগুলো শুনেছে অর্থহীন চিৎকার হিসাবে।

'না।' ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়ল ও। 'আমার সাথে কথা বলেছে ওটা। বলেছে, কোথাও যেন না যাই আমরা! কেন বলল এ-কথা। আরও বলেছে: "খেলা তো কেবল শুরু!" এই কথারই বা মানে কী? আমাদের মোকাবেলা না করে চলে গেল কেন ওটা? কোথায়ই বা গেল? না, উইলি, বিপদ এখনও কাটেনি! মন বলছে আমার, বড় ধরনের দুর্যোগ আসছে সামনে!'

আকাশে, দক্ষিণ দিকে তাকাল সে। অনেক দূরে সোনালি একটা তারা মিটমিট করছে।

ওটাই ড্রাগনটা। পুরোপুরি অদৃশ্য হয়নি এখনও।

সাতান্ন

এই অন্ধকারে, ঠাণ্ডার মধ্যেও দুর্গের ছাতে এসেছে উরসুলা। ঠিক ছাতের উপরে নয়, দুর্গ ঘিরে থাকা সর্পিল হাঁটা-পথের সর্বোচ্চ চূড়ায় দাঁড়িয়ে।

একা।

অনেকক্ষণ ধরে বহু দূরের গেয়াট উপকূলরেখায় চোখ রাখছে ও। এখন ওর নজর সেঁটে আছে দিগন্তে।

কিছু একটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ করেছে উরসুলা সে-দিকে।

কিছু একটা এগিয়ে আসছে যেন প্রাসাদের দিকে!

প্রথমে ছিল সোনালি একটা তারার মতো। চিকচিক করছিল সে-রকমই। তারপর আস্তে-আস্তে বড় হতে লাগল আকারে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েই চলেছে ওটার সোনালি উজ্জ্বলতা।

রাতের কালো আকাশে হঠাৎ করেই যেন উদয় হয়েছে চলমান এক সূর্য!

নিচ থেকে হল্লার শব্দ কানে এল উরসুলার।

প্রাসাদের লোকজন আর পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত যোদ্ধাদের হাঁকডাকে সরগরম হয়ে উঠল শান্ত রাত্রি। জরুরি ভিত্তিতে অস্ত্র আর গোলা-বারুদ নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বলা হচ্ছে সবাইকে। সোনালি আগন্তুককে দেখতে পেয়েছে ওরাও।

boighar.com

অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য গোটা প্রাসাদ জুড়ে। ধাবমান পদশব্দগুলো উপর থেকেও শুনতে পাচ্ছে উরসুলা। এদের কেউ-কেউ দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে নিচ্ছে নিজেকে। উট পাখির মতো গিয়ে মুখ লুকাচ্ছে আপাত দৃষ্টিতে নিরাপদ কোনও জায়গায়। আবার কেউ আছে— যে-কোনও আক্রমণ প্রতিহত করতে সম্পূর্ণ তৈরি। কিংবা, প্রস্তুতি যা নেবার, নিয়ে নিচ্ছে চটজলদি।

ওদের জন্য গর্ব হলো উরসুলার।

সে নিজে কোন্ দলে? —চট করে ভাবল। না, ভীতু সে নয়। কিন্তু সোনালি ওই আগুয়ান জিনিসটা যদি হুমকি হয়, সেটার মুখোমুখি হবার সাহসও ওর নেই।

ভালো করেই জানে উরসুলা, ওটা যদি ড্রাগন হয়, তবে এত সব প্রস্তুতি সব বৃথা। কিংবদন্তির ওই জানোয়ার অজেয়। সম্ভবত অমরও।

আজব ব্যাপার! এ মুহূর্তে ওর উচিত, নিচে নেমে যাওয়া। কিন্তু নামতেও পারছে না উরসুলা! পায়ে যেন শেকড় গজিয়ে গেছে ওর। সেটা যে ভয়ের কারণে নয়, এটা সে বুঝতে পারছে স্পষ্ট!

তা হলে কীসের কারণে?

সম্ভবত ওটার অপেক্ষাতেই চলে যেতে পারছে না উরসুলা। ক্রমশ কাছিয়ে আসা উড়ন্ত জীবটার ব্যাপারে লোকমুখে শোনা কথাগুলো কতটুকু সত্যি বা মিথ্যা, ভালো করে বুঝতে চায়।

বড় করে দম নিল উরসুলা। কেন জানি ভয়ডর সব দূর হয়ে গেছে ওর মন থেকে!

সোনালি 'সূর্য'-টার দিকে চোখ রেখে অপেক্ষায় রইল সে। যা ঘটার, ঘটুক। তবু ও প্রমাণ পেতে চায়, ড্রাগন সম্বন্ধে প্রচলিত কিংবদন্তিগুলো সত্যি কি না।

প্রমাণ ঠিকই দিল উপকূলের দিক থেকে উড়ে আসা সোনালি

ড্রাগন।

প্রাসাদ-দুর্গটাকে উড়ে-উড়ে চক্কর দিয়ে লেলিহান আগুন আর শ্বাস রোধ করা বিষবাষ্প উপহার দিল দুর্গবাসীদের।

গোটা প্রাসাদ ঢাকা পড়েছে আগুন আর ধোঁয়ার গনগনে চাদরে।

যা অবশ্যম্ভাবী, তা এ-বার ঘটবেই!

আটান্ন

ফিরে যাই গেয়াট উপকূলে।

বেউলফ আর ওর দলবল এখনও নড়েনি জায়গা ছেড়ে।

এ-দিকে প্রবল ঝড়ের আলামত পাওয়া যাচ্ছে আবহাওয়ায়। ঘন কালো মেঘ গুড়ু-গুড়ু ডাকছে আকাশে।

'তুফান...' আকাশের দিক থেকে চোখ নামিয়ে বলল উইলাহফ। 'আসছে!'

হঠাৎ এক যোদ্ধা আঙুল তাক করল দক্ষিণ দিগন্তে। 'আরে, দেখো-দেখো, ওটা কী!'

উপকূল থেকে দশ মাইল দূরে আকাশের বুকে দেখা দিয়েছে সোনালি একটা নক্ষত্র। ফিরে আসছে ড্রাগনটা!

কিন্তু সে-দিকে চোখ নেই বেউলফের। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ও ড্রাগনটার পিছনের ফাঁকা পটভূমির দিকে। কোনও এক বিচিত্র কারণে কমলা রং ধারণ করেছে ও-দিককার

boighar.com

আকাশ!

ও-দিকেই তো ওর প্রাসাদটা।

আচমকা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো অনুভূতি হলো বেউলফের। হায়, ঈশ্বর! প্রাসাদ! ড্রাগনটা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে প্রাসাদে! রাতের কালো আকাশ এ-জন্যই কমলা দেখাচ্ছে!

'উরসুলা!' আঁতকে বলল বেউলফ। দুশ্চিন্তায় ভরে গেল ওর অন্তরটা।

দেখতে-দেখতে কাছে চলে এল ড্রাগন।

তুমুল গর্জন আর নাক দিয়ে অগ্ন্যুৎপাত ঘটাচ্ছে ওটা গোটা আকাশ জুড়ে।

কে কোথায় পালাবে, দিশা পাচ্ছে না বেউলফের লোকেরা। এ-রকম ভয়াবহ কোনও কিছু অভিজ্ঞতাতে নেই ওদের। যে যেখানে পারল, আড়াল নিয়ে মুখ গুঁজল মাটিতে।

অরক্ষিত ওদের ঘোড়াগুলো নরক আরও গুলজার করে তুলল কান ফাটানো তীক্ষ্ণ রবে। বেশির ভাগই বাঁধন ছিঁড়ে পালাল দিগ্বিদিক্।

এক মাত্র বেউলফের মধ্যে ভয়ডরের লেশ মাত্র নেই। তলোয়ার হাতে দু' পা ফাঁক করে দাঁড়াল ও ড্রাগনটার মুখোমুখি হতে।

বেউলফকে দেখতে পেয়ে ডানায় ঝড় তুলে নিচে নেমে আসছে ড্রাগন-দানব। আচমকা ফুলতে শুরু করল ওটার বেঢপ পেটটা। মনে হলো, বমি করে দেবে এক্ষুণি। www.boighar.com

করল বটে। তবে সেটা আগুনের বমি। বড়সড় এক আগুনের গোলা ড্রাগনের মুখ থেকে বেরিয়ে বেউলফের দিকে ছুটে গেল পিছনে বিরাট এক পুচ্ছ নিয়ে।

নিজের ধাতব ঢাল দিয়ে গোলাটাকে ঠেকিয়ে দিল বেউলফ।

লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আরেক দিকে চলে গেল আগুনে-বলটা।

আগুনে ক্ষতি হয়নি বেউলফের, প্রচণ্ড তাপের কারণে সামান্য ঝলসে যাওয়া ছাড়া। তবে এত জোরে গোলাটা ছুঁড়েছে ড্রাগন যে, ওটাকে আটকাতে গিয়ে হাঁটু ভেঙে বসে পড়তে বাধ্য হয়েছে ও।

প্রথম চেষ্টা বিফলে যাওয়ায় অন্যদের দিকে মনোযোগ দিল ড্রাগন।

ওদের কয়েক জন যে যেখানে লুকিয়ে ছিল, সেখানেই পুড়ে মরল জ্যান্ত অবস্থায় দগ্ধ হয়ে। যাদের কপাল ভালো, তারা বেউলফের কায়দা অনুসরণ করে রক্ষা করল নিজেদের।

অবশ্য কতক্ষণই বা আর নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে এ-ভাবে? বিশাল ওই দানবের চোখে ওরা তো স্রেফ ছোট-ছোট কতগুলো ছিঁচকাঁদুনে শিশু ছাড়া কিছু নয়!

উইলাহফও অক্ষত রয়েছে। বড় এক পাথরের আড়াল থেকে ড্রাগনটার গতিবিধি লক্ষ করছে ও।

লক্ষ করছে বন্ধুকেও।

আগুনে জ্বলছে বেউলফের আশপাশের ঝোপঝাড় আর খাবলা-খাবলা ভাবে গজিয়ে ওঠা গুল্মাবৃত জমি।

গোটা দৃশ্যটা যেন নরকেরই একটা অংশ।

আগুনের তাপে গলতে শুরু করেছে জমাট বরফ। শক্ত মাটি রূপ নিচ্ছে থকথকে কাদায়।

সৈকতের ফাঁকা এক জায়গায় নেমে এসে আবারও বেউলফের মুখোমুখি হলো প্রতিশোধপরায়ণ ড্রাগন। দ্বিতীয় বার হামলা করার আগে দু'-চার কথা শুনিয়ে দিল পিতাকে।

boighar.com

আর-কেউ না বুঝলেও বেউলফ ঠিকই বুঝল, কী বলছে ওর দানব-সন্তান।

'তোমার বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছি আমি!' পৈশাচিক উল্লাস নিয়ে বলল ড্রাগনটা। 'জ্বালিয়ে দিয়েছি তোমার স্বপ্নের জনপদ! আমার আগুন থেকে রেহাই পায়নি তোমার প্রাণপ্রিয় বউটাও! এখন আমি এসেছি তোমাকে হত্যা করতে! মরবে! মরবে তুমি!'

তীরের মতো ছুটে গিয়ে ড্রাগন-পুত্রের উদ্দেশে লাফ দিল বেউলফ। তলোয়ার চালিয়ে দফা রফা করে দেবে, এটাই ছিল ওর ইচ্ছা।

কিন্তু সতর্ক ছিল দানবটা। আর ওটা বেউলফের চেয়েও ক্ষিপ্র। পিছন দিকে সরে গেল ড্রাগন ডানা ঝাপটে। পরমুহূর্তে ভাসতে লাগল বাতাসে।

শক্তিশালী দুই ডানা ঝটপট আওয়াজে বাতাসে আছড়ে উঁচু থেকে আরও উঁচুতে উঠতে লাগল ড্রাগনটা। এক সময় এত উপরে উঠে গেল যে, বিন্দুর মতো দেখাতে লাগল ওটাকে।

ওখান থেকেই বেউলফের কানে ভেসে এল ওটার রক্ত হিম করা দম্ভোক্তি।

'বুড়ো হয়ে গেছ তুমি, বাবা! দুর্বল হয়ে গেছ! ওই হাড়ে আর কী ভেলকি দেখাবে?'

ড্রাগনটাকে ভালো করে দেখবার জন্য কয়েক পা পিছু হটল বেউলফ। তলোয়ার তাক করল আকাশের দিকে। যে-কোনও সেকেণ্ডে ফের হামলার আশঙ্কা করছে।

'হাহ, বাবা!' বেউলফও চেঁচাল সন্তানের উদ্দেশে। 'আমি যদি তোর বাপ হয়ে থাকি, তবে তোর আসল চেহারা দেখতে চাই আমি! কাছে আয়! দানবের ছদ্মবেশে লুকিয়ে রাখিস না নিজেকে!'

ড্রাগনটার বাগাড়ম্বর শুনতে না পেলেও বন্ধুর কথাগুলো পরিষ্কার

শুনছে উইলাহ্‌ফ। ওই দানব আসলে বেউলফের সন্তান, এটা জানতে পেরে চোখ জোড়া রসগোল্লা হয়ে উঠল ওর।

সাঁই করে নিচে নেমে এল অপমানিত ড্রাগন। যারা দেখল, অভূতপূর্ব এক অভিজ্ঞতার সাক্ষী হলো তারা।

মাটি থেকে কয়েক ফুট উপরে থাকতেই বিশাল দুই ডানা দিয়ে নিজেকে আলিঙ্গন করল ড্রাগন। পরক্ষণে দেখা গেল, দৈত্যাকার জানোয়ার মিলিয়ে গিয়ে সোনালি এক মানুষ উদয় হয়েছে তার বদলে!

চোখ ঝলসানো সোনার বর্ম মানুষটার পরনে। ড্রাগন থেকে মানুষে রূপ নিলেও এখনও রয়ে গেছে ওটার পিঠের উপর চুড়ো হয়ে থাকা দীর্ঘ দুই ডানা আর পিছনে কাঁটাঅলা লম্বা লেজ!

চোয়াল হাঁ হয়ে গেল বেউলফের। চোখের সামনে যা দেখছে, বিশ্বাস করতে পারছে না যেন। স্বপ্নটা তা হলে সত্যি হলো! ওর চেহারার সঙ্গে এত মিল সোনালি মুখটার! যৌবন কালে এমনই তো দেখতে ছিল ও!

এমন ভাবে মাটি স্পর্শ করল সোনালি মানব, খোদ শয়তান যেন নেমে এসেছে ধরাধামে! ডানা দুটো দু' দিকে ছড়িয়ে দিয়ে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করল মানুষে রূপ নেয়া ড্রাগনটা।

'দেখো, বেউলফ!' মনুষ্যাকৃতি নিলেও কণ্ঠস্বর ওটার 'অবিকৃত'-ই রয়েছে। 'দেখো, আমার শক্তিমান পিতা!'

বুক ভরে দম নিল বেউলফ। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, টলে গেছে ও, আত্মবিশ্বাস হারিয়েছে।

সোনালি মানুষটার দিকে এগিয়ে গেল ও। নামিয়ে নিয়েছে তলোয়ার।

গজখানেক দূরত্বে মুখোমুখি হলো বাপ-বেটা।

'কেমন আছ, পুত্র?' কোমল স্বরে জিজ্ঞেস করল বেউলফ।

boighar.com

ড্রাগনটা— মানে, মানুষটা বিস্মিত হলো।

'পুত্র! "পুত্র" বললে তুমি?'

'হ্যাঁ, তা-ই বলেছি।'

বিভ্রান্ত হয়ে গিয়ে মাথা নাড়ছে সোনালি মানুষটা। 'আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে শুরু থেকেই জ্ঞাত ছিলে তুমি। অথচ এত কাল ধরে এড়িয়েই গেছ আমাকে! তোমার ব্যক্তিগত লজ্জার সাথে কবর দিয়ে দিয়েছ এক মাত্র সন্তানকে!'

কথাগুলো শেলের মতো বিঁধল বেউলফকে। তলোয়ারের আঘাতও কিছু না এর তুলনায়! আত্মগ্লানিতে মাথা নত করল পিতা। একটু পরে তাকাল চোখ তুলে।

'আমার এক মাত্র লজ্জা,' স্বীকারোক্তি দিচ্ছে বেউলফ। 'নিজেকে আমি যে-ভাবে তুলে ধরেছি দুনিয়ার কাছে, আমি সেই মানুষটি নই। খ্যাতির জন্যে, ধন-সম্পদের জন্যে, গৌরবের জন্যে সত্যকে বিকিয়ে দিয়েছি আমি। কিন্তু আর না!'

হাতের তলোয়ারখানা মাটিতে গাঁথল বেউলফ।

'একে অপরকে হত্যা করার কোনও দরকার কি আছে আমাদের?' যেন কোনও সমঝোতায় আসতে চাইছে বেউলফ। 'মনে হয় না। তোমার উপরে আমার কোনও রাগ নেই, পুত্র... কোনও ঘৃণা নেই। বা এক সময় থাকলেও এখন তা মুছে গেছে মন থেকে। তুমিও তোমার রাগ-ক্ষোভ-ঘৃণাকে জলাঞ্জলি দাও। এসো, বুকে এসো, বাছা! আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পেরেছি। এখন সময় ভুলগুলো মেনে নিয়ে নতুন ভাবে জীবন শুরু করার... যে-জীবন হবে কেবলই ভালোবাসার। অফুরন্ত স্নেহ আর ভালোবাসা দেব আমি তোমাকে!'

'ভালোবাসা!' অবিশ্বাসী গলায় চেঁচিয়ে উঠল সোনালি মানব। 'তুমি? আমাকে? হাহ! ...তোমার ভালোবাসা তোমার কাছেই রাখো। আমার কেবল একটাই চাওয়া। আর তা হচ্ছে— তোমার

মৃত্যু!'

'বেশ।' হার মেনে নিয়েছে যেন বেউলফ। 'তা হলে হত্যা করো আমাকে। কিন্তু বিনিময়ে আমার একটা দাবি আছে।'

'দাবি? তোমার?' আমোদ পাচ্ছে যেন সোনালি মানুষ। 'একজন মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ ইচ্ছা?'

'ধরে নাও, তা-ই।'

'আচ্ছা,' সহাস্যে বলল বেউলফের সন্তান। 'বলো, শুনি। তবে পূরণ যে করবই, এমনটা কিন্তু না-ও হতে পারে।'

'ছোট্ট একটা দাবি,' আশ্বস্ত করল বেউলফ। 'আমাকে হত্যা করার পর চির-তরে চলে যেয়ো এখান থেকে।'

'আদেশ করছ, না অনুরোধ?' তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে "সোনার ছেলে"।

'অনুরোধ,' আগের চেয়েও নরম গলায় বলল বেউলফ। 'আমার প্রজারা তো কোনও দোষ করেনি। ওদের হয়ে প্রাণভিক্ষা চাইছি আমি! আমাকে দিয়ে মিটিয়ে নাও তোমার প্রতিহিংসা। তারপর দয়া করে চলে যাও আমার রাজ্য ছেড়ে! দোহাই, বাছা! এটুকু দয়া আমাকে করো!'

'তথাস্তু, পিতা! তথাস্তু!' ভেঙে পড়া মানুষটাকে দেখে অশুভ উল্লাস অনুভব করছে নিষ্ঠুর পুত্র।

পিছাতে আরম্ভ করল স্বর্ণমানব। আগের সেই ড্রাগন-রূপে ফিরতে শুরু করেছে।

অর্ধেকটা মতো রূপবদল হয়েছে সরীসৃপে, এমন সময় ঝটকা দিয়ে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল উইলাহফ!

ড্রাগনের পিছন থেকে ওদের কথোপকথন শুনছিল উইলাহফ। লাফ দিয়ে গুপ্ত স্থান ত্যাগ করেই এক দৌড়ে চলে এল আধা-মানুষ-আধা-ড্রাগনটার পিছনে। দৌড়ের মাঝেই কুড়াল ধরা

boighar.com

হাতটা উঠে গেছে মাথার উপরে।

শিরস্ত্রাণ পরিহিত উইলাহফ অদম্য আবেগে কান্না-জড়িত ক্ষিপ্র চিৎকার ছাড়ল:

'আআআআআইইই!'

চোখের পলকে পিছনে ঘুরে গেল ড্রাগন। সহজাত প্রবৃত্তির বশে কুঠারধারীর উপর সর্বশক্তিতে হাঁকিয়ে দিয়েছে কাঁটাঅলা লেজের চাবুক।

চিৎকারটা ছেড়েই লাফ দিয়েছিল উইলাহফ। ড্রাগনটার পিঠে সজোরে গেঁথে দেবে কুঠারের ফলা, সে-রকমই ছিল ওর ইচ্ছা।

হলো না।

ভয়াবহ ওই লেজের বাড়ি খেয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য অন্ধ হয়ে গেল যেন লোকটা। আর ওই মুহূর্ত ক'টা ভেসে রইল যেন শূন্যে।

উল্কার মতো মাটিতে খসে পড়ল উইলাহফ।

ঝাপসা একটা ঝলকের মতো লোকটার উপরে চড়াও হলো ড্রাগন। ইতোমধ্যে রূপবদল সম্পন্ন হয়েছে ওটার।

সক্রোধে পিছন দিকে মাথা হেলাল ড্রাগনটা। কপালের বর্শাটা দিয়ে খুদে মানুষটাকে ফুটো করে দিতে চাইছে।

ঝাপসা চোখে দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে উইলাহফ। দানব সরীসৃপের পূর্ণাবয়ব রণমূর্তি দেখে সভয়ে চোখ বুজল সে।

আর কোনও আশা নেই! ভয়াল ওই জন্তুর হাতে এখনই লেখা হয়ে যাবে ওর মরণ!

লড়াইয়ের ইচ্ছা ছিল না বেউলফের। কিন্তু প্রিয় বন্ধুকে চোখের সামনে মরতে দেখবার বান্দা তো সে নয়।

স্থবির একটা মুহূর্তের পরই বিদ্যুৎ খেলে গেল তার শরীরে। দীর্ঘ ফলার তলোয়ারটা মাটি থেকে বের করেই মূর্তিমান যমদূতের মতো গিয়ে আবির্ভূত হলো ড্রাগনটার সামনে।

সবেগে নেমে আসছে ড্রাগন-বর্শার চোখা ফলা। উইলাহ্ফকে ছিদ্র করে দেয়া থেকে যখন মাত্র এক চুল দূরে, অমনি ড্রাগনটার শরীরে বিঁধল বেউলফের তলোয়ার।

'চিবুকের নিচে...' বলেছিলেন হ্রথগার।

শিক্ষাটা ভোলেনি বেউলফ। একেবারে শেষ মুহূর্তে তলোয়ারের ফলা ঢুকিয়ে দিয়েছে ওটার দুর্বলতম জায়গায়।

হাঁ হয়ে গেছে ড্রাগনটার বিশাল মুখখানা। আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করা ভয়াবহ জান্তব আর্ত চিৎকার ছাড়ল ওটা। নরকের প্রেতাত্মারাও বুঝি আর্তনাদ করে না এ-ভাবে! অস্তিত্বের গহীন থেকে উঠে এল সে-চিৎকার।

এক টানে তলোয়ারটা বের করে আনল বেউলফ।

গভীর একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে ওটার চিবুকের তলায়। ঝরঝর করে ঝরতে আরম্ভ করল নীল রক্ত।

সত্যিকারের জ্বলন্ত চোখে বেউলফের দিকে তাকাল আহত জন্তুটা। অন্ধ রাগ টগবগ করছে ওই আগুনে।

এরপর কী হবে, জানে বেউলফ। ড্রাগন-পুত্র এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেবে ওর বুকটা।

কিন্তু ও তো আর হাঁটতে চায় না প্রতিহিংসার পথে।

চোখ বুজল বেউলফ। *বিদায়!*

'নাআআআ!' কী ঘটতে যাচ্ছে, উপলব্ধি করতে পেরে চিৎকার দিল উইলাহ্ফ।

কিন্তু কিছুই করতে পারল না ও বন্ধুর জন্য।

মাথার বর্শাটা পিতার বুকে আমূল গেঁথে দিল ড্রাগন-পুত্র।

মরণের দুয়ারে পৌঁছে সন্তানের গলা জড়িয়ে ধরল বেউলফ।

কপালের বর্শাটা শত্রুর দেহে বেঁধা। এ-দিকে শত্রু আঁকড়ে ধরেছে ওর গলা, এ-অবস্থায় বেউলফকে সুদ্ধ আচমকা শূন্যে উঠতে আরম্ভ করল ড্রাগন। ডানার এক-একটা জোরাল ঝাপটা

boighar.com

তুলে নিল ওটাকে আকাশের সবচেয়ে উঁচুতে।

তীব্র যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেছে বেউলফ। এত বাতাস ওর চার পাশে, তবু যেন এক ফোঁটা অক্সিজেনের জন্য খাবি খাচ্ছে ওর ফুসফুসটা।

ও-দিকে 'অপরাজেয়' ড্রাগনও পৌঁছে গেছে অন্তিম দশায়। কাশির সঙ্গে রক্ত বেরিয়ে আসছে ওটার মুখ দিয়ে।

মাটি থেকে বহু উপরে, মেঘের রাজ্যে রয়েছে বাপ-বেটা। মর্ত্যের বুকে তাণ্ডব চালাবার জন্য আকাশের যেখানটায় ঘোঁট পাকাচ্ছে ঝড়, সেটাকে ছাড়িয়েও অনেক উপরে।

আশ্চর্য শান্ত যেখানে বাতাস।

মৃত্যু এসে গ্রাস করছে ওদেরকে। দু'টি দুই জাতের প্রাণী পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় নিস্তেজ হয়ে আসছে ধীরে-ধীরে।

'তোমার ইচ্ছাই পূরণ হচ্ছে, পুত্র!' বহু দূর থেকে ভেসে এল যেন বেউলফের সমাহিত কণ্ঠস্বর। 'মারা যাচ্ছি আমি...'

'আহ...' যন্ত্রণা আর তৃপ্তির মিশেল যেন ড্রাগনের অভিব্যক্তিতে। 'তোমার মরণ দেখেই যেন মরতে পারি আমি! তোমার মরণ দেখে...'

দম আটকে এল ড্রাগনের। এক গাদা রক্ত ছিটাল ও বেউলফের মুখে। মৃত্যু-যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে সরীসৃপটার চেহারা। বাতাসের উপরে দুর্বল ডানার ভর রেখে ভেসে রইল একটা মুহূর্ত। তারপর অনিশ্চিত ভাবে উড়তে লাগল একই জায়গায়।

'দুঃখিত... দুঃখিত আমি...' মুখ দিয়ে অন্তিম কথাগুলো বেরিয়ে আসছে বেউলফের। 'কিন্তু, বেটা... কেন জানি মনে হচ্ছে... আমি... তুমি... আমরা দু'জনেই... হাতের পুতুল ছিলাম কারও... তোমার মায়ের...'

আর পেরে উঠল না ড্রাগন।

নিচের দিকে পড়তে শুরু করেছে ওটা।

ছড়ানো ডানার কারণে পতনের গতি অনেকটা ধীর হলেও ভবিতব্যকে রুখবার ক্ষমতা নেই দু'জনের কারোরই।

মহা পতনের কারণে বিশ্রী ফরফর শব্দ হচ্ছে ড্রাগনটার নিস্তেজ ডানা জোড়ায়। যে-কোনও মুহূর্তে 'ফাত' করে ছিঁড়ে যাবে যেন।

কিছুটা ভাঁজ এল ডানা দুটো। বেড়ে গেল পতনের গতি।

পড়ছে... পড়ছে... সময় যেন স্থির হয়ে গেছে পিতা-পুত্রের জন্য। পরস্পরের চোখের গভীরে তাকাল ওরা। নিজেকেই দেখতে পেল অপর জনের চোখের আয়নায়।

সম্মোহনী একটা মুহূর্ত।

মৃত্যুর আগ মুহূর্তে ড্রাগনটা ডাকল, 'বাবা...?'

হু-হু করে উঠল বেউলফের অন্তরাত্মা।

নিজের ডানা দিয়ে পিতাকে আলিঙ্গন করল পুত্র।

এখন চক্রাকারে নামছে। দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে ওটার পতনের বেগ।

ঝপ করে নিচু মেঘের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল পিতা-পুত্রের শরীর। নিচ থেকে ধেয়ে আসছে মাটি!

উনষাট

রক্তাক্ত, আহত চেহারায় আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে প্রৌঢ়

boighar.com

উইলাহফ। নিচু হয়ে ঝুলে থাকা ঝড়ের মেঘের দিকে ওর চোখ।

তারপর, মেঘ ভেদ করে জড়াজড়ি অবস্থায় পড়তে দেখল ড্রাগন আর বেউলফকে।

দু'-চারজন সৈনিক যারা দেখল দৃশ্যটা, দ্বিগুণ ভয়ে অস্ত্র ফেলে দৌড়ে পালাল। আবারও ড্রাগনটার মোকাবেলা করতে হবে ভেবে শঙ্কিত লোকগুলো।

যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সে-জায়গা থেকে কয়েক কদম পিছু হটল উইলাহফ। তবে পালিয়ে গেল না অন্যদের মতো।

বিরাট এক উল্কাপিণ্ডের মতো অভিকর্ষজ ত্বরণে আকাশ থেকে খসে পড়ল ড্রাগন। মাধ্যাকর্ষণের টানে এত জোরে আঘাত হানল ভূমিতে যে, মহা প্রলয়ের কম্পন উঠল চার পাশের বহু দূর পর্যন্ত।

ধুলো থিতিয়ে এলে দেখা গেল, এক পাশে কাত হয়ে পড়ে আছে ড্রাগনটা।

মৃত।

জীবনের সমস্ত চিহ্ন অদৃশ্য হয়েছে ওটার কাচের মতো স্বচ্ছ দু' চোখ থেকে। সেখানে এখন অতল শূন্যতা।

তার পরও ফাঁকা আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব ঠিকই দেখতে পাচ্ছে বেউলফ।

হ্যাঁ! এত কিছুর পরেও ধুকপুক-ধুকপুক করে প্রাণটা এখনও রয়ে গেছে বেউলফের ভিতরে!

জ্বলন্ত ঝোপঝাড়ের আলোয় মাটি থেকে নিজেকে টেনে তুলল উইলাহফ।

'প্রচণ্ড আহত আমাদের লর্ড!' চার পাশে তাকিয়ে হেঁকে বলল প্রৌঢ় লোকটা। 'ওঁকে ওখান থেকে তুলে আনতে হবে... ভালো মতন শুশ্রূষা করতে হবে...'

কিন্তু ওর কথা শুনবার জন্য একজন যোদ্ধাও নেই তখন সেখানে। ড্রাগনের ভয়ে পালিয়ে গেছে সবাই।

প্রবল হতাশায় মুষড়ে পড়ল উইলাহ্ফ। এক পায়ে সাড় পাচ্ছে না। এ-অবস্থায় খোঁড়াতে-খোঁড়াতে ছুটল ও বেউলফের দিকে।

সোনালি ড্রাগনের গায়ের উপরে শুয়ে আছে ওর বন্ধু। মাটিতে পড়ার সময় এটাই হয়তো রক্ষা করেছে ওকে প্রচণ্ড আঘাত থেকে।

কাছে গিয়ে দেখল উইলাহ্ফ, বর্শাটা এখনও বন্ধুর শরীরে গাঁথা। শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত নামল প্রৌঢ়ের। অবস্থা গুরুতর!

যে-রকম বেকায়দা ভাবে পড়ে রয়েছে, শরীরের কোনও হাড়ই সম্ভবত আস্ত নেই! কী করে যে এখনও বেঁচে রয়েছে, সেটাই আশ্চর্যের!

এর পরে যেটা ঘটল, সে-রকম কিছু চিন্তাও করেনি উইলি।

প্রচণ্ড ব্যথা সহ্য করে কোনও রকমে মাথা জাগাল বেউলফ। ড্রাগনের মৃত মুখটা দেখল একবার। তারপর হাউমাউ করে উঠে জড়িয়ে ধরল ওটাকে!

'বাছা! বাছা!' অবুঝের মতো ড্রাগনের গায়ে চাপড় মারছে বেউলফ। যেন মৃত্যুর ওপার থেকে ফিরিয়ে আনতে চায় ওটাকে!

শক্তি ফুরিয়ে যাওয়ায় ফুঁপিয়ে উঠল বেউলফ। নিথর হয়ে পড়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর... ধীরে-ধীরে... যেন শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছে কাজটা করবার জন্য... চুম্বন করল ড্রাগনটার কপালে!

পিতা যে-ভাবে চুম্বন করে পুত্রকে।

সবই দেখতে পাচ্ছে উইলাহ্ফ। শুনছে সবই। সতর্ক ভাবে আগে বাড়ছে সে। চায় না যে, ওর কারণে ব্যাঘাত সৃষ্টি হোক

boighar.com

অদ্ভুত-কিন্তু-আশ্চর্য-সুন্দর এই দৃশ্যটায়।

এক সময় প্রৌঢ় বন্ধুকে দেখতে পেল বেউলফ। হাসল কি?

'মাই লর্ড... ইশ্‌শ্‌!' গাল কুঁচকে উঠল উইলাহফের। 'খুবই খারাপ অবস্থা তোমার!'

'হ্‌-হ্যাঁহ!' এটুকু বলতেই প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হলো বেউলফকে।

'চিকিৎসকের কাছে নিতে হবে তোমাকে!'

বন্ধুকে স্পর্শ করার জন্য কসরত করতে হলো উইলাহফকে। ড্রাগনের গায়ের উপর দাঁড়িয়ে একটা হাত ধরল সে বেউলফের। ওকে সাহায্য করতে চাইছে।

ভীষণ কষ্ট হচ্ছে বেউলফের।

'না!' বলল ও। বোঝাতে চাইছে, লাভ নেই। সব রকম সাহায্যের ঊর্ধ্বে চলে গেছে সে।

'না, মাই লর্ড!' মানতে রাজি নয় উইলাহফ। 'অবশ্যই তুমি—'

'না!' আবার বলল বেউলফ। সামান্য এই শব্দটুকু উচ্চারণ করতে গিয়েই তীব্র যন্ত্রণায় কুঁচকে উঠল ওর চেহারা। দাঁতে দাঁত চেপে তার পরও বলল সে, 'এ-সব আসলে পুরানো ক্ষত, উইলি... এত দিনেও যখন শুকায়নি, তখন আর শুকাবেও না... তার চেয়ে বাদ দাও বরং... শান্তিতে মরতে দাও আমাকে, প্রিয় দোস্ত... এক মাত্র মৃত্যুই এখন পারে সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে...'

হঠাৎ যেন সচকিত হয়ে কান খাড়া করল বেউলফ। 'শুনতে পাচ্ছ? শুনতে পাচ্ছ, উইলি?'

বাতাসে কান পাতল উইলাহফ। বুঝতে পারল না, কী এমন শুনল, যা মরণাপন্ন প্রিয় বন্ধুর মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে।

ওখান থেকে যেন বহু দূরে কোথাও হারিয়ে গেছে বেউলফ।

মিষ্টি রিনরিনে একটা কণ্ঠের গানের আওয়াজ ভেসে আসছে যেন কোন্ সে দূরের পথ পেরিয়ে। বিদেহী কোনও আত্মার কান্না যেন। অনুরণিত হচ্ছে চরাচর জুড়ে...

'কী শুনছ, বেউলফ?' অপারগতার ছাপ উইলাহফের চেহারায়।

'গান... শুনতে পাচ্ছ না তুমি?' উইলাহফের দিকে তাকিয়ে বলল বেউলফ। 'গ্রেনডেলের মা ওটা... গান গাইছে! আমার সন্তানের মা... আমার...' চোখ বুজল ও।

'আমার মা!' বলতে চেয়েছিল বেউলফ। কিন্তু হাঁপিয়ে ওঠায় সম্পূর্ণ করতে পারল না বাক্যটা।

নাকি ইচ্ছা করেই গোপন রাখল সত্যটা? হয়তো ভাবছে, এত কাল যেটা কেউ জানত না, সেটা প্রকাশ হয়ে পড়লে পৃথিবীর কি কোনও উপকার হবে?

কাঁদছে উইলাহফ। এত বছরের পুরানো সঙ্গীটি ওকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে বলে কাঁদছে। সুখে, দুঃখে কত অজস্র সময় কাটিয়েছে ওরা পৃথিবীর বুকে! বাকি জীবনে আর কখনও কি পাবে এ-রকম বন্ধু?

'না, বেউলফ!' কাঁদতে-কাঁদতে বলল ও। 'অমন কথা বোলো না! যা কিংবদন্তি, সেটাই সত্যি। গ্রেনডেলের মাকে হত্যা করেছ তুমি। দুনিয়ার বুকে তার কোনও অস্তিত্ব নেই! ...একজন বীর যোদ্ধা তুমি, বেউলফ! অশুভ সব দানবের বিনাশকারী...'

'হায়, রে, মিথ্যা!' শেষ হাসি হাসল বেউলফ। 'অনেক দেরি হয়ে গেছে, উইলি... অনেক...'

মারা গেল বেউলফ।

অবশেষে অবসান হয়েছে ওর অভিশপ্ত জীবনের।

প্রাণের বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল উইলাহফ।

boighar.com

ষাট

অভিশপ্ত একটি রাতের পর আবার এল নতুন ভোর। ধূসর-বেগুনি এক ধরনের অপ্রাকৃত আলোয় ভরে উঠেছে শোকার্ত উপকূল।

যারা পালিয়ে গিয়েছিল, এক-এক করে ফিরে এসেছে সৈকতে। www.boighar.com

সমাধিস্তূপের পাশের গুহায় নামছে লোকগুলো। কারও-কারও হাতে জ্বলছে মশাল।

জ্বলন্ত মশাল হাতে সব শেষে গর্তে নামল উইলাহফ।

'সবটুকু... সবটুকুই চাই আমার!' বিড়বিড় করছে সে।

একটু পরেই জানবে ও, কিছুই নেই ওখানে।

ও-সব সোনাদানা— সবই ছিল মায়া!

ধীরে-ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে গেয়াট উপকূল। যদিও আরও একটি ঘণ্টা বা তারও কিছু বেশি নিজের চেহারা দেখাবে না সূর্য।

ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে সৈকত ধরে চলেছে একটি ওয়্যাগন। গাড়িটায় জোতা বিশাল আকারের বলিষ্ঠ এক জাতের ঘোড়ার পাশে-পাশে হেঁটে এলাকা ছাড়ছে হতোদ্যম থেনেরা।

ওয়্যাগনটার উপরে শোয়ানো হয়েছে সম্রাট বেউলফের নিথর শরীরটা। পাশেই রয়েছে মরে যাওয়া ড্রাগন।

সাগর স্পর্শ করা এক পাহাড়সারির চূড়ায় উঠে এল ওয়্যাগনটা। সাগরের দিকের পাহাড় চূড়া থেকে খাড়া নেমে গেছে পানি অবধি। খাদের কিনারার কাছে এসে থেমে গেল ক্যাঁচকোঁচ শব্দ।

ওয়্যাগনের মাথায় উঠে পড়ল চারজন যোদ্ধা। ঠেলাঠেলি করে গাড়ি থেকে ফেলে দিল মৃত ড্রাগনটাকে।

ভারী শরীরটার পতনে স্বাভাবিক ভাবেই ধুলো উড়ল খুব।

এ-বার সবাই মিলে 'হেঁইয়ো-হেঁইয়ো' করে ঠেলে কিনারার একেবারে কাছে নিয়ে গেল ড্রাগনটাকে।

ঝপাস করে পানিতে পড়ল ড্রাগন।

সফেন তরঙ্গপুঞ্জের নিচে নিমেষেই হারিয়ে গেল ওজনদার শরীরটা।

আচানক কান খাড়া করল উইলাহফ।

নারীকণ্ঠের ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্নার মতো একটা আওয়াজ আসছে না? মনে হচ্ছে, বহু দূর থেকে ভেসে আসছে আওয়াজটা।

নাকি বাতাসের শব্দ? হাজারো রকমের শব্দ করতে পারে বাতাস।

হঠাৎই থেমে গেল শব্দটা।

বেশ কিছুক্ষণ কান পেতে রইল উইলাহফ। কিন্তু আর শোনা গেল না আওয়াজটা।

শোকার্ত গেয়াটদের দীর্ঘ একটি সারি পাহাড়ি পথ বাইছে পিঁপড়ের মতো। চূড়াটা লক্ষ্য ওদের।

নারী, পুরুষ, শিশু— সবাই-ই রয়েছে দলটাতে।

উপরে উঠতে-উঠতে দেখতে পাচ্ছে ওরা, আরেক পথ বেয়ে পাহাড়ে উঠছে জনা বারো যোদ্ধা। তাগড়া কয়েকটা ঘোড়ার সাহায্যে টেনে লম্বা এক নৌকা নিয়ে চলেছে ওরা চূড়ার দিকে।

boighar.com

মাথায় হুড টেনে দেয়া, সাদা আলখেল্লা পরা এক মহিলাও দৃশ্যটা দেখল। তারপর মনোযোগ দিল হাঁটবার দিকে।

বেগুনি-ধূসর ভোরের রং এখন ধূসর।

অনেক কায়দা-কসরত করে লম্বা জলযানটাকে পাহাড়ের মাথায় টেনে তুলেছে গেয়াট যোদ্ধারা। বেদম হাঁপাচ্ছে ওরা, সঙ্গে ঘোড়াগুলোও।

নৌকাটা দেখতে সেই জাহাজটার মতো, যেটায় করে ডেনমার্ক গিয়েছিল বেউলফ গ্রেনডেলকে বধ করতে।

একটু পরে, মন্থর পায়ে, নৌকাটাকে পাশ কাটিয়ে পেরোতে লাগল সারিটা। ওর মধ্যে শায়িত বেউলফের নিথর দেহ লক্ষ্য করে একটা করে লাকড়ি ছুঁড়ে দিচ্ছে প্রত্যেকে।

দীর্ঘ সময় লাগবে প্রক্রিয়াটা শেষ হতে।

তবে শেষ ঠিকই হলো একটা সময়।

নৌকাটা এখন লাকড়িতে বোঝাই। তবে শেষকৃত্যের আনুষ্ঠানিকতা আরও খানিকটা বাকি রয়েছে এখনও।

উলটো দিক থেকে হেঁটে ঐতিহ্যবাহী শবমঞ্চটাকে পাশ কাটাতে লাগল শোকার্তরা। এ-বারে যার-যার তরফ থেকে একটা করে সোনার জিনিস ছুঁড়ে দিচ্ছে মৃত দেহের উদ্দেশে। আঙুলের আংটি, বাজুবন্দ, গলার হার... যার যেটা সামর্থ্য।

বেউলফের তলোয়ার, ঢাল, বর্ম, ইত্যাদিও দিয়ে দেয়া হয়েছে নৌকায়।

সাদা আলখেল্লা পরা মহিলার পালা এলে সে-ও এক টুকরো স্বর্ণ নিবেদন করল লাশের প্রতি।

সব শেষে এল উইলাহফের পালা।

বয়স যেন আরও বেড়ে গেছে লোকটার। হাঁটছে কুঁজো হয়ে।

মুঠোয় ধরা সোনার পানপাত্রটা বেউলফের শায়িত দেহটার উদ্দেশে ছুঁড়ে দিল ওর বন্ধু।

সেই গবলেট, যেটা এক ড্রাগনের সঙ্গে সম্মুখ-সমরে বিজয়ের পুরস্কার হিসাবে অর্জন করেছিলেন হ্রথগার।

সেই গবলেট, গ্রেনডেল আর ওর মাকে হত্যা করবার পুরস্কার হিসাবে যেটার মালিক হয়েছিল বেউলফ। পরে যেটা রেখে আসতে বাধ্য হয় পিশাচীর জিম্মায়।

সেই গবলেট, সুদীর্ঘ কাল পরে অবিশ্বাস্য ভাবে যেটা আবার ফিরে এসেছে বেউলফের কাছে।

অভিশপ্ত একটা পেয়ালা!

বাতাসে ঘুরতে-ঘুরতে লাকড়ির স্তূপে গিয়ে ঠাঁই হলো ওটার।

শেষ বারের মতো বন্ধুকে দেখে নিল উইলাহফ।

হাত জোড়া গুণচিহ্নের মতো বুকের উপরে ভাঁজ করে রাখা বেউলফের। আশ্চর্য প্রশান্তির ছাপ মুখের চেহারায়। ঘুমাচ্ছে যেন।

একজন এক জ্বলন্ত মশাল তুলে দিল উইলাহফের হাতে।

ভেজা চোখে শোকার্তদের জটলাটার দিকে ঘুরে তাকাল বেউলফের দীর্ঘ দিনের সঙ্গী।

কাঁদছে ওরাও। নাম ধরে ডাকছে প্রিয় সম্রাটের।

ভোরের প্রকৃতিও যেন নিদারুণ শোকে থম মেরে আছে।

'আমি...' কী বলবে, গুছিয়ে উঠতে পারছে না উইলাহফ। ক্রন্দনরত জনতার দিকে তাকিয়ে বিপন্ন বোধ করছে সে। 'সম্রাট বেউলফ ছিলেন আমাদের সবার চাইতে সাহসী... ছিলেন সব যোদ্ধার সেরা... যত দিন পৃথিবী থাকবে, তত দিন বেঁচে থাকবে তাঁর নাম। আমি—'

গলাটা ভেঙে এল উইলাহফের।

নৌকার এক পাশে মশালটা ধরল ও। দপ করে আগুন ধরে

boighar.com

গেল দাহ্য তরল মাখা কাঠে।

পুড়ছে শবমঞ্চ। হাতের মশালটা নৌকায় ছুঁড়ে দিল উইলাহফ।

শিগগিরই গলগল করে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করল নৌকার জ্বলন্ত কাঠামো থেকে। চড়চড় আওয়াজে পুড়ে চলেছে কাঠ। শিখা আর স্ফুলিঙ্গ নৃত্য জুড়েছে বাতাসে।

শেষকৃত্যে শামিল হওয়া লোকেদের কেউ কেঁদে চলেছে, কেউ-বা নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে শবদাহ। পাথরে খোদাই ভাস্কর্য যেন মুখগুলো।

সাগরগর্ভ থেকে উঁকি দিতে শুরু করেছে সূর্য। ক্রমেই উজ্জ্বল হচ্ছে সমস্তটা আকাশ।

এক থেন এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল উইলাহফের পাশে। হাতে তার সাবেক সম্রাটের মাথার রাজকীয় বলয়— তার মুকুটটা।

শূন্য চোখে যোদ্ধাটির দিকে তাকাল উইলাহফ।

নীরবে তার মাথায় পরিয়ে দেয়া হলো বেউলফের মুকুট।

এরপর আরেক জন এসে উইলাহফের গলায় পরিয়ে দিল পূর্বতন সম্রাটের নেকলেসটা, যেটা সম্রাট হ্রথগারের কাছ থেকে উপহার হিসাবে পেয়েছিল বেউলফ।

শোকগ্রস্ত হৃদয়ে অদ্ভুত এক পুলক অনুভব করল উইলাহফ।

সে-ই এখন গেয়াটদের সম্রাট!

প্রৌঢ়ের চোখ দিয়ে আবারও নামল অশ্রুর স্রোত। আজ যে ভার তুলে দেয়া হলো তার হাতে, মৃত্যু পর্যন্ত কি সেটার মর্যাদা সমুন্নত রাখতে পারবে?

আগুনের সর্বগ্রাসী জিভ পৌঁছে গেছে বেউলফের কাছে।

শোকের গান ধরল সাদা আলখেল্লা পরা মহিলা।

কী যেন জাদু রয়েছে সেই গানে!

বিষণ্ন। সুরেলা। রহস্যময় এক বিজাতীয় সঙ্গীত।

যেন এক মা তার ছেলের জন্য শোক করছে।

যেন কোনও প্রেমিকা বিলাপ করছে প্রিয়তমের শোকে...

কিন্তু কেউই তা শুনতে পাচ্ছে না!

কেউই না। এক উইলাহ্‌ফ ছাড়া!

বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে লোকটাকে। চার পাশে তাকিয়ে নিশ্চিত হলো, সত্যিই শুনতে পাচ্ছে না কেউ বিষাদী এই সুর।

সাদা আলখেল্লাধারীর উপরে চোখ আটকে রইল উইলাহ্‌ফের।

মহিলা সে-বিষয়ে সচেতন নয়। ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে যেতে শুরু করল সে শোকানুষ্ঠান ছেড়ে। তখনও গুনগুন করে চলেছে গান।

হ্যামেলিনের বাঁশিঅলার গল্পের সম্মোহিত শিশুদের মতো মেয়েটাকে অনুসরণ করতে শুরু করল উইলাহ্‌ফ।

ঠিক তখুনি ওদের পিছনে মড়মড় করে ভেঙে পড়ল শবমঞ্চ।

একষট্টি

মেয়েটাকে অনুসরণ করে পাহাড় থেকে নেমে এল উইলাহ্‌ফ।

পুরোটা সময়ে একবারও পিছনে তাকায়নি সাদা আলখেল্লাধারী।

এখন, অলস ভঙ্গিতে সৈকতের বালির উপর দিয়ে হেঁটে তীরের দিকে চলেছে।

হালকা ভাঁজ পড়েছে উইলাহ্‌ফের কপালে। যাচ্ছে কোথায়

boighar.com

মেয়েটা? সাগরে নামবে নাকি!

যেন ওর মনের কথা বুঝতে পেরেই থেমে দাঁড়াল মহিলা। ধীর গতিতে ঘুরল।

গভীর ভাঁজ সৃষ্টি হলো উইলাহফের কপালে।

ঠোঁটে সম্মোহনী হাসি নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা।

আলখেল্লার হুডের নিচে সোনালি এক নারীমূর্তি এখন সে!

কখনও না দেখলেও গ্রেনডেলের মাকে চিনতে এতটুকু ভুল হলো না উইলাহফের। ওই মায়াবিনী ছাড়া এই মেয়ে আর কেউ হতেই পারে না!

তলোয়ারের বাঁট আঁকড়ে ধরল উইলাহফ।

কিন্তু...

কিছু একটা আছে ওই মেয়েটার মধ্যে!

কিছু একটা আছে ওই বিষাদ মাখা গানে!

যে কারণে তলোয়ার থেকে হাত সরিয়ে নিল উইলাহফ।

মায়াবিনীর ঠোঁটের বিচিত্র হাসিটা চওড়া হলো।

অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করার নেই উইলাহফের। www.boighar.com

www.boighar.com